মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ 'সহিহ বুখারি শরিফ'-এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

نَصْرُ الْبَارِىْ شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ

সহজ নসরুল বারী

শরহে সহীহ বুখারী

(১১তম খণ্ড)

আরবি-বাংলা

[সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ]

মূল

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী রহ.

মুহাদ্দিস, মাদরাসা মাযাহেরুল উলূম, সাহারানপুর

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

শাইখুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ

মিরপুর, ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামি টাওয়ার ‖ **পাঠক বন্ধু মার্কেট**

১১, বাংলাবাজার ঢাকা। ‖ ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।

মোবাইল ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮, ০১৬১৬ ১৫২৫৩৫

www.alkawsar.org

- **মুফতি মুহাম্মদ রাশিদুল হক,** মুহাদ্দিস, নরাইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুর রকিব,** উস্তাদ, জামিয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।
- **মাওলানা আবু সাঈদ,** উস্তাদ, জামিয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।
- **মাওলানা মুফতি মুয্যাম্মিল হুসাইন,** মুদাররিস, হাজি ইউনুছ কওমি মাদরাসা, জুরাইন, ঢাকা।
- **হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ,** বিশিষ্ট লেখক ও মুহাদ্দিস।
- **মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ,** ফাযেল, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মুফতী মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম** মুহাদ্দিস, আফতাব নগর মাদরাসা ঢাকা

প্রকাশক : মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স, বাসা নং ২১৭, ব্লক-ত, মিরপুর-১২, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ : রজব ১৪৩৮ হিজরি, এপ্রিল-২০১৭ ঈ.

কম্পোজ : আল কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য : সাত শত বিশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ : আল কাউসার প্রিন্টিং
এণ্ড বাইন্ডিং ঢাকা

সম্পাদকের আরয

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ ও যাবতীয় অগ্রগতি-উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন মাজিদ ও হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরিফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানি কিতাব। আর হাদিস সেই মহান গ্রন্থের বিশদ বিশ্লেষণ। অন্যদিকে সুন্নাহ্ হচ্ছে এ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত মানবজাতির জন্য একটি সার্বজনীন ব্যবস্থাপত্র। কুরআন শরিফে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

হাদিস শরিফে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র মাধুরীই কুরআনের বাস্তব নমুনা'।

কুরআন মাজিদ বুঝতে হলে হাদিসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লক্ষ-লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদিসের গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদিসগ্রন্থ সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদিসগ্রন্থ বলা হয়। এ ছয়টি কিতাবের মধ্যে বিশুদ্ধতার বিচারে দুটি কিতাব শীর্ষস্থানে রয়েছে। এ দুটিকে পরিভাষায় 'সহিহাইন' বলে। আর এ দু কিতাবের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি রহ. রচিত 'সহিহ বুখারি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত মেহনতে বিশ্বনন্দিত এ গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর ইখলাসের বরকতে কিতাবটি সংকলনের পর থেকে সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়।

গ্রহণযোগ্যতার কারণে মুসলিম সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায়ও সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'সহিহ বুখারি'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বেশ আগেই। নিঃসন্দেহে এতে উম্মতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে। এজন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে নিঃসন্দেহে একজন সাধারণ মুসলমান শুধু হাদিসের অনুবাদ পড়ে হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা কিছুতেই বুঝতে পারে না বরং অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অনুবাদের সাথে অপরিহার্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন বলাই বাহুল্য। উম্মতকে হাদিসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ আলেমগণ আরবি ভাষায় সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে আসছেন।

নিকট অতীতে উর্দু ভাষায়ও বেশ কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'সহিহ বুখারি'র বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম নিজেদের দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট রয়েছেন। বাংলা ভাষা-ভাষী হাদিস

পড়ুয়া ছাত্র-তালিবুল ইমলবৃন্দ আরবি-উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকেই নিজের হাদিস গবেষণার উপাদান গ্রহণ করত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ দেশে উর্দু ভাষা চর্চায় দ্রুত নিম্নগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই অনেকের পক্ষে উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া কষ্টসাধ্য বরং কারো কারো ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে লক্ষ করে 'আল-কাউসার প্রকাশনী' সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে (১) নসরুল বারি শরহে বুখারি, (২) মুসলিম শরিফ, (৩) সুনানে আবু দাউদ, (৪) জামে তিরমিজি, (৫) নাসায়ি শরিফ, (৬) তহাবি শরিফ, (৭) সুনানে ইবনে মাজাহ, (৮) মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ., (৯) মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ রহ., (১০) শামায়েলে তিরমিযির বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে।

'সহিহ বুখারি'র প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ এ ধারাবাহিকতারই একটি অংশ বিশেষ। বুখারি শরিফের বিস্তারিত বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য উর্দু ভাষায় রচিত বুখারি শরিফের নন্দিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নসরুল বারি'কে অনুবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ অনুদিত গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের অসামান্য উপকার করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সিহাহ সিত্তার অনুবাদকর্ম একটা প্রমিত অনুবাদের মর্যাদা লাভ করেছে। তাই হাদিসের মূল ভাষ্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ সামনে রাখা হয়েছে।

ভুল মানুষের স্বভাবগত একটি বিষয়। মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্য যে কোনো অসঙ্গতি নজরে পড়লে বোদ্ধা পাঠকমহল আমাদের অবগত করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। কিতাবটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাদিস গবেষণায় সামান্যতম সহায়ক প্রমাণিত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন এবং লেখক-পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান ও আমলের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বিনীত
সম্পাদক

২০ রজব, ১৪৩৭ হিজরি

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

صلى الله عليه وسلم

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদের আলোচনা

بَابٌ (وَهُوَ كَالْفَصْلِ لِلْبَابِ الَّذِيْ قَبْلَهُ)

بَابُ فَصِّ الْخَاتَمِ

بَابُ خَاتَمِ الْحَدِيْدِ

بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

بَابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

كِتَابُ الأَدَبِ
অধ্যায় : আদব/ শিষ্টাচারের বর্ণনা

كِتَابُ الْإِسْتِئْذَانِ

অধ্যায় : অনুমতি চাওয়া

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

অধ্যায় : দুয়াসমূহের বর্ণনা

كِتَابُ الرِّقَاقِ

অধ্যায় : কোমল হওয়া

بَابُ رَفْعِ الأَمَانَةِ

بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ

بَابُ التَّوَاضُعِ

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»

بَابٌ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

كِتَابُ الْحَوْضِ

হাউজ অধ্যায়

كِتَابُ الْقَدَرِ
তাক্দির অধ্যায়

সূচীসমাপ্ত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদের আলোচনা

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. [الأعراف : ٣٢]

৩০৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'আপনি বলুন। কে আল্লাহর দেওয়া শোভা হারাম করেছে, যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য (ভূমি) থেকে উৎপন্ন করেছেন (তথা পোশাকের মূলধাতু। যেমন– তুলা, কার্পাশ ইত্যাদি)। (সূরা আরাফ-৩২)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ إِسْرَافٍ. وَلَا مَخِيلَةٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ. أَوْ مَخِيلَةٌ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো ও দান করো কোনোরূপ অপব্যয় ও অহংকার ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : তোমাদের (হালাল) যা মন চায়, তা-ই আহার করো এবং তোমাদের (মুবাহ) যা ইচ্ছে পরিধান করো। কিন্তু দুটি ভুল করবে না—(১) অপব্যয় ও (২) অহঙ্কার।'(أَوْ -এর أَوْ টি , مَخِيلَةٌ অর্থে ব্যবহৃত।)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

সহজ তরজমা

৫৩৯৪. ইসমাঈল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে অহংকারের সাথে তার (পরিধেয়) পোশাক টেনে চলে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আল্লামা আইনি রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদিসে مَخِيلَةٌ [অহঙ্কার]-এর নিন্দা করা হয়েছে। আর এ হাদিসে অহংকারবশত কাপড় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলার নিন্দা করা হয়েছে। আর এটাও একধরনের অহংকার-দাম্ভিকতা। আর এ হিসেবেই হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদিসটির পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে মিল রয়েছে। বিষয়টি অস্পষ্ট নয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬০, পূর্বে ৫১৭, সামনে ৮৬১ ও ৮৯৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও তিরমিযি কিতাবুল লিবাসে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لِبَاسٌ (লামে যের) كِتَابٌ ওজনে। অর্থ, পোশাক-পরিচ্ছদ। مَخِيلَةٌ (মিমে যবর) عَظِيمَةٌ ওজনে। অর্থ– অহঙ্কার। দাম্ভিকতা। خُيَلَاءَ ('খা' হরফে পেশ, ইয়াতে যবর) অর্থ– অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রসাদ।

✪ বিস্তারিত জনার জন্য নাসরুল বারি-৭/৬৭২ দেখুন। এ ছাড়া এ বিষয়ে আরো অনুচ্ছেদ ও হাদিস ভাণ্ডার আসছে।

بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

৩০৮৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দম্ভহীনভাবে লুঙ্গী হেঁচড়িয়ে পরিধান করে তার কোনো পাপ হবে না

অর্থাৎ যে ব্যক্তির কাপড়, লুঙ্গী-পায়জামা ইত্যাদি এমনিতেই বার্ধক্যের কারণে ঝুলে যায়, তা হারাম নয়। সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে না। তথাপি সতর্ক থাকা উচিত। কেননা এটাও মাকরূহ তান্‌যিহি।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ أَبِيهِ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ.

সহজ তরজমা

৫৩৯৫. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... সালিম রহ. তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারের সঙ্গে নিজের পোশাক ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি [রহমতের] দৃষ্টি দিবেন না। তখন আবু বকর রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার লুঙ্গির একপাশ ঝুলে থাকে, যদি আমি তাতে গিরা না দিই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকার করে এরূপ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬০, পূর্বে ৫১৭, সামনে ৮৬১, ৮৯৫ এবং মুসলিম-২/১৯৪ কিতাবুল লিবাসে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারীদের সম্পর্কে বর্ণিত ধমকির মূল কারণ হল দম্ভ-অহঙ্কার।

বাহ্যিক হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান হারাম হওয়া দম্ভ-অহংকারের সাথে নির্দিষ্ট। [অর্থাৎ দম্ভ-অহংকারের সাথে এভাবে কাপড় পরিধান করলে তবেই হারাম হবে। অন্যথায় নয়।] ইমাম শাফিয়ি রহ. এরূপ পার্থক্যসহ উল্লেখ করেছেন। তবে নারীদের কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানের বৈধতা বিষয়ে সকল আলেম একমত। সহিহ সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাদের জন্য একগজ পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানের অনুমোদন প্রমাণিত আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।ইমাম নববি রহ. শরহে মুসলিমে এমনটিই বলেছেন।

(শরহে মুসলিম-২/১৯৫)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ. عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. ﷺ. قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا

সহজ তরজমা

৫৩৯৬. মুহাম্মদ রহ. ... আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে দাঁড়ালেন এবং কাপড় টেনে টেনে মসজিদে গিয়ে

পৌঁছলেন। লোকজন সমবেত হল। তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। এরপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন : চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। যখন তোমরা এতে কোনো কিছু হতে দেখ, তখন নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর কাছে দুয়া করতে থাকবে, যতক্ষণ না তা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ এবং পূর্বে ১৪১, ১৪৩ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/২৫০-২৫৭ দেখুন!

بَابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

৩০৮৭. অনুচ্ছেদ : কাপড় উপরে উঠানো প্রসঙ্গে

بَابُ التَّشْمِيرِ : التَّشْمِيرِ শব্দের শিন সাকিন, মিমে যের, এরপর ইয়া সাকিন। بَاب تَفْعِيل থেকে। অর্থ, কাপড় [নিচের অংশ] উপরে উঠানো, কাপড় গুছানো। (কাস্তালানি)

শব্দ বিশ্লেষণ

আমাদের ভারতীয় অনুলিপিতে بَاب تَفْعِيل থেকে التَّشْمِيرِ এর স্থলে بَاب تَفَعُّل থেকে التَّشَمُّرُ আছে। অনুরূপ ফাতহুল বারিতেও بَاب تَفْعِيل থেকে التَّشْمِيرِ এর স্থলে بَاب تَفَعُّل থেকে التَّشَمُّرُ আছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য অনুলিপিতে بَاب تَفْعِيل থেকে التَّشْمِيرِ আছে। যেমন : উমদাতুল কারি, কিরমানি ও ইরশাদুর সারিতে بَاب تَفْعِيل থেকে التَّشْمِيرِ আছে। কেননা অনুচ্ছেদের হাদিস শরিফে مُشَمِّرًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে التَّشْمِيرِ থেকে নির্গত, التَّشَمُّرُ থেকে নয়। তা ছাড়া আবু জুহাইফা রাযি. থেকে বুখারি-১/৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিসেও مُشَمِّرًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা আইনি রহ. হাফেজ আসকালানি রহ.-এর অনুসরণ করেছেন এবং যথার্থই করেছেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ. أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ. أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ. عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ

সহজ তরজমা

৫৩৯৭. ইসহাক রহ. ... আবু জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলাল রাযি.-কে দেখলাম, তিনি একটি বর্ষা নিয়ে এলেন এবং তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। তারপর নামাযের ইকামত দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম একটি 'হুল্লার' দুটি চাদরের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বর্ষার দিকে ফিরে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। আর মানুষ ও পশুকে দেখলাম, তারা তাঁর সামনে দিয়ে ও বর্ষার পিছন দিয়ে গমন করছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে মিল হাদিসংশ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১, পূর্বে ৩১, ৪৫, ৭১, ৭২, ৫০২ ও ৫০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : الْعَنَزَةِ : শব্দটির আইন, নূন ও যা বর্ণে যবর। অর্থাৎ বর্ষা থেকে আকারে ছোট একধনের দু'ধারী অস্ত্র। حُلَّةٌ অর্থ, লুঙ্গি-জামা। বলা বাহুল্য, দুটি কাপড়ের জোড়া না হলে 'হুল্লাহ' বলা হয় না (উমদা) সুতরাং এর অনুবাদ করা যায় 'স্যুট'। কেননা স্যুটও কাপড় জোড়া। যেমনি এক কাপড়কে 'হুল্লাহ' বলা যায় না।

بَابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ

৩০৮৮. অনুচ্ছেদ : পায়ের গোছার নিচে (লুঙ্গি-পাজামার) যে অংশ থাকে, তা জাহান্নামে যাবে

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

সহজ তরজমা

৫৩৯৮. আদম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশত লুঙ্গি-পাজামা দু' গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা এটাই শিরোনাম।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

হাদিসটিতে শব্দের পূর্বাপর হয়েছে। মূলত مَا أَسْفَلَ مِنَ الإِزَارِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ হবে। আর সুস্পষ্টত এতে কাপড়ের কোনো গুনাহ নেই। আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন : يُرِيد أن الموضع الَّذِيْ يَنَالُهُ الإِزَار من أَسْفَل الْكَعْبَيْنِ من رجله فِي النَّار অর্থাৎ ওই স্থান উদ্দেশ্য, যেখানে পায়ের গোছার নিচে লুঙ্গি-পাজামা গিয়ে পৌছায়। (উমদাতুল কারি-২১/২৯৭)

بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

৩০৮৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় টেনে-হেঁচড়ে চলে (তার শাস্তি প্রসঙ্গে)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

সহজ তরজমা

৫৩৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশত ইযার ঝুলিয়ে পরে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ : بَطَرًا : শব্দটির ب ও ط বর্ণে যবর। এটা মাসদার। অর্থ— অবাধ্যতা বশত, অহংকার বশত। আবার ط বর্ণে যেরও হতে পারে। তখন এটা حال হিসেবে মানসুব হবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

সহজ তরজমা

৫৪০০. আদম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা আবুল কাসিম বলেছেন : এক ব্যক্তি মনোহারি জামা জোড়া পরে চুল আচড়াতে আচড়াতে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধসে যেতে থাকবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা দম্ভভরে স্যুট পরিধান করে হাঁটা যেন অহংকারবশত কাপড় টেনে-হেঁচড়ে চলার নামান্তর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম কিতাবুল লিবাসে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

مُرَجِّلٌ : শব্দটির জিমে যের হবে। (কাস্তালানি) باب تفعيل থেকে নির্গত। অর্থ, চিরুনি করা, চুল আচড়ানো।

جُمَّتَهُ : শব্দটির জিমে পেশ ও মিমে তাশদিদ। অর্থ, মাথার চুলগুচ্ছ। আর চুলগুচ্ছ কানের লতি পর্যন্ত পৌছালে তাকে 'ওয়াফরা' বলে। কানের লতি অতিক্রম করে ঘার পর্যন্ত পৌছালে তাকে 'লিম্মা' বলে। আর চুল ঘার অতিক্রম করে কাঁধ পর্যন্ত গিয়ে পৌছালে তাকে বলা হয় 'জুম্মা'। (উমদা)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تَابَعَهُ يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ.

সহজ তরজমা

৫৪০১. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার পায়ের লুঙ্গি গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এমন সময় তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেওয়া হয়। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির নিচে ধসে যেতে থাকবে। ইউনুস, যুহ্‌রি থেকে হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুয়াইব একে মারফু হিসাবে যুহ্‌রি থেকে বর্ণনা করেন নি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ ও পূর্বে ৪৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ عَمِّهٖ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلٰى بَابِ دَارِهٖ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ.

সহজ তরজমা

৫৪০২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... জারির ইব্‌নে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমরের সাথে তাঁর ঘরের দরজায় ছিলাম, তখন তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাযি.-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে نَحْوَهُ বাক্যে। অর্থাৎ ইবনে উমর রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের মতো। সুতরাং শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল পূর্বের হাদিসের মতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ ও পূর্বে ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ أَذَكَرَ إِزَارَهُ قَالَ مَا خَصَّ إِزَارًا. وَلَا قَمِيصًا. تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى. عَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ.

সহজ তরজমা

৫৪০. মাতার ইব্‌নে ফাযল রহ. ... শু'বা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহারিব ইব্‌নে দিসারের সাথে অশ্ব পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বিচারালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পড়বে, তার দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না। আমি বললাম, আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. কি লুঙ্গি-পাজামার উল্লেখ করেছেন : তিনি বললেন : তিনি লুঙ্গি-জামা কোনোটিই নির্দিষ্ট করে বলেন নি। জাবালা ইব্‌নে সুহায়ম, যায়েদ ইব্‌নে আসলাম ও যায়েদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি.-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর লাইছ, মূসা ইব্‌নে উকবা ও উমর ইব্‌নে মুহাম্মদ, নাফি' রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং কুদামা ইব্‌নে মূসা সালিম রহ.-এর সূত্রে ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অহংকারবশত পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। আর অহংকার ছাড়া মাকরূহ। এমনিভাবে ইমাম শাফিয়ি রহ. অহংকারবশত ও অহংকার ছাড়া পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন : পায়ের নলার মধ্যভাগ অবধি কাপড় ঝুলানো মুস্তাহাব এবং পায়ের গোছা পর্যন্ত তা ঝুলানো বৈধ। আর অহঙ্কারবশত গোছার নিচে কাপড় ঝুলানো নিষিদ্ধ ও হারাম। তবে অহংকার ছাড়া হলে মাকরূহ তান্‌যিহি হবে। (ফাতহুল বারি-২/২১৬, কিতাবুল লিবাস)

بَابُ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

৩০৯০. অনুচ্ছেদ : ঝালর বিশিষ্ট লুঙ্গির বিধান প্রসঙ্গে

وَيُذْكَرُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً

الْمُهَدَّبِ এর মধ্যকার 'مُ' হরফে পেশ হবে, 'هَ' ও 'دَّ' এ যবর হবে আর 'دَّ' মুশাদ্দাদ হবে। অর্থ : ঝালর বিশিষ্ট। مُهَدَّبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঝালর বিশিষ্ট লুঙ্গি ও চাদর - যাতে টানা না; বরং শুধুমাত্র বানা হয়ে থাকে। সাধারণত চাদরের পার্শ্বে টানা দেওয়া থাকে আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র সৌন্দর্য বর্ধন। শরীর ঢেকে রাখা উদ্দেশ্য নয়।

وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ : ইমাম যুহ্‌রি রহ., আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ রহ. হামযা ইবনে আবী উসাইদ রহ. মুয়াবিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. জাফর রহ. এর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয় : এ সকল মনীষীগণ ঝালর বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَنْهٰى هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلٰى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ.

সহজ তরজমা

৫৪০৪. আবুল ইয়ামান রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রিফায়া কুরাযির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। সে সময় আমি উপবিষ্ট ছিলাম। আবু বকর রাযি.-ও তাঁর নিকট ছিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রিফায়ার অধীনে (বিবাহ বন্ধনে) ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দেন এবং তালাক চূড়ান্তভাবে (তিন তালাক) দেন। এরপর আমি আব্দুর রহমান ইব্নে যাবীরকে রাযি. বিবাহ করি। কিন্তু আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার সাথে কাপড়ের ঝালরের মতো ছাড়া কিছুই নেই। এ কথা বলার সময় নারীটি তার চাদরের আচল ধরে দেখায়। খালিদ ইব্নে সাঈদ-যাকে (ভিতরে যাওয়ার) অনুমতি দেওয়া হয় নি- দরজার নিকট থেকে নারীটির কথা শোনেন। আয়েশা রাযি. বলেন, তখন খালিদ বলল- হে আবু বকর! এ নারীটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যে জোরে জোরে কথা বলছে, তা থেকে কেন আপনি তাকে বাঁধা দিচ্ছেন না? আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল মুচকি হাসলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীটিকে বললেন : মনে হয় তুমি রিফায়ার কাছে ফিরে যেতে যাও। তা হয় না! যাবৎ না সে তোমার মধু আস্বাদন করবে এবং তুমি তার মধু আস্বাদন করবে। পরবর্তীসময়ে এটা বিধানে পরিণত হয়ে যায়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِلَّا مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬১-৮৬২, পূর্বে ৩৫৯, ৭৯১, ৭৯২ ও ৮০১ এবং সামনে ৮৬৬ ও ৮৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْأَرْدِيَةِ

৩০৯১. অনুচ্ছেদ : চাদরসমূহের বিবরণ

الْأَرْدِيَةِ : শব্দটি رِدَاءٌ (দাল মদসহ)-এর বহুবচন। অর্থ, গলা কিংবা দুই কাঁধের উপর রাখার কাপড় বিশেষ। অর্থাৎ যে কাপড় গলা কিংবা দুই কাঁধের উপর রাখা হয়। (কাস্তালানি)

وَقَالَ أَنَسٌ جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ

আনাস রাযি. বলেন : 'জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর ধরে টান দেয়'। হাদিসটি সামনে ৮৬৪ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৪০৫. আবদান রহ. ... হুসাইন ইব্‌নে আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর আনতে বললেন। তিনি তা পরিধান করলেন। এরপর হেঁটে চললেন। আমি ও যায়েদ ইব্‌নে হারিসা তাঁর পিছনে চললাম। শেষে তিনি একটি ঘরের কাছে এলেন, যে ঘরে হামযা রাযি. ছিলেন। তিনি অনুমতি চাইলে তারা তাঁদের অনুমতি দিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى بِهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬২, পূর্বে ২৮০, ৩১৯-৩২০, ৪৩৪-৪৪৪ ও ৫৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ হাদিসটি পিছনে বহুবার বর্ণিত হয়েছে। আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫৫ দেখুন!

بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ

৩০৯২. অনুচ্ছেদ : জামা পরিধানের বর্ণনা

অর্থাৎ জামা পরিধান কোনো নতুন বিষয় নয়। (উমদা)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ : اِذْهَبُوْا بِقَمِيصِي هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. [يوسف : ٩٣]

মহান আল্লাহর বাণী : ইউসুফ আ.-এর বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে—'তোমরা আমার এ জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো! তাহলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন'। (সূরা ইউসুফ-৯৩)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ. وَلَا السَّرَاوِيلَ. وَلَا الْبُرْنُسَ. وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৪০৬. কুতাইবা রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম ব্যক্তি কি কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুহরিম জামা, পায়জামা, টুপি ও মোজা পড়বে না। তবে যদি সে জুতা সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে গোড়ালির নিচ পর্যন্ত মোজা পড়তে পারবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬২, পূর্বে ২৫, ৫৩ ও ২০৯; সামনে ৮৬৩, ৮৬৩ ও ৮৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫৩৯ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ

সহজ তরজমা

৩৪০৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এলেন। তিনি তার লাশ কবর থেকে উঠাবার নির্দেশ

দিলেন। তখন লাশ কবর থেকে উঠানো হল এবং তাঁর দু' হাঁটুর উপর রাখা হলো। তিনি তার উপর থুথু দিলেন এবং তাকে নিজের জামা পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : -হাদিসের মিল রয়েছে وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬২ এবং পূর্বে ১৬৯, ১৮০ ও ৪২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৫৮ এবং নাসরুল বারি-৫/১৮ দেখুন!

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنَّا فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ. أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} فَنَزَلَتْ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

সহজ তরজমা

৫৪০৮. সাদাকা রহ. ... আব্দুল্লাহ [ইবনে উমর] রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই মারা যায়, তখন তার ছেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জামাটি আমাকে দিন। আমি এটা দিয়ে তাকে কাফন দিব। আর তার জানাযার নামায আপনি আদায় করবেন এবং তার জন্য ইস্তিগফার করবেন। সুতরাং তিনি নিজের জামাটি তাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি (কাফন পড়ানোর কাজ) সেরে ফেলে আমাকে সংবাদ দিবে। তারপর তিনি (কাফন পড়ানোর কাজ সেরে তাঁকে সংবাদ দিলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার নামায আদায় করতে এলেন। উমর রাযি. তাঁকে টেনে ধরে বললেন : আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের (জানাযার) নামায আদায় করতে নিষেধ করেন নি? তিনি এ আয়াতটি পড়লেন : 'তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর কিংবা ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর দুটিই এক কথা। তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ ওদের কখনোই ক্ষমা করবেন। না তখন নাযিল হল, ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো ওদের জন্য জানাযার নামায আদায় করবে না। এরপর থেকে তিনি তাদের জানাযার নামায আদায় করা বর্জন করেন'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَعْطِنِي قَمِيصَكَ এবং فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬২ এবং পূর্বে ১৬৯, ৬৭৩ ও ৬৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

৩০৯৩. অনুচ্ছেদ : বুক বা অন্য কোথাও জামার পকেট লাগানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا، وَلَا تَتَوَسَّعُ. تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ. وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جُبَّتَانِ. وَقَالَ جَعْفَرٌ، عَنِ الأَعْرَجِ جُنَّتَانِ

সহজ তরজমা

৫৪০৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করলেন যে, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির মতো, যাদের পরিধানে লোহার দুটি বর্ম রয়েছে। তাদের হাত দুটি (সঙ্কীর্ণতার কারণে) তাদের বুক ও গলার হাড় পর্যন্ত আটকে আছে। সুতরাং দানশীল ব্যক্তি যখন দান [করার ইচ্ছে] করে, তখন তার বর্মটি এমনভাবে প্রশস্ত হয় যে, তার পায়ের আঙুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও [বর্মটি অতি লম্বা হওয়ায় চলার সময়] পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ লোকটি যখন দান করার ইচ্ছে করে, তখন তার বর্মটি আরো শক্ত-সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় এবং প্রতিটি অংশ স্বস্থানে আটকে যায়। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন : আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আঙুল এভাবে বুকের দিক দিয়ে খোলা অংশের মধ্যে রেখে বলছেন, তুমি যদি তাকে দেখতে (তবে দেখতে), সে তাতে প্রশস্ততা সৃষ্টি করতে চাইবে; কিন্তু তা প্রশস্ত হবে না। ইব্‌নে তাউস তাঁর পিতা থেকে এবং আবু যিনাদ, আ'রাজ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতেও جُبَّتَانِ শব্দ রয়েছে। হানযালা রহ. বলেন : আমি তাউসকে আবু হুরাইরা রাযি. থেকে جُبَّتَانِ বলতে শুনেছি। আর জাফর আ'রাজ সূত্রে جُنَّتَانِ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬২ এবং পূর্বে ১৯৪, ৪০৯ ও ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/১১১-এর হাদিসটি পড়ুন।

بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

৩০৯৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সফরে সঙ্কীর্ণ হাতার জুব্বা পরিধান করে

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى، قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ

সহজ তরজমা

৫৪১০. কায়স ইব্‌নে হাফস রহ. ... মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাবুক যুদ্ধের সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তারপর ফিরে এলেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে গেলাম। তিনি অজু করলেন। তখন তাঁর পরিধানে সিরিয়ান জুব্বা ছিল। তিনি কুলি করলেন, নাক পরিষ্কার করলেন ও তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি তার জুব্বার আস্তিন থেকে দু'হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দুটি ছিল সঙ্কীর্ণ। তাই তিনি মুবারক হস্তদ্বয় জামার নিচ দিয়ে বের করলেন ও উভয় হাত ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬২-৮৬৩ ও পূর্বে ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-২/১২৫ দেখুন!

✪ এ হাদিসটি বহুবার গত হয়েছে। যেমনটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

بَابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الْغَزْوِ

৩০৯৫. অনুচ্ছেদ : গযওয়ায় (যুদ্ধে) পশমের জুব্বা পরিধান সম্পর্কে

জ্ঞাতব্য : এখানে 'যুদ্ধ' বলে ভ্রমণ উদ্দেশ্য। (উমদা) ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : অন্য বস্ত্র থাকা অবস্থায় পশমের বস্ত্র পরিধানকে ইমাম মালিক রহ. মাকরূহ মনে করেন। কেননা এতে নিজের বুযুর্গির বহিঃপ্রকাশ হয়। আর আমল গোপন করাই শ্রেয়। তা ছাড়া পশমি বস্ত্রের মধ্যেই বিনয়-নম্রতা সীমাবদ্ধ নয় বরং সুতি-কটন-পলিস্টার ইত্যাদি যে-কোনো কম মূল্যের কাপড়েই তা পাওয়া যেতে পারে। (ফাতহুল বারী)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، رضي الله عنه. قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

সহজ তরজমা

৫৪১১. আবু নুয়াইম রহ. ... মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (তাবুক) সফরে এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ! তখন তিনি বাহন জন্তু থেকে নামলেন এবং হেঁটে যেতে লাগলেন। তিনি এত দূর গেলেন যে, রাতের আঁধারে আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন। আমি পাত্র থেকে তাঁর (অজুর) পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি মুখমণ্ডল ও দু' হাত ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। আমি তাঁর মোজা দুটি খুলতে ইচ্ছা করলাম। তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। কেননা আমি তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। এরপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩, পূর্বে ৩০, ৩৩, ৫৬, ৪১৯, ৬৩৭ ও ৮৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৯৪ পড়ুন!

بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ .وَهُوَ الْقَبَاءُ. وَيُقَالُ : هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ

৩০৯৬. অনুচ্ছেদ : আবাকাবা ও রেশমী শেরওয়ানির বর্ণনা

এটাও একপ্রকার আবাকাবা। আর কেউ কেউ বলেন : এটা হল, পিছনের দিকে ফাঁড়া আবাকাবা।
(অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদে আবাকাবার আলোচনা করা হয়েছে।)

শব্দ বিশ্লেষণ

الْقَبَاءِ : শব্দটির কাফে যবর আর ب হরফ মদ ছাড়া ও মদসহ উভয়ভাবে পঠিত হয়। অর্থ— আচকান, শেরওয়ানী, আবাকাবা। বহুবচন হল أَقْبِيَةٌ। শব্দটি ফার্সি থেকে আরবিকৃত।

فَرُّوجٌ : শব্দটির ف হরফে যবর, ر হরফে তাশ্‌দিদ ও পেশ।

حَرِيرٌ : শব্দটির 'ر' হরফে জর হবে, এটা فَرُّوجٌ এর সিফাত হয়েছে।

উল্লেখ্য, কাবা ও ফাররুজ একই বস্ত্র। আর কারো কারো মতে পিছনে ফাঁড়া/ কাটা শেরওয়ানীকে বলে ফাররুজ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ. وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

সহজ তরজমা

৫৪১২. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... মিসওয়ার ইব্‌নে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি কাবা বন্টন করলেন; কিন্তু মাখরামাকে কিছুই দিলেন না। মাখরামা বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র! চল আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন : ভিতরে যাও এবং আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানাও। মিসওয়ার বলেন, আমি তার (পিতার) জন্য আদেন করলে তিনি মাখরামার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলেন। তখন তাঁর পরিধানে রেশমী কাবা ছিল। তিনি বললেন : তোমার জন্য আমি এটি গোপন করে রেখেছিলাম। মিসওয়ার বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন। বললেন, মাখরামা এবার খুশি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩, পূর্বে ৩৫৪, ৩৬৩ ও ৪৪০ এবং সামনে ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. ﷺ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ : لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ. تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٌ حَرِيرٌ.

সহজ তরজমা

৫৪১৩. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... উকবা ইব্‌নে আমির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি রেশমী কাবা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি তা পরিধান করলেন এবং তা পরে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি তা খুব জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। যেন তিনি এটি অপছন্দ করেছেন। এরপর বললেন : মুত্তাকিদের জন্য এটা শোভনীয় নয়। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ, লাইছ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেছেন : 'ফাররুজ হারির' হল 'রেশমী কাপড়'।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩ এবং পূর্বে ৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-২/৩৯৩ দেখুন!

بَابُ الْبَرَانِسِ

৩০৯ পরিচ্ছেদ : বুরনুসের (একধরনের লম্বা টুপির) বর্ণনা

وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ، بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ»

মুসাদ্দাদ রহ. আমাকে বলেছেন, মু'তামির বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আনাস রাযি.-এর (মাথার) উপর হলুদ রেশমী টুপি দেখেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

الْبَرَانِسِ: ب হরফে যবর, ن-এ যের হবে। بُرْنُسٌ-এর বহুবচন। এটা একধরনের লম্বা টুপি। 'কামূস' অভিধানে লিখা আছে, এটা ইসলামের শুরুযুগে নারীরা পরিধান করত। (কাস্তালানি)

অবশ্য এধরনের টুপি খ্রিষ্টানরাও পরিধান করত। বিধায় অনেক আলেম এটাকে মাকরূহ বলেন। ইমাম মালিক রহ.-কে এ টুপি পরিধানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : এটা খ্রিষ্টানদের পোশাক সদৃশ। তিনি আরো বলেন, এটা পরিধানে কোনো সমস্যা নেই। (উমদা)

ইমাম বুখারি রহ.-এর মনোভাব ও ঝোঁক জায়েযের দিকেই মনে হয়। যেমনটি অনুচ্ছেদে অধীনে বর্ণিত তা'লিক ও হাদিস দ্বারা জায়েয বুঝা যায়।

মোটকথা, এ টুপি পরিধান করা বিনা মাকরূহ জায়েয এবং পূর্বসূরি বুযুর্গদের আমলও রয়েছে।

قَالَ لِي مُسَدَّدٌ : ইমাম বুখারি রহ.-এর শাইখ হযরত মুসাদ্দাদ আমাকে বলেন' অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহ. বলেন : আমাকে মুসাদ্দাদ রহ. আলোচনাস্বরূপ বলেন, মু'তামির আমাদের বর্ণনা করেছেন যে, আমি আপন পিতা (সুলাইমান তাইমি) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি হযরত আনাস রাযি-কে রেশম ও উলের সংমিশ্রণে তৈরি একটি হলুদ বুরনুস পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

خَزٍّ : শব্দটির خ বর্ণে যবর, ز-তে তাশ্দিদ। অর্থ, রেশম ও উলের সংমিশ্রণে তৈরি কাপড়।

মাসয়ালা : যদি কাপড়ে উল বা সুতার পরিমাণ রেশম থেকে বেশি হয়, তবে তা পরিধান করা জায়েয।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ.

সহজ তরজমা

৫৪১৪. ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম ব্যক্তি কি কি পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা (ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই, সে কেবল মোজা পরতে পারবে; কিন্তু উভয় মোজা গোড়ালির নিচ থেকে কেটে ফেলবে। আর জাফরান ও ওয়ারস রং যাতে লেগেছে, এমন কাপড় পরবে না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا الْبَرَانِسَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩ এবং পূর্বে ২৫, ৫৩ ও ২০৮-২০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫৩৯ [শেষ পৃষ্ঠা] দেখুন!

بَابُ السَّرَاوِيلِ

০৭৮. অনুচ্ছেদ : পায়জামা (পরিধান সংক্রান্ত) আলোচনা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৪১৫. আবু নুয়াইম রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোকের লুঙ্গি নেই, সে যেন পায়জামা এবং যার জুতা নেই, সে যেন মোজা পরিধান করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩, পূর্বে ২৪৯ এবং সামনে ৮৭০ ও ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মুহরিমের জন্য তিনি জুতা-লুঙ্গি না থাকলে বিনা শর্তে মোজা-পায়জামা পরিধান করা জায়েয বলেন। কিন্তু জমহুর মোজা কেটে নেওয়া ও পায়জামা বিদীর্ণ করার শর্ত আরোপ করেন। অধিকন্তু তাঁরা বলেন : যদি স্ব অবস্থায় এগুলো পরিধান করে, তাহলে ফিদিয়া/ ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে। কেননা (বুখারি-১/৩৯) হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর হাদিসে বর্ণিত আছে, بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ অর্থাৎ 'আর উভয়টি কেটে নিবে। এমনকি যেন তা গোড়ালিদ্বয়ের নিচে হয়ে যায়'।

আর আমরা হানাফিগণ বলব, এখানে অনুচ্ছেদের শর্তহীন হাদিসটি শর্তযুক্ত হাদিসের অর্থে প্রযোজ্য। কেননা উভয়টির হুকুম এক। (উমদাতুল কারি-১০/২০৩ ; لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ অনুচ্ছেদ)

মোটকথা, হানাফিদের মতে মুহরিমের জন্য সেলাই করা বস্ত্র তথা জামা-পায়জামা ইত্যাদি পরিধান করা মাকরূহ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ

সহজ তরজমা

৫৪১৬. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ' আমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাকি, তখন কি পোশাক পড়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তোমরা জামা, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যার জুতা নেই, সে গোড়ালির নিচ পর্যন্ত মোজা পরবে। আর তোমরা এমন কোনো কাপড় পরবে না, যা জাফরান বা ওয়ারস রংয়ে রঞ্জিত করা হয়েছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَالسَّرَاوِيلَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩, পূর্বে ২৫, ৫৩, ২০৯, ২৪৮ ও ৮৬২ এবং সামনে ৮৬৪, ৮৬৯ ও ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الْعَمَائِمِ

৯৯. অনুচ্ছেদ : পাগড়ি পরিধান সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৪১৭. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর) রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা ও টুপি পরতে পারবে না। জাফরান ও ওয়ারস দ্বারা রং করা কাপড়ও নয় এবং মোজাও নয়। তবে ওই ব্যক্তির জন্য (এসব নিষেধ) নয়, যার জুতা নেই। যদি সে জুতা না পায়, তাহলে উভয় মোজার গোড়ালির নিচে থেকে কেটে নিবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا الْعِمَامَةَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৩-৮৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫৩৯ পাঠ করুন।

بَابُ التَّقَنُّعِ

৩১০০. অনুচ্ছেদ : মাথায় কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، وَقَالَ أَنَسٌ عَصَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসলেন আর তারা মাথায় কালো রঙের একটি পট্টি ছিল। হযরত আনাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাথায় চাদরের পার্শ্ব বেঁধে রেখেছিলেন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدًا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي وَاللهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَا هُمْ

أَهْلَكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكُثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ.

সহজ তরজমা

৫৪১৮. ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মুসলিম হাবশায় হিজরত করেন। এ সময় আবু বকর রাযি. হিজরত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি একটু অপেক্ষা কর। কেননা মনে হয় আমাকেও (হিজরতের) আদেশ দেওয়া হবে। আবু বকর রাযি. বললেন : আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক! আপনিও কি এ আশা পোষণ করেন? তিনি বললেন, হাঁ। আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভের আশায় নিজেকে সংবরণ করে রাখেন এবং তাঁর মালিকানাধীন দুটি সওয়ারিকে চার মাস যাবত সামুর বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করান। উরওয়া রহ. বর্ণনা করেন, আয়েশা রাযি. বলেছেন, একদিন ঠিক দুপুরের সময় আমরা আমাদের ঘরে বসে আছি। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আবু বকর রাযি.-কে বলল, এই! রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখমণ্ডল ঢেকে এগিয়ে আসছেন। এমন সময় তিনি এসেছেন, যে সময় তিনি সাধারণত আমাদের কাছে আসেন না। আবু বকর রাযি. বললেন : আমার মা-বাপ তাঁর উপর কুরবান হোক, আল্লাহর কসম! এমন সময় তিনি একটি বড় কাজ নিয়েই এসে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে পড়লেন। তিনি অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। তিনি প্রবেশ করলেন। প্রবেশের সময় আবু বকর রাযি.-কে বললেন : তোমার কাছে যারা আছে তাদের সরিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো আপনারই পরিবারস্থ লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বকর রাযি. বললেন : তাহলে আমি কি আপনার সঙ্গী হব? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। তিনি বললেন : হাঁ! আবু বকর রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার এ দুটি সওয়ারির একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মূল্যের বিনিময়ে [নিতে রাজী আছি]। আয়েশা রাযি. বললেন : অতপর আমরা তাঁদের উভয়ের জন্য সফরের মালপত্র প্রস্তুত করলাম এবং সফরকালের নাস্তা তৈরি করে একটি চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবু বকর রাযি.-এর কন্যা আসমা তাঁর কোমরবন্ধনীর একাংশ ছিড়ে থলের মুখ বেঁধে দিল। এজন্য তাঁকে যাতুন নিতাকাইন (দুই কোমরবন্ধনী ওয়ালী) নামে ডাকা হত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাযি. 'ছওর' নামক পর্বত গুহায় পৌঁছেন। তথায় তিন রাত অতিবাহিত করেন। আবু বকর রাযি.-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন সুচতুর বুদ্ধিমান যুবক। তিনি তাঁদের কাছ থেকে রাতের শেষ ভাগে চলে আসতেন এবং ভোর বেলা কুরাইশদের সাথে মিশে যেতেন। যেন তাদের মধ্যেই তিনি রাত্রি যাপন করেছেন। তিনি কারো থেকে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু শুনলে তা মনে রাখতেন এবং রাতের আঁধার ছড়িয়ে পড়লে দিনের সব খবর নিয়ে তিনি তাঁদের

দু'জনের কাছে পৌঁছে দিতেন। আবু বকর রাযি.-এর দাস আমির ইবনে ফুহাইরা তাঁদের আশে পাশে দুধের বকরি চরিয়ে বেড়াতেন। রাতের এক ঘণ্টা অতিবাহিত হলে সে তাঁদের নিকট ছাগল নিয়ে [দুধ পান করাতে] যেত। তাঁরা দুজন [আমির ও আব্দুল্লাহ] সে গুহায় রাত কাটাতেন। ভোরে অন্ধকার থাকতেই আমির ইবনে ফুহাইরা ছাগল নিয়ে চলে আসতেন। ওই তিন রাতের প্রতি রাতেই তিনি এরূপ করতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৪, পূর্বে ২৮৭, ৩০১, ৩০৭, ৫৫৬-৫৫৭ ও ৫৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৮৩৬-৮৪০ দেখুন!

بَابُ الْمِغْفَرِ

৩১০১. অনুচ্ছেদ : শিরস্ত্রাণের বর্ণনা

الْمِغْفَر : মিমে যের, গাইন সাকিন, ফা-এ যবর আর শেষে ر বর্ণ। অর্থ— শিরস্ত্রাণ, হেলমেট, লৌহটুপি। এটা যুদ্ধে সৈনিকরা পরিধান করে। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : এটা লোহার তৈরি। এটা একটি যুদ্ধাস্ত্র।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.

সহজ তরজমা

৫৪১৯. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথার উপর শিরস্ত্রাণ ছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৪ এবং পূর্বে ২৪৯, ৪২৭ ও ৬১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : হযরত আনাস রাযি.-এর এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় লৌহটুপি ছিল আর হযরত জাবির রাযি.-এর হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, তিনি সেদিন মক্কায় প্রবেশ করেন আর তার মাথায় কালো পাগড়ি ছিল। সুতরাং দুই হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে?

জবাব :

১। এতে মূলত কোনো বিরোধ নেই। কেননা হতে পারে সেদিন তিনি শিরস্ত্রাণ ও পাগড়ি একসাথে দুটিই পরিধান করেছিলেন। অর্থাৎ শিরস্ত্রাণের উপর পাগড়ি ছিল বা পাগড়ির উপর শিরস্ত্রাণ ছিল। সুতরাং কোনো প্রশ্ন রইল না।

২। হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশকালে তার মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। এরপর শিরস্ত্রাণ খুলে সামনে প্রবেশের সময় তিনি পাগড়ি পরিধান করেছেন। (উমদা)

মক্কায় প্রবেশের জন্য ইহরাম বাঁধা

(১) ইমাম আযম রহ.-এর মতে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা নিষেধ। যে কোনো উদ্দেশ্যেই প্রবেশ করুক।

(২) ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে ভ্রমণের জন্য প্রবেশ করলে ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয।

(৩) মালিকি ও হাম্বলিদের একটি অভিমত ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অনুরূপ, আরেক অভিমত হানাফিদের অনুরূপ।

بَابُ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

৩১০২. অনুচ্ছেদ : ডোরা-কাটা চাদর, ইয়ামানী চাদর ও উলের চাদর (কম্বলের) বর্ণনা

وَقَالَ خَبَّابٌ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ

খাব্বাব রহ. বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (মক্কার মুশরিকদের শাস্তি প্রদানের) অভিযোগ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

الْبُرُود : শব্দটির بُ-এ পেশ হবে। الْبُرْدُ-এর বহুবচন, 'بُ' হরফে পেশ, 'رْ' সাকিন এবং সর্বশেষে 'دْ' আছে। অর্থ : ডোরা-কাটা চাদর। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : النَّمِرَةُ ও الْبُرْد উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

الْحِبَرَة : শব্দটির 'حِ' হরফে যের, 'بَ' এ যবর, 'رَ' বর্ণে যবর, عِنَبَةٌ-এর মতো ওজন। অর্থ, ইয়ামানী চাদর।

الشَّمْلَة : শব্দটির شَ হরফে যবর, مْ সাকিন। অর্থ, পশমের তৈরি চাদর। গায়ে জড়ানো চাদর। উলের চাদর।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ : وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

সহজ তরজমা

৫৪২০. ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চলছিলাম। এ সময় তাঁর পরিধানে চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী ডোরাকাটা চাদর ছিল। একজন বেদুঈন তাঁর কাছে আসল। সে তাঁর চাদর খুব জোরে টান দিল। এমনকি আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাধে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। তারপর সে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৪, পূর্বে ৪৪৬ এবং সামনে ৮৯৯-৯০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرِي مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْسُنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

সহজ তরজমা

৫৪২১ কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রী লোক একটি বুরদা নিয়ে এলো। সাহল রাযি. বললেন : তোমরা জান বুরদা কী? একজন উত্তর দিল : হাঁ। বুরদা হলো

এমন চাদর, যার পাড় কারুকার্যময়। নারীটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য আমার নিজের হাতে বুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর এর প্রয়োজনও ছিল। এরপর তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তখন সে চাদরটি লুঙ্গি হিসেবে তাঁর পরিধানে ছিল। দলের এক ব্যক্তি হাত দিয়ে চাদরটি স্পর্শ করল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এটি পরতে দিন। তিনি বললেন, হাঁ! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে বসলেন যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছে ছিল। তারপর তিনি উঠে গেলেন এবং চাদরটি ভাঁজ করে এ ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এটি চেয়ে তুমি ভালো করনি। তুমি তো জান যে, কোনো প্রার্থীকে তিনি বঞ্চিত করেন না। লোকটি বলল : আল্লাহর কসম! আমি কেবল এজন্যেই চেয়েছি যে, যেদিন আমার মৃত্যু হবে, সেদিন যেন এ চাদরটি আমার কাফন হয়। সাহল রাযি. বলেন : পরবর্তীতে এটি তার কাফনই হয়েছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৪-৮৬৫, পূর্বে ১৭০ ও ২৮১ এবং সামনে ৮৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, কেউ মৃত্যুর পূর্বে নিজের কাফন প্রস্তুত করে রাখলে তা জায়েয।

✪ আরো জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৬৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ اُدْعُ اللهَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ .

সহজ তরজমা

৫৪২২. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ আমার উম্মতের মধ্যে থেকে সত্তর হাজারের একটি দল (বিনা হিসাবে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মুখমণ্ডল চাঁদের মতো আলোকোজ্জ্বল হবে। উক্কাশা ইব্নে মিহসান তাঁর পরিহিত রঙিন ডোরাকাটা চাদর উপরে তুলে ধরে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুয়া করুন! যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দুয়া করলেন : ইয়া আল্লাহ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট দুয়া করুন! যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উক্কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়েছে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَرْفَعُ نَمِرَةً বাক্যে। النَّمِرَةُ : শব্দটির নূনে যবর, মিমে যের। অর্থাৎ শাম্লা তথা পরিহিত চাদর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫, রিকাক অধ্যায়ে ৯৬৮ পৃষ্ঠায় এবং كتاب الطب-এ ৮৫৬ পৃষ্ঠায় কিয়দাংশ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

সহজ তরজমা

৫৪২৩. আমর ইব্নে আসিম রহ. ... কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ ধরনের কাপড় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বেশি প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, হিবারা—ইয়ামানী চাদর।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اَلْحِبَرَةُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদে লিবাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ.

সহজ তরজমা

৫৪২৪. আব্দুল্লাহ ইব্নে আবুল আসওয়াদ রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হিবারা'—ইয়ামানী চাদর পরিধান করতে বেশি পছন্দ করতেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি উপরিউক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন– حِبَرَةٌ নামকরণের কারণ হল, এটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর حِبَرَةٌ অর্থ اَلتَّحْسِيْنُ ও اَلتَّزْيِيْنُ তথা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, সুন্দর করা।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

সহজ তরজমা

৫৪২৫. আবুল ইয়ামান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন ইয়ামানী চাদর দ্বারা তাঁকে ঢেকে রাখা হয়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদ কিতাবুল জানাইযে, নাসায়ি কিতাবুল ওফাতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الأَكْسِيَةِ وَالخَمَائِصِ

৩১০৩. অনুচ্ছেদ : কম্বল ও চাদরের বর্ণনা

الأَكْسِيَة : শব্দটি كِسَاءٌ-এর বহুবচন। আর كِسَاءٌ মূলত كِسَاوٌ ছিল। কেননা এটা كَسَا يَكْسُو كَسْوًا থেকে নির্গত। এটা مُعْتَلِ وَاوِيْ। কিন্তু নিয়াম আছে, الف এর পর واو এলে واو টি الف দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থ, চাদর, কম্বল, পোশাক। বস্ত্র। الخَمَائِص : এটা خَمِيْصَةٌ-এর বহুবচন। خ ও ص দিয়ে। অর্থ, ডোরাকাটা কালো চাদর, কালো কম্বল।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

সহজ তরজমা

৫৪২৬. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তিনি তাঁর কারুকার্যময় চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখেন। যখন তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত, তখন তা তার মুখ থেকে সরিয়ে নিতেন। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন : ইহুদি-খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। তাদের কর্মের কথা উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করছিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫, পূর্বে আয়েশা রাযি.-এর হাদিস ৬২ পৃষ্ঠায় এবং একত্রে ৬৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ مَرَضُ الوَفَاةِ তথা মৃত্যুরোগের আলোচনা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫১৮ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ

সহজ তরজমা

৫৪২৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু বুরদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাযি. একবার একখানি কম্বল ও মোটা লুঙ্গি নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং তিনি বললেন : এ দুটি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রূহ কবজ করা হয়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে كِسَاءً বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ.

সহজ তরজমা

৫৪২৮. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চাদর গায়ে দিয়ে নামায আদায় করলেন। চাদরটি ছিল কারুকার্য খচিত। তিনি কারুকার্যের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে বললেন, এ চাদরটি আবু জাহামের কাছে (ফেরত) নিয়ে যাও। কেননা এক্ষুনি এটা আমাকে নামায থেকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। আর তার আম্বিজানিয়া [কোনো সাধারণ চাদর] আমাকে এনে দাও। এ আবু জাহম ইব্‌নে হুযাইফা হলেন আদি ইব্‌নে কা'ব গোত্রের লোক।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هٰذِهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫, পূর্বে ৪৫ ও ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বাকি ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৯০-৩৯১ দেখুন।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৯০-৩৯১ দেখুন।

بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

৩১০৪. অনুচ্ছেদ : 'ইশ্‌তিমালে ছিমা'র বর্ণনা

اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ : অর্থাৎ একটি কাপড় নিজের শরীরে এমনভাবে জড়িয়ে নেওয়া, যাতে কোনো দিকে খোলা না থাকে, হাত-পা সব আবদ্ধ হয়ে যায় আর শরীরের কোনো অংশ কাপড়ের বাইরে না থাকে। এটাকে যেন এমন পাথরের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যাকে বলা হয় صَخْرَةٌ صَمَّاءُ অর্থাৎ যাতে কোনো ছিদ্র বা ফাঁটা নেই। সর্বদিক থেকে সুদৃঢ় ও একরকম।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ

সহজ তরজমা

৫৪২৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' থেকে নিষেধ করেছেন আর দু' সময়ে নামায আদায় করা থেকে অর্থাৎ ফজরের (নামাযের) পর সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত ও আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আরো নিষেধ করেছেন একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে লজ্জাস্থানের উপরে তার ও আকাশের মাঝে অন্য কিছুই থাকে না। আর তিনি কাপড় মুড়ি দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫, পূর্বে ৫৩, ৮২, ২৮৭ এবং সামনে ৮৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসে ছয়টি মাসয়ালা রয়েছে। যথা,

(১) بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ।

(২) بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ। এ দুটির ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারি-৩/৮৭ এবং নাসরুল মুনইম-২১২ দেখুন।

(৩ ও ৪) দু'ওয়াক্তের নামায তথা بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৩/১৯৩ দেখুন।

(৫) إِحْتِبَاءُ-এর নিষিদ্ধতা। এ সম্পর্কে জনার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৮০ দেখুন!

(৬) إِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যও নাসরুল বারি-২/৩৮০ দেখুন!

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ. أَوْ بِالنَّهَارِ. وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى إِحْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

সহজ তরজমা

৫৪৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে বুকাইর রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'প্রকার কাপড় পরিধান করতে ও দু প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হল, রাতে বা দিনে একজন অপরজনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা। এটুকু ছাড়া তা আর উলট-পালট করে দেখে না। আর মুনাবাযা হল, এক লোক অন্য লোকের প্রতি তার কাপড় নিক্ষেপ করা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার কাপড় নিক্ষেপ করা এবং তার দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া, দেখা ও পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকেই। আর দু'প্রকার পোশাক পরিধান (এর এক প্রকার) হল, 'ইশ্‌তিমালুস সাম্মা'। সাম্মা হল– এক কাঁধের উপর কাপড় এমনভাবে রাখা, যাতে অন্য কাঁধ খালি থাকে; কোনো কাপড় থাকে না। পোশাক পরার অন্য প্রকার হচ্ছে, বসা অবস্থায় নিজের কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঘিরে রাখা, যাতে লজ্জাস্থানের উপর কাপড়ের কোনো অংশ না থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৫-৮৬৬, পূর্বে ৫২, ২৮৭ ও ২৮৮ এবং সামনে ৮৬৯ ও ৯৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

৩১০৫. অনুচ্ছেদ : এক কাপড়ে কোমর ও গোড়ালি বেঁধে বসা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

সহজ তরজমা

৫৪৩১. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ধরনের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। একটি কাপড়ে পুরুষের এমনভাবে পেচিয়ে থাকা যে, তার লজ্জাস্থানের উপর সে কাপড়ের কোনো অংশই থাকে না। আর একটি কাপড় এমনভাবে পেচিয়ে পরা যে, শরীরের এক অংশ খোলা থাকে। অদ্রূপ 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' থেকেও (তিনি নিষেধ করেছেন)।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬ এবং পূর্বে ৫৩, ৮২, ৮৩, ২৮৭ ও ২৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুলামাসা ও মুনাবাযা ইত্যাদির ব্যাখ্যা পিছনে যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

সহজ তরজমা

৫৪৩২. মুহাম্মদ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন শরীরের এক পাশ খোলা রেখে অন্য পাশ ঢেকে পরতে এবং কোনো ব্যক্তি এক কাপড়ে এমনভাবে [নিজের কোমর ও গোড়ালি] ঢেকে বসতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ওই কাপড়ের কোনো অংশ না থাকে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬, পূর্বে ৫৩, ৮২, ২৬৭, ২৮৭, ২৮৮ ও ৭৬৯ এবং সামনে ৯৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

৩১০ অনুচ্ছেদ : কালো চাদর প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلَانٍ. هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنْتِ خَالِدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هٰذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي. وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ. أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَاهْ وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ.

সহজ তরজমা

৫৪৩. আবু নুয়াঈম রহ. ... উম্মে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু কাপড় নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে একটি ছোট কালো নকশি চাদরও ছিল। তিনি বললেন : তোমরা ভাবছ, আমি এগুলো কিভাবে পরব? উপস্থিত সবাই নীরব থাকল। তারপর তিনি বললেন : উম্মে খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে বহন করে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতে একটি চাদর নিলেন ও তাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, (এটি) তুমি পুরান কর ও ছিড়ে ফেল (অর্থাৎ তুমি দীর্ঘজীবী হও)। ওই চাদরে সবুজ অথবা হলুদ রঙের নকশা ছিল। তিনি বললেন : হে খালেদের মা! এটা কত সুন্দর! তিনি হাবশি ভাষায় বললেন, সানাহ্ অর্থাৎ সুন্দর।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬, পূর্বে ৪৩২ ও ৫৪৭ এবং সামনে ৮৬৯ ও ৮৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ উম্মে খালেদ হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবশি ভাষায় তার সাথে বাক্যালাপ করেছেন।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى. قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ. عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِيْ يَا أَنَسُ أَنْظُرْ هٰذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ. وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِيْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

সহজ তরজমা

৫৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে সুলাইম রাযি. যখন একটি সন্তান প্রসব করলেন তখন আমাকে জানালেন, হে আনাস! শিশুটিকে দেখ, যেন সে কিছু না খায়, যতক্ষণ না তুমি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাও, তিনি এর তাহনিক করবেন। আমি তাকে নিয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি একটা বাগানের মধ্যে আছেন আর তাঁর পরিধানে রয়েছে হুরায়সিয়া চাদর। আর যে উটগুলো মক্কা বিজয়ের দিনে তার হস্তগত হয়েছিল তিনি সেগুলোতে দাগ দিচ্ছিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬ এবং পূর্বে ২০৪, ৮২২ ও ৮৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ : এখানে حُرَيْثِيَّةٌ শব্দটির হা-বর্ণে পেশ, ইয়ার পর ছা-বর্ণে যের, তাসগির রূপে পঠিত, শেষে ' ة '। কুযায়া গোত্রের হারেস নামক জনৈক ব্যক্তির প্রতি সম্বন্ধিত। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় খাইবারের দিকে সম্পৃক্ত করে خَيْبَرِيَّةٌ ; আর কোনো কোনো বর্ণনায় جَوْنِيَّةٌ (জিমে যবর দিয়ে) উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারী ও কাস্তালানি দ্রষ্টব্য।

بَابُ ثِيَابِ الْخُضْرِ
৩১০. অনুচ্ছেদ : সবুজ রঙের পোশাক প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ. عَنْ عِكْرِمَةَ ﷺ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللهِ مَا لِيْ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنٰى عَنِّيْ مِنْ هٰذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ وَلٰكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكِ لَمْ تَحِلِّيْ لَهُ. أَوْ لَمْ تَصْلُحِيْ لَهُ حَتّٰى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ فَقَالَ بَنُوكَ هٰؤُلَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا الَّذِيْ تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ.

সহজ তরজমা

৫৪৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... ইকরামা রাযি. থেকে বর্ণিত। রিফায়া তার স্ত্রীকে তালাক দিল। পরে আব্দুর রহমান কুরাযি তাকে বিবাহ করল। আয়েশা রাযি. বলেন, তার গায়ে একটি সবুজ রঙের উড়না ছিল। সে আয়েশা রাযি.-এর নিকট অভিযোগ করল এবং (স্বামীর প্রহারের দরুন) নিজের গায়ের চামড়ার সবুজ বর্ণ

দেখাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এলেন—আর নারীগণ একে অন্যের সহযোগিতা করে থাকে—তখন আয়েশা রাযি. বললেন : কোনো মুমিন নারীকে এমনভাবে প্রহার করতে আমি কখনো দিখি নি। নারীটির চামড়া তার কাপড়ের চেয়ে অধিক সবুজ হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন : আব্দুর রহমান শুনতে পেল যে, তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসেছে। সুতরাং সেও তার অন্য স্ত্রীর দুটি ছেলে সাথে করে আসল। স্ত্রীলোকটি বলল : আল্লাহর কসম! তার উপর আমার এ ছাড়া আর কোনো অভিযোগ নেই যে, তার কাছে যা আছে, তা আমাকে এ জিনিসের চেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয় না। এ বলে তার কাপড়ের আচল ধরে দেখাল। আব্দুর রহমান বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে মিথ্যা বলছে, আমি তাকে ধোলাই করি চামড়া ধোলাই করার মতো [অর্থাৎ পূর্ণ শক্তির সাথে দীর্ঘ সময় সঙ্গম করি]; কিন্তু সে অবাধ্য স্ত্রী, রিফায়ার কাছে ফিরে যেতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ব্যাপার যদি তাই হয় তাহলে রিফায়া তোমার জন্য হালাল হবে না; অথবা তুমি তার যোগ্য হতে পার না, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান তোমার সুধা আস্বাদন করে। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমানের সাথে তার পুত্রদ্বয়কে দেখে বললেন, এরা কি তোমার পুত্র? সে বলল : হাঁ! তিনি বললেন : এটা আসল ব্যাপার, যে জন্য স্ত্রীলোকটি এরূপ করছে। আল্লাহর কসম! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য থাকে, তার চেয়েও অধিক মিল রয়েছে ওদের সাথে এর (অর্থাৎ আব্দুর রহমানের সাথে তাঁর পুত্রদের)।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬, পূর্বে ৩৯৫, ৭৯১, ৭৯২, ৮০১ ও ৮৬১-৮৬২ এবং সামনে ৮৯৮-৮৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এ হাদিসসহ আরো কিছু হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আব্দুর রহমান ওই তামিমি নারীকে প্রচণ্ড প্রহার করেছিলেন। ফলে তার শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছেল। তা ছাড়া হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, আব্দুর রহমান এ নারীর অপবাদ মেনে নেন নি বরং তা প্রতিরোধ করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন ও নিজের মধ্যে পূর্ণ যৌনশক্তি থাকার প্রমাণ হিসেবে আপন দুই পুত্রকে নিয়ে এসে পেশ করেছেন। কিন্তু তামিমি নারী যখন তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যৌনমিলনে অস্বীকৃতি জানায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর পক্ষেই মীমাংসা করেছেন। আর এটাই হানাফিদের মাযহাব অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের দাবি করে আর স্ত্রী অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীটি তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ

৩১০৮. অনুচ্ছেদ : সাদা পোশাকের বর্ণনা

وَهِيَ مِن أَفْضَلِ الثِّيَابِ وَهِيَ لِبَاسُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَغَيْرِهِ. وَكَانَ ﷺ يَلْبَسُ الْبَيَاضَ وَيَحُضُّ عَلَى لِبَاسِهِ وَيَأْمُرُ بِتَكْفِينِ الْأَمْوَاتِ فِيهِ. وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ أَيْضًا

সাদা শুভ্র কাপড় শ্রেষ্ঠ পোশাক। এটা ওইসব ফিরিশতার পোশাক, যারা উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহযোগিতা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা পোশাক পরিধান করেছেন। তিনি তা পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান দিয়েছেন। মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সহিহ সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো। কেননা এটা শ্রেষ্ঠ পোশাক। আর এতে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও। হাদিসটি আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযি রহ. বলেছেন, حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ। আর ইবনে হিব্বান রহ. ও হাকিম রহ.-ও এটাকে সহিহ বলেছেন। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ. وَلَا بَعْدُ.

সহজ তরজমা

৫৪৩৬. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম হানযালী রহ. ... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডানে ও বামে দুজন পুরুষ লোককে দেখতে পেলাম। তাদের পরিধানে ছিল সাদা পোশাক। তাদের এর আগেও দেখিনি; আর পরেও দেখিনি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬ এবং পূর্বে ৫৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ উহুদ যুদ্ধের ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫৮০ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. عَنِ الْحُسَيْنِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ. عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ. وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هٰذَا عِنْدَ الْمَوْتِ. أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ.

সহজ তরজমা

৫৪৩৭. আবু মা'মার রহ. ... আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তাঁর পরিধানে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম। তখন তিনি জেগে গেছেন। তিনি বললেন : যে কোনো বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং এ অবস্থার উপর মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম : সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন : যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেন : হাঁ! সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও। আমি বললাম : যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? তিনি বললেন : হাঁ! যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবু যারের নাসিকা ধুলাচ্ছন্ন হলেও। আবু যার রাযি. যখনই এ হাদিসটি বর্ণনা করতেন, তখন আবু যারের নাসিকা ধুলাচ্ছন্ন হলেও' বাক্যটি বলতেন।

আবু আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারি) বলেন : এ কথা প্রযোজ্য হয়ে মৃত্যুর সময় বা তার পূর্বে যখন সে তওবা করে ও লজ্জিত হয় এবং বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', তখন তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৬-৮৬৭, পূর্বে ১৬৫, ৩২১ ও ৪৫৭, সামনে ৯২৭, ৯৫৩-৯৫৪ ও ১১১৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে ঈমান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

✪ উহুদ যুদ্ধের ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫৮০ দেখুন।

ব্যাখ্যা : তওবার শর্তটি ইমাম বুখারি রহ.-এর অভিমত। এ হাদিসে তওবার উল্লেখ নেই। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাযহাব হল, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি শিরক ও কুফুর থেকে মুক্ত মুমিন হয়, তাহলে বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করলেও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে না। আল্লাহ তায়ালা তাকে কিছু শাস্তি দিয়ে অথবা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তবে সবই মহান আল্লাহর ইখতিয়ার।

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

৩১০৯. অনুচ্ছেদ : পুরুষের জন্য রেশম পরিধান করা, তা (নিজের জন্য) বিছানো এবং তার জায়েয পরিমাণ

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ.

সহজ তরজমা

৫৪৩৮. আদম রহ. ... কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসমান নাহ্দি রাযি.-এর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমাদের কাছে উমর রাযি.-এর থেকে পত্র আসে। সে-সময় আমরা উতবা ইব্নে ফারকাদের সঙ্গে আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম। [তাতে লেখা ছিল :] রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে এতটুকু। আর বৃদ্ধাঙুলির সাথে মিলিত [শাহদাত ও মধ্যমা] দু'আঙুল দ্বারা ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন : আমরা এতে বুঝলাম, তিনি (বৈধতার পরিমাণ হিসেবে) পাড় ইত্যাদি উদ্দেশ্য করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭, সামনে এক্ষুনি ৮৬৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদে কিতাবুল লিবাসে, নাসায়ি শরিফে কিতাবুয্ যীনাতে আর ইবনে মাজায় কিতাবুল জিহাদ ও লিবাসে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসটি রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার পক্ষে জমহুরের দলিল।

অর্থাৎ 'হারিরা' ওই রেশমী কাপড়, যার তানা-বানা উভয়টি রেশমের। সর্বসম্মতভাবে পুরুষের জন্য এ কাপড় পরিধান করা হারাম। তবে নকশী ও ডিজাইনের জন্য সামান্য অবকাশ আছে। তা-ও চার আঙুল থেকে অধিক না হওয়া শর্ত। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে দুই আঙুল পরিমাণ অবকাশ রয়েছে। আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هٰكَذَا، وَهٰكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً (سنن أبي داود ٤/٤٧، بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ)

আর মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে :

وروى مسلم عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ (صحيح مسلم ١٦٤٣/٣، بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)

অর্থাৎ চার আঙুল পরিমাণ ব্যবহার জায়েয। এর চেয়ে বেশি হারাম। বিস্তারিত জানতে ইমাম নববি রহ.-এর শরহে মুসলিম ও উমদাতুল কারি দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ.

সহজ তরজমা

৫৪৩৯. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু উসমান রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযারবাইজানে ছিলাম। সেসময় উমর রাযি. আমাদের কাছে লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এতটুকু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু আঙুল দ্বারা এর পরিমাণ আমাদের বলে দিলেন। যুহাইর মধ্যমা ও শাহাদাত আঙুল তুলে ধরে দেখিয়েছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা পূর্বের হাদিসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭, পূর্বে ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত পূর্বের হাদিসে দ্রষ্টব্য (অর্থাৎ মুসলিম ও আবু দাউদ কিতাবুল লিবাসে, নাসায়ি কিতাবুয্ যীনাতে আর ইবনে মাজায় কিতাবুল জিহাদ ও লিবাসে বর্ণিত হয়েছে)।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. عَنِ التَّيْمِيِّ. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ. رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ. وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ. بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.

সহজ তরজমা

৫৪৪০, মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু উসমান রহ. থেকে বর্ণিত। আমরা উতবার সাথে ছিলাম। উমর রাযি. তার কাছে লিখে পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়ায় একমাত্র ওই ব্যক্তিই রেশম পরিধান করবে, যাকে পরকালে রেশম পরিধান করানো হবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা উপরিউক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى. ح وَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

সহজ তরজমা

৫৪৪১. হাসান ইব্‌নে উমর রহ. ... আবু উসমান রহ. তার দু' আঙুল অর্থাৎ শাহাদাত ও মধ্যমা দ্বারা ইঙ্গিত করলেন সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... ইব্‌নে আবি লাইলা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা রাযি. মাদাইনে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। এক গ্রাম্যলোক একটি রুপার পাত্রে কিছু পানি নিয়ে আসল। হুযাইফা রাযি. তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন : আমি ছুঁড়ে মারতাম না; কিন্তু আমি তাকে নিষেধ করেছি, সে নিবৃত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সোনা, রুপা, পাতলা ও মোটা রেশম তাদের [কাফিরদের] জন্য দুনিয়ায় আর তোমাদের (মুসলমানদের) জন্য পরকালে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিস দ্বারা উল্লিখিত জিনিসগুলো পুরুষের জন্য হারাম প্রমাণিত হয়েছে। এর দ্বারা জিনিসগুলো নারীদের জন্যও নিষিদ্ধ বুঝা হয়। কেননা হুযাইফা রাযি. এর দ্বারা রূপার পাত্রে পান করা হারামের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। আর এ নিষেধাজ্ঞা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমান। সুতরাং রেশমী কাপড়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে। অবশ্য অন্যান্য হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, নারীদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা হালাল। যেমনটি সামনে আসবে ইনশা আল্লাহ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭ এবং পূর্বে ৮১৬ ও ৮৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : নিরেট স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে নারীদের জন্য স্বর্ণ-রূপার অলঙ্কার ব্যবহার জায়েয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيدًا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ.

সহজ তরজমা

৫৪৪২. আদম রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। শু'বা রহ. বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এ কথা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি জোর দিয়ে বললেন : হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা কখনও পরিধান করতে পারবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আব্দুল আজিজ ইবনে সুহাইব রহ. রাগান্বিত ও বিরক্ত হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। কেননা এটি কিয়াসি মাসয়ালা নয় যে, হযরত আনাস রাযি. নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করবেন। তাই আব্দুল আজিজ স্পষ্ট উত্তর দিলেন : হাঁ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে তিন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। লক্ষ করুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

সহজ তরজমা

৫৪৪৩. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ... সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭ ও পূর্বে ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ

সহজ তরজমা

৫৪৪৪. আলি ইব্‌নে জা'দ রহ. ... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, পরকালে সে তা পরবে না। হযরত আবু মা'মার বলেন যে, আমাদেরকে আবদুল ওয়ারেস এজিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআযা রাযি. বর্ণনা করেন যে, আমাকে উম্মে আমর বিনতে আবদুল্লাহ বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের থেকে হাদীসটি শুনেছি, তিনি হাদীসটি হযরত উমর রাযি. থেকে শুনেছেন, হযরত উমর অনুরূপ হাদীসটি নবীজী ﷺ থেকে শুনেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি উপরিউক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এটি আহমদ এবং নাসায়ি রহ.-ও বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ. قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ إِئْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُو حَفْصٍ. يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ. حَدَّثَنَا حَرْبٌ. عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَدِيثَ

সহজ তরজমা

৫৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হিত্তান রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-এর নিকট রেশম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-এর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ইব্‌নে উমরের রাযি. নিকট জিজ্ঞেস কর। ইব্‌নে উমরকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : আবু হাফ্‌স অর্থাৎ উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়ায় রেশমী কাপড় সেই ব্যক্তিই পরবে, যার আখিরাতে কোনো অংশ নেই। আমি বললাম : তিনি সত্য বলেছেন। আবু হাফ্‌স রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেন নি। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে রাজা রহ. ... ইমরানের সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি শিরোনামকে সুস্পষ্ট করেছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ :

عِمْرَانَ : আইনে যের হবে। حِطَّانَ : হা-এ যের, ط হরফে তাশ্‌দিদ আর শেষে নূন। ইমরান ইবনে হিত্তান সাদূসি। সে ছিল খারিজিদের নেতা ও তাদের কবি। সে-ই তার প্রসিদ্ধ কবিতায় হযরত আলী রাযি.-এর ঘাতক ইবনে মুলজিমের প্রশংসা করেছিল। (উমদা)

ইমাম বুখারি রহ.-এর প্রতি বিস্ময় বোধ হয়, কিভাবে তিনি এমন দুষ্ট জালিমের হাদিস বুখারি শরিফে বর্ণনা করেছেন! অথচ ইমাম মুসলিম রহ. তার হাদিস গ্রহণ করেননি।

কতক আলেম ইমাম বুখারি রহ.-এর পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন, ইমাম বুখারি রহ. এমন সত্যভাষী বিদয়াতি লোকের হাদিস গ্রহণ করেন, যে বিদ্বেষী ও হিংসুটে হয় না।

অথচ ইমরান বাস্তবে ইবনে মুলজিমের প্রশংসায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ইবনে মুলজিমের প্রশংসায় অত্যুক্তি করেছে। তার নিকৃষ্টতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে শেরে খোদা হযরত আলী রাযি.-এর ঘাতকের প্রশংসা করেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

৩১১০. অনুচ্ছেদ : পরিধানের ছাড়া কেবল স্পর্শ করার বর্ণনা

অর্থাৎ রেশমী কাপড় পরিধান করা না জায়েয; কিন্তু তা স্পর্শ করা, বেচাকেনা ও এর মূল্য দিয়ে উপকৃত হওয়া সবই জায়েয। (উমদা)

وَيُرْوٰى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

আর এ অনুচ্ছেদে যুবাইদি থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি যুহ্‌রি রহ. থেকে, তিনি হযরত আনাস রাযি. থেকে আর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাবারানি রহ. আল-কাবীরে হাদিসটি মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ. رضي الله عنه. قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَوْبُ حَرِيرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هٰذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا

সহজ তরজমা

৫৪৪৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌নে মূসা রহ. ... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একখানা রেশমী কাপড় হাদিয়া পাঠানো হয়। আমরা তা স্পর্শ করলাম ও বিস্ময় প্রকাশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করছ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, জান্নাতে সা'দ ইব্‌নে মুয়াযের রুমাল এর চেয়ে উত্তম হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮, পূর্বে ৪৬০ ও ৫৩৬ এবং সামনে ৯৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ

৩১১১. অনুচ্ছেদ : রেশমের বিছানা প্রসঙ্গে

আবীদা সালমানী বলেন : বিছানাও পরিধানের মতো অর্থাৎ নাজায়েয ও হারাম।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ. رضي الله عنه. قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ. وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

সহজ তরজমা

৫৪৪৭. আলী রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সোনা ও রুপার পাত্রে পানাহার করতে এবং মোটা ও মিহিন রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ বাক্যে।
হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮, পূর্বে ৮১৬, ৮৪১ ও ৮৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ

৩১১২. অনুচ্ছেদ : 'কাস্‌সি' পরিধান করা

وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُنْجِ (الأُتْرُجِّ) وَالْمِيثَرَةُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا (يَصُفُّونَهَا) وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيثَرَةِ.

আসিম রহ. বলেন, আবু বুরদা রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাস্‌সি' কি? তিনি বললেন, একপ্রকার কাপড় যা শাম (সিরিয়া) অথবা মিসর থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়ে থাকে। প্রস্থে নকশা। তাতে রেশম ও উৎরুজ্জের কারুকাজ থাকে। আর মিছারা এমন কাপড়, যা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরি করে, মখমলের চাদরের মতো এবং হলুদ রঙে রঞ্জিত করে। জারির রহ. ইয়াযিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর বর্ণনায় আছে, 'কাস্‌সি' হল নকশী কাপড় যা মিসর থেকে আমদানি হয়, তাতে রেশম থাকে। আর মিছারা হল হিংস্র জন্তুর চামড়া। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন, মিরাছার ব্যাখ্যায় আসেমের বক্তব্যই ব্যাপক ও অধিক শুদ্ধ।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ : اَلْقَسِّيِّ কাফে যবর, সিনে ও ইয়াতে তাশ্‌দিদসহ যের। কাস্‌সি রেশম মিশ্রিত একধরনের কাতান কাপড়। মিসরের একটি শহরের নাম 'কাসি'। কাপড়টি 'কাসি' শহরে তৈরি হত। সেদিকে সম্বন্ধ করেই এটাকে 'কাস্‌সি' বলা হয়।

وَقَالَ عَاصِمٌ : আসেম ইবনে কুলাইব বলেন, আবু বুরদাহ ইবনে আবু মূসা আশয়ারি রহ. বর্ণনা করেন : আমি হযরত আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কাস্‌সি কি ধরনের কাপড়? তিনি বললেন, এটা আমাদের দেশ হিজাযে মিশর অথবা সিরিয়া থেকে আমদানি হয়। এতে রেশমের তৈরি ঝালর থাকে এবং লেবু জাতীয় ফলের (জাম্বিরের মতো) ছাপ থাকত।

وَالْمِيثَرَةُ : একধরনের কাপড়, যা স্বামীর জন্য স্ত্রীরা নিজ হাতে রেশম দিয়ে চাদর আকৃতিতে তৈরি করে ও হলুদ রঙে রঞ্জিত করত। অর্থাৎ আপন স্বামীর জন্য রেশম দিয়ে স্ত্রীর তৈরি হলুদ রঙে রঞ্জিত একধরনের চাদর।

وَقَالَ جَرِيرٌ : জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত। তিনি আপন হাদিসে বলেন : 'কাস্‌সি' হল, মিশর থেকে আমদানি করা ঝালর বিশিষ্ট কাপড়। এতে রেশম মিশ্রিত থাকত। আর 'মিরাছা' হল, হিংস্র জন্তুর চামড়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ.

সহজ তরজমা

৫৪৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের লাল রঙের মিছারা ও 'কাস্‌সি' পরতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَالْقَسِّيِّ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮, পূর্বে ১৬৬, ৭৭৭ ও ৮৪৬ এবং সামনে ৮৭০, ৮৭১, ৯১৯, ৯২১ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

৩১১৩. অনুচ্ছেদ : খুজলির কারণে পুরুষের রেশম পরিধানের অনুমতি প্রসঙ্গে

حِكَّة ح হরফে যের। ك হরফে তাশ্‌দিদ। অর্থ— খুজলি, পাঁচড়া, চুলকানি।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا

সহজ তরজমা

৫৪৪৯. মুহাম্মদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর ও আব্দুর রহমান রাযি.-কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮, পূর্বে ৪০৯ পৃষ্ঠায় দুবার এবং মুসলিম শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

৩১১৪. অনুচ্ছেদ : নারীদের রেশম পরিধানের বৈধতা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

সহজ তরজমা

৫৪৫০ সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি রেশমী 'হুল্লা' [জামা জোড়া] পরতে দিলেন। আমি তা পরে বের হলাম; কিন্তু তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। সুতরাং আমি তা ফেঁড়ে আমার পরিবারের নারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮ এবং পূর্বে ৩৫৬ ও ৮০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ ﷺ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا (فَلَبِسْتَهَا) لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا.

সহজ তরজমা

৫৪৫১. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ...আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। উমর রাযি. একটি রেশমী হুল্লা বিক্রয় হতে দেখে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ আপনি যদি খরিদ করে নিতেন, তাহলে যখন কোনো প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আসে তখন ও জুমার দিনে পরিধান করতে পারতেন। তিনি বললেন : এটা সেই ব্যক্তিই পরতে পারে, যার পরকালে কোনো অংশ নেই। পরবর্তীসময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর রাযি.-এর নিকট ডোরাকাটা রেশমী হুল্লা পাঠান। তিনি শুধু তাঁকেই পরতে দেন। উমর রাযি. বললেন : আপনি এখনি আমাকে পরতে দিয়েছেন, অথচ এ সম্পর্কে যা বলার তা আমি আপনাকে বলতে শুনেছি। তিনি বললেন : আমি তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এটি বিক্রি করে দিবে অথবা কাউকে পরতে দিবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَوْ تَكْسُوَهَا বাক্যে। কেননা এর অর্থ হল, যেন তুমি তা অন্য কোনো নারীকে হিবা বা অন্য কোনো পন্থায় দান করে দাও। সুতরাং এতে প্রতিভাত হয়, তা নারীদের জন্য হালাল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮, পূর্বে ১২১-১২২, ১৩০, ২৮৩, ৩৫৬, ৩৫৭ ও ৪২৯ এবং সামনে ৮৮৫ ও ৮৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

সহজ তরজমা

৫৪৫২. আবুল ইয়ামান রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে হাল্কা নক্‌শা করা রেশমী চাদর দেখেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ি শরিফে 'যীনত' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ নিরসন

হযরত আনাস রাযি. হযরত উম্মে কুলসুম রাযি.-এর পরিধানে উক্ত কাপড় দেখার দ্বারা খোদ তাকে দেখা আবশ্যক হয় না। কেননা হতে পারে তিনি কাপড়ের নিচের আঁচল দেখেছেন অথবা ঘটনাটি হযরত আনাস রাযি. সাবালক হওয়ার পূর্বের কিংবা পর্দার আয়াত ও বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। আর এর দ্বারা নারীদের রেশমী কাপড় পরিধান করা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, হযরত আনাস রাযি.-এর হাদিসটিতে আপত্তি আছে। আমি বলব, আমরা তা মানি না। কেননা নারীদের মধ্যে একধরনের কাপড় পরিধানের অভ্যাস রয়েছে।

সারকথা, হতে পারে আনাস রাযি. উভয় বোনের পরিধানেই রেশমী কাপড় দেখেছেন। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

৩১১৫. অনুচ্ছেদ : পোশাক ও বিছানার চাদরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ উদারনীতি গ্রহণ করতেন

[অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের কাপড় পরতেন না। যখন যা পেতেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ. عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا. وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَأَغْلَظَتْ لِي فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ. وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ. وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهَا كُلِّهَا. وَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ. وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِي فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ. وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ

সহজ তরজমা

৫৪৫৩. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বছর যাবত অপেক্ষায় ছিলাম যে, উমর রাযি.-এর কাছে সে দুই নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল। কিন্তু আমি তাকে খুব ভয় করে চলতাম। একদিন তিনি কোনো এক স্থানে নামলেন এবং (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) আরাক বৃক্ষের কাছে গেলেন। যখন তিনি বেরিয়ে এলেন, আমি তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : (তাঁরা হলেন) আয়েশা ও হাফসা রাযি.। এরপর তিনি বললেন : জাহিলি যুগে আমরা নারীদের কোনো কিছু বলে গণ্যই করতাম না। যখন ইসলাম আবির্ভূত হল এবং (কুরআনে) আল্লাহ্ তাদের (মর্যাদার কথা) উল্লেখ করলেন, তাতে আমরা দেখলাম—আমাদের উপর তাদের হক আছে এবং এতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা চলবে না। একদা আমার স্ত্রী আর আমার মধ্যে কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। সে আমার উপর রূঢ় ভাষা ব্যবহার করল। আমি তাকে বললাম : তুমি তো সেখানেই। স্ত্রী বললেন : তুমি আমাকে এরূপ বলছ, অথচ তোমার কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কষ্ট দিচ্ছে। এরপর আমি হাফসার কাছে এলাম। বললাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা করা থেকে আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কষ্ট দেওয়ায় আমি

হাফসার কাছেই প্রথমে আসি। এরপর আমি উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে এলাম এবং তাঁকেও অনুরূপ বললাম। তিনি বললেন : তোমার প্রতি আমার বিস্ময় হে উমর! তুমি আমার সকল ব্যাপারেই দখল দিচ্ছ, কিছুই বাকি রাখনি, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সহধর্মীগণের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছ। এ কথায় তিনি (আমাকে) প্রত্যাখ্যান করলেন। এক লোক ছিলেন আনসারি। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস থেকে দূরে থাকতেন এবং আমি উপস্থিত থাকতাম, যা কিছু হত সেসব আমি তাঁকে গিয়ে জানাতাম। আর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর তিনি উপস্থিত থাকতেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে যা কিছু ঘটত, তিনি এসে তা আমাকে জানাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারপাশে যারা (রাজা-বাদশা) ছিল তাদের উপর রাসূলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাকি ছিল শুধু শামের (সিরিয়ার) গাসসান শাসক। তার আক্রমণের আমরা আশঙ্কা করতাম। হঠাৎ আনসারি ব্যক্তিটি বলল : এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি তাকে বললাম : কি সে ঘটানা! গাস্সানি কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন : এর চেয়েও ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল সহধর্মিণীকে তালাক দিয়েছেন। আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম সকল কক্ষ থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কক্ষের চিলে কুঠুরিতে অবস্থান করছেন। প্রবেশ পথে অল্প বয়স্ক একজন খাদিম বসে আছে। আমি তার কাছে গেলাম। বললাম : আমার জন্য অনুমতি চাও। অনুমতি পেয়ে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন, যা তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তাঁর মাথার নিচে চামড়ার একটি বালিশ, তার ভিতরে রয়েছে খেজুর গাছের ছাল। কয়েকটি চামড়া ঝুলানো রয়েছে এবং বিশেষ গাছের পাতা। এরপর হাফসা ও উম্মে সালমাকে আমি যা বলেছিলাম এবং উম্মে সালমা আমাকে যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেসব আমি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন। তিনি উনত্রিশ রাত তথায় অবস্থান করার পর অবতরণ করেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ ... حَشْوُهَا لِيفٌ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৮-৮৬৯, পূর্বে ৩৩৪, ৭২৯-৭৩০, ৭৩১, ৭৮০-৭৮১ এবং সামনে ১০৭৭-১০৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

সহজ তরজমা

৫৪৫৪. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই! কত যে ফিতনা এ রাতে নাযিল হয়েছে! আর কত যে ধনভান্ডার এ রাতে নাযিল হয়েছে! কে আছে এমন, যে এ হুজরাবাসীগণকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিবে? পৃথিবীতে এমন অনেক পোশাক পরিহিতা নারীও আছে, যারা কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র থাকবে। যুহ্‌রি রহ. বলেন, হিন্দ বিনতে হারিসের জামার আস্তিনদ্বয়ের বুতাম লাগানো ছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদিসে পাতলা পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ পাতলা কাপড়ের নিন্দা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৯ এবং পূর্বে ২২ কিতাবুল ইলম ও ১৫১-১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫০০ দেখুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَزْرَارٌ : শব্দটি زر-এর বহুবচন। অর্থ– বোতাম, ফুলের কুঁড়ি।

✪ বাকি ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-১/৫০১ দেখুন।

بَاب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

৩১১৬. অনুচ্ছেদ : যে নতুন পোশাক পরিধান করেছে, তার জন্য কি দুয়া করা হবে

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هٰذِهِ الْخَمِيصَةَ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَلْبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ. قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

সহজ তরজমা

৫৪৫৫. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... খালিদের কন্যা উম্মে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু কাপড় আনা হয়। তার মধ্যে একটি নকশা করা কালো চাদর ছিল। তিনি বললেন, এ চাদরটি আমি কাকে পরিধান করাব এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? সবাই নীরব থাকল। তিনি বললেন, উম্মে খালিদকে আমার নিকট নিয়ে এসো। সুতরাং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি স্বহস্তে তাঁকে ওই চাদর পরিয়ে দিয়ে বললেন : পুরাতন কর ও দীর্ঘদিন ব্যবহার কর। তারপর তিনি চাদরের নকশার দিকে তাকাতে লাগলেন এবং হাতের দ্বারা আমাকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকলেন, হে উম্মে খালিদ! এ সানা, হে উম্মে খালিদ! এ সানা! হাবশি ভাষায় 'সানা' অর্থ সুন্দর। ইসহাক রহ. বলেন, আমার পরিবারে জনৈক নারী আমাকে বলেছে, সে উক্ত চাদর উম্মে খালিদের পরিধানে দেখেছে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَبْلِي وَأَخْلِقِي বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৯, পূর্বে ৪৩২, ৫৪৭ ও ৮৬৬ এবং সামনে ৮৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

৩১১৭. অনুচ্ছেদ : পুরুষের জাফরানি রঙের কাপড় পরিধানের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

সহজ তরজমা

৫৪৫৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের জাফরানি রঙের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

৩১১৮. অনুচ্ছেদ : জাফরানি রঙে রঞ্জিত কাপড়ের বিধান

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ. أَوْ بِزَعْفَرَانٍ.

সহজ তরজমা

৫৪৫৭. আবু নুয়াঈম রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, মুহরিম ব্যক্তি যেন ওয়ারস ঘাসের কিংবা জাফরানের রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড় না পরে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৯, পূর্বে ২৪৫, ৫৩, ২০৯, ২৪৮, ৮৬৩-৮৬৪ এবং সামনে ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫, কিতাবুল হজ পড়ুন!

بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

৩১১৯. অনুচ্ছেদ : লাল কাপড়ের হুকুম

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ. رضي الله عنه. يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

সহজ তরজমা

৫৪৫৮. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মধ্যম আকৃতির। আমি তাঁকে লাল হুল্লা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু আমি দেখিনি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৬৯, পূর্বে ৫০২ এবং সামনে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : লাল রঙের কাপড় পুরুষের জন্য জায়েয কি-না? এ প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতভেদ রয়েছে। কেবল লাল রঙের ডোরাকাটা থাকলে তা জায়েয। কিন্তু যদি পুরোটাই লাল রঙের হয় এবং তা সাধরণত নারীরা পরিধান করে, তাহলে নারীদের সাথে সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করা যায়। তা ছাড়া আজকাল এমনিতেও লাল কাপড়কে আভিজত্যের পরিচয় মনে করা হয় না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

৩১২০. অনুচ্ছেদ : লাল গদির হুকুম

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ. عَنِ الْبَرَاءِ. ﷺ. قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ.

সহজ তরজমা

৫৪৫৯. কাবিসা রহ. ... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন—রোগীর সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ ও হাঁচিদাতার জবাব দান। আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন রেশমী কাপড়, মিহিন রেশমী কাপড়, রেশম মিশ্রিত কাতান কাপড়, মোটা রেশমী কাপড় পরিধান এবং লাল রেশমী গদি ব্যবহার করতে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০, পূর্বে ১৬৬, ৩৩১ ও ৭৭৭ এবং সামনে ৮৭১, ৯১৯, ৯২১ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অনারবদের বাহনের গদি সাধারণত লাল হত। এখনো গদি রেশমী কাপড়ের হলে তা নিঃসন্দেহে নাজায়েয; তবে রেশমী না হয়ে সুতি হলে কেবল টুকটুকে লাল রঙয়েরটা মাকরূহ হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

৩১২০. অনুচ্ছেদ : পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চামড়ার জুতা

اَلسِّبْتِيَّةِ : সিনে যের, বা-সাকিন, তা-এ যের, ইয়াতে তাশদিদ। اَلسِّبْتِيَّةِ অর্থ, পরিশোধিত চামড়া। اَلنِّعَالُ السِّبْتِيَّةِ অর্থ, পরিশোধিত চামড়ার জুতা। পশমহীন চামড়ার জুতা।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ. قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ﷺ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ.

সহজ তরজমা

৫৪৬০. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আবু মাসলামা সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই পায়ে জুতা রেখে নামায আদায় করেছেন কি? তিনি বলেছেন, হাঁ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : ইমাম বুখারি রহ. শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, نِعَالٌ (জুতা) শব্দটি ব্যাপক। এটা পরিশোধিত ও অপরিশোধিত উভয় ধরনের জুতাকে শামিল করে অর্থাৎ পরিশোধন করে পশম তুলে ফেলা হয়েছে অথবা পরিশোধন না করায় যার পশম রয়ে গেছে। এখানে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা পরিধান করতেন বরং সকল নবী-রাসূল আ. এবং সাহাবাগণ জুতা পরিধান করতেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ এবং পূর্বে ৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

সহজ তরজমা

৫৪৬১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... উবায়দ ইব্‌নে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি.-কে বলেন : আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখেছি, যা আপনার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন : সেগুলো কি হে ইব্‌নে জুরাইজ? তিনি বললেন : আমি দেখেছি আপনি তাওয়াফ করার সময় [কা'বার] রুকনগুলোর মধ্য হতে ইয়ামীনী দু' রোকন ছাড়া অন্য কোনোটিকে স্পর্শ করেন না। আমি দেখেছি, আপনি পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরিধান করেন। আমি দেখখিছি আপনি হলুদ বর্ণের কাপড় পরেন এবং যখন আপনি মক্কা ছিলেন তখন দেখেছি, অন্য লোকেরা (যিলহজের) চাঁদ দেখেই ইহরাম বাঁধত আর আপনি তারবিয়ার দিন (আট তারিখ) না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধতেন না।

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. তাঁকে বললেন : আরকান সম্পর্কে কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইয়ামীনী দু'রুকন ব্যতীত অন্য কোনোটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর পশমবিহীন চামড়ার জুতার ব্যাপার হলো, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন জুতা পরতেন, যাতে কোনো পশম থাকত না এবং তিনি জুতা পরিহিত অবস্থায় অজু করতেন (অর্থাৎ পা ধুতেন)। তাই আমি অনুরূপ জুতা পরতেই পছন্দ করি। আর হলুদ বর্ণের কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ রং দিয়ে রঙিন করতে দেখেছি। সুতরাং আমিও এর দ্বারাই রং করতে ভালবাসি। আর ইহরাম বাঁধার ব্যাপার ইই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বাহনে হজের কাজ আরম্ভ করার জন্য উঠার আগে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ এবং পূর্বে ২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ . أَخْبَرَنَا مَالِكٌ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ . أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৪৬২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি যেন জাফরান কিংবা ওয়ারস ঘাস দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান না করে। তিনি

বলেছেন : যে (মুহরিম) ব্যক্তির জুতা নেই, সে যেন মোজা পরে এবং গোড়ালির নিচ থেকে (মোজার উপরের অংশ) কেটে ফেলে (যাতে তা জুতার মতো হয়ে যায়)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০, পূর্বে ২৫, ৫৩, ২০৮-২০৯, ২৪৮, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪ ও ৮৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসারুল বারি-১/৫৩৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৪৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে (মুহরিম) লোকের লুঙ্গি নেই, সে যেন পায়জামা পরে আর যার জুতা নেই, সে যেন মোজা পরিধান করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ এবং পূর্বে ৪৪৮, ২৪৯ ও ৮৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করে নিবে। তবে পায়ের গোড়ালির নিচ থেকে কেটে নিতে হবে। যেমনটি বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى

৩১২২. অনুচ্ছেদ : ডান পায়ের জুতা প্রথমে পরিধান করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ. عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

সহজ তরজমা

৫৪৬৪. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আচড়াতে ও জুতা পায়ে দিতে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০, পূর্বে ২৯, ৬১ ও ৮১০ এবং সামনে ৮৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرٰى

৩১২৩. অনুচ্ছেদ : জুতা খোলার সময় বাম পায়ের জুতা প্রথমে খোলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

সহজ তরজমা

৫৪৬৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে, তখন সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে আর যখন খোলে, তখন সে যেন বাম দিক থেকে আরম্ভ করে। যাতে পরার বেলায় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ ও তিরমিযিতে লিবাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

মসজিদে প্রবেশের বিধান হল, প্রথমে ডান পা মসজিদে দাখিল করবে ও দুয়া পড়বে। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে মসজিদের বাইরে বাম পা রাখবে। বাহ্যত মসজিদে প্রবেশের সময় এর উপর আমল করা কঠিন; কিন্তু এর সমাধান হল, মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপরই বাম পা রাখবে। এরপর ডান পায়ের জুতা খুলে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা মসজিদের বাইরে জুতার উপর রাখবে। এরপর ডান পায়ে জুতা পরিধান করবে।
এভাবে উভয় সুন্নতের উপর আমল হবে। তবে সর্বদা সকল কাজে সুন্নতের অনুসরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

بَابٌ لَا يَمْشِيْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدٍ

৩১২৪. অনুচ্ছেদ : কেবল এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটবে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا.

সহজ তরজমা

৫৪৬৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় পা সম্পূর্ণ খোলা রাখবে অথবা উভয় পায়ে পরিধান করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযিতে লিবাস অধ্যায়ে রয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসে نَعْلٍ-এর সিফাত আনা হয়েছে وَاحِدَةٍ দ্বারা। সুতরাং এতে বুঝা গেল, نَعْلٍ শব্দটি মুয়ান্নাস। এক জুতা পরিধান করে হাঁটা কঠিন। মানুষ পা টেনে টেনে বা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

بَابُ قِبَالاَنِ فِي نَعْلٍ، وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا

৩১২৫. অনুচ্ছেদ : এক জুতায় দুই ফিতা এবং যে ব্যক্তি এক ফিতাকে যথেষ্ট মনে করে

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه، أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ.

সহজ তরজমা

৫৪৬৭. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চপ্পলে দুটি করে ফিতা ছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিযি লিবাস অধ্যায়ে আর নাসায়ি 'যিনাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৪৬৮. মুহাম্মদ রহ. ... ঈসা ইব্‌নে তাহমান রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. এমন দুটি চপ্পল আমাদের কাছে আনলেন, যার দুটি করে ফিতা ছিল। তখন সাবিত বুনানী বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চপ্পল ছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ অনুচ্ছেদে দুটি হাদিস রয়েছে। প্রথম হাদিস দ্বারা শিরোনামের প্রথম অংশ প্রমাণিত হয়েছে আর দ্বিতীয় হাদিস দ্বারা শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ প্রমাণিত হয়।

সুতরাং কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ কিভাবে প্রতিভাত হয়? আমি বলব : 'দুইয়ের বিপরীতে দুই' বিভাজন দাবি করে। সুতরাং প্রতিটি জুতার জন্য একটি করে ফিতা হবে। (কিরমানি)

بَابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

৩১২৬. অনুচ্ছেদ : চামড়ার তৈরি লাল তাবু

اَلْقُبَّةُ : অর্থ— তাবু। গোম্বুজ। এর বহুবচন الْقِبَابُ।

أَدَمٍ : হামযা ও দালে যবর দিয়ে পঠিত। অর্থ, পরিশোধিত চামড়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ

সহজ তরজমা

৫৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে আরআরা রহ. ... আওনের পিতা (ওহব ইব্‌নে আব্দুল্লাহ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটি লাল চামড়ার তাবুতে ছিলেন। আর বিলালকে দেখলাম তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর পানি উঠিয়ে দিচ্ছেন এবং লোকজন অজুর পানি নেওয়ার জন্য ছুটাছুটি করছে। যে ওখান থেকে কিছু পায়, সে তা মুখে মেখে নেয়। আর যে সেখান থেকে কিছু পায় না, সে তার সাথির ভিজা হাত থেকে কিছু নিয়ে নেয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১ এবং পূর্বে ৩১ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১০৬ দেখুন!

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১০৬ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ (ح) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ.

সহজ তরজমা

৫৪৭০. আবু ইয়ামান রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কাছে খবর পাঠান এবং তাদের (লাল) চামড়ার একটি তাবুতে সমবেত করেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি আংশিক শিরোনাম প্রমাণ করে। আর মুসান্নিফ রহ. অনেক স্থানেই এমনটি করেছেন। ফাতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন : বলা যায়, হয়তো তিনি শর্তহীনকে শর্তযুক্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১ এবং পূর্বে ৪৪৫, ৫০০, ৫৩৩, ৬২০ মাগাযিতে ও ৬২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪০০ দেখুন!

بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ

৩১২৭. অনুচ্ছেদ : চাটাই ও এ জাতীয় বিছানায় বসা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ.

সহজ তরজমা

৫৪৭১. মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রি বেলা চাটাই দ্বারা ঘেরাও দিয়ে নামায আদায় করতেন। আর দিনের বেলা তা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। লোকজন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সমবেত হয়ে তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতে লাগল। এমনকি বহু লোক সমবেত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন : হে লোকসকল! তোমরা আমল করতে থাকো যা তোমাদের সামর্থ্য হয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ক্লান্ত হন না; অবশেষে তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা (পরিমাণে) কম হয়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ اَىْ عَلَى الْحَصِيْرِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

أَىْ: هٰذَا بَابٌ فِىْ ذِكْرِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُزَرَّرَةِ بِالذَّهَبِ. وَهُوَ الْمَشْدُوْدُ بِالْأَزْرَارِ.

৩১২৮. অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের বোতাম বা ঘুন্টি লাগানো কাপড় প্রসঙ্গে

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِىْ ابْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ بَلَغَنِىْ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِىْ يَا بُنَىَّ ادْعُ لِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَعْظَمْتُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ. وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ فَقَالَ يَا مَخْرَمَةُ هٰذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

সহজ তরজমা

লাইস রহ. বলেন : ইব্নে আবু মুলাইকা রহ. ... মিসওয়ার ইব্নে মাখরামা রাযি. থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা মাখরামা [একদা] তাকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু কাবা এসেছে। তিনি সেগুলো বন্টন করছেন। চলো আমরা তাঁর কাছে যাই। আমরা গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বাসগৃহে পেলাম। আমাকে (আমার পিতা) বললেন : বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার কাছে ডাক। আমার নিকট কাজটা অতি কঠিন বলে মনে হল। আমি বললাম, আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাকব? তিনি বললেন, বৎস! তিনি তো কঠোর প্রকৃতির লোক নন। যা হোক আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগানো মিহিন রেশমী কাপড়ের কাবা ছিল। তিনি বললেন, হে মাখরামা! এটা আমি তোমার জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলাম। এরপর তিনি এটা তাকে দিয়ে দিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১, পূর্বে ৩৫৪, ৩৬২-৩৬৩, ৪৪০-৪৪১ ও ৮৬৩ এবং সামনে ৯০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : অর্থাৎ আমি আমার পিতাকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আপনার কাছে ডাকব? এ প্রশ্নটি অস্বীকারমূলক। অর্থাৎ আমি তাঁকে আপনার কাছে ডাকতে পারব না।

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجٍ : 'তাঁর গায়ে রেশমী কাপড়ের কাবা ছিল'। এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা,

১। এটা হয়তো রেশম হারাম হওয়ার বিধান নাযিলের পূর্বের ঘটনা।

২। আবার এটা বিধান নাযিলের পরের ঘটনাও হতে পারে। তখন এর ব্যাখ্যা হবে, তিনি তাকে কাবাটি বিক্রয় করে উপকৃত হওয়া অথবা নারীদেরকে পরিধান করাতে দিয়েছিলেন। [কেননা নারীদের জন্য রেশম ব্যবহার জায়েয।] আর الخ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ-এর মর্ম হবে, 'তার হাতে ছিল'। সুতরাং এটা إِطْلَاقُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ (পূর্ণাঙ্গ বলে আংশিক উদ্দেশ্য নেওয়া)-এর অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

৩১২৯. অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের আংটি (এর বিধান) প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ.

সহজ তরজমা

৫৪৭২. আদম রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন—স্বর্ণের আংটি বা তিনি বলেছেন, স্বর্ণের বলয়; মিহি রেশম, মোটা রেশম ও রেশম মিশ্রিত কাপড়, রেশমের তৈরি লাল বর্ণের পালান বা হাওদা, রেশম মিশ্রিত কাস্‌সি কাপড় ও রুপার পাত্র। আর আমাদেরকে তিনি সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন—রোগীর শুশ্রূষা করা, জানাযার পিছনে চলা, হাঁচির উত্তর দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, দাওয়াত গ্রহণ করা, কসমকারীর কসম পূরণে সাহায্য করা ও মজলুম ব্যক্তির সাহায্য করা।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১, পূর্বে ১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৩৪ দেখুন।

ব্যাখ্যা : হাদিসটি বহুবার গেছে। আর সোনা ও রেশম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এ দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম আর নারীদের জন্য হালাল।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ. عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَقَالَ عَمْرٌو. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৫৪৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. .... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমর রহ. ...... বাশির রহ.-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম লিবাস অধ্যায়ে ও নাসাঈতে যিনত অধ্যায়ে রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ فِضَّةٍ.

সহজ তরজমা

৫৪৭৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি বানালেন। আংটির মোহর হাতের তালুর দিকে ফিরিয়ে রাখলেন। লোকেরা অনুরূপ (আংটি) ব্যবহার করা শুরু করল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলেন এবং একটি রৌপ্যের আংটি বানিয়ে নিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম লিবাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ এখানে রাবীর সন্দেহ হয়েছে, তিনি وَرِقٍ নাকি فِضَّةٍ শব্দ বলেছেন। অর্থ একই— রুপা।

بَابُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ

৩১৩০. অনুচ্ছেদ : রোপার আংটি (এর বিধান) প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ : لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ.

সহজ তরজমা

৫৪৭৫. ইউসুফ ইব্‌নে মূসা রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করেন। আংটিটির মোহর হাতের তালুর দিকে ফিরিয়ে রাখেন। তাতে তিনি مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ খোদাই করিয়েছিলেন। এরপর লোকেরাও অনুরূপ আংটিটি ব্যবহার করা শুরু করল। যখন তিনি দেখলেন, তারাও অনুরূপ আংটিটি ব্যবহার করছে, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বলেন : আমি আর কখনো এটা ব্যবহার করব না। এরপর তিনি একটি রুপার আংটি বানিয়ে নিলেন। লোকেরাও রুপার আংটি ব্যবহার শুরু করল। ইব্‌নে উমর রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আবু বকর রাযি., তাঁর পর উমর রাযি. ও তাঁর পর উসমান রাযি. সেটি ব্যবহার করেছেন। শেষে উসমান রাযি.-এর (হাত) থেকে আংটিটি 'আরিস' কূপে পড়ে যায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭১, পূর্বে ৮৭২, ৮৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِئْرِ أَرِيسَ : এ কূপটি ছিল মসজিদে কুবার সন্নিকটে একটি উদ্যানে। যেদিন এ অংটিটি কূপে পড়ে গেল, সেদিন থেকেই হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতে পতন শুরু হয়। হযরত উসমান রাযি. এ আংটি উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এমনকি কূপের সম্পূর্ণ পানি সেঁচে ফেলেন; কিন্তু আংটির সন্ধান মিলে নি। এ আংটিতে হযরত সুলাইমান আ.-এর আংটির মতো এক জাদুকরী ও মোহিনী শক্তি ছিল। যত দিন এ আংটি ছিল, খেলাফতব্যবস্থা সুষ্ঠু সঠিক ছিল। যখন তা হারিয়ে গেল, তখন থেকেই খেলাফতব্যবস্থায় নানা সংকট সৃষ্টি হতে লাগল।

بَابٌ (وَهُوَ كَالْفَصْلِ لِلْبَابِ الَّذِىْ قَبْلَهُ)

৩১৩১. অনুচ্ছেদ : (শিরোনামহীন; এটা পূর্বের অনুচ্ছেদের একটি শাখা অনুচ্ছেদের মতো)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ . لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

সহজ তরজমা

৫৪৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি ব্যবহার করতেন। এরপর তা ফেলে দিলেন। বললেন : আমি আর কখনো এটা ব্যবহার করব না। লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে দিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ অনুচ্ছেদের কোনো শিরোনাম নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলেন। এরপর একটি রুপার আংটি বানিয়ে নেন। মোটকথা, এতে আংটির আলোচনা রয়েছে।

حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ : حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه . أَنَّهُ رَأَى فِى يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ . عَنِ الزُّهْرِىِّ . وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ . عَنِ الزُّهْرِىِّ أُرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ .

সহজ তরজমা

৫৪৭৭. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি রুপার আংটি দেখেছেন। তারপর লোকেরাও রুপার আংটি তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে তাঁর আংটি পরিহার করেন। লোকেরাও তাদের আংটি পরিহার করেন। যুহরীর সূত্রে ইবরাহিম ইব্‌নে সা'দ, যিয়াদ ও শুআইব রহ. ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বের অনুচ্ছেদ তথা بَابُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ-এর সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে লিবাস অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : হযরত আনাস রাযি.-এর এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে রুপার আংটি বানিয়েছিলেন। এরপর তা তিনি খুলে ফেলেন। কাজেই সুস্পষ্টত এ হাদিসটি খোদ হযরত আনাস রাযি.-এর অপর হাদিস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর হাদিসের পরিপন্থী মনে হয়। এর জবাব কী?

জবাব : বিশুদ্ধ মতানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। আর স্বর্ণ যখন পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলে দিয়েছেন। বলেছেন : আমি কখনো এটা পরিধান করব না। এরপর রুপার আংটি তৈরি করিয়ে ব্যবহার শুরু করেন। সুতরাং মুহাদ্দিসগণ বলেন : যে আংটিটি ফেলে দেওয়ার কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে, সেটি ছিল স্বর্ণের আংটি।

কাজি ইয়ায রহ. এবং তাঁর মতো আল্লামা নববি রহ.-ও বলেন : সকল মুহাদ্দিস বলেছেন, مِنْ وَرِقٍ কথাটি ইবনে শিহাব রহ.-এর সন্দেহ। আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, সমন্বয় সাধন সম্ভব হলে রাবীকে সন্দিহান বলা জায়েয নেই। আর নিক্ষিপ্ত আংটিটি রুপার ছিল বলে হাদিসে উল্লেখ নেই বরং হাদিসটি নিরপেক্ষ। সুতরাং এটাকে প্রয়োগ করা হবে স্বর্ণের আংটির উপর কিংবা ওই জিনিসের উপর, যাতে সীলমোহর করার জন্য مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ অঙ্কন করা হয়েছিল ...। (কাস্তালানি)

অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত আংটিটি যদি রুপারই হয়ে থাকে, তবে সাহাবাগণ নিজ নিজ আংটিতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ অঙ্কন করিয়ে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা পছন্দ করেন নি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ فَصِّ الْخَاتَمِ

৩১৩২. অনুচ্ছেদ : আংটির পাথর প্রসঙ্গে

فَصٌّ : শব্দটির ফা-বর্ণে যবর। (ছিহাহ গ্রন্থে তাই আছে) অবশ্য সাধারণত فِصٌّ-এর ফা বর্ণে যের হয়।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ ﷺ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا

সহজ তরজমা

৫৪৭৮. আবদান রহ. ... হুমাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস রাযি.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আংটিটি পরেছেন কি-না? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে ইশার নামায আদায়ে অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেন। এরপর তিনি আমাদের মাঝে আসেন। আমি যেন তাঁর আংটির চমক দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন, লোকজন নামায আদায় করে শুয়ে পড়েছে। আর যতক্ষণ থেকে তোমরা নামাযের অপেক্ষায় রয়েছে, ততক্ষণ তোমরা নামাযের মধ্যেই রয়েছ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ বাক্যে। কেননা আংটির চমক সাধারণত পাথরেই হয়ে থাকে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ. وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৫৪৭৯. ইসহাক রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি ছিল রুপার। আর তাঁর পাথরটিও ছিল রুপার। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব-হুমাইদ-আনাস রাযি.-রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ خَاتَمِ الحَدِيدِ

৩১৩৩. অনুচ্ছেদ : লোহার আংটি প্রসঙ্গে

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদ লোহার আংটির হুকুম প্রসঙ্গে। কিন্তু লোহার আংটির হুকুম ইমাম বুখারি রহ.-এর প্রণীত শিরোনাম কিংবা এর অধীনে বর্ণিত হাদিস কোনোটি দ্বারাই জানা যায় না। ইমাম বুখারি রহ. এ অনুচ্ছেদের অধীনে জনৈক নারীর ঘটনা সংশ্লিষ্ট হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিস শরিফ দ্বারাই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا ﷺ يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا قَالَ : لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ : لَا وَاللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

সহজ তরজমা

৫৪৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি এসেছি নিজেকে হিবা (দান-বিবাহ) করে দিতে। এ কথা বলে সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাকালেন ও মাথা নিচু করে রাখলেন। নারীটির দাঁড়িয়ে থাকা যখন দীর্ঘায়িত হল, তখন এক ব্যক্তি বলল, যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে একে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে মোহর দেওয়ার মতো কিছু আছে কি? সে বলল, না! তিনি বললেন, খুঁজে দেখ। সে চলে গেল। কিছু সময় পর ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বললেন : আবার যাও এবং তালাশ করো, একটি লোহার আংটিও যদি হয় (নিয়ে এসো)। সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, কসম আল্লাহর! কিছুই পেলাম না, একটি লোহার আংটিও না। তার পরিধানে ছিল একটি লুঙ্গি; তার উপর চাদর ছিল না। সে আরয করল, আমি এ লুঙ্গিটি তাকে দান করে দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার লুঙ্গি যদি সে পরে, তবে তোমার পরনে কিছুই থাকে না। আর যদি তুমি পর, তবে তার গায়ে এর কিছুই থাকে না। এরপর লোকটি একটু দূরে গিয়ে সরে বসে পড়ল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে ডাকার জন্য হুকুম দিলেন। তাকে ডেকে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কুরআনের কিছু মুখস্থ আছে? সে বলল, অমুক অমুক সূরা (মুখস্থ আছে)। সে সূরাগুলোকে গণনা করে শোনাল। তিনি বললেন : তোমার কাছে কুরআনের যা কিছু মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে [নারীটিকে] তোমার বিবাহাধীনে দিয়ে দিলাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭২, পূর্বে ৩১০, ৭৫২, ৭৬১, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৭-৭৭১, ৭৭২-৭৭৩ ও ৭৭৩-৭৭৪ এবং সামনে ১১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা লোহার আংটির কোনো বিধান জানা যায় না; কিন্তু আসহাবে সুনানে আরবায়া (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ প্রণেতাগণ) হযরত বুরাইদা রাযি. থেকে একটি হাদিস

বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে, জনৈক সাহাবা একটি পিতলের আংটি পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কি ব্যাপার! আমি তোমার থেকে মূর্তিপূজকের গন্ধ পাচ্ছি!? তখন তিনি বেরিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং লোহার আংটি পরিধান করে আসলেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাকে জাহান্নামিদের অলঙ্কার পরিহিত দেখছি!? তখন তিনি তা ফেলে দিয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কিসের আংটি পরিধান করব? তিনি বললেন, রুপার আংটি বানাবে! তবে তা এক মিসকাল তথা সারে চার মাশা থেকে কম। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য উমদাতুল কারি)

সারকথা, সারে চার মাশা থেকে কম রুপার আংটি পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েয। এ ছাড়া স্বর্ণ বা অন্য কোনো ধাতুর আংটি পরিধান করা জায়েয নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

৩১৩. অনুচ্ছেদ : আংটির নকশা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه. أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ، أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَأَنِّي بِوَبِيصٍ، أَوْ بِبَصِيصِ الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ فِي كَفِّهِ.

সহজ তরজমা

৫৪৮১, আব্দুল আ'লা রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ অনারব একটি দলের কাছে বা কিছু লোকের কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে জানানো হল যে, তারা এমন পত্র গ্রহণ করে না, যার উপর সীলমোহর থাকে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রুপার একটি আংটি তৈরি করালেন। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ অঙ্কিত ছিল। [রাবী হযরত আনাস রাযি. বলেন,] আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙুলে বা তাঁর হাতে সে আংটির উজ্জ্বলতা (এখনো) দেখতে পাচ্ছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭২-৮৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

সহজ তরজমা

৫৪৮২. মুহাম্মদ ইব্‌নে সালাম রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করেন। সেটি তাঁর হাতে ছিল। এরপর তা আবু বকর রাযি.-এর হাতে আসে। পরে তা উমর রাযি.-এর হাতে আসে। এরপর তা উসমান রাযি.-এর হাতে আসে। তারপর তা আরিস নামক এক কূপের মধ্যে পড়ে যায়। তাতে অঙ্কিত ছিল مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩ এবং পূর্বে ৮৭১ পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ হাদিসে আংশিক বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

৩১৩৫. অনুচ্ছেদ : কনিষ্ঠা আঙুলে আংটি পরিধান প্রসঙ্গে

اَلْخِنْصَرُ : 'خ' এ যের, 'ص' এ যবর হবে। অর্থ : ছোট আঙুল, কনিষ্ঠা আঙুল। বহুবচন اَلْخَنَاصِرُ।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ

সহজ তরজমা

৫৪৮৩. আবু মা'মার রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি একটি আংটি তৈরি করেছি এবং তাতে একটি নকশা করেছি। সুতরাং কেউ যেন নিজের আংটিতে নকশা না করে। তিনি (আনাস) বলেন, আমি যেন তাঁর কনিষ্ঠাঙুলে আংটির দ্যুতি (আজো) দেখছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের শেষাংশে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল বিদ্যমান রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩ এবং এ ৮৭৩ পৃষ্ঠায় নিচে قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْقُشْ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

৩১৩৬. অনুচ্ছেদ : কোনো জিনিসে সীল মারার জন্য আংটি তৈরি অথবা আহলে কিতাব প্রমুখের নিকট চিঠি পাঠাতে এর সীল লাগানো

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

সহজ তরজমা

৫৪৮৪. আদাম ইবনে আবু ইয়াস রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রোম সম্রাটের কাছে পত্র লিখতে মনস্থ করেন, তখন তাঁকে বলা হল, আপনার পত্র যদি মোহরাঙ্কিত না হয়, তবে তারা তা পড়বে না। এরপর তিনি রুপার একটি আংটি বানালেন এবং তাতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ খোদাই করা ছিল। [আনাস রাযি. বলেন,] আমি যেন (এখনো) তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩, পূর্বে ১৫, ৪১১ এবং সামনে ১১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ

৪১৩৭. অনুচ্ছেদ : যে আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ فَصَّهُ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّيْ كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّيْ لَا أَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ. وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى.

সহজ তরজমা

৫৪৮৫. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করেন। যখন তিনি তা পড়তেন তখন তার পাথর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি তৈরি আরম্ভ করে। এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী প্রকাশ করার পর বললেন : আমি এ আংটি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তা আর পরব না। এরপর তিনি তা ছুড়ে ফেলেন। লোকেরাও (তাদের আংটি) ছুড়ে ফেলল। জুওয়াইরিয়া রহ. বলেন, আমার ধারণা—বর্ণনাকারী [নাফি'] আরো বলেছেন, আংটিটি তাঁর ডান হাতে ছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে جَعَلَ فَصَّهُ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন। আর অন্য হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাম হাতেও আংটি পরিধান করেছেন। কিন্তু হাফেজ আসকালানি রহ. বলেন, ডান হাতে আংটি পরিধানের হাদিস অধিক গ্রহণযোগ্য। সাধারণভাবে ডান হাতে পরিধান করা উত্তম। কেননা বাম হাত হলো ইস্তিঞ্জার মাধ্যম। সুতরাং ইস্তিঞ্জার সময় তাতে ময়লা লাগার সম্ভাবনা আছে। আল্লামা নববি রহ. জায়েযের পক্ষে ইজমা বর্ণনা করেছেন। আর শাফিয়িদের মতে এতে কোনো কারাহাতও নেই। তাদের নিকট মতভেদ শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَنْقُشُ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِهِ

৩১৩৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– 'কেউ নিজের আংটিতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ অঙ্কন করাবে না' প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ إِنِّيْ اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ.

সহজ তরজমা

৫৪৮৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুপার একটি আংটি তৈরি করেন। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ -এর নকশা খোদাই করেন। এরপর তিনি বলেন : আমি একটি রুপার আংটি বানিয়েছি এবং তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ -এর নকশা খোদাই করেছি। সুতরাং কেউ যেন তার আংটিতে এ নকশা খোদাই না করে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কেবল এ নকশা অঙ্কন করাবে না; অন্য কোনো নকশা অঙ্কন করাতে পারবে।

بَابٌ : هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ

৩১৩৯. অনুচ্ছেদ : আংটির নকশা কি তিন লাইনে আঁকা যাবে?

তিন লাইনে লেখা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির নকশা তিন লাইনেই লেখা ছিল। তা ছাড়া এক লাইনে বাক্য লম্বা হয়ে যাবে এবং সৌন্দর্যও নষ্ট হবে।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللهِ سَطْرٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَنِيْ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يَدِهِ وَفِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيْسَ قَالَ : فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ.

সহজ তরজমা

৫৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ আনসারি রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। আবু বকর রাযি. যখন খলিফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি তাঁর (আনাস) রাযি.-এর কাছে (যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে) একটি পত্র লিখেন। তাঁর আংটিটির নকশা তিন লাইনে ছিল। এক লাইনে مُحَمَّدٌ ; এক লাইনে رَسُوْلُ ; আর এক লাইনে اللهِ ছিল।

আর আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারি রহ.) বলেন : অবশ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আমার নিকট সামান্য বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ আনসারি রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আংটি তাঁর হাতে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর হযরত আবু বকর রাযি.-এর হাতে ছিল। আর আবু বকর রাযি.-এর পরে হযরত উমর রাযি.-এর হাতে ছিল। এরপর যখন হযরত উসমান রাযি.-এর যুগ আসল, তখন তিনি একবার তার খেলাফত আমলে আরিস কূপের পাড়ে বসেছিলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি আংটিটি খুলে তা নিয়ে খেলা করছিলেন। (একবার খোলতেন, আবার আঙুলে পরতেন।) হঠাৎ সেটি কূপে পড়ে গেল। রাবী [হযরত আনাস রাযি.] বলেন, আমরা তিনদিন যাবৎ হযরত উসমান রাযি.-এর সাথে আংটিটি খুঁজতে থাকলাম। এমনকি কূপের পানিও সেঁচে ফেললাম। কিন্তু আংটিটি আর পাওয়া গেল না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের অস্পষ্ট বিধানটি হাদিস পরিষ্কার করে দিয়েছে। [কেননা শিরোনামটি প্রশ্নবোধক। এতে স্পষ্ট কোনো বিধান বর্ণনা করা হয় নি।]

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩, পূর্বে ১৯৪, ১৯৫, ১৯৫, ১৯৫, ১৯৬, ২৩৮ ও ৪৩৮ এবং সামনে ১১২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

৩১৫০. অনুচ্ছেদ : নারীদের আংটি সম্পর্কে বর্ণনা

وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ

হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট একাধিক স্বর্ণের আংটি ছিল।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ

সহজ তরজমা

৫৪৮৮. আবু আসিম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক ঈদে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগেই নামায আদায় করলেন। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারি) বলেন : ইব্‌নে ওহাব, ইব্‌নে জুরাইজ থেকে এতটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি নারীদের কাছে আসেন। তাঁরা (সদকা হিসাবে) বিলাল রাযি.-এর কাপড়ে মালা ও আংটি ফেলতে লাগল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَالْخَوَاتِيمَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩, পূর্বে ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৯৪, ১৯৫ ও ৭৮৯ এবং সামনে ৮৭৪ ও ১১৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, নারীদের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা জায়েয। অধিকন্তু একাধিক আংটিও পরিধান করতে পারে।

بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ

৩১৪. অনুচ্ছেদ : নারীদের হার ও সিখাব সম্পর্কে অর্থাৎ সিখাব হল, সুগন্ধি ও মেশকের হার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

الْقَلَائِدِ : শব্দটি قِلَادَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কণ্ঠহার, গলার হার, মালা। السِّخَابِ : সিনে যের, خ-এর পর আলিফ। অর্থ– সুগন্ধি ও মেশকের হার। এক বর্ণনামতে السِّخَابِ অর্থ, লবঙ্গ ও সুগন্ধি দ্বারা তৈরি হার। এতে মনিমুক্তা কিছুই থাকে না।

قَوْلُهُ: يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ : এর দ্বারা السِّخَابِ-এর তাফসির করা হয়েছে। অর্থাৎ সুগন্ধি ও মেশকের হার।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ. وَلَا بَعْدُ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.

সহজ তরজমা

৫৪৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে আরআরা রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঈদের দিনে বের হলেন এবং (ঈদের) দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে এবং পরে আর কোনো

নফল নামায আদায় করেন নি। তারপর তিনি নারীদের কাছে আসলেন এবং তাদের দান করার জন্য আদেশ দিলেন। নারীগণ তাদের হার ও মালা দান করতে থাকল।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَسِخَابِهَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩-৮৭৪ এবং পূর্বে ২০, ১০৯ ও ১৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ اسْتِعَارَةِ الْقَلاَئِدِ

৩১৪২. অনুচ্ছেদ : হার ধার নেওয়ার বর্ণনা

অর্থাৎ এক নারী অন্য নারী থেকে প্রয়োজনের সময় ধারস্বরূপ হার নিতে পারবে। এটা জায়েয।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا . قَالَتْ هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهَا رِجَالاً . فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ اِسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ

সহজ তরজমা

৫৪৯০. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার কোনো একসফরে) আসমার একটি হার (আমার নিকট থেকে) হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন পুরুষ লোককে তার সন্ধানে পাঠালেন। এমন সময় নামাযের সময় হয়ে গেল। তাদের কারো অজু ছিল না এবং তারা পানিও পেল না। সুতরাং বিনা অজুতেই তারা নামায আদায় করে নিলেন। (ফিরে এসে) তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন আল্লাহর তায়ালার তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। ইব্‌নে নুমাইর হিশামের সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা রাযি. হারটি হযরত আসমা রাযি. থেকে ধারস্বরূপ নিয়েছিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اِسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ বাক্যে। অর্থাৎ আয়েশা রাযি. হারটি হযরত আসমা রাযি. থেকে ধারস্বরূপ নিয়েছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৩-৮৭৪ এবং পূর্বে ৪৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ আয়াতে তায়াম্মুমের বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারি-৮/১৯৭ দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْقُرْطِ لِلنِّسَاءِ

৩১৪৩. অনুচ্ছেদ : নারীদের কানের দুল প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ .

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের দানের নির্দেশ দিলেন। আর আমি নারীদের দেখলাম, তারা নিজ নিজ কান ও গলার দিকে (অলঙ্কার খোলার জন্য) ঝুঁকে পড়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقُرْطُ : কাফে যবর, যা-সাকিন, এরপর ط। অর্থ, কানের দুল/ কানের গয়না—সেটা স্বর্ণের হোক চাই রুপার। এর বহুবচন اَقْرَاطٌ ও اَلْقُرُوْطُ ইত্যাদি।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا. وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا.

সহজ তরজমা

৫৪৯১. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) ঈদের দিনে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তিনি এর আগে কোনো নামায আদায় করেন নি; এর পরেও করেননি। এরপর তিনি নারীদের কাছে আসলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল রাযি.। তিনি নারীদেরকে দান করার নির্দেশ দিলেন। ব্যাস, তারা নিজ নিজ কানের দুল ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে تُلْقِي قُرْطَهَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪ এবং পূর্বে ২০, ১০৯, ১৩১ ও ১৩৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

৩১৪৪. অনুচ্ছেদ : শিশুদের হার প্রসঙ্গে

✪ اَلسِّخَابُ-এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে ৩১৪১ নং অনুচ্ছেদের শুরুতে গত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ أَيْنَ لُكَعُ ثَلَاثًا اُدْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَالْتَزَمَهُ. فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا قَالَ.

সহজ তরজমা

৫৪৯২. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম হানযালি রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মদিনার কোনো এক বাজারে ছিলাম। তিনি (বাজার থেকে) ফিরে আসলেন। আমিও ফিরে আসলাম। তিনি বললেন : ছোট শিশুটি কোথায়? এ কথা তিনবার বললেন। হাসান ইব্‌নে আলীকে ডাক। দেখা গেল হাসান ইব্‌নে আলী হেঁটে চলছে। তাঁর গলায় ছিল মালা। নবী ﷺ (এ)ভাবে তাঁর হাত উত্তোলন করলেন। হাসানও এভাবে নিজের হাত উত্তোলন করলেন। তারপর তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে তাকেও আপনি ভালবাসুন। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা বলার পর থেকে হাসান ইব্‌নে আলীর চেয়ে কেউ আমার কাছে অধিক প্রিয় হয়নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪, পূর্বে ২৮৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে ফাযাইল অধ্যায়ে, নাসায়িতে মানাকিব অধ্যায়ে, ইবনে মাজায় সুন্নাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : اَلْمُتَشَبِّهُوْنَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

৩১৪৫. অনুচ্ছেদ : নারীর বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী নারী প্রসঙ্গে

অর্থাৎ যেসব পুরুষ পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জায় নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে—যেমন, নারীদের মতো গয়না-গাটি পরতে শুরু করল। এমনিভাবে যেসব নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে তথা পুরুষদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ, জামা-পাগড়ি, শেরওয়ানী ইত্যাদি পরিধান আরম্ভ করল। এ অনুচ্ছেদটি সেসব নারী-পুরুষের আলোচনা প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

সহজ তরজমা

৫৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন ওইসব পুরুষকে, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ওইসব নারীকে, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া আবু দাউদ লিবাস অধ্যায়ে, তিরমিযি ইস্তিযান অধ্যায়ে ও ইবনে মাজায় নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ

৩১৪৬. অনুচ্ছেদ : নারীর বেশধারী পুরুষকে (হিজড়াদের) ঘর থেকে বের করে দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

সহজ তরজমা

৫৪৯৪. মুয়ায ইব্‌নে ফাযালা রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষ হিজড়াদের ওপর এবং পুরুষের বেশধারিণী নারীদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন : ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুককে ঘর থেকে বের করেছেন এবং উমর রাযি. অমুককে বের করে দিয়েছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪ এবং সামনে ১০১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস এবং এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিসে হিজড়াদের আলোচনা রয়েছে।

✪ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৮/৩৯৩ দেখুন।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ يَعْنِي أَطْرَافَ هٰذِهِ الْعُكَنِ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتّٰى لَحِقَتْ وَإِنَّمَا قَالَ بِثَمَانٍ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ.

সহজ তরজমা

৫৪৯৫. মালিক ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর ঘরে ছিলেন। আর ওই ঘরে তখন একজন হিজড়া ছিল। সে উম্মে সালামার ভাই আব্দুল্লাহকে বলল, হে আব্দুল্লাহ! আগামীকাল তায়েফের উপর যদি তোমাদের জয়লাভ হয়, তবে আমি তোমাকে বিনতে গায়লানকে দেখাব। সে যখন সামনের দিকে আসে, তখন (তার পেটে) চার ভাঁজ দেখা যায়। আর সে যখন পিছনের দিকে যায়, তখন (তার পিঠে) আট ভাঁজ দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওরা যেন তোমাদের নিকট কখনো না আসে।

আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন : تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ অর্থ, তার পেট চার ভাঁজ হয়ে যায়। সুতরাং সে সেগুলোসহ সামনে আসে। আর تُدْبِرُ بِثَمَانٍ বলার অর্থ, সেই চার ভাঁজের কিনারা। কেননা তা উভয় পার্শ্বে পরিদৃষ্ট হয়; এমনকি মিলে যায়। অধিকন্তু তিনি بِثَمَانٍ বলেছেন; بِثَمَانِيَةٍ বলেন নি। আর أَطْرَافٌ-এর একবচন (طَرَفٌ) উদ্দেশ্য। আর তা মুযাক্কার। কেননা তিনি ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ বলেন নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ বাক্যে। কেননা এর মর্ম হল, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪ এবং পূর্বে মাগাযিতে ৬১৯ ও নিকাহে ৭৮৭-৭৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الخ : আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন : تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ-এর মর্ম হল, বিনতে গাইলান নাদুস-নুদুস হওয়ার কারণে তার পেট চার ভাঁজ হয়ে যায়। সুতরাং সে সামনে এলে তার পেটের চার পরত দেখা যায়। আর تُدْبِرُ بِثَمَانٍ-এর মর্ম হল, সে যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যায়, তখন সেই চার ভাঁজ আট হয়ে যায়। অর্থাৎ সামনের চার ভাঁজের কিনারা উভয় পার্শ্ব থেকে দেখা যায়। বিধায় সে ভাঁজ আটটি দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা উভয় পাশের ভাঁজগুলো মিলে যায়। (বলা বাহুল্য, আরবের লোকেরা মোটা নারীদের বেশি পছন্দ করে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَ بِثَمَانٍ الخ : এখানে একটি সন্দেহ নিরসন করা উদ্দেশ্য। হাদিসে بِثَمَانٍ বলা হয়েছে। অথচ নাহ্‌বি নিয়ম অনুসারে بِثَمَانِيَةٍ বলা উচিত ছিল। কেননা আট أَطْرَافٌ [কিনারা] উদ্দেশ্য। আর أَطْرَافٌ-এর একবচন হল, طَرَفٌ। এটা পুংলিঙ্গ। কিন্তু মুমাইয়্যায তথা أَطْرَافٌ শব্দটি পুংলিঙ্গ নয়। আর নিয়ম আছে, মুমাইয়্যায শব্দটি পুংলিঙ্গ না হলে তার সংখ্যাবাচক তমিয হিসেবে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ উভয়টি আনা জায়েয। কাজেই এখানে بِثَمَانٍ বলাও শুদ্ধ। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ

৩১৪৭. অনুচ্ছেদ : মোচ ছাটার বর্ণনা

অর্থাৎ মোচ/ গোঁফ এতটুকু কাটা-ছাটা, যেন ঠোঁটের পার্শ্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু চাছা/ মুণ্ডানো ভালো নয়।

وَكَانَ { ابْنُ } عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ

আর হযরত ইবনে উমর রাযি. নিজের মোচ/ গোঁফ এত বেশি ছোট করে ছাটতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হত। এমনকি এতদুভয় তথা মোচ ও দাড়ির মাঝের পশম (عنفقة)-ও কেটে ফেলতেন। (عنفقة হল, নিচের ঠোঁট ও দাড়ির মাঝের পশমগুলো।)

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَصْحَابُنَا. عَنِ الْمَكِّيِّ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ.

সহজ তরজমা

৫৪৯৬. মাক্কি ইব্নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গোঁফ কেটে ফেলা স্বভাব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ. حَدَّثَنَا. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ. أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

সহজ তরজমা

৫৪৯৭. আলী রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফিতরাত (মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব) পাঁচটি। খাতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভীর নিচে), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَقَصُّ الشَّارِبِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৪-৮৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত'। এ যেন রাবীর এ কথা বলা যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পৌঁছেছে। বস্তুত এটা হাদিসটি মারফূ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত।

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রাচীন আদর্শ-রীতি। যা হযরত আম্বিয়া আ. গ্রহণ করেছেন এবং যেগুলোর উপর সমস্ত শরিয়ত একমত।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর এ হাদিসে পাঁচটির কথা উল্লেখ রয়েছে। আর পাঁচটির উল্লেখ অধিকের অস্ত রায় নয়। মুসলিম শরিফে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'দশটি জিনিস সৃষ্টিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত'। সুতরাং বুঝা গেল, উল্লিখিত হাদিসে 'পাঁচ' সীমাবদ্ধতার জন্য নয়।

بَابُ تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ
৩১৪. অনুচ্ছেদ : নখ কাটা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

সহজ তরজমা

৫৪৯৮. আহমদ ইব্‌নে আবু রাজা রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নাভীর নিচে পশম কামানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা মানুষের স্বভাবজাত কাজ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ.

সহজ তরজমা

৫৪৯৯. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ফিতরাত পাঁচটি : খাতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভীর নিচে), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ، أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

সহজ তরজমা

৫৫০০. মুহাম্মদ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে— দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে। ইব্‌নে উমর রাযি. যখন হজ বা উমরা করতেন, তখন তিনি তাঁর দাঁড়ি মোঠ করে ধরতেন এবং মোঠের বাইরে যতটুকু অতিরিক্ত থাকত, কেটে ফেলতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা আইনি রহ. বলেন : শিরোনামের সাথে এ হাদিসের সুস্পষ্টত কোনো মিল নেই। তবে যথেষ্ট কৃত্রিমতার সাথে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। (কাস্তালানি)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى

{عَفَوْا} [النساء: ٤٣]: «كَثُرُوْا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ

৪১৪৯. অনুচ্ছেদ : দাড়ি (লম্বা করার জন্য) ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

عَفَوْا এর অর্থ, كَثُرُوْا অর্থাৎ অনেক বৃদ্ধি পেল। আর كَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ এর অর্থ– তাদের সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক সম্পদশালী হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

সহজ তরজমা

৫৫০১. মুহাম্মদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ বেশি ছোট রাখবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَأَعْفُوا اللِّحَى বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসে আমরের ছিগাহ এসেছে। বুঝা গেল, দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব। দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। দাড়ি/ শ্মশ্রু মুণ্ডনকারী দাড়িচোর নিঃসন্দেহে ফাসিক। এ মাসআলা জানার জন্য শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. প্রণীত داڑھی کا فلسفہ এবং শাইখুল হাদিস যাকারিয়্যা রহ.-এর وجوب داڑھی পুস্তিকাদ্বয় অবশ্যই পড়ুন!

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

৪১৫০. অনুচ্ছেদ : বার্ধক্য সম্পর্কিত হাদিস

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا.

সহজ তরজমা

৫৫০২. মুয়াল্লা ইব্‌নে আসাদ রহ. ... মুহাম্মদ ইব্‌নে সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খিযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেন, বার্ধক্য তাঁকে অতি সামান্যই পেয়েছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ رضي الله عنه عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ.

সহজ তরজমা

৫৫০৩. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ... সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস রাযি. কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খিযাব লাগানোর অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছেন নি। আমি যদি তাঁর সাদা দাঁড়িগুলো গুণতে চাইতাম, তবে সহজেই গুণতে পারতাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে ফাযাইলি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ : شَمَطَاتٍ শব্দটির শিন ও মিমে যবর। অর্থ, শুভ্র/ সাদা চুল।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ. قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ. فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ. فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا.

সহজ তরজমা

৫৫০৪. মালিক ইবনে ইসমাইল রহ. ... উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানিসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে পাঠাল। রাবী ইসরাঈল তিনটি আঙুল বন্ধ করে (উম্মে সালামার কাছে রক্ষিত পানি ভর্তি ছোট্ট) একটি রুপার পাত্র থেকে কিছু পানি তুলে নিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি মুবারক চুল ছিল। কোনো লোকের যদি চোখ লাগত কিংবা অন্য কোনো রোগ দেখা দিত, তবে উম্মে সালামার কাছে থেকে পানি আনার জন্য একটি পাত্র পাঠিয়ে দিত। আমি সে পাত্রের মধ্যে একবার লক্ষ্য করলাম, দেখলাম লাল রঙয়ের কয়েকটি চুল আছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে شَعَرَاتٍ حُمْرًا বাক্যে। কেননা এটা বার্ধ্যক্যের প্রমাণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে মাজাহ লিবাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : পূর্বে মাসয়ালা গেছে যে, রৌপ্যের থালায় পানাহার করা নাজায়েয ও হারাম। তারপরও উম্মুল মুমিনীন রুপার পাত্র কিভাবে ব্যবহার করলেন?

উত্তর : এ পাত্রটি সম্পূর্ণ রুপার ছিল না বরং অন্য কোনো ধাতুর তৈরি ছিল। তার উপর রুপার প্রলেপ করা হয়েছিল। কাজেই বাহ্যিক দিক থেকে ওটাকে রুপার পেয়ালা বলা হয়েছে মাত্র। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا. وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الأَشْعَثِ. عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ.

সহজ তরজমা

৫৫০৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি উম্মে সালামার রাযি.-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি চুল বের করলেন, যাতে খিযাব লাগানো ছিল। আবু নুয়াইম রহ. ... ইবনে মাওহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালামা রাযি. তাকে (ইবনে মাওহাব) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাল রঙয়ের চুল দেখিয়েছিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হযরত উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْخِضَابِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ : খেযাবের বর্ণনা

অর্থাৎ দাড়ি ও মাথার সাদা চুল মেহেদি ইত্যাদি দ্বারা রঙিন করা জায়েয। কিন্তু একেবারে কালো খেযাব ব্যবহার করা জমহূর আলেমদের মতে মাকরূহ। ইমাম নববি রহ. মাকরূহ তাহরিমী বলেছেন; কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ জিহাদের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জায়েয বলেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ...

সহজ তরজমা

৫৫০৬. হুমাইদি রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইহুদি-খ্রিষ্টানরা (চুল ও দাঁড়িতে) রং লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَخَالِفُوهُمْ বাক্যে। কেননা তাদের বিপরীত কর্ম মানেই খেযাব করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫, পূর্বে ৪৯২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও ইবনে মাজাহ লিবাস অধ্যায়ে আর আবু দাউদ ও নাসায়ি 'যিনত' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। (উমদা)

ব্যাখ্যা : খেযাবের মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা এ বিষয়ে বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে পূর্বের অনুচ্ছেদ باب مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ-এর হাদিস দ্বারা জানা গেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল এত সাদা ছিল না যে, তিনি তা খেযাব করতেন বা রঞ্জিত করতেন। আর কতক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেযাব ব্যবহার করছেন। যেমন, উপরে উম্মে সালামা রাযি.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাল চুল দেখিয়েছেন। মোটকথা, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারি দেখুন!

بَابُ الْجَعْدِ

৩১২. অনুচ্ছেদ : কোঁকড়া চুলের বর্ণনা

(الْجَعْدُ শব্দটির জিমে যবর, আইন সাকিন, শেষে দাল।)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

সহজ তরজমা

৫৫০৭. ইসমাঈল রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত লম্বা ছিলেন না, বেঁটে ছিলেন না; ধবধবে সাদা ছিলেন না আর না ফ্যাকাশে সাদা ছিলেন। চুল অতিশয় কোঁকড়ানোও ছিল না আর সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেছেন। এরপর মক্কায় দশ বছর এবং মদিনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন। ষাট বছর বয়সকালে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করেন। এ সময় তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৫, পূর্বে ৫০২ পৃষ্ঠায় এবং শামাইলে তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ : অর্থাৎ রবিয়াতুর রায় আনাস রাযি. থেকে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং سَمِعَ ফে'লটির فاعل হল রবিয়াতুর রায়। উদ্দেশ্য হল, রবিয়াতুর রায় হাদিসটি اَلتَّحْدِيْث-এর পন্থায় গ্রহণ করেছেন, اَلْإِخْبَار-এর পন্থায় নয়।

قَوْلُهُ : اَلطَّوِيْلِ الْبَائِنِ : অর্থাৎ প্রকাশ্য লম্বা। অতিমাত্রায় লম্বা। اَلْبَائِنِ শব্দটি হামযাসহ। اسم فاعل এর ছিগাহ। এটা بَانَ يَبِيْنُ بَيَانًا থেকে নির্গত। অর্থ, প্রকাশ পাওয়া; অথবা بَيْنُوْنَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ, পৃথক হওয়া অর্থাৎ দেখতে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এত লম্বা ছিলেন না যে, সবার চেয়ে ভিন্ন উঁচু অথবা সবার চেয়ে আলাদা দেখা যেত। ইঙ্গিত করা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যম গড়নের ছিলেন। স্বভাবিক উঁচু ছিলেন; কিন্তু খাটো ছিলেন না, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র শারীরিক গঠন মধ্যম ধরনের ছিল।

قَوْلُهُ : وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ : الْأَمْهَقِ শব্দটি باب سمع থেকে নির্গত। মাসদার مهقا। অর্থ, ধবধবে সাদা। এমন সাদা, যাতে লালিমা ইত্যাদি আভা নেই; একেবারে চুনার মতো সাদা।

قَوْلُهُ : وَلَيْسَ بِالْآدَمِ : الْآدَمِ শব্দটি باب سمع থেকে নির্গত। أَدِمَ يَأْدَمُ। মাসদার أدمًا। অর্থ, গৌর বর্ণের/ বাদামি হওয়া। الْآدَمِ মূলত (দুটি হামযা যোগে) أَأْدَمُ ছিল, أفعل ওজনে। দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থ, অতীব শ্যামলা/ পীত বর্ণের। সুতরাং وَلَيْسَ بِالْآدَمِ-এর মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণ অতীব শ্যামলা/ পীত ছিল না, যাতে কালচে ভাব অনুভূত হবে বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণিমা রাতের চাঁদের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ও লাবণ্যময় ছিলেন।

قَوْلُهُ : اَلْقَطَطِ ق ও ط হরফে যবর কিংবা ق হরফে যবর আর ط হরফে যের। প্রথমটিই অধিক প্রসিদ্ধ। অর্থ, অত্যধিক কোঁকড়ানো।

قَوْلُهُ : وَلَا بِالسَّبِطِ : সিনে যবর, বা-এ যের। অর্থ, সোজা চুল। মর্মার্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল অতি কোঁকড়ানোও ছিল না; আবার খুব সোজাও ছিল না বরং মাঝামাঝি ছিল।

বাকি অনুবাদ লক্ষ্য করুন।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي. عَنْ مَالِكٍ إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

সহজ তরজমা

৫৫০৮. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. ... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অন্য কাউকে আমি অধিক সুন্দর দেখিনি। (ইমাম বুখারি বলেন,) আমার জনৈক সঙ্গী মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল প্রায় তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌছুত। আবু ইসহাক রহ. বলেন : আমি বারা' রাযি.-কে একাধিকবার এ হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদিস বর্ণনা করতেন, তখনই হেসে দিতেন। শু'বা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌছুত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : সম্ভবত হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ বাক্যে। কেননা جُمَّةٌ একধরনের চুল। সুতরাং এতে الْجَعْدُ ও السَّبِطُ উভয়টি শামিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ৫০৬ ও ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ. أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

সহজ তরজমা

৫৫০৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এক রাতে স্বপ্নে কা'বা ঘরের নিকট একজন গেরুয়া বর্ণের পুরুষ লোক দেখতে পেলাম। এমন সুন্দর গেরুয়া লোক তুমি কখনো দেখনি। তাঁর মাথার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত। কাঁধ পর্যন্ত এমন সুন্দর চুল তুমি কখনো দেখনি। লোকটি চুল আচড়িয়েছে। আর তা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে। সে দুজন লোকের উপর ভর করে কিংবা দুজন লোকের কাঁধের উপর ভর করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? জবাব দেওয়া হল, ওনি মরিয়মের পুত্র (ঈসা) মাসিহ! আরো দেখলাম অন্য একজন লোক, যার চুল ছিল অতিশয় কোঁকড়ানো, ডান চোখ টেঁড়া, যেন তা একটি ফুলে উঠা আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? বলা হল, সে মাসিহ দাজ্জাল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بِرَجُلٍ جَعْدٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬, পূর্বে ৪৭৯ এবং সামনে ১০৩৬, ১০৪০, ১০৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

সহজ তরজমা

৫৫১০. ইসহাক রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল (কখনো কখনো) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এতে চুলকে جَعْد বলা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْكِبَيْهِ.

সহজ তরজমা

৫৫১১. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল (কোনো কোনো সময়) কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ হত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হাদিসটির আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِي. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ. عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ. وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

সহজ তরজমা

৫৫১২. আমর ইব্নে আলী রহ. ... কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্নে মালিক রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল মধ্যম ধরনের ছিল। একদম সোজা ছিল না এবং অতি কোঁকড়ানোও ছিল না; দুই কান ও কাঁধের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হযরত আনাস রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجِلًا لَا جَعْدَ. وَلَا سَبِطَ.

সহজ তরজমা

৫৫১. মুসলিম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোবারক হাত গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পরে কাউকে এমন দেখিনি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল ছিল মধ্যম ধরনের—বেশি কোঁকড়ানোও না এবং বেশি সোজাও না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হযরত আনাস রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ. وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ. وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৫১৪. আবু নু'মান রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ও দুই পা ছিল মাংসবহুল। তাঁর আগে ও তাঁর পরে আমি তাঁর মতো অপর (কাউকে এত অধিক সুন্দর) দেখিনি। তাঁর হাতের তালু ছিল চওড়া (প্রশস্ত)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা পূর্বের হাদীসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদিসের ভাষ্য ফাতহুল বারি, উমদাতুল কারি, কাস্তালানি ও কিরমানির অনুরূপ। আমাদের ভারতীয় বুখারি শরিফের ভাষ্য হল, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ। এক্ষেত্রে হাদিসের অনুবাদ হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা মুবারক বড় ছিল আর পা মুবারক গোশতপূর্ণ ছিল।

حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ. وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ. أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهًا لَهُ.

সহজ তরজমা

৫৫১৫. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আনাস রাযি. ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' পা ছিল মাংসবহুল। চেহারা ছিল সুন্দর। আমি তাঁর পরে তাঁর মতো (কাউকে এমন সুন্দর) দেখিনি। হিশাম রহ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' পা ও হাতের দু' কব্জি গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। আবু হিলাল রহ. ... আনাস রাযি. অথবা জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুটি কব্জি ও দুটি পা গোশতপূর্ণ ছিল। আমি তাঁর পরে তাঁর মতো (কাউকে এত অধিক সুন্দর) দেখিনি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সন্দেহসহ আনাস রাযি. বা আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : কারো প্রশ্ন হতে পারে, দুই হাত-পা সম্পর্কিত এ বর্ণনাগুলোর শিরোনামের সাথে কোনো মিল নেই?

জবাব : এসব হাদিস এক ও অভিন্ন। পার্থক্য শুধু শব্দের কমবেশির ক্ষেত্রে। এসবের দ্বারা চুলের গুণাবলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য; অন্য কিছু নয়। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.

সহজ তরজমা

৫৫১৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ... মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা ইবনে আব্বাসের নিকট ছিলাম। তখন লোকজন দাজ্জালের কথা আলোচনা করল। একজন বলল : তার দু চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফির। ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন : আমি এমন কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনিনি। তবে তিনি বলেছেন : তোমরা যদি ইবরাহিম আ.-কে দেখতে চাও, তাহলে তোমাদের সঙ্গী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকাও। আর মূসা আ. হচ্ছেন শ্যাম বর্ণের লোক, কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট, নাকে লাগাম পরানো লাল উটে আরোহণকারী। আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি তালবিয়া (লাব্বাইকা ...) পাঠরত অবস্থায় (মক্কা) উপত্যকায় অবতরণ করছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে جَعْدٌ শব্দে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ২১০ ও ৪৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّلْبِيدِ

৩১৫৩. অনুচ্ছেদ : আটা ইত্যাদি দিয়ে চুল জট বাঁধানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، ﷺ، يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُلَبِّدًا.

সহজ তরজমা

৫৫১৭. আবুল ইয়ামান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চুল জট করে, সে যেন তা মুণ্ডিয়ে ফেলে। আর তোমরা মাথার চুল জটকারীদের মতো জট করো না। ইব্নে উমর রাযি. বলতেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুল জট করা অবস্থায় দেখেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بِالتَّلْبِيدِ ও مُلَبِّدًا শব্দে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ২০৮ ও ২১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইহরাম অবস্থায় মাথায় টুপি-পাগড়ি কিছুই থাকে না। এজন্য চুল এলোমেল হওয়া থেকে রক্ষা করতে কোনো আঁঠালো তেল বা আটা ইত্যাদি দ্বারা চুল জট বাঁধানো বিনা মাকরূহ জায়েয। তবে ইহরাম ছাড়া সাধারণ অবস্থায় এরূপ করা মাকরূহ।

সারকথা, হযরত উমর রাযি.-এর উদ্দেশ্য ছিল— ইহরাম ছাড়া অন্য সময় মুহরিমের সাথে সাদৃশ্য রেখে চুলে জট বাঁধাবে না।

حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ.

সহজ তরজমা

৫৫১৮. হিব্বান ইব্নে মূসা ও আহমদ ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুল জট করা অবস্থায় ইহরামকালে উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : লাব্বাইকা আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, আপনার কোনো শরিক নেই। আমি হাজির, নিশ্চয় প্রশংসা ও অনুগ্রহ কেবলই আপনার এবং রাজত্বও আপনার। এতে আপনার কোনো শরিক নেই। এ শব্দগুলো থেকে বাড়িয়ে তিনি অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مُلَبِّدًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬ এবং পূর্বে ২০৮ ও ২১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ 'তালবিয়া'র বাক্যগুলোর অনুবাদ জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/২০৮ দেখুন!

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

সহজ তরজমা

৫৫১৯. ইসমাঈল রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী হাফসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের কি হল, তারা তাদের উমরার ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি এখনো আপনার ইহরাম খুলেন নি?! তিনি বললেন, আমি আমার মাথার চুল জট করে রেখেছি এবং আমার হাদী (কুরবানির পশু)-কে কিলাদা পরিয়েছি। তাই তা জবাই করার পূর্বে আমি ইহরাম খুলব না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَبَّدْتُ رَأْسِي বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৬-৮৭৭ এবং পূর্বে ২১২, ২১৩, ২৩০, ২৩৩ ও ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الفَرْقِ

৩১. অনুচ্ছেদ : মাথার মধ্যভাগে সিঁথি কাটা প্রসঙ্গে

(اَلْفَرْقُ শব্দের ফা-এ যবর, রা-সাকিন। সিঁথি করা, সিঁথি কাটা।)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

সহজ তরজমা

৫৫২০. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেসব বিষয়ে আহলে কিতাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা পছন্দ করতেন, যেসব বিষয়ে তাঁকে (কুরআনে) কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আর আহলে কিতাবরা তাদের চুল ঝুলিয়ে রাখত আর মুশরিকরা তাদের মাথার চুল সিঁথি কেটে রাখত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ [প্রথম আহলে কিতাবদের অনুসরণে] তাঁর মাথার চুল কপালের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। এরপর [মধ্যভাগে] সিঁথিও কাটতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭ এবং পূর্বে কিতাবুল মানাকিবে بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ এবং بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : মামার রহ.-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, এরপর তিনি সিঁথি কাটার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং সিঁথি কাটা হয়েছে। আর এটাই ছিল শেষ নির্দেশ। আবার বর্ণিত আছে, সাহাবাগণ কেউ কেউ সিঁথি কাটতেন আবার কেউ কেউ চুল ছেড়ে রাখতেন। এতে কেউ কাউকে তিরস্কার করতেন না। আর বিশুদ্ধমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাবরি চুল ছিল। তিনি কখনো সিঁথি কাটতেন; কখনো ছেড়েও রাখতেন। আল্লামা নববি রহ. বলেন, সিঁথি কাটা ও ছেড়ে রাখা দুটিই জায়েয। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৫২১. আবুল ওয়ালিদ ও আব্দুল্লাহ ইব্‌নে রজা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় সিঁথিতে যে সুগন্ধি লাগাতেন, আমি যেন তার চমক এখনো দেখতে পাচ্ছি।

আর আব্দুল্লাহ (তার হাদিসে) فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ স্থলে فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ বলেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭, পূর্বে ৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الذَّوَائِبِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ : চুলের ঝুটি প্রসঙ্গে

اَلذَّوَائِبِ শব্দটি বহুবচন। একবচন ذُوَابَةٌ। অর্থ, বেনী, ঝুটি।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِيْ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا فِيْ لَيْلَتِهَا قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. قَالَ : فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِينِهِ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ بِهٰذَا وَقَالَ بِذُؤَابَتِيْ. أَوْ بِرَأْسِيْ.

সহজ তরজমা

৫৫২২. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতে হারিসের রিকট রাত যাপন করেছিলাম। ওই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কাছে ছিলেন। ইব্নে আব্বাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে রাতের নামায আদায় করতে লাগলেন। আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার চুলের ঝুটি ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন।

আমর ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু বিশর রহ. থেকে بِذُؤَابَتِيْ অথবা بِرَأْسِيْ বলে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِيْ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭, পূর্বে ২২ ও ২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫০৪ দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْقَزَعِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : কিছু মাথা মুণ্ডানো আর কিছু রেখে দেওয়া প্রসঙ্গে

اَلْقَزَعِ : কাফ ও যা-বর্ণে যবর, এরপর আইন। এখানে মাথার কিছু চুল মুণ্ডানো আর কিছু চুল রেখে দেওয়া উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ مَخْلَدٌ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى. عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ. لَا أَدْرِيْ هٰكَذَا قَالَ الصَّبِيِّ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلٰكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هٰذَا وَهٰذَا.

সহজ তরজমা

৫৫২৩. মুহাম্মদ রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'কাযা' থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাযা' কি? তখন আব্দুল্লাহ রাযি. আমাদের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বললেন : শিশুদের যখন চুল মুণ্ডন করা হয়, তখন এখানে এখানে চুল রেখে দেওয়া। এ কথা বলার সময় উবাইদুল্লাহ তাঁর কপাল ও মাথার দু'পাশ দেখালেন। উবাইদুল্লাহকে আবার জিজ্ঞাসা করা হল, বালক-বালিকার কি একই হুকুম? তিনি বললেন : আমি জানি না। এভাবে তিনি বালকের কথা বলেছেন। উবাইদুল্লাহ বলেন : আমি এ কথা পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, পুরুষ শিশুর মাথার সামনের ও পিছনের দিকের চুল মুণ্ডানো দোষণীয় নয়। আর (অন্য ব্যাখ্যামতে) 'কাযা' বলা হয়, কপালের উপরে কিছু চুল রেখে বাকি মাথার কোথাও চুল না রাখা। এমনিভাবে মাথার চুল এপাশ-ওপাশ থেকে কাটা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭ এবং সামনে এক্ষুনি ৮৭৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম كِتَابُ اللِّبَاسِ, আবু দাউদ كِتَابُ التَّرَجُّلِ , নাসায়ি كِتَابُ الزِّينَةِ ও ইবনে মাজাহ كِتَابُ اللِّبَاسِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

সহজ তরজমা

৫৫২৪. মুসলিম ইব্নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কাযা' করতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭, পূর্বে ৮৭৭ পৃষ্ঠায় গেছে।

ব্যাখ্যা : এ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন না থাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চিকিৎসা ইত্যাদির প্রযোজনে হলে বিনা মাকরূহ জায়েয। তা ছাড়া পূর্ণ মাথা মুণ্ডানোতে কোনো দোষ নেই। তবে মাথায় চুল রাখতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী।

بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

৩১৫৭. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর নিজ হাতে স্বামীকে সুগন্ধি লাগানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.

সহজ তরজমা

৫৫২৫. আহমদ ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মুহরিম অবস্থায় নিজ হাতে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং মিনাতেও সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁকে আমি সুগন্ধি লাগিয়েছি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়িতে লিবাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইহরাম বাঁধার পূর্বে ইহরামের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা ও ইহরাম খোলার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

যিলহজের ১০ম তারিখে রমি, কুরবানি ও মাথা মুণ্ডানোর পর ইহরাম খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তখন ইহরামে যা হারাম ছিল, স্ত্রীসঙ্গম ছাড়া তার সবই হালাল হয়ে যায়। সুতরাং সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।

بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

৩১৫৭. অনুচ্ছেদ : দাড়ি ও মাথায় সুগন্ধি লাগানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

সহজ তরজমা

৫৫২৬. ইসহাক ইব্‌নে নাসর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যত উত্তম সুগন্ধি পেতাম, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাগিয়ে দিতাম। এমনকি সে সুগন্ধির চমক তাঁর মাথায় ও দাড়িতে দেখতে পেতাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭, পূর্বে ৪১ ও ২০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الِامْتِشَاطِ

৩১৫৮. অনুচ্ছেদ : চিরুনি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ.

সহজ তরজমা

৫৫২৭. আদম ইব্‌নে আবু ইয়াস রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। একজন লোক একটি ছিদ্র পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে উঁকি মারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমি যদি বুঝতাম যে, তুমি ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখছ, তাহলে এর দ্বারা আমি তোমার চোখ ফুঁটো করে দিতাম। নিশ্চয় দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যই অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা অনেকের মতে اَلْمِدْرٰى দ্বারা اَلْمُشْطُ (চিরুনি) উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৭-৮৭৮ এবং সামনে ৯২২ ও ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : উঁকি মেরে দৃষ্টিকারী লোকটি ছিলেন মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনে আস ইবনে উমাইয়া। (কাস্তালানি)

এ হাদিস দ্বারা মাসয়ালা জানা গেল, যদি কোনো ব্যক্তি কারো ঘরে ছিদ্র বা জানালা দিয়ে উঁকি মারে আর বাড়িওয়ালা কিছু নিক্ষেপ করে তার চোখ ফুঁটো করে দেয়, তাহলে ওই বাড়িওয়ালার উপর কোনো শাস্তি বা জরিমানা আসবে না।

بَابُ تَرْجِيلِ الحَائِضِ زَوْجَهَا

৩১৬০. অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী নারী আপন স্বামীকে চিরুনি করে দেওয়া প্রসঙ্গে

অর্থাৎ হায়েয অবস্থায় চিরুনি করে দেওয়া যাবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

সহজ তরজমা

৫৫২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিয়েছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮ ও كِتَابُ الْحَيْضِ : بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا وَتَرْجِيلِهِ-এর মধ্যে হুবহু একই সনদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে হাদিসটির পুনরাবৃত্তি দ্বারা অতিরিক্ত কোনো উপকার লাভ হয় নি।

بَابُ التَّرْجِيلِ وَالتَّيَمُّنِ فِيهِ

৩১৬১. অনুচ্ছেদ : চিরুনি করা ও এতে ডান দিক থেকে শুরু করা (মুস্তাহাব)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ.

সহজ তরজমা

৫৫২৯. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াতে ও অজু করতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮, পূর্বে ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ

৩১৬২. অনুচ্ছেদ : মিশক সম্পর্কীয় বর্ণনা

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

সহজ তরজমা

৫৫৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য রোযা ব্যতীত। কেননা তা আমার জন্য আর আমি নিজেই এর পুরস্কার দিব। আর রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মিশকের ঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে رِيحَ الْمِسْكِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮, পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ২৫৪ ও ২৫৫ এবং সামনে ১১১৬ ও ১১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৪৬৯ দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

৩১৬৩. অনুচ্ছেদ : যে সুগন্ধি ব্যবহার মুস্তাহাব

ভালো আতর থাকা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে নিম্নমানের আতর ব্যবহার করবে না।

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.

সহজ তরজমা

৫৫৩১. মূসা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যেসব সুগন্ধি পেতাম, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম অবস্থায় লাগিয়ে দিতাম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮ এবং পূর্বে ২০৮, ২৩৬ ও ৮৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

৩১৬৪. অনুচ্ছেদ : যিনি সুগন্ধি ব্যবহার অপছন্দ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.

সহজ তরজমা

৫৫৩২. আবু নুয়াঈম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। (কেউ তাঁকে সুগন্ধি হাদিয়া দিলে সে) সুগন্ধি তিনি ফিরিয়ে দিতেন না এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮ এবং পূবে ৩৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الذَّرِيرَةِ

৩১৬৫. অনুচ্ছেদ : যারিরা প্রসঙ্গে

(اَلذَّرِيْرَةُ : একধরনের মিশ্রিত সুগন্ধি।)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ

সহজ তরজমা

৫৫৩৩. উসমান ইব্‌নে হাইসাম অথবা মুহাম্মদ ইব্‌নে জুরাইজ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ হাতে যারিরা সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি; হালাল অবস্থায় ও ইহরাম অবস্থায়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮, পূর্বে ২০৮, ২৩৬, ৮৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلذَّرِيْرَةُ : যালে যবর, প্রথম রা-তে যের ও দ্বিতীয় রা-তে যবর; عَظِيْمَةٌ ওজনে। 'যারিরা' কী? এসম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। যথা, (১) অন্তঃযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ। একপ্রকার মোটা কাঠের টুকরা। এটা ভারত থেকে আরবে রপ্তানি হয়। অবশ্য 'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থে লিখা আছে, যারিরা কাষ্ঠখণ্ড 'নেহাওয়ান্দ' থেকে আসে। (২) কোনো কোনো আলেম বলেন, যারিরা একটি সুগন্ধি বিশেষ। এটা কয়েকটি বস্তু মিশিয়ে তৈরি করা হয়।

بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

৩১৬৬. অনুচ্ছেদ : যে নারী সৌন্দর্য বাড়াতে দাঁত ফাঁক করায় (তার নিন্দা প্রসঙ্গে)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى مَالِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৩৪. উসমান রহ. ... আব্দুল্লাহ (ইব্‌নে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। [তিনি বলেন,] আল্লাহর লা'নত সেসব নারীর উপর যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায়, আর সেসব নারীর উপর যারা চুল, ভ্রূ উঠিয়ে ফেলে এবং সেসব নারীর উপর, যারা সৌন্দের্যের জন্যে সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। রাবী বলেন : আমি কেন তার উপর লা'নত করব না, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন? আর তা তো আল্লাহর কিতাবেই আছে : 'রাসূলুল্লাহ তোমাদের কাছে যে বিধান এনেছেন, তা গ্রহণ করো!' (সূরা হাশর-৭)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮, পূর্বে ৭২৫, সামনে ৮৭৯ ও ৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ

৩১৬৭. অনুচ্ছেদ : (আলাদা) পরচুলা লাগানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

সহজ তরজমা

৫৫৩৫. ইসমাঈল রহ. ... হুমাইদ ইব্‌নে আব্দুর রহমান ইব্‌নে আওফ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি হজের বছর (৫১ হি.) মুয়াবিয়া ইব্‌নে আবু সুফিয়ান রাযি.-কে [মদিনা শরিফে] মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন। আর তিনি [মুয়াবিয়া] তাঁর জনৈক দেহরক্ষীর হাতে থাকা এক গুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে বললেন, তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন : বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা এরূপ করতে শুরু করে।

ইব্‌নে আবু শাইবা রহ. .... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালা লা'নত করেন সেসব নারীকে, যারা নিজেরা পরচুলা ব্যবহার করে ও যারা অন্যকে তা লাগিয়ে দেয় এবং যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে ও অন্যাকে করিয়ে দেয়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮ এবং পূর্বে ৪৯৩, ৪৯৬ ও ৮৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারি-৭/৫৬০ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ

সহজ তরজমা

৫৫৩৬. আদম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারি নারী বিবাহ করে। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে তার সব চুল ঝরে যায়। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আল্লাহ লা'নত করেন ওই সব নারীকে যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং অপরকে তা লাগিয়ে দেয়। অনুরূপ হাদিস ইসহাক রহ.—আবান ইবনে ছালিহ- হাসান ইবনে মুসলিম—ছফিয়া—হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮, পূর্বে নিকাহ অধ্যায়ের ৭৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوٰى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

সহজ তরজমা

৫৫৩৭. আহমদ ইবনে মিকদাম রহ. ... আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমি আমার একটি মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। এরপর সে রোগক্রান্ত হয়। এতে তার মাথার চুল ঝরে যায়। তার স্বামী এর কারণে আমাকে তিরস্কার করে। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন যে পরচুলা লাগায় আর যে তা অন্যাকে লাগিয়ে দেয়, তাদের নিন্দা করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৮-৮৭৯ এবং সামনে ৮৭৯ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

সহজ তরজমা

৫৫৩৮. আদম রহ. ... আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে নারী পরচুলা লাগায় আর যে অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর লা'নত করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হযরত আসমা রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯ এবং পূর্বে ৮৭৯ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . قَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ .

সহজ তরজমা

৫৫৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ওই নারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন, যে পরচুলা লাগায় ও অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী উল্কি উৎকীর্ণ করে ও যে তা করায়। নাফি' বলেন : উল্কি উৎকীর্ণ করা হয় (সাধারণত) উঁচু মাংসের ওপরে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯ এবং সামনে এ ৮৭৯ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ﷺ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ.

সহজ তরজমা

৫৫৪০. আদম রহ. ... সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রাযি. শেষবারের মতো যখন মদিনায় আসেন, তখন তিনি আমাদের সামনে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি এক গোছা চুল বের করে বললেন, আমি ইহুদি ব্যতীত অন্য কাউকে এ জিনিস ব্যবহার করতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে অর্থাৎ পরচুলা ব্যবহারকারী নারীকে প্রতারক বলেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯ এবং পূর্বে ৪৯৩, ৪৯৬ ও ৮৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمُتَنَمِّصَاتِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : যে নারী চেহারা থেকে পশম উপড়ে ফেলে তার নিন্দা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে

الْمُتَنَمِّصَات শব্দটি الْمُتَنَمِّصَةُ-এর বহুবচন। অর্থ, যেসব নারী চেহারা থেকে পশম উঠায়।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ﷺ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَفِي كِتَابِ اللهِ قَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

সহজ তরজমা

৫৫৪১. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আলকামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যেসব নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে, যেসব নারী ভ্রু উপড়ে ফেলে এবং যেসব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে—যা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়—তাদের উপর আব্দুল্লাহ (ইব্‌নে মাসউদ) লা'নত করেছেন। উম্মে ইয়াকুব বলল, এ কেমন কথা? আব্দুল্লাহ রাযি. বললেন : আমি কেন তাকে লা'নত করব না, যাকে আল্লাহর রাসূল লা'নত করেছেন আর আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। উম্মে ইয়াকুব বলল, আল্লাহর কসম! আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু এ কথা তো কোথাও পাই না। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! তুমি যদি তা পড়তে, তবে অবশ্যই পেতে ... 'আল্লাহর রাসূল তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করো'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে الْمُتَنَمِّصَات বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯, পূর্বে ৭২৫ ও ৮৭৮ এবং সামনে ৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمَوْصُوْلَةِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : যে নারী চুলে অন্য নারীর চুল লাগানো হয়

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

সহজ তরজমা

৫৫৪২. মুহাম্মদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পরচুলা লাগানোর পেশা অবলম্বনকারী নারী, যে নিজের মাথায় পরচুলা লাগায়, উল্কি উৎকীর্ণকারিণী নারী এবং যে উৎকীর্ণ করে, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে الْمُسْتَوْصِلَةَ বাক্যে। কেননা الْمُسْتَوْصِلَةَ দ্বারা الْمَوْصُوْلَةَ উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯ এবং সামনে ৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّيْ زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ

সহজ তরজমা

৫৫৪. হুমাইদি রহ. ... আসমা (বিনতে আবু বকর) রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক মেয়ের বসন্ত রোগ হয়ে মাথার চুল ঝরে পড়ে গেছে। আমি তাকে বিবাহ দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগিয়ে দিব? তিনি বললেন, পরচুলাজীবী ও পরচুলাধারী নারীকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে الْمَوْصُوْلَةَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯, পূর্বে এ ৮৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: فَامَّرَقَ : শব্দটির শুরুতে হামযায়ে ওছল, মিমে তাশ্‌দিদ, রা-এ যবর, এরপর ق। মূলত اِنْمَرَقَ ছিল। পরে নূনকে মিম দ্বারা পরিবর্তন করে মিমকে মিমের মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। الْمُرُوْقُ থেকে গঠিত। অর্থাৎ চুল স্ব স্থান থেকে সরে যাওয়া।

حَدَّثَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ. حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. أَوْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِيْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৫৪৪. ইউসুফ ইব্‌নে মূসা রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উল্কি উৎকীর্ণকারী এবং পেশা অবলম্বনকারী নারী আর পরচুলা ব্যবহারকারী পরচুলা লাগানোর পেশা অবলম্বনকারী নারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اَلْمُسْتَوْصِلَةَ বাক্যে। কেননা اَلْمُسْتَوْصِلَةَ দ্বারা اَلْمَوْصُولَةَ উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯, পূর্বে ৮৭৯ এবং সামনে ৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. ﷺ. قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ.

সহজ তরজমা

৫৫৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৌন্দের্যের জন্য উল্কি উৎকীর্ণকারী ও উল্কি গ্রহণকারী, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী এবং দাঁত চিকন করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারী—যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে—তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। (রাবী বলেন,) আমি কেন তাকে লা'নত করব না, যাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে (وَمَا آتَاكُمُ; সূরা হাশর-৭)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যের মতো কোনো কিছু হাদিসে উল্লেখ নেই। হতে পারে ইমাম বুখারি রহ. এখানে স্বভাবত হাদিসটির অন্য সনদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯, পূর্বে ৭২৫ ও ৮৭৮ এবং সামনে ৮৭৯ ও ৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْوَاشِمَةِ

৩১৬৯. অনুচ্ছেদ : উল্কি অঙ্কনকারিণী (নারীর নিন্দা) প্রসঙ্গে

حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ. عَنْ هَمَّامٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ؛ حَدَّثَنِيْ ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

সহজ তরজমা

৫৫৪৬. ইয়াহইয়া রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নজর লাগা [এর প্রতিক্রিয়া] বাস্তব সত্য। আর তিনি উল্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ.—আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্‌দি—সুফিয়ান ছাওরি রহ. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনে আবিসের নিকট মনসুরের হাদিস উল্লেখ করলাম, যা তিনি ইবরাহিম নাখ্‌য়ি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি আলকামা—হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে; তখন আব্দুর রহমান বলেন, আমি মনসুরের হাদিসের অনুরূপ উম্মে ইয়াকুব থেকে শ্রবণ করেছি। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে عَنِ الْوَشْمِ বাক্যে। কেননা الْوَاشِمَةُ (উল্কি অঙ্কনকারিণী ছাড়া) الْوَشْم (উল্কি অঙ্কন)-এর অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯, পূর্বে ৮৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ হাদিসটি এ পৃষ্ঠায়ই উপরে بَابُ الْمُتَنَمِّصَاتِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

সহজ তরজমা

৫৫৪৭. সুলাইমান ইব্নে হারব রহ. ... আওন ইব্নে আবু জুহাইফা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সুদ গ্রহণকারী ও সুদদাতা, উল্কি উৎকীর্ণকারী ও উল্কি গ্রহণকারী নারীদের উপর লা'নত করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَالْوَاشِمَةِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯, পূর্বে ২৮০ ও ২৯৮ এবং সামনে ৮৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ 'কুকুরের মূল্য' সম্পর্কে মতভেদসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ

৩১৭০. অনুচ্ছেদ : উল্কি উৎকীর্ণকারিণী নারীর নিন্দা

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ عُمَارَةَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَامَ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوَشْمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ قَالَ مَا سَمِعْتَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَشِمْنَ. وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ.

সহজ তরজমা

৫৫৪৮. যুহায়র ইব্নে হারব রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণত। তিনি বলেন, উমর রাযি.-এর নিকট এক নারীকে আনা হয়। সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করত। তিনি দাঁড়ালেন। বললেন : আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি : (তোমাদের মধ্যে) এমন কে আছে, যে উল্কি উৎকীর্ণ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছে? আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি শুনেছি। তিনি বললেন, কি শুনেছ? আবু হুরাইরা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নারীরা যেন উল্কি উৎকীর্ণ না করে এবং উল্কি উৎকীর্ণ না করায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৭৯-৮৮০ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ি শরিফে যিনত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

সহজ তরজমা

৫৫৪৯. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা ব্যবহারকারী এবং এ পেশা অবলম্বনকারী এবং উল্কি উৎকীর্ণকারী এবং তা গ্রহণকারী নারীদের লা'নত করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০, পূর্বে ৮৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، ﷺ. لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ.

সহজ তরজমা

৫৫৫০. মুহাম্মদ ইব্নে মুসান্না রহ. ... আব্দুল্লাহ (ইব্নে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৌন্দর্য বৃদ্ধি কল্পে যে নারী উল্কি উৎকীর্ণ করে ও করায়, যে নারী ভ্রু উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক বানায়—যে কাজগুলি দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়—এদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আর তা মহান আল্লাহর কিতাবেই বিদ্যমান আছে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اَلْمُسْتَوْشِمَات বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০, পূর্বে ৭২৫, ৮৭৮ ও ৮৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّصَاوِيرِ

৩১৭১. অনুচ্ছেদ : ছবির বর্ণনা

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ» وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

সহজ তরজমা

৫৫৫১. আদম রহ. ... আবু তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফিরিশতা ওই ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং ওই ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি থাকে। লাইছ রহ. ..... আবু তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (এ বিষয়ে) শুনেছি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا تَصَاوِيرُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০, পূর্বে ৪৫৮, ৪৬৮ ও মাগাযিতে ৫৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

ছবি দ্বারা জীব/ প্রাণীর চেহারা উদ্দেশ্য। যদি চেহারা না থাকে, তবে তা ব্যতিক্রম। এমনিভাবে যদি নির্জীব হয়---যেমন : মসজিদ-মাদরাসা, ঘর-বাড়ি ও গাছপালার ছবি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। ছবিটি ফটো হোক বা প্রতিকৃতি/প্রতিবিম্ব, উভয়ই নাজায়েয। যেমন : টিভি, ডিভিডি, সিডি সবই নাজায়েয ও হারাম।

জনৈক নাস্তিকের প্রশ্ন ও তার উত্তর

এক নাস্তিক এ হাদিস শুনে বলল, যেহেতু কুকুরের কারণে ফিরিশতা আসে না, তাই আমি সর্বদা আমার সাথে একটি কুকুর রাখব। যেন মালাকুল মাওত আমার কাছে না আসে। মাওলানা সাহেব উত্তর দিলেন, তাহলে তো তোমার প্রাণ হরণের জন্য কুকুরের প্রাণ কবজকারী ফিরিশতাই আসবেন। এতে ওই নাস্তিক নিরুত্তর হয়ে গেল। মোটকথা, ছবি ও কুকুর বিশিষ্ট ঘরে রহমতের ফিরিশতা আসেন না। কিন্তু যেসকল ফিরিশতা মানুষের নিরাপত্তায় নিযুক্ত বা আল্লাহর নির্দেশে কোনো কাজে প্রেরিত, তারা সর্বদা স্ব স্ব দায়িত্বে ঠিক নিয়োজিত থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ : কিয়ামত দিবসে ছবি নির্মাতার শাস্তির বর্ণনা

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

সহজ তরজমা

৫৫৫২. হুমাইদি রহ. ... মুসলিম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) মাসরূকের সাথে ইয়াসার ইব্‌নে নুমাইরের ঘরে ছিলাম। মাসরূক তার বারান্দায় কতগুলি মূর্তি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি বানায়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০ এবং নাসায়িতে যিনত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : তাসবীর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে ছবিটি যদি পূজার জন্য তৈরি মূর্তি হয়, তাহলে এর নির্মাতা মুশরিক ও কাফির। সে সর্বদা দোযখে থাকবে। কিন্তু যদি তা পূজা/ উপাসনার জন্য তৈরি করা না হয় বরং শুধু ঘরের সৌন্দর্য ও স্মৃতি হিসেবে তৈরি করা হয়, তাহলেও কবিরা গুনাহ হবে। এতে আজাব হতেই পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

সহজ তরজমা

৫৫৫৩. ইবরাহিম ইব্‌নে মুনযির রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে—তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত করো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০ এবং সামনে তাওহিদ অধ্যায়ে ১১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম মুসলিম রহ.-ও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

بَابُ نَقْضِ الصُّوَرِ

৩১৭৩. অনুচ্ছেদ : ছবি ভেঙে ফেলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ يَحْيٰى. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ

সহজ তরজমা

৫৫৫৪. মুয়ায ইবনে ফাযালা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙে ছাড়তেন না, যাতে (জীবজন্তুর) কোনো ছবি থাকত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০ পৃষ্ঠায় ও আবু দাউদ লিবাস অধ্যায়ে ও নাসায়ি যিনত অধ্যায়ে রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسٰى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عُمَارَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأٰى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتّٰى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ.

সহজ তরজমা

৫৫৫৫. মূসা রহ. ... আবু যুরআ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাযি.-এর সাথে মদিনার এক ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের উপরে এক চিত্রকারকে তিনি ছবি তৈরি করতে দেখলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (আল্লাহ তায়ালা বলেছেন), ওই ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে যায়? তাহলে তারা একটি দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি অনুপরিমাণ কণা সৃষ্টি করুক? তারপর তিনি একটি পানির পাত্র চেয়ে আনালেন এবং (অজু করতে গিয়ে) বগল পর্যন্ত দু' হাত ধুইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু হুরায়রা! (এ ব্যাপারে) আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন : (হাঁ! শুনেছি) অলংকার পরার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (ধোয়া উত্তম)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আল্লামা আইনি রহ. বলেন : ছবি ভাঙার বিষয়ে এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ নেই। কাজেই কেবল مُصَوِّرًا শব্দের মধ্যেই মিল রয়েছে। (উমদা)

بَاب مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

৩১৭৪. অনুচ্ছেদ : যে সব ছবি পায়ে পিষা হয় (এর কী বিধান? এমন করার কি অনুমতি আছে?)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً. أَوْ وِسَادَتَيْنِ

সহজ তরজমা

৫৫৫৬. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাবুক যুদ্ধের) সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়েছিলাম। তাতে (জীবজন্তুর) অনেকগুলো ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এটা দেখলেন, তখন তা ছিড়ে ফেললেন। বললেন : কিয়ামতের দিন সেসব মানুষের সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির (প্রাণীর) অনুরূপ তৈরি করবে। আয়েশা রাযি. বলেন : এরপর তা দিয়ে আমরা একটি বা দুটি বসার আসন তৈরি করি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وِسَادَةً বাক্যে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে হেলান দিতেন ও বসতেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০, পূর্বে ৩৩৭ এবং সামনে ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এ হাদিস দ্বারা ছায়াহীন চিত্রগ্রহণ জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া হয়। তথাপি সেটাকে বিকৃত ও গদি, তোশক ও বালিশ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে তবেই ব্যবহার করবে। আল্লামা নববি রহ. বলেন : এটা জমহূর সাহাবা, তাবিয়ি, ইমাম সুফিয়ান ছাওরি রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

সহজ তরজমা

৫৫৫৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফর থেকে প্রত্যাগমন করেন। আর আমি (ঘরে) পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তাতে ছিল (প্রাণীর) ছবি। আমাকে তিনি তা খুলে ফেলার হুকুম করলেন। তখন আমি খুলে ফেললাম। আর আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে [পানি নিয়ে] গোসল করতাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০, পূর্বে ৩৩৭ ও ৮৮০ এবং সামনে ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : قوله : وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا : এ হাদিসটি التَّصوِير-এর হাদিসের পর আনা হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র হাদিস। কিতাবুত তাহারাতে এককভাবে আনা হয়েছে। আর এখানে উল্লেখের কারণ হল, হাদিসটি হয়তো তিনি এ সনদেও শ্রবণ করেছেন। ফলে যেভাবে শ্রবণ করেছেন, সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, হয়তো دُرْنُوك বাথরুমের দরজায় ঝুলন্ত ছিল অথবা প্রশ্ন অনুপাতে উত্তর বা অন্য কোনো কারণে। (উমদা)

بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّوَرَةِ

৩১৭৫. অনুচ্ছেদ : যে ছবির উপর বসাকে অপছন্দনীয় কাজ মনে করে

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هٰذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّوَرَةُ.

সহজ তরজমা

৫৫৫৮. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার ছবিযুক্ত গদি খরিদ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাইর থেকে এসে তা দেখে) দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন, প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম : যে পাপ আমি করেছি, তা থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ গদি কিসের জন্য? আমি বললাম, আপনি এতে বসবেন ও হেলান দিবেন।

তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন এসব ছবির নির্মাতাদের আজাব দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে সেগুলোতে প্রাণ দাও! আর যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত আয়েশা রাযি. যখন ছবির উপর বসতে ও তাতে হেলান দিতে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অস্বীকার করলেন। এটাই ছবির উপর বসা মাকরূহ প্রমাণ করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮০-৮৮১, পূর্বে ২৮৩, ৪৫৮, ৭৭৮ ও সামনে ১১১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : বাহ্যত এ হাদিসটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর অপর হাদিসের পরিপন্থী। যাতে সুস্পষ্ট فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাব : হয়তো যখন হযরত আয়েশা রাযি. তা ছিঁড়ে বালিশ বানিয়ে নিয়েছিলেন, তখন ছবিটিও ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা আর ভালো থাকেনি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটার উপর বসেছিলেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৫৫৫৯. কুতাইবা রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। এ হাদিসের (এক রাবী) বুসর বলেন : যায়েদ একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা তার সেবা শুশ্রূষার জন্য গেলাম। তখন তার ঘরের দরজায়

ছবিযুক্ত পর্দা দেখতে পেলাম। আমি নবী সহধর্মিণী মায়মূনা রাযি.-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত উবাইদুল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ছবি সম্পর্কে প্রথম দিনেই যায়েদ আমাদের কি জানায় নি? তখন উবাইদুল্লাহ বললেন : তিনি যখন বলেছিলেন, তখন কি তুমি শোননি যে, কারুকার্য করা কাপড় ব্যতীত? ইবনে ওহাব অন্য সূত্রে আবু তালহা রাযি. থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসে শিরোনামের সাথে মিলের মতো কিছুই নেই। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১, পূর্বে ৪৪৮, ৪৬৭-৪৬৮, মাগাযী অধ্যায়ে ৫৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : পূর্বে গিয়েছে, সাধারণত নির্জীব বস্তু তথা তরু-লতা ও নদী-নালা ইত্যাদির ছবি আঁকা জায়েয। তদ্রূপ ছোট্ট মেয়েরা কাপড়ের পুতুল বানায়, তাও জায়েয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ

৩১৭৬. অনুচ্ছেদ : ছবি আছে এমন ঘরে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه. قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي.

সহজ তরজমা

৫৫৬০. ইমরান ইবনে মায়সারা রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাযি.-এর নিকট কিছু পর্দার কাপড় ছিল। তা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : আমার থেকে এটা সরিয়ে নাও! কেননা এর ছবিগুলো নামাযের মধ্যে আমাকে বাধার সৃষ্টি করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَمِيطِي عَنِّي বাক্যে। কেননা পর্দা অপসারণের নির্দেশ মাকরূহ হওয়ার দলিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তা ছাড়া শিরোনামের فِي শব্দটিকে إِلَى অর্থে নিলে হাদিসের মিল আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১ ও পূর্বে ৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৯২ পড়ুন!

بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

৩১৭৭. অনুচ্ছেদ : ফিরিশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যাতে ছবি থাকে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ. هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ. وَلَا كَلْبٌ.

সহজ তরজমা

৫৫৬১. ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. ... সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জিবরাঈল আ. (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (আগমনের) ওয়াদা করেন। কিন্তু তিনি আসতে বিলম্ব করেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে পড়লেন। তখন

জিবরাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি যে মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন, সে বিষয় তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন জিবরাঈল আ. বললেন : যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১ ও পূর্বে ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

৩১৭৮. অনুচ্ছেদ : যে এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যাতে ছবি থাকে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

সহজ তরজমা

৫৫৬২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) তিনি ছবিযুক্ত গদি খরিদ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাইর থেকে এসে) যখন তা দেখতে পেলেন, তখন দরজার উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। (ভিতরে) প্রবেশ করলেন না। (আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট এ গুনাহ থেকে তাওবা করছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ গদি কোথেকে? আয়েশা রাযি. বললেন, আপনার বসার ও হেলান দেওয়ার জন্য আমি এটি খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : এসব ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন আজাব দেওয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত করো। তিনি আরো বললেন : যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমেতর) ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১, পূর্বে ২৮৩, ৪৫৮, ৭৭৮ ও ৮৮০-৮৮১ এবং সামনে ১১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

৩১৭৯. অনুচ্ছেদ : ছবি নির্মাতার (চিত্রকারের) উপর লানত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.

সহজ তরজমা

৫৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... আবু জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য ও যিনাকারীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সুদ গ্রহিতা, সুদদাতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে (সূচের মাথা দিয়ে ছিদ্র করে) উল্কি উৎকীর্ণকারী ও তা করানেওয়ালা এবং চিত্রকারকে লা'নত করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১, পূর্বে ২৮০, ২৯৮, ৮০৫ ও ৮৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৩৬ পড়ুন!

بَابٌ (بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ)

৩১৮০. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন

بَابٌ শব্দটি তান্‌বিনসহ। ভারতীয় সংস্করণে এমনই আছে। আর বুখারি শরিফের তিনটি শরাহ তথা উমদাতুল কারি, ফাতহুল বারি ও ইরশাদুস সারিতে আছে :

بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

যে [দুনিয়ায় প্রাণীর] ছবি অঙ্কন করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাতে প্রাণসঞ্চারের নির্দেশ দেওয়া হবে আর সে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

সহজ তরজমা

৫৫৬৪. আইয়াশ ইব্‌নে ওয়ালিদ রহ. ... কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-এর নিকট ছিলাম। আর (উপস্থিত) লোকজন তার কাছে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করছিল। কিন্তু (কোনো কথার উত্তরেই) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (হাদিস) উল্লেখ করছিলেন না। অবশেষে তাকে ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন : আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো প্রাণীর ছবি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাকে ওই ছবির মধ্যে প্রাণ দান করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হবে। কিন্তু সে প্রাণ দান করতে পারবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ... أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১, পূর্বে ২৯৬-২৯৭ এবং সামনে ১০৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

قوله : يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ : এখানে قَتَادَةَ শব্দে যবর হবে। আর ফায়েল হলো নাযর ইবনে আনাস। আল্লামা কাস্তালানি রহ. মুসলিম শরিফ সূত্রে পূর্ণ বিস্তারিত সনদ উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শরিফে রয়েছে : নযর ইবনে আনাস ইবনে মালিক রহ. বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি ফতুয়া দিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি বলেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। এমনকি এক লোক ইবনে আব্বাস রাযি.-

কে বলল, আমি এ ছবি তৈরি করি। হযরত ইবনে ইব্বাস রাযি. বললেন : কাছে আসো! লোকটি কাছে আসলে তিনি বললেন : আমি মুহাম্মদ ﷺ কে বলতে শুনেছি, مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ।

বাকি আজাবের হুঁশিয়ারি প্রযোজ্য জীবের ছবি অঙ্কনকারীদের ক্ষেত্রে। যেমনটি পূর্বে বলে এসেছি।

بَابُ الإِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

৩১৮১. অনুচ্ছেদ : বাহনের পিছনে বসানোর বর্ণনা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৬৫. কুতাইবা রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। পিঠের উপরে ফাদাকের তৈরি মোটা গদি ছিল। উসামাকে তিনি তাঁর পিছনে বসালেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮১-৮৮২, পূর্বে ৪১৯, ৬৫৫-৬৫৬, ৮৪৫ এবং সামনে ৯১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : কিতাবুল লিবাসের সাথে এ হাদিসের বাহ্যত কোনো মিল পাওয়া যায় না। তদ্রূপ সামনের হাদিসগুলোর ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।

জবাব : কোনো কোনো আলেম এর জবাবে বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি বাহনে আরোহণ করে তখন তা যেন বাহনের পোশাক হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ الثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

৩১৮২. অনুচ্ছেদ : এক বাহনে তিন আরোহী প্রসঙ্গে

(প্রাণীটি সুঠাম ও শক্তিশালী হলে তা জায়েয।)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اِسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৬৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের তরুন বালকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তাদের একজনকে তিনি তাঁর সামনে এবং অন্য একজনকে তাঁর পিছনে উঠিয়ে নেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮২, পূর্বে ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ নাসরুল বারি-৫/৩৭৯ দ্রষ্টব্য।

بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

৩১৮৩. অনুচ্ছেদ : বাহনের মালিক অন্যকে নিজের সম্মুখে বসানো সম্পর্কে

وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

আর কেউ কেউ বলেন, বাহনের উপর বাহনের মালিক সামনে বসার অধিক যোগ্য। তবে মালিক যদি অন্যকে (আগে বসার) অনুমতি দেয় (তাহলে বসতে পারে)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شَرٌّ، أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ.

সহজ তরজমা

৫৫৬৭. মুহাম্মদ ইব্নে বাশশার রহ. ... আইয়ূব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইকরামার কাছে তিন হীন লোকের কথা উল্লেখ করা হয় (অর্থাৎ এক বাহনে আরোহী তিন ব্যক্তির মধ্যে কে হীন, জানতে চাওয়া হয়)। তিনি বলেন, ইব্নে আব্বাস রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন তিনি কুসামকে (তাঁর সওয়ারির) সামনে ও ফযলকে পশ্চাতে বসান; অথবা কুসামকে পশ্চাতে ও ফাযলকে সামনে বসান। সুতরাং তাদের মধ্যে কে মন্দ আর কে তাদের মধ্যে ভালো [অর্থাৎ তাদের মধ্যে কাকে ভালো আর কাকে হীন বলবে]?

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এক হাদিসে এক বাহনে তিন ব্যক্তি আরোহণ করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর ভিত্তিতে ইকরিমা রহ.-এর মজলিসে এ প্রসঙ্গে আলোচনা উঠে।

বুখারি শরিফের এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, বাহন সুঠাম ও শক্তিশালী হলে তিনজন লোক এক বাহনে আরোহণ করা জায়েয। আর নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট হাদিসটি বলার কারণ হল, পশুর উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপানো যাবে না। সুতরাং বুঝা গেল, মাসয়ালাটি বাহনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রাণীর অবস্থাভেদে নির্ণয় হবে তার উপর কজন লোক বসতে পারবে। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ

৩১৮৪. অনুচ্ছেদ : একই বাহনে এক পুরুষের পিছনে আরেক পুরুষ বসার আলোচনা

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ أُخْرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৫৬৮. হুদবা ইব্‌নে খালিদ রহ. ... মুয়ায ইব্‌নে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে বসা ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে লাগামের রশির প্রান্ত ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি বললেন : হে মুয়ায! আমি বললাম, হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর কিছুক্ষণ চললেন। পুনরায় বললেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর আরো কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন, হে মুয়ায ইব্‌নে জাবাল! আমি বললাম, হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন– তুমি জান, বান্দার উপর আল্লাহর কী হক? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন– বান্দার উপর আল্লাহর হক হল, তারা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে; অন্য কিছুকে তার সাথে শরিক করবে না। এরপর কিছু সময় চললেন। এরপর বললেন, হে মুয়ায ইব্‌নে জাবাল! আমি বললাম, হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, বান্দারা যখন দায়িত্ব পালন করে, তখন আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার কী, তা জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন– আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল, তিনি তাদের আজাব দিবেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮২, পূর্বে ৪০০ এবং সামনে ৯২৭, ৯৬২ ও ১০৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ : আল্লাহ তায়ালা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আপন মহিমায় তা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য অর্থাৎ শরিয়তের হক। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। তিনি হলেন মালিক। আর মালিকের উপর অধীনস্থের কোনো প্রাপ্য নেই।

অথবা কথাটা কথার পৃষ্ঠে এসেছে অর্থাৎ প্রথমে مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ বলা হয়েছে। সে হিসেবে পরে مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ বলা হয়েছে।

بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

৩১৮৫. অনুচ্ছেদ : (মাহরাম) পুরুষের পিছনে কোনো নারীকে বসানো

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا أُمُّكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا، أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

সহজ তরজমা

৫৫৬৯. হাসান ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে সাব্বাহ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার থেকে (মদিনায়) ফিরে আসছিলাম। আমি আবু তালহার সওয়ারির উপর পিছনে বসা ছিলাম আর তিনি সওয়ারি চালাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সহধর্মিণী তাঁর সওয়ারির পশ্চাতে বসা ছিলেন। হঠাৎ উটনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমি বললাম, নারী! [অর্থাৎ নারীর খোঁজ নাও।] এরপর আমি নেমে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওনি তোমাদের মা। আমি হাওদাটি শক্ত করে বেঁধে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারিতে উঠলেন। যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী হলেন, কিংবা রাবী বলেছেন, তিনি যখন (মদিনা) দেখতে পেলেন, তখন বললেন : আমরা প্রত্যাগমনকারী, তাওবাকারী, আমাদের রবের ইবাদতকারী ও (তাঁর) প্রশংসাকারী।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮২, পূর্বে ৪৩৪ এবং সামনে ৯১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ ঘটনা ৭ম হিজরি সনে খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সংঘটিত হয়।

قَوْلُهُ إِنَّهَا أُمُّكُمْ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইরশাদ إِنَّهَا أُمُّكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, 'সাফিয়া রাযি.-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব' বুঝানো।

بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى

৩১৮. অনুচ্ছেদ : চিৎ হয়ে শোয়া ও এক পায়ের উপর অন্য পা রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

সহজ তরজমা

৫৫৭০. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আব্বাদ ইব্‌নে তামিম এর চাচা (আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যায়েদ রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদের মধ্যে এক পায়ের উপরে অন্য পা উঠিয়ে চিৎ হয়ে শয়ন করতে দেখেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮২, পূর্বে ৬৮, সামনে ৯৩০ এবং মুসলিম-২/১৯৮, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ি শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَدَبِ

আদব/ শিষ্টাচারের বর্ণনা

'আদব'-এর এক অর্থ, ভালো কথা ও কাজ। যেমন : বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা। আমরা বাংলায় এর অর্থ করতে পারি— ব্যবহার, শিষ্টতা, বোধ, সুবিবেচনা।

بَابُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. [العنكبوت: ٨]

৩১৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী— আমি মানুষকে আপন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি...। (সূরা আনকাবূত-৮)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ، أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

সহজ তরজমা

৫৫৭১. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট কোন্ আমল সবচেয়ে পছন্দনীয়? তিনি বললেন, সময় মতো নামায আদায় করা। (আব্দুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আব্দুল্লাহ বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। আমি যদি তাকে আরো বেশি প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে অধিক জানাতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা بِرُّ الْوَالِدَيْنِ দ্বারা পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উদ্দেশ্য। আর আয়াতটিও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮২, পূর্বে ৭৫-৭৬ ও ৩৯০ এবং সামনে ১০২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অবশ্যই নাসরুল বারি-১/২১৯ দেখুন!

بَابٌ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

৩১৮৮. অনুচ্ছেদ : সদাচরণ পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ . قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ

সহজ তরজমা

৫৫৭২. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার?

তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর তোমার পিতা। ইব্‌নে শুবরুমা বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌নে আইউব আবু যুর্‌আ রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে কিতাবুল আদাবে ও নাসায়ি শরিফে ওসায়া অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ভারতীয় সংস্করণে وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ অংশটি অতিরিক্ত আছে। মর্ম হল, আব্দুল্লাহ ইবনে শুবরুমা ও ইয়াহয়া ইবনে আইয়ুব বলেন, আমাদের নিকট আবু যুরআ এমনটিই বর্ণনা করেছেন।

✪ ইবনে শুবরুমা : (شُبْرُمَةَ শব্দের শিনে পেশ, ب সাকিন, রা-তে পেশ) তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে শুব্‌রুমা আয-যাব্বি আল-কূফির ভাতিজা। (কাস্তালানি)

بَابٌ لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

৩১৮৭. অনুচ্ছেদ : মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাবে না

অর্থাৎ ফরযে কিফায়া জিহাদে যাবে না। কেননা অন্যদের দ্বারাও ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাতা-পিতার ফরযে আইন খেদমত অন্য আর কে করবে? তবে এ বিধান সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু শত্রুদল যদি জোট বেঁধে যৌথ আক্রমণ চালায় আর মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান জিহাদের উন্মুক্ত ঘোষণা করে দেন, তবে এক্ষেত্রে জিহাদে শরিক হওয়া ফরযে আইন। এখন পিতা-মাতা অনুমতি দিক চাই না দিক, জিহাদে অংশগ্রহণ জরুরি।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

সহজ তরজমা

৫৫৭৩. মুসাদ্দাদ রহ. ও মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ...... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি জিহাদে যাব? তিনি বললেন : তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তাদের (সেবার) মাঝে জিহাদ করো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে পিতামাতার সেবায় নিয়োজিত থাকতে বলেছেন। বুঝা গেল, পিতামাতা জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলেই কেবল সন্তান জিহাদ করবে। সুতরাং সন্তানের জিহাদ করা মাতাপিতার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৩ ও পূর্বে ৪২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : ব্যাখ্যা শিরোনামের পরপর উল্লেখ করা হয়েছে।

بَابٌ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

৩১৯০. অনুচ্ছেদ : কেউ আপন মাতাপিতাকে গালি দিবে না

(অর্থাৎ গালির কারণ হবে না। এখানে ইসনাদটি রূপক।)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৭৪. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা। কেউ বলল, নিজের পিতামাতাকে কোনো লোক কিভাবে লা'নত করতে পারে? (কোনো লোক নিজের পিতামাতাকে কিভাবে গালি দিবে?) তিনি বললেন : সে অন্য কোনো লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তারপর সে তার মাকে গালি দেয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৩ এবং আবু দাউদ-২/৭০০ بَابٌ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে ও তিরমিযি-২য় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে।

بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

৩১৯১. অনুচ্ছেদ : যে আপন মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করে, তার দুয়া কবুল হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ. وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا

اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللهَ. وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ اتَّقِ اللهَ. وَلَا تَهْزَأْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৫৭৫. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনজন লোক হেঁটে চলছিল। তাদের উপর বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। এমন সময় পাহাড় থেকে একটি পাথর তাদের গুহার মুখের উপর গড়িয়ে পড়ে এবং মুখ বন্ধ করে ফেলে। তাদের একজন অপরজনকে বলল, তোমরা তোমাদের কৃত আমলের প্রতি লক্ষ্য করো! যে নেক আমল তোমরা আল্লাহর জন্য করেছ; তার অসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দুয়া করো। হয়তো তিনি এটি সরিয়ে দিবেন।

সুতরাং তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার বয়োবৃদ্ধা মাতাপিতা ছিল এবং ছোট ছোট শিশু ছিল। আমি তাদের (জীবিকার) জন্য মাঠে পশু চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় ফিরতাম, তখন দুধ দোহন করতাম ও আমার সন্তানদের আগেই আমার পিতামাতাকে পান করতে দিতাম। একদিন পশুগুলো দূরে বনের মধ্যে চলে যায়। ফলে আমার ফিরতে রাত হয়। ফিরে দেখলাম, তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি যেমন দুধ দোহন করতাম, তেমনি দোহন করলাম। তারপর দুধ নিয়ে এলাম ও উভয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘুম থেকে তাদের দুজনকে জাগানো ভালো মনে করলাম না। আর তাদের আগে শিশুদের পান করানোও অপছন্দ মনে করলাম। আর শিশুরা আমার দু'পায়ের নিচে কান্নাকাটি করছিল। তাদের ও আমার মাঝে এ অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। [হে আল্লাহ] আপনি যদি জানেন যে, আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজ করেছি, তাহলে আপনি আমার জন্য একটু ফাঁক করে দিন! যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাদের জন্যে একটু ফাঁক করে দিলেন, যাতে তারা আকাশ দেখতে পায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে এতটুকু ভালবাসতাম, যতটুকু একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালবাসতে পারে। আমি তাকে একান্তভাবে পেতে চাইলাম। সে অসম্মতি জানাল, যতক্ষণ না আমি তার কাছে একশ দীনার উপস্থিত করি। আমি চেষ্টা করলাম এবং একশ দীনার জোগাড় করলাম। এগুলো নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। যখন আমি তার দু'পায়ের মধ্যে বসলাম, তখন সে বলল– হে আব্দুল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করো! [বিবাহ ছাড়া] আমার সতীত্ব হরণ করো না। সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই আমি তা করেছি, তাহলে আমাদের জন্যে এটি ফাঁক করে দিন। তখন তাদের জন্য আল্লাহ আরো কিছু ফাঁক করে দিলেন।

শেষের লোকটি বলল, হে আল্লাহ! [একদিন] আমি একজন মজদুরকে এক 'ফারক' চাউলের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ শেষ করে এসে বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি তার প্রাপ্য তার সামনে উপস্থিত করলাম; কিন্তু সে তা ছেড়ে দিল ও প্রত্যাখ্যান করল। এরপর তার প্রাপ্য মজুরি আমি ক্রমাগত কৃষিকাজে খাটাতে লাগলাম। তার দ্বারা অনেকগুলি গরু-রাখাল জমা করলাম। এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহকে ভয় করো! আমার উপর জুলুম করো না এবং আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম, ওই গরু ও রাখালের কাছে চলে যাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো! আমার সাথে উপহাস করো না। আমি বললাম, তোমার সাথে আমি উপহাস করছি না। তুমি ওই গরুগুলো ও তার রাখাল নিয়ে যাও। এরপর সে

সেগুলো নিয়ে চলে গেল। [হে আল্লাহ!] আপনি যদি জানেন আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা করেছি, তাহলে আপনি বাকি অংশ উন্মুক্ত করে দিন। তারপর আল্লাহর তাদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তির ঘটনায় হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৩-৮৮৪ এবং পূর্বে ৩০৩, ৩১৩ ও ২৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, নেক আমলকে অসিলা বানানো জায়েয। কুরআনের আয়াত وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة: ٣٥] দ্বারাও তা প্রমাণিত।

بَابٌ : عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

৩১৯১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতা একটি কবিরা গুনাহ

قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন (বুখারি-৯৮৭)

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

সহজ তরজমা

৫৫৭৬. সা'দ ইবনে হাফস রহ. ... মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্যতা করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটক রাখা; যে জিনিস তোমাদের জন্য গ্রহণ করা ঠিক নয়, তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ও সম্পদ নষ্ট করা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ বাক্যে সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৪, পূর্বে ১৯৯, ২০০ ও ৩২৪ এবং সামনে ৯৫৮ ও ১০৮৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ

সহজ তরজমা

৫৫৭৭. ইসহাক রহ. ... আবু বাকরা রাযি. থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম, নিশ্চয় সতর্ক করবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা ও পিতামাতার অবাধ্যতা করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত এ কথাই বলে চললেন। এমনকি আমি [মনে মনে] বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَعُقُوقَ الأُمَّهَاتِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৪, পূর্বে ৩৬২ এবং সামনে ৯২৮ ও ১০২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৫১৩ 'উদ্দেশ্য' দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ﷺ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ. قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ.

সহজ তরজমা

৫৫৭৮. মুহাম্মদ ইব্নে ওয়ালিদ রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবিরা গুনাহের কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, মানুষ হত্যা করা ও পিতামাতার অবাধ্যতা করা। তারপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের কবিরা গুনাহের অন্যতম গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? পরে বললেন : মিথ্যা কথা বলা, অথবা বলেছেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শু'বা রহ. বলেন, আমার প্রবল ধারণা হয় যে, তিনি বলেছেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৪, পূর্বে ৩৬২, সামনে ১০১৫ পৃষ্ঠায়, মুসলিম শরিফে কিতাবুল ঈমানে এবং তিরমিযি কিতাবুল বুয়ু ও তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

৩১৯২. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ آصِلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}.

সহজ তরজমা

৫৫৭৯. হুমাইদি রহ. ... আবু বকর রাযি.-এর কন্যা আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তার সঙ্গে কি সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হাঁ। ইব্নে উয়ায়না রহ. বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন : যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিক মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এতে পিতার বিষয়টি উত্তমভাবে চলে এসেছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৪ এবং পূর্বে ৩৫৭ ও ৪৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৪৮০ দ্রষ্টব্য।

بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

৩১৯. অনুচ্ছেদ : স্বধবা নারীর আপন (মুশরিকা) মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِيْ هِشَامٌ. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوْا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ.

লাইছ রহ. বলেন : হিশাম ... আসমা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : কুরাইশরা যে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিল, সে চুক্তিকালীন সময়ে আমার মুশরিকা মা তাঁর পিতার সঙ্গে আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম– আমার মা এসেছেন, তবে সে অমুসলিম। আমি কি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন : হাঁ! তোমার মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা لَهَا-এর যমির الْمَرْأَةِ দিকে ফিরেছে। মা মদিনায় আসার সময় আসমা রাযি. ছিলেন হযরত যুবাইর রাযি.-এর পত্নী। (কাস্তালানি, উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৪ এবং পূর্বে ৩৫৭ ও ৪৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ

সহজ তরজমা

৫৫৮০. ইয়াহইয়া রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান রাযি. তাকে জানিয়েছেন, (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠায়। আবু সুফিয়ান রাযি. বললেন, তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামায আদায় করতে, যাকাত দিতে, পবিত্র থাকতে এবং রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে الصِّلَةِ শব্দের ব্যাপকতা ও শর্তহীনতার মধ্যে অর্থাৎ এ হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা তথা আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আর এতে মাও শামিল আছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে সংক্ষেপে ৮৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-১/১৫৫ দেখুন!

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/১৫৬ দ্রষ্টব্য।

بَابُ صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

৩১৯৫. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هٰذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ تَبِيعُهَا. أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

সহজ তরজমা

৫৫৮১. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর রাযি. এক জোড়া রেশমী ডোরাকাটা কাপড় বিক্রয় হতে দেখলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটি খরিদ করুন, জুমার দিনে এবং আপনার কাছে যখন প্রতিনিধি দল আসে, তখন আপনি এটা পরবেন। তিনি বললেন : এটা সে-ই পরতে পারে, যার জন্য কল্যাণের কোনো অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু কারুকার্যময় কাপড় আসে। তিনি তা থেকে এক জোড়া কাপড় (হুল্লা) উমর রাযি.-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি (এসে) বললেন : আমি এটি কিভাবে পরব? অথচ এ বিষয়ে আপনি যা বলার তা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে এটি পড়ার জন্য দেইনি বরং এজন্যই দিয়েছি যে, তুমি ওটা বিক্রি করে দিবে অথবা অন্যকে পরতে দিবে। তখন উমর রাযি. তা মক্কায় তার এক ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৪, পূর্বে ১২১, ১২২, ১৩০, ২৮৩, ৩৫৬ ও ৩৫৭ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

৩১৯৬. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ফযিলত সম্পর্কে

(صِلَةُ الرَّحِمِ : এখানে الرَّحِمِ শব্দের রা-বর্ণে যবর, ح বর্ণে যের।)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. ح حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ. ﷺ. أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

সহজ তরজমা

৫৫৮২. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আবু আইয়্যাব আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে! ...[অন্য

সনদে] আব্দুর রহমান রহ. ... আবু আইয়্যুব আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বলল, তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি সে সময় তার সওয়ারির উপর ছিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَتَصِلُ الرَّحِمَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫ এবং পূর্বে ১৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قوله: أَرَبٌ مَالَهُ : হামযা ও রা-বর্ণে যবর, এরপর তানবিনযুক্ত ب। অর্থ, اَىْ لَهُ حَاجَةٌ (তার প্রয়োজন রয়েছে)।

بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

৩১৯৭. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুনাহ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

সহজ তরজমা

৫৫৮. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... জুবাইর ইব্‌নে মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম কিতাবুল আদাবে, আবু দাউদ কিতাবুয্ যাকাতে ও তিরমিযি কিতাবুল বির্‌রে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

৩১৯৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করার কারণে যার জীবিকায় প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ. وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৮৪. ইবরাহিম ইব্‌নে মুনযির রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যে লোক তার জীবিকা প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ عُقَيْلٍ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ . وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

সহজ তরজমা

৫৫৮৫. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় তার জীবিকা প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ

৩১৯৯. অনুচ্ছেদ : যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, তার প্রতি আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হবে

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ . أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} .

সহজ তরজমা

৫৫৮৬. বিশর ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠল, সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণকারীদের এ (উপযুক্ত) স্থান। তিনি (আল্লাহ) বললেন : হাঁ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব। সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, হাঁ! আমি সন্তুষ্ট হে আমার রব! আল্লাহ বললেন : তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ইচ্ছে করলে (এ আয়াতটি) পড়ো : ... শীঘ্রই যদি তোমরা কর্তৃত্ব লাভ (নেতৃত্ব লাভ) কর, তাহলে কি তোমরা পৃথিবীতে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে? (সূরা মুহাম্মদ-২২)

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫ এবং পূর্বে তাফসিরে ৭১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ . وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ .

সহজ তরজমা

৫৫৮৭. খালিদ ইব্‌নে মাখলাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রক্ত সম্পর্কের মূল রহমান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৮৮. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মীয়তার হক রহমানের মূল। যে তা সঞ্জীবিত রাখবে, আমি তাকে সঞ্জীবিত রাখব। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমি তাকে (আমার থেকে) ছিন্ন করব।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৫-৮৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ: يَبُلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا

৩২০০. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা সম্পর্ককে তার রস দিয়ে সঞ্জীবিত রাখবে

শব্দ বিশ্লেষণ

بَابٌ : শব্দটি তানবিনযুক্ত।

يَبُلُّ : শব্দটি فعل معروف হলে এর ফায়েল উহ্য অর্থাৎ اَلشَّخْصُ الْاٰخَرُ। আর اَلرَّحِمُ শব্দটি মাফউল হিসেবে মানসূব।

بِبَلَالِهَا : প্রথম বা-এ যের, দ্বিতীয় বা-এ যবর, بَلَالٌ শব্দটি بَلَلٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আর্দ্রতা।

আবার يُبَلُّ মাজহুলের ছিগাহ পড়াও জায়েয। তখন اَلرَّحِمُ নায়েবে ফায়েল হবে। অনুবাদ হবে, আত্মীয়তাকে তার রস দ্বারা সিক্ত ও সঞ্জীবিত রাখা হবে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرٌو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا.

সহজ তরজমা

৫৫৮৯. আমর ইব্‌নে আব্বাস রহ. ... আমর ইব্‌নে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চঃস্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে নয়। তিনি বলেছেন : অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। আমর বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌নে জাফরের কিতাবে বংশের পরে জায়গা খালি রয়েছে (কোনো বংশের নাম উল্লেখ নাই)। বরং

আমার বন্ধু আল্লাহ ও নেককার মুমিনগণ। আম্বাসা ভিন্ন সূত্রে আমর ইব্‌নে আস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আমি শুনেছি, বরং তাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার হক রয়েছে, আমি সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্জীবিত রাখি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

৩২০১. অনুচ্ছেদ : প্রতিদানদাতা প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়

অর্থাৎ প্রতিদান দেওয়া মূলত আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা নয় বরং তা কেবল বিনিময়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

সহজ তরজমা

৫৫৯০. মুহাম্মদ ইব্‌নে কাসির রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাবী সুফিইয়ান বলেন, আ'মাশ এ হাদিস মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি। অবশ্য হাসান (ইব্‌নে আমর) ও ফিতর রহ. একে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয় বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী ওই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৬ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ কিতাবুয্ যাকাতে ও তিরমিযি কিতাবুল বিররে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারি রহ. এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে কাসিরের সনদে তিনজন রাবী আ'মাশ রহ., হাসান ইবনে আমর রহ. ও ফিতর (فِطْر ফা-বর্ণে যের, ط সাকিন)-এর সূত্রে মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ তিনজনের মাধ্যমে সুফিয়ান ছাওরি রহ. বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ছাওরি রহ. বলেন, আ'মাশ রহ. হাদিসটি মারফূ সনদে বর্ণনা করেননি বরং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.-এর কওল হিসেবে নকল করেছেন। তবে হাসান রহ. ও ফিতর রহ. উভয়েই মারফূ সনদে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

৩২০২. অনুচ্ছেদ : যে শিরকের অবস্থায় আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখেছে, এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ. وَيُقَالُ أَيْضًا. عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّثُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ. وَصَالِحٌ. وَابْنُ الْمُسَافِرِ أَتَحَنَّثُ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ. وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ.

সহজ তরজমা

৫৫৯১. আবুল ইয়ামান রহ. ... হাকিম ইব্‌নে হিযাম রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি একবার আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলুন। কিছু কাজ আমি জাহিলি যুগে [কুফর অবস্থায় পুণ্যের নিয়তে] করতাম—আত্মীয়তার হক আদায়, গোলাম আযাদ ও দান-সদকা—এসব কাজে কি আমার কোনো সওয়াব লাভ হবে? হাকিম রহ. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পূর্বের এসব নেককাজের ফলেই তো তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ।

ইমাম বুখারি রহ. বলেন : অনেকে আবুল ইয়ামান সূত্রে أَتَحَنَّثُ-এর স্থলে أَتَحَنَّتُ বর্ণনা করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। মা'মার, সালিহ ও ইব্‌নে মুসাফিরও أَتَحَنَّثُ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌নে ইসহাক রহ. বলেন, التَّحَنُّثُ। অর্থ নেক কাজ ও ইবাদত করা। ইব্‌নে শিহাব তাঁর পিতা সূত্রে তাঁদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৬, পূর্বে ১৯৩, ১৯৬, ৩৪৪-৩৪৫ সামনে।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ أَيْضًا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, আবুল ইয়ামান সূত্রে أَتَحَنَّثُ-এর স্থলে أَتَحَنَّتُ সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি দুর্বল।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/১০২-১০৩ দেখুন।

بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتّٰى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

৩২০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্যের সন্তানকে নিজের সাথে খেলতে দেয় চুম্বন করে বা তার সাথে আনন্দ-ফূর্তি করে

حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَجَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذَكَرَ يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا.

সহজ তরজমা

৫৫৯২. হিব্বান রহ. ... উম্মে খালিদ ইব্‌নে সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। আমার গায়ে তখন হলুদ রঙয়ের জামা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সানাহ! সানাহ! আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হাবশি ভাষায় এর অর্থ, সুন্দর! সুন্দর! উম্মে খালিদ বলেন : আমি তখন মোহরে নবুওয়াত নিয়ে খেলতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওকে (নিজ অবস্থায়) ছেড়ে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার বস্ত্র পুরোনো কর ও জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর, জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর জীর্ণ কর। (এভাবে) তিনবার বললেন। আব্দুল্লাহ [ইবনে মুবারক] রহ. বলেন, তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। এমনকি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হিসেবে মানুষের মধ্যে) আলোচিত হয়েছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৬ এবং পূর্বে ৪৩২, ৫৪৭, ৮৬৬ ও ৮৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

৩২০৪. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি মমতা এবং তাকে চুমু খাওয়া ও আলিঙ্গন করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ثَابِتٌ. عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ

সাবেত বুনানি রহ. হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [আপন পুত্র] ইবরাহিম রাযি.-কে নিয়ে চুম্বন করেছেন এবং তাকে শুঁকেছেন। বুখারি রহ. এটা কিতাবুল জানাইযে ১৭৪ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন।

✪ নাসরুল বারি-৪/৪৮৬ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ. عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ : كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هٰذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.

সহজ তরজমা

৫৫৯৩. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... ইব্‌নে আবু নুয়াইম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নে উমর রাযি.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একটি লোক মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : কোন দেশের লোক তুমি? সে বলল, আমি ইরাকের অধিবাসী। ইব্‌নে উমর রাযি. বললেন : তোমরা এর দিকে লক্ষ্য করো। সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান (হুসাইন)-কে হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ওরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধি ফুল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا বাক্যে। আর রায়হান এমন একটি বস্তু, যার ঘ্রাণ শুঁকা হয়। তদ্রূপ সন্তানও চুম্বন করা ও ঘ্রাণ শুঁকার জিনিস।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৬ এবং পূর্বে ৫৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৭৩৩ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

৫৫৯৪. আবুল ইয়ামান রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক নারী দুটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খুরমা ছাড়া আর কিছুই সে পেল না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। নারী তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিয়ে দিল। তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন : যে

ব্যক্তি এসব কন্যা সন্তান দ্বারা কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, এরপর সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আঁড়স্বরূপ হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, নিশ্চয় নারীটির সাথে তার কন্যারাই ছিল। আর সে আপন কন্যাদের প্রতি স্নেহ-মমতার কারণে হযরত আয়েশা রাযি.-এর দেওয়া খেজুরটি থেকে কিছুই খায়নি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭, পূর্বে ১৯০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/৩৩০ ও তিরমিযি কিতাবুল বিররে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

হযরত আয়েশা রাযি.-এর এ হাদিসটিই বুখারির ১৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। তার ভাষ্য হল : مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ অর্থাৎ এ কন্যাদের মাধ্যমে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে ...। তিরমিযি-২ কিতাবুল বিররেও প্রায় এরূপ শব্দাবলী আছে, مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ। অধিকন্তু মুসলিম-২/৩৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিসের মর্মার্থের মধ্যেও তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ব্যবস্থাপক হওয়া, ফাঁসা ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সবই কাছাকাছি অর্থ।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : মুসলিম-২/৩৩০ একটি হাদিস আছে :

عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا. فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ. فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً. وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا. فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا. فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ. الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا. فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا. فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ. أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ»

মুসলিম শরিফের এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, ওই ভিক্ষুক নারীকে হযরত আয়েশা রাযি. তিনটি খেজুর দিয়েছিলেন। কাজেই দু বর্ণনার মধ্যে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কী?

জবাব : এর একাধিক জবাব দেওয়া হয়েছে। যথা,

১। আসলে হযরত আয়েশা রাযি. ওই নারীকে তিনটি খেজুরই দিয়েছেন। যেমনটি মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে। নারীটি প্রথমে একটি করে খেজুর উভয় কন্যাকে দেন। আর তৃতীয় খেজুরটি নিজে খেতে মনস্থ করেন। কিন্তু সন্তানের পরম মায়া-মমতা ও ভালবাসার দরুণ তৃতীয় খেজুরটিও দু'ভাগ করে দু'মেয়েকে দিয়ে দেন। নিজে কিছুই খাননি। কাজেই কোনো কোনো রাবী কেবল এ তৃতীয় খেজুরের উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে আত্মত্যাগ প্রবল।

২। কোনো কোনো আলেম এটাকে পৃথক পৃথক ঘটনা বলেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ. حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا. وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا.

সহজ তরজমা

৫৫৯৫. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে এলেন। তখন উমামা বিনতে আবুল আস তাঁর কাঁধের উপর ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন, আবার যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজে অর্থাৎ তাঁর সন্তানের সন্তান তথা দৌহিত্রের প্রতি স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ। আর সন্তানের সন্তান তো নিজেরই সন্তান। কেননা উমামা বিনতে আবুল আস ইবনে রবি হলেন যয়নব বিনতে মুহাম্মদ ﷺ-এর সন্তান।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭ ও পূর্বে ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/১১০ দেখুন।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-৩/১১০ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﷺ، قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

সহজ তরজমা

৫৫৯৬. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হাসান ইব্‌নে আলীকে চুম্বন করলেন। ওই সময় তাঁর নিকট আকরা ইব্‌নে হাবিস তামিমি রাযি. বসা ছিলেন। আকরা ইব্‌নে হাবিস রাযি. বললেন : আমার দশটি পুত্র আছে। আমি তাদের কাউকে কোনো দিন চুম্বন করি নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন। এরপর বললেন : যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

সহজ তরজমা

৫৫৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আপনারা শিশুদের চুম্বন করে থাকেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া তুলে নেন, আমি কি তোমার উপর (তা ফিরিয়ে দেওয়ার) অধিকার রাখি?

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﷺ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا.

সহজ তরজমা

৫৫৯৮. ইবনে আবু মারইয়াম রহ. ... উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দি আসে। বন্দিদের মধ্যে একজন নারী ছিল। তার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। সে বন্দিদের মধ্যে কোনো শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিত এবং দুধ পান করাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : তোমরা কি মনে কর এ নারী তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললাম, না! যতক্ষণ তার সামর্থ্য হবে নিজ সন্তানকে সে ফেলবে না। এরপর তিনি বললেন : এ নারীটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দার উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে তওবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ

৩২০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালা রহমতকে শতভাগে বিভক্ত করেছেন

আমাদের ভারতীয় সংস্করণে কেবল শিরোনামহীন بَابٌ শব্দ আছে। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, আবু যরের বর্ণনায় শিরোনামে فِي مِئَةِ جُزْءٍ শব্দ রয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

সহজ তরজমা

৫৫৯৯. হাকাম ইবনে নাফি' রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আর এক ভাগ নাযিল করেছেন পৃথিবীতে। ওই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট পাওয়ার শঙ্কায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে তওবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

৩২০৬. অনুচ্ছেদ : নিজের সাথে খাওয়ার ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

(অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা।)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ». [الفرقان: ٦٨]

সহজ তরজমা

৫৬০০. মুহাম্মদ ইব্‌নে কাসির রহ. ... আব্দুল্লাহ (ইব্‌নে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন, তারপর কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সাথে খাবে—এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার সত্যায়ণে নাযিল হল, ... আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না...। (সূরা ফুরকান-৬৮)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭, পূর্বে তাফসির অধ্যায়ে ৬৪৩ এবং সামনে ১০০৬ ও ১১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/২৫ দেখুন!

بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

৩২০৭. অনুচ্ছেদ : শিশুকে নিজের কোলে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ.

সহজ তরজমা

৫৬০১. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শিশুকে নিজের কোলে নিলেন। তারপর তাকে তাহ্‌নিক করালেন। শিশুটি তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিল। তখন তিনি পানি আনতে বললেন এবং তা (প্রস্রাবের স্থানে) ঢেলে দিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৭-৮৮৮, পূর্বে ৩৫, ৮২১ এবং সামনে ৯০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৫৩-১৫৪ দেখুন!

بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الفَخِذِ

৩২০৮. অনুচ্ছেদ : শিশুকে রানের উপর নেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ.

সহজ তরজমা

৫৬০২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে হাতে ধরে তাঁর এক রানের উপর বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর উভয়কে

একত্রে মিলিয়ে দিতেন। পরে বলতেন : হে আল্লাহ! আপনি এদের উভয়কে রহম করুন! কেননা আমিও এদের ভালবাসি। অপর এক সূত্রে তামিমি বলেন, এ হাদিসটির ব্যাপারে আমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হল। মনে মনে ভাবলাম, আবু উসামা থেকে আমি এত এত হাদিস বর্ণনা করেছি; এ হাদিসটি মনে হয় তার থেকে শুনিনি। পরে অনুসন্ধান করে দেখলাম, আবু উসমানের কাছ থেকে শ্রুত যেসব হাদিস আমার কাছে লিখিত ছিল, তার মধ্যে এটি পেয়ে গেলাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮, পূর্বে ৫২৯ ও ৫৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৭৩০ দেখুন!

بَابٌ : حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ

৩২০৯. অনুচ্ছেদ : উত্তম পন্থায় প্রতিশ্রুতি পূরণ করা [পরিপূর্ণ] ঈমানের পরিচয়

(অর্থাৎ পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, ইজ্জত-সম্মান করা এবং তদ্রূপ ছাত্রদেরও আপন উস্তাদদের সাথে সুসম্পর্ক ও মহব্বত রাখা, এককথায় প্রতিটি পূণ্যকর্মই পরিপূর্ণ ঈমানের আলামত।)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ. وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلاَثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا.

সহজ তরজমা

৫৬০৩. উবায়দ ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্য কোনো নারীর উপর ততটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম না, যতটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম খাদিজার ওপর। অথচ আমার বিবাহের তিন বছর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বারবার তাঁর উল্লেখ করতে শুনতাম। তা ছাড়া তাঁর রব তাঁকে আদেশ দেন খাদিজাকে জান্নাতের মধ্যে মনিমুক্তার একটি ঘরের সুসংবাদ শোনাতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বকরি জবাই করলে তার একটি অংশ খাদিজার বান্ধবীদের কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দিতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর حُسْنُ الْعَهْدِ তথা উত্তম পন্থায় প্রতিশ্রুতি পূরণে। আর তা হল, খাদিজা রাযি.-এর বান্ধবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোশত হাদিয়া প্রেরণ ও তাঁদের খোঁজ-খবর রাখা। (উমদা)

আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন : যদি প্রশ্ন করা হয়, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল কোথায়? তাহলে আমি উত্তরে বলব : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিলের অংশটি রয়েছে হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদিসে। সেটি হাকিম রহ. তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে ও ইমাম বাইহাকি রহ. 'শুয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে সালেহ ইবনে রুস্তম—ইবনে আবি মুলাইকা—আয়েশা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যথা,

صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ. فَقَالَ: «بَلْ أَنْتِ حَسَّانَةُ الْمُزَنِيَّةُ. كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. تُقْبِلُ عَلَى هٰذِهِ الْعَجُوزِ هٰذَا الْإِقْبَالَ؟ فَقَالَ «إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةَ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ» (رواه المستدرك على الصحيحين للحاكم ١/٦٢، شعب الإيمان ١١/٣٧٩)

অর্থাৎ জনৈক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? আপনাদের অবস্থা ভালো তো? আমাদের পর আপনাদের দিনকাল কেমন কাটছে? বৃদ্ধা উত্তরে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার তরে উৎসর্গ হোক! আমরা ভালো আছি। যখন তিনি বেরিয়ে গেলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি এ বৃদ্ধাকে এভাবে সম্বোধন করলেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! সে খাদিজা জীবিত থাকাকালে আমাদের কাছে আসত। নিশ্চয় উত্তম পন্থায় প্রতিশ্রুতি (সম্পর্কের দাবি) পূরণ করা পরিপূর্ণ ঈমানের আলামত।

ইমাম বুখারি রহ. মেধা পরখের লক্ষ্যে শুধু আয়েশা রাযি.-এর হাদীসের প্রতি ইঙ্গিতের উপরই যথেষ্ট করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইমাম সাহেবকে রহমত ও সন্তুষ্টির দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন। (কাস্তালানি)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮, পূর্বে ৫৩৮ ও ৫৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

৩২১০. অনুচ্ছেদ : এতিম প্রতিপালনকারীর মর্যাদা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ. قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ. قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى

সহজ তরজমা

৫৬০৪. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল ওহ্‌হাব রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ও এতিমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকবে। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮ এবং পূর্বে ৭৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এতিম ও অসহায় বিধবা নারীদের দেখভাল করা ও প্রতিপালন বিরাট বড় ইবাদত। এতে জিহাদের সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।

بَابُ السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ

৩২১১. অনুচ্ছেদ : বিধবাদের জন্য প্রচেষ্টাকারী [এর সওয়াব] প্রসঙ্গে

[الأَرْمَلَة শব্দটির মিমে যবর। যার স্বামী নেই। অর্থাৎ বিধবাদের প্রতিপালনকারীর সওয়াব সম্পর্কে।]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ. أَوْ كَالَّذِيْ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ. عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ. عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৫৬০৫. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... সাফওয়ান ইব্‌নে সুলায়ম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রদের ভরণপোষণের চেষ্টা করে, সে (সওয়াবের ক্ষেত্রে) আল্লাহর পথের জিহাদকারীর মতো অথবা সে ওই ব্যক্তির মতো, যে দিনে রোযা পালন করে আর রাতে (নফল ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে। ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : ইসমাইল ইবনে আব্দুল্লাহ হলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.-এর বোনের পুত্র আবি উওয়াইস রহ.-এর ছেলে। এ সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদিসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ হাদিসটি মুত্তাসিল আর পূর্বের হাদিসটি ছিল মুরসাল।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি উল্লিখিত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮ এবং পূর্বে ৬০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ السَّاعِيْ عَلَى الْمِسْكِيْنِ

৩২১২. অনুচ্ছেদ : দরিদ্রদের জন্য প্রচেষ্টাকারী [এর সওয়াব] প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اَلسَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ.

সহজ তরজমা

৫৬০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা ও দরিদ্রদের অভাব দূর করায় চেষ্টারত ব্যক্তি [পুণ্য-প্রতিদানে] আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।

কা'নাবি বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি [মালিক] বলেছেন, (কা'নাবি সন্দেহ পোষণ করেছেন) সে রাতভর দণ্ডায়মান ব্যক্তির মতো, যে (ইবাদতে) ক্লান্ত হয় না এবং এমন রোযা পালনকারীর মতো, যে রোযা ভাঙে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা মূলত পূর্বের অনুচ্ছেদে আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮ এবং পূর্বে ৮০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : এখানে أَحْسِبُ-এর ফায়েল কা'নাবি। ة যমিরে মানসুব ফিরেছে মালিকের দিকে। قَالَ-এর কায়েল মালিক। আর كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ হলো তাঁর মাকুলাহ। মাঝখানে يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ বিচ্ছিন্ন বাক্যটি ইমাম বুখারি রহ.-এর উক্তি। কাজেই বাক্যটি মূলত قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. وَأَحْسِبُ مَالِكًا قَالَ: كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ হবে।

উল্লেখ্য কা'নাবি হলেন ইমাম বুখারি রহ.-এর শাইখ এবং ইমাম মালিক রহ. থেকে হাদিসটি বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে কা'নাব। (উমদাতুল কারি-২২/১০৫)

بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

৩২১. পরিচ্ছেদ : মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ. وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

সহজ তরজমা

৫৬০৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু সুলাইমান মালিক ইবনে হুওয়ায়রিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা অবস্থান করলাম। তিনি বুঝতে পারলেন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি, তাদের সম্পর্কে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ালু। সুতরাং তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ করো এবং যেভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে নামায আদায় করো। যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে ও তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮, পূর্বে ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৫, ১০৩ ও ৩৯৯ এবং সামনে ১০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

সহজ তরজমা

৫৬০৮. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার তীব্র পিপাসা পেল। সে একটি কূপ পেয়ে গেল। সে তাতে অবতরণ করল ও পানি পান করল। এরপর উঠে আসল। হঠাৎ দেখল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবল, এ কুকুরটি পিপাসায় তেমনি কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। সে পুনরায় কূপে নামল। নিজের মোজায় পানি ভরে নিল। এরপর তা নিজের মুখে আকড়ে ধরল [এবং কূপ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসল।] এরপর কুকুরকে পান করাল। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন। তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীব-জন্তুর জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেন, হাঁ! প্রত্যেক দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য পুরস্কার আছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৮-৮৮৯, পূর্বে ২৯, ৩১৮ ও ৩৩৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৮২ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ.

সহজ তরজমা

৫৬০৯. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার নামাযে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় এক বেদুঈন নামাযের মধ্যে থেকে বলে উঠল, হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মদের উপর রহম করো! আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর বেদুঈন লোকটিকে বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে সঙ্কুচিত করেছ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا বাক্যে। অর্থাৎ যা প্রশস্ত ছিল, তুমি সেটাকে সঙ্কীর্ণ করলে। অথচ তার দয়া সর্বব্যাপী, অসীম অপার। আল্লাহ নিজেই বলেন, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف: ١٥٦]।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ গ্রাম্যলোকটি ছিল যুলখুওয়াইসারা ইয়ামানী। সে মসজিদের মধ্যে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। যেমনটি ইবনে মাজাহ শরিফে (بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ وَلَّى. حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

জনৈক গ্রাম্যলোক মসজিদে এসে বলল : হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মদ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। আমাদের সাথে আর কাউকে ক্ষমা করবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন আর বললেন : তুমি প্রশস্ত বিষয়কে সঙ্কীর্ণ করলে। এরপর গ্রাম্যলোকটি এক পার্শে গেল এবং মসজিদের কিনারে প্রস্রাব করে দিল ...। (উমদা)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

সহজ তরজমা

৫৬১০. আবু নুয়াইম রহ. ... নুমান ইব্‌নে বশির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশগ্রহণ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ এবং মুসলিম কিতাবুল আদাবে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

সহজ তরজমা

৫৬১১. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমান যদি কোনো গাছ লাগায়, এরপর তা থেকে কোনো মানুষ বা জন্তু কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সদকা হিসাবে গণ্য হবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, মুসলমানের রোপণ করা বৃক্ষ-লতা থেকে মানুষ ও পশু-পাখী আহার করার মধ্যে শিরোনামের উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষ ও জীবে দয়া রয়েছে। কেননা মুসলমানের অবস্থাই প্রমাণ করে যে, বৃক্ষ-লতা রোপণ করার সময় সে নিশ্চয় এ নিয়ত করে থাকে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯, পূর্বে ৩১২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/১৬ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম নববী রহ. বলেন : এসব হাদিস দ্বারা বৃক্ষ রোপণ ও চাষাবাদের মর্যাদা প্রমাণিত হয়। আরো প্রমাণিত হয়, এর ছওয়াব সর্বদা চালু থাকবে, যতদিন বৃক্ষ ও ক্ষেত-খামার অবশিষ্ট থাকবে।

আলেমদের অভিমত : শ্রেষ্ঠ ও উত্তম পেশা কী? এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কারোর মতে ব্যবসা উত্তম। কেউ বলেন, নিজ হাতে কাজ করা; আবার কেউ বলেন, কৃষিকাজ। আর এটাই সঠিক। (শরহে মুসলিম-১৫)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

সহজ তরজমা

৫৬১২. উমর ইবনে হাফস রহ. ... জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হয় না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ এবং সামনে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় কিতাবুত্ তাওহিদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কিতাবুত্ তাওহিদে আছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (বুখারি-১০৯৭)

بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} إِلَى قَوْلِهِ {مُخْتَالًا فَخُورًا}

৩২১৪. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো। তার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।' ... আল্লাহ তায়ালার বাণী– مُخْتَالًا فَخُورًا পর্যন্ত। (সূরা নিসা-৩৬)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

সহজ তরজমা

৫৬১৩. ইসমাঈল ইবনে আবূ উয়াইস রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে জিবরাঈল আ. সর্বদা প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া আবু দাউদ, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ কিতাবুল আদাবে আর তিরমিযি কিতাবুল বির্‌রে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

সহজ তরজমা

৫৬১৪. মুহাম্মদ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিবরাঈল আ. বরাবরই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয়, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারশি বানিয়ে দিবেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ {يُوبِقْهُنَّ} يُهْلِكْهُنَّ. {مَوْبِقًا} مَهْلِكًا.

৩২১৫. অনুচ্ছেদ : যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয় তার গুনাহ প্রসঙ্গে

يُوبِقْهُنَّ : এর অর্থ يُهْلِكْهُنَّ অর্থাৎ তাদের ধ্বংস করে দেয়। باب افعال-এর মাসদার إِيبَاقٌ থেকে فعل مضارع-এর ছিগাহ। সূরা শুরার আয়াতে রয়েছে, [أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ [الشورى: ٣٤]।

مَوْبِقًا : এর অর্থ مَهْلِكًا অর্থাৎ ধ্বংসের স্থান। এটা ইসমে যরফের ছিগাহ।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ

সহজ তরজমা

৫৬১৫. আসিম ইবনে আলী রহ. ... আবু শুরাইহ রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বলছিলেন : আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে লোক মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে লোক মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না। শাবাবা ও আসাদ ইবনে মূসা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুমাইদ ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে হাদিসটি বর্ণিত আছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

৩২১৬. অনুচ্ছেদ : কোনো নারী তার প্রতিবেশিনীকে তাচ্ছিল্য করবে না

[অর্থাৎ এমন কোনো কথা বলবে না, যাতে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়।]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، هُوَ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

সহজ তরজমা

৫৬১৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে মুসলিম নারীগণ! কোনো প্রতিবেশী নারী যেন তার অপর প্রতিবেশী নারীকে (তার পাঠানো হাদিয়া ফেরত দিয়ে) হেয় প্রতিপন্ন না করে। যদিও তা বকরির পায়ের ক্ষুর হয় না কেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম কিতাবুয্ যাকাতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

৩২১৭. অনুচ্ছেদ : যে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ.

সহজ তরজমা

৫৬১৭. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ করে থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি মূলত হাদিসেরই অংশ বিশেষ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯, পূর্বে ৭৭৯ এবং সামনে ৯০৬ ও ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ.

সহজ তরজমা

৫৬১৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু শুরাইহ আদাবী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'কান (সে কথা) শুনছিল ও আমার দু'চোখ (তাঁকে) দেখছিল। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যের ব্যাপারে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মেহমানের প্রাপ্য কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন : একদিন একরাতে ভালোরূপে মেহমানদারী করা আর তিন দিন হলো (সাধারণ) মেহমানদারী, আর তার চেয়েও বেশি হলে তা তার প্রতি অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৮৯-৮৯০, পূর্বে ৯০৬ ও ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ فِيْ قُرْبِ الْأَبْوَابِ

৩২১৮. অনুচ্ছেদ : দরজার নৈকট্যের বিবেচনায় প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو عِمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

সহজ তরজমা

৫৬১৯. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট হাদিয়া পাঠাব? তিনি বললেন : যার দরজা (ঘর) তোমার নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাবে)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে নিকটবর্তী প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে অর্থাৎ সে-ই প্রতিবেশীর হকের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যোগ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০, পূর্বে ৩০০ ও ৩৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

৩২১৯. অনুচ্ছেদ : প্রতিটি সৎকর্ম সদকাস্বরূপ

(অর্থাৎ যে মুসলমান ভালো কথা বলল ও সৎকর্ম করল—-যেমন : সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি, তাহলে সে সদকার সওয়াব পাবে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, اَلْمَعْرُوف শব্দটি মূলত একটি ব্যাপক শব্দ। এতে মহান আল্লাহর আনুগত্য, সৎকর্ম ও মানবসেবা ইত্যাদি সবই শামিল। (উমদা)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ. قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

সহজ তরজমা

৫৬২০, আলী ইব্‌নে আইয়াশ রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সৎ কাজই সদকা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হুবহু মূল হাদিস।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ . أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ . أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ . عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ

সহজ তরজমা

৫৬২১. আদম রহ. ... আবু মূসা আশ্য়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানেরই সদকা করা আবশ্যক। উপস্থিত লোকজন বলল, যদি সে সদকা করার মতো কিছু না পায়। তিনি বললেন : তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদকা করবে। তারা বলল, যদি সে সক্ষম না হয়, অথবা বলেছেন : যদি সে না করে? তিনি বললেন : তাহলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অথবা বলেছেন, সওয়াবের কাজের আদেশ দিবে। তারা বলল, তাও যদি সে না করে? তিনি বললেন : তাহলে সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, এটা তার জন্য সদকা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০ এবং পূর্বে ১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য : যদি কারো কাছে কিছু না থাকে, তাহলে সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। নিজে নেক কাজ করবে এবং অন্যকে নেক আমলের উৎসাহ ও শিক্ষা দিবে।

بَابُ طِيبِ الْكَلَامِ

৩২২০. অনুচ্ছেদ : মিষ্ট ভাষা (এর সওয়াব) প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ .

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, মিষ্ট ভাষাও সদকা। (অর্থাৎ ভালো কথাবার্তায় সদকার সওয়াব লাভ হয়।)

أي هٰذَا بَابٌ فِي بَيَانِ مَا يحصل من الْخَيْرِ بِالْكَلَامِ الطيب . وأصل الطيب مَا تستلذه الْحَواس ويختلف باختلاف مُتَعَلّقه . وَقَالَ ابْن بطال: طيب الْكَلَام من جليل عمل الْخَيْر لقَوْله تَعَالَى. {إِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ} (الْمُؤْمِنُونَ: . وفصلت:) وَالدَّفْع قد يكون بالْقَوْل كَمَا يكون بِالْفِعْلِ. (عمدة القاري: ١١٢/)

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি মধুর ভাষা ও মিষ্টি কথার দ্বারা প্রাপ্ত সওয়াব সম্পর্কে। طِيب : এর মূল অর্থ, যার মাধ্যমে ইন্দ্রীয় স্বাদ অনুভব করে। শব্দটির মুতায়াল্লাক বা সংশ্লিষ্টতা পরিবর্তনের দ্বারা এর অর্থও পরিবর্তন আসে। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : মিষ্ট ভাষা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ কাজ। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ উত্তম পন্থায় মীমাংসা কর! (সূরা মুমিনূন-৯৬) আর মীমাংসা কখনো কথায় হয়; যেমনি হয় কাজের মাধ্যমে।

(উমদাতুল কারি-২২/১১২)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشُكُّ. ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

সহজ তরজমা

৫৬২২. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আদী ইবনে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তা থেকে আশ্রয় চাইলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে আবার জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তা থেকে আশ্রয় চাইলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শু'বা রহ. বলেন, দু'বার যে বলেছেন এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও। যদি তা না পাও, তাহলে মধুর ভাষার বিনিময়ে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০, পূর্বে ১৯০ এবং সামনে ৯৬৮, ৯৭১, ১১০৯ ও ১১১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

৩২২১. অনুচ্ছেদ : সকল বিষয়ে (কথায়-কাজে) কোমলতার ফযিলত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

সহজ তরজমা

৫৬২. আব্দুল আজিজ রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদিদের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক। আয়েশা রাযি. বলেন : আমি এ কথার অর্থ বুঝলাম আর বললাম, وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ তোমাদের উপরও মৃত্যু ও লানত আসুক! আয়েশা রাযি. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : থামো হে আয়েশা! আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা ভালবাসেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি শোনেন নি, তারা কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি বলেছি, وَعَلَيْكُمْ এবং তোমাদের উপরও।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০, পূর্বে ৪১১ এবং সামনে ৮৯১, ৯২৫, ৯৪৬ ও ৯৪৭ ১০২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

৫৬২৪. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন মসজিদে প্রসাব করল। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার প্রসাব করা বন্ধ করো না। তারপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং পানি পেশাবের উপর ঢেলে দেওয়া হল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীতে। কেননা তিনি লোকটির সাথে কোমলতা দেখিয়েছেন। আর উপস্থিত সাহাবিদেরকে বারণ করেছেন তার প্রস্রাব বন্ধ করতে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০ এবং পূর্বে তাহারাত অধ্যায়ে ৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৫০-১৫২ দেখুন।

بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

৩২২২. অনুচ্ছেদ : মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ، أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ

সহজ তরজমা

৫৬২৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু মূসা (আশ্‌য়ারি) রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন মুমিনের জন্য ইমরাতের মতো, যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত করে রাখে। এরপর তিনি (হাতের) আঙুলগুলো (আরেক হাতের) আঙুলে (এর ফাঁকে) ঢুকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কিছু প্রশ্ন করার জন্য কিংবা কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, তোমরা তার জন্য [কিছু দেওয়ার] সুপারিশ করো! এতে তোমাদের সওয়াব দেওয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছা তাঁর নবীর মুখে হুকুম করেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯০, পূর্বে ৬৯ প্রথম অংশ, ৩৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

(আল-হামদুলিল্লাহ! চব্বিশতম পারা সমাপ্ত হল।)

باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا } . { كِفْلٌ } نَصِيبٌ. قَالَ أَبُو مُوسَى { كِفْلَيْنِ } أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ.

৩২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– যে লোক সৎকাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সে-ও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য, সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সূরা নিসা-৮৫)

كِفْلٌ অর্থ, অংশ। এখানে উদ্দেশ্য হল, বোঝা, পাপের অংশ। আবু মূসা আশয়ারি রাযি. বলেন : হাবশি ভাষায় كِفْلَيْنِ অর্থ, أَجْرَيْنِ (দুটি প্রতিদান)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ . أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اِشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

সহজ তরজমা

৫৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নিকট কোনো ভিখারী বা অভাবগ্রস্ত লোক আসলে তিনি বলতেন : তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমরা সওয়াব পাবে। অবশ্য আল্লাহর যা ইচ্ছা তাঁর রাসূলের মুখে হুকুম করেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যা নির্ধারিত আছে, তা-ই হবে। তবে যদি তুমি কোনো মুখাপেক্ষী-অভাবীর জন্য সুপারিশ কর, তাহলে তুমি এর সওয়াব পাবে। মুখাপেক্ষী-অভাবীর প্রয়োজন পূর্ণ হোক চাই না হোক।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বের অনুচ্ছেদে হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসটিই এখানে আয়াতের পর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাতে পরিষ্কার হয়ে যায়, সুপারিশ দুই প্রকার। যেমনটি বলা হয়েছে আয়াতে। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১, পূর্বে ১৯২ ও ৮৯০ এবং সামনে ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

৩২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ও কৃত্রিম অশ্লীল উক্তিকারী ছিলেন না

[অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবত অশ্লীলভাষী ছিলেন না। আর মানুষকে হাসাতে ইচ্ছাকৃতভাবেও উক্তি করতেন না।]

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ . عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ﷺ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا . وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا

সহজ তরজমা

৫৬২৭. হাফস ইব্‌নে উমর ও কুতাইবা রহ. ... ইব্‌নে মাসরূক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি.-এর নিকট এমন সময় গেলাম, যখন তিনি মুয়াবিয়া রাযি.-এর সাথে কুফায় আগমন

করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত অশ্লীলভাষী ছিলেন না আর ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল উক্তি করতেন না। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের সর্বাধিক উত্তম ওই ব্যক্তি, যে স্বভাবে সর্বোত্তম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১, পূর্বে ৫০৩ এবং সামনে ৮৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا অর্থাৎ প্রকৃতি বা স্বভাবগত তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না। مُتَفَحِّشًا অর্থ, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থাৎ সত্তাগত বা লৌকিকভাবেও তিনি অশ্লীল-অশালীন কথা বলতেন না। (কিরমানি)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ

সহজ তরজমা

৫৬২৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে সালাম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার একদল ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আস-সামু আলাইকুম! (আপনার উপর মরণ আসুক) আয়েশা রাযি. বললেন : তোমাদের উপরই আসুক এবং তোমাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও গজব পতিত হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! তুমি একটু থামো। নম্রতা অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য। রূঢ় ব্যবহার ও অশালীন আচরণ পরিহার কর। আয়েশা রাযি. বললেন, তারা যা বলেছে, তা কি আপনি শোনেন নি? তিনি বললেন : আমি যা উত্তর দিলাম, তুমি তা শোননি? আমি তাদের কথাটি তাদের উপর ফিরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমার কথাই তাদের ব্যাপারে কবুল হবে আর আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল হবে না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি পূর্বে بَابُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে গত হয়েছে। আবার এখানে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ পুনরাবৃত্তির উপকারিতা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্তাগত বা লৌকিকভাবেও অশ্লীল-কটূভাষী ছিলেন না বিধায় তিনি কোমলতার নির্দেশ দিতেন। আর কথায় ও কাজে অশ্লীলতা, অশালীনতা ও কটূক্তি করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। হাদিসটি এখানে উল্লেখের মূল কারণ এটাই। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১, পূর্বে ৮৯০ এবং সামনে ৯২৫, ৯২৬, ৯৪৭ ও ১০২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه، قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّابًا، وَلَا فَحَّاشًا، وَلَا لَعَّانًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ.

সহজ তরজমা

৫৬২৯. আসবাগ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গালি-গালাজকারী, অশালীন ও অভিশাপদাতা ছিলেন না। তিনি আমাদের কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে কেবল এতটুকু বলতেন, তার কি হল! তার কপাল ধুলিময় হোক!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১ ও পূর্বে ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহের নিরসন

لَعَّانًا ও سَبَّابًا فَحَّاشًا : তিনটিই মুবালাগার ছিগাহ। আর মুবালাগা তথা আতিশয্য/ প্রবলতা নাকচের দ্বারা মূল বৈশিষ্ট্য (ওয়াসফ) নাকচ হয় না। সুতরাং বাহ্যত মনে হয়, এ সকল দোষ কিছু না কিছু তাঁর ভিতর ছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ছিলেন।

জবাব : আরবগণ কখনো কখনো নফি কিংবা নাকচের স্থলে মুবালাগার ছিগাহ ব্যবহার করেন। কিন্তু এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয় মূল বৈশিষ্ট্য [ওয়াসফ] নফি/নাকচ করা। যেমন : কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ অর্থাৎ আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের উপর জুলুম করেন না। (সূরা আলে ইমরান-১৮২)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

সহজ তরজমা

৫৬৩০. আমর ইব্‌নে ঈসা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন : সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্ট সন্তান। এরপর সে যখন এসে বসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও উদারতার সাথে মেলামেশা করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা রাযি. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার সম্পর্কে এরূপ বললেন। পরে তার সাথে আপনি সহাস্যে ও উদারপ্রাণে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! তুমি কখনো আমাকে অশালীন রূপে পেয়েছ? কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার বদ স্বভাবের কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১, পূর্বে ৮৯১, সামনে ৮৯৪ ও ৯০৫ পৃষ্ঠায়, মুসলিম ও আবু দাউদ কিতাবুল আদাবে ও তিরমিযি কিতাবুল বির্‌রে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ : ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : তিনি হলেন উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুযাইফা ইবনে বদর আল-ফাযারি। তাকে اَلْأَحْمَقُ الْمُطَاعُ (বোকার গুরু/ বোকার বাপ) বলা হয়। (উমদা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ উক্তি করেছিলেন মুজিযাস্বরূপ। কেননা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এরপর তাকে গ্রেফতার করে আবু বকর রাযি.-এর খেদমতে হাজির করা হয়।

কারো কারো মতে সে লোকটি ছিলেন মাখরামা ইবনে নওফেল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ বাণীটিকে বাহ্যত গিবত মনে হয়। অথচ গিবত হারাম।

জবাব : সকল গিবত হারাম নয়। কিছু গিবত তো ওয়াজিব ও জরুরি। বিস্তারিত জানতে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম পড়ুন! প্রকাশ্য ফাসিকের গিবত করা হারাম নয়।[১]

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়েশা রাযি.-কে সতর্ক করা যে, আমি স্বভাবত নম্র-কোমল আচরণ করব; কিন্তু এতে তুমি লোকটিকে ভালো ভেবে যেন প্রতারিত না হও। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : উন্নত চরিত্র ও বদান্যতার বর্ণনা এবং কৃপণতা অপছন্দনীয় হওয়া প্রসঙ্গ

শব্দ বিশ্লেষণ

الْخُلُقِ : খা-এ পেশ, লামে পেশ বা সাকিন। অর্থ, স্বভাব-চরিত্র। اَلسَّخَاء : هُوَ إِعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي অর্থাৎ প্রত্যেককে তার উপযোগী বস্তু দান করা। যেমন : ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, বিবস্ত্রকে কাপড় দেওয়া, ইলমপিপাসুকে ইলম ও জ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত করা, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-উপকরণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার জন্য নাসরুল বারি-১/১৪৬ দ্রষ্টব্য।)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ فَرَجَعَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ.

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর ছিলেন। আর রমাযানে তাঁর বদান্যতা [অন্য সময় থেকে] চরম পর্যায়ে পৌঁছে যেত (অর্থাৎ অনেক বেশি দান করতেন)।

হযরত আবু যার রাযি.-এর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুওয়ত লাভের সংবাদ পৌঁছয়, তখন তিনি আপন ভাই (উনাইস)-কে বলেন, 'তুমি আরোহণ করে মক্কা উপত্যকায় গমন কর এবং তাঁর [তথা নবুওয়তের দাবিদার লোকটির] কথা শ্রবণ কর! সে মক্কা থেকে ফিরে এসে আবু যর রাযি. কে বলল : আমি তাকে উত্তম চরিত্রের নির্দেশ (শিক্ষা) দিতে দেখেছি। (বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৮০১ দেখুন!)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا. أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ.

সহজ তরজমা

৫৬৩১. আমর ইবনে আওন রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। একদিন রাতের বেলায় (একটি বিকট আওয়াজ শুনে) মদিনাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই লোকেরা সেই শব্দের দিকে রওয়ানা হয়। তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সামনা সামনি পেলেন। তিনি সেই আওয়াজের দিকে লোকদের আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন : তোমরা ঘাবড়িও না, তোমরা ঘাবড়িও না (আমি দেখে এসেছি, কিছুই

---

১. অত্যাসন্ন ৩২৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে আলোচনা ও টীকাটি পড়লেও গিবত সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা পাবেন।

নেই)। এ সময় তিনি আবু তালহা রাযি.-এর জিন বিহীন ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। আর তাঁর কাঁধে একখানা তরবারি ঝুলছিল। এরপর তিনি বললেন, অবশ্য এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের মতো (দ্রুতগামী) পেয়েছি; অথবা বললেন : এ ঘোড়াটি তো একটি সমুদ্র।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১, পূর্বে ৩৭০, ৩৯৫, ৪০০, ৪০১, ৪০৭, ৪১৭, ৪২৬ এবং সামনে ৯১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، ﷺ، يَقُولُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا

সহজ তরজমা

৫৬৩২. মুহাম্মদ ইবনে কাসির রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন কোনো জিনিসই চাওয়া হয়নি, যার উত্তরে তিনি না বলেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯১-৮৯২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে ফাযাইলুন্ নবী ﷺ অধ্যায়ে আর তিরমিযি শামাইলে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পার্থিব কোনো কিছু চাইলে তিনি কখনো বারণ করতেন না। দিতে চাইলে তাৎক্ষণিক দিয়ে দিতেন আর দিতে না চাইলে কৌশল ও কল্যাণ চিন্তায় কখনো নীরব থাকতেন অথবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু সরাসরি অস্বীকার করে কারো মনঃকষ্ট দিতেন না। আরব কবি ফারাযদাক যথার্থই বলেছেন :

﴿مَا قَالَ "لَا" قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ ❖ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ "لَا" "ءُهُ" نَعَمْ﴾

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদ ছাড়া কখনো 'না' বলেননি। যদি তাশাহহুদ না থাকত,
তবে তার 'না' 'হাঁ'-এ পরিণত হত।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، يُحَدِّثُنَا، إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا.

সহজ তরজমা

৫৬৩৩. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... মাসরূক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত অশালীন ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছা করেও কাউকে অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র ভালো, সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষে إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ৫০৩ ও ৫০১ পৃষ্ঠায় এবং সামনে ৮৯১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ . حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ . قَالَ . حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسُوكَ هٰذِهٖ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَنَ هٰذِهٖ فَاكْسُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ : لَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا

সহজ তরজমা

৫৬৩৪. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে একখানা বুরদাহ নিয়ে আসলেন। সাহল রাযি. লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন বুরদাহ কি? তারা বললেন, তা চাদর। সাহল রাযি. বললেন, এটি এমন চাদর যা ঝালরসসহ বোনা হয়েছে। এরপর সেই নারী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আপনাকে আমি পরিধানের জন্য দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরিধান করলেন। এরপর সাহাবিদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'হাঁ' (দিয়ে দিব)! রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে চলে গেলেন। অন্য সাহাবিরা তাকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি ভালো কাজ কর নি। যখন তুমি দেখলে যে, তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপরও তুমি সেটা চেয়ে বসলে! অথচ তুমি অবশ্যই জান যে, যখনই তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হয়, তখন তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি পরিধান করেছেন, তখন তাঁর বরকত হাসিল করার আশায়ই আমি এ কাজ করেছি। যেন আমি এ চাদরটাকে আমার কাফন বানাতে পারি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ১৭০, ২৮১ ও ৮৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, কেউ মৃত্যুর পূর্বে নিজের কাফন প্রস্তুত করে রাখলে তা জায়েয। এটাই জমহূর ফকিহদের অভিমত।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

সহজ তরজমা

৫৬৩৫. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন ইলম কমে যাবে, অন্তরে কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে এবং হারজের আধিক্য হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হারজ' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, হত্যা! হত্যা!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يُلْقَى الشُّحُّ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ১৮, ১৪১ ও ১৯০ এবং সামনে ১০৪৬ ও ১০৫৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ سَمِعَ سَلَامَ بْنَ مِسْكِينٍ قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﷺ. قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ. وَلَا لِمَ صَنَعْتَ. وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ.

সহজ তরজমা

৫৬৩৬. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উহ শব্দ বলেননি। এ কথাও জিজ্ঞাসা করেননি, তুমি (এ কাজ) কেন করলে আর (ওটা) কেন করলে না?

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উন্নত চরিত্রের প্রমাণ বহন করে। আর এটা শিরোনামের প্রথম অংশের অনুকূল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম 'ফাযাইলুন্ নবী ﷺ ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, عَنْ أَنَسٍ: وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ ... الخ। সুতরাং বাহ্যত এ হাদিসের সাথে তার বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কী?

উত্তর : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আনাস রাযি. নয় বছর কয়েক মাস ছিলেন। সুতরাং মুসলিমের বর্ণনা মাফিক ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে ৯ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। আর বুখারির বর্ণনায় ভগ্নাংশটি পূর্ণ সংখ্যার মর্যাদায় ধরে দশ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابٌ : كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

৩২৬. অনুচ্ছেদ : মানুষ নিজ গৃহে কিভাবে থাকবে

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ.

সহজ তরজমা

৫৬৩৭. হাফস ইব্‌নে উমর রহ. ... আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গৃহে কি কাজে রত থাকতেন? তিনি বললেন, তিনি সাধারণ গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আর যখন নামাযের সময় হয়ে যেত, তখন উঠে নামাযে চলে যেতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি শিরোনামের অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ৯৩, ৮০৮ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি 'যুহদ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। **ব্যাখ্যা :** অন্য অনেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাইপত্র বাজার থেকে নিজেই বহন করে আনতেন, নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন, নিজের কাপড় নিজেই রিফু করতেন; কিন্তু আযান হতেই কাল বিলম্ব না করে মসজিদে গমন করতেন।

بَابُ الْمِقَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى

৩২৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রমাণিত ভালবাসা প্রসঙ্গে

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمِقَةُ : মিমে যের, কাফে যবর। عِدَةٌ ও زِنَةٌ ওজনে। وَمِقَ يَمِقُ وَمِقًا وَمِقَةً أصله ومق حذفت الواو منه تبعا لفعله وعوضت عنها الهاء। অর্থ, ভালবাসা। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদ আল্লাহপ্রদত্ত ভালবাসার আলোচনা।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ. إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ.

সহজ তরজমা

৫৬৩৮. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈল আ.-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাসবে। তখন জিবরাঈল আ. তাকে ভালবাসেন এবং তিনি আসমানবাসীদের নিকট ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুককে ভালবাসেন, কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসবে। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে শুরু করে। তারপর আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে জমিনবাসীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা হয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ৪৫৬ ও ৪৫৬ এবং সামনে ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْحُبِّ فِي اللهِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার জন্য ভালোবাসার ফযিলত

(অর্থাৎ কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা। যাতে কোনো ধরনের লৌকিকতা ইত্যাদি থাকে না।)

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

সহজ তরজমা

৫৬৩৯. আদম রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না যাবৎ না সে কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসবে, যাবৎ না সে যে কুফরি থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সর্বাধিক প্রিয় মনে করবে এবং যাবৎ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ৭ ও ৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৩৩ 'হালাওয়াতুল ঈমান' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ... إِلَى قَوْلِهِ... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. [الحجرات: ١١]

৩২৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের একদল যেন অপর দলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। কেননা হতে পারে সে (আল্লাহ তায়ালার নিকট) উত্তম ... তারাই জালেম। (সূরা হুজুরাত-১১)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ وَقَالَ بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ.

সহজ তরজমা

৫৬৪০. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যাময়া রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের বায়ু নির্গমনে কাউকে হাসতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে ষাড় পিটানোর মতো কেন প্রহার করবে? আবার হয়তো সে তাকে আলিঙ্গনও করবে। ছাওরি, ওহাইব ও আবু মুয়াবিয়া রহ. হিশাম রহ. থেকে ['ষাঁড় পিটানো'র স্থলে] 'দাসকে বেত্রাঘাত করা'র মতো বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আয়াতের সাথে হাদিসের মিল হচ্ছে– কারো বায়ু নির্গমনে যে হাসির উদ্রেক হয়, তাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য থাকে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২, পূর্বে ৭৩৭ ও ৭৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৭৪৯ দেখুন!

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

সহজ তরজমা

৫৬৪১. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় [খুতবা দানকালে] জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? সকলেই বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আজ একটি হারাম (সম্মানিত) দিন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? সবাই জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, এটা একটি হারাম [সম্মানিত] শহর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটা কোন্ মাস? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন : এটা একটা হারাম (সম্মানিত) মাস। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (পরস্পরের) জান, মাল ও ইজ্জত-আবরুকে হারাম করেছেন— যেমনিভাবে হারাম তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আয়াতের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে মানুষের ইজ্জত-আব্রু ও জানমালকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনটি রয়েছে উল্লেখিত আয়াতে কারিমায়। জ্ঞানী- বুদ্ধিমানের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯২-৮৯৩, পূর্বে ২৩৫ ও মাগাযিতে ৬৩৬ এবং সামনে ১০০৩, ১০১৪৪ ও ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

৩২০. অনুচ্ছেদ : গালমন্দ ও লা'নত (অভিসম্পাত) করার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. تَابَعَهُ غُنْدَرٌ. عَنْ شُعْبَةَ.

সহজ তরজমা

৫৬৪২. সুলাইমান ইব্নে হারব রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকি [কবিরা গুনাহ] এবং একে অন্যের সাথে [অন্যায়ভাবে] মারামারি করা কুফরি। শু'বা রহ. সূত্রে গুনদারও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩, পূর্বে ১২ এবং সামনে ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩৩০ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. عَنِ الْحُسَيْنِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ. حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ. عَنْ أَبِي ذَرٍّ. ﷺ. أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ. وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৩. আবু মা'মার রহ. ... আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন অপরজনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন অন্যজনকে যেন কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তা তার উপরই বর্তাবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا. وَلَا لَعَّانًا. وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৪. মুহাম্মদ ইব্নে সিনান রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অশালীন, অভিশাপদাতা ও গালিদাতা ছিলেন না। অসন্তুষ্টির সময় তিনি শুধু বলতেন, তার কি হল! তার কপাল ধূলিময় হোক!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩ এবং পূর্বে ৮৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ﷺ . وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... সাবিত ইব্‌নে যাহ্‌হাক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের উপর কসম খাবে, সে ওই ধর্মে শামিল হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের মানত পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আজাব দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে অভিশাপ দিল, তা তাকে হত্যা করার শামিল। আর কোনো মুমিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে তাও তাকে হত্যা করার নামান্তর।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩, পূর্বে ১৮২ এবং সামনে ৯০১ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. قَالَ : حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَتُرَى بِي بَأْسٌ أَمَجْنُونٌ أَنَا اِذْهَبْ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৬. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... সুলাইমান ইব্‌নে সুরাদ রাযি. নামক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একে অন্যকে গালি দিচ্ছিল। তাদের একজন এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার চেহারা ফুলে বিগড়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই একটি কালিমা জানি। যদি সে ওই কালিমাটি পড়ত, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওই কথাটি তাকে জানাল। আর বলল যে, তুমি শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। তখন সে বলল, আমার মধ্যে কি কোনো রোগ দেখা যাচ্ছে? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اِسْتَبَّ رَجُلَانِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩, পূর্বে ৪৬৪ এবং সামনে ৯০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ ﷺ. حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... উবাদা ইব্‌নে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের 'লায়লাতুল কদর' সম্বন্ধে জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দুজন মুসলমান ঝগড়া করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে তোমাদের খবর দিতে বেরিয়ে এসেছিলাম। এ সময় অমুক অমুক পরস্পর ঝগড়া করছিল। তাই সে খবরের ইলম' আমার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা হয়তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। সুতরাং তোমরা তা রমাযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَلَاحَى رَجُلَانِ বাক্যে। কেননা প্রায় ঝগড়া-বিবাদই অবশেষে গালমন্দের প্রতি উৎসাহী করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩, পূর্বে ১২ ও ২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩৩৪ এবং ৫/৫৬৮ দেখুন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. عَنِ الْمَعْرُورِ. عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا. وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هٰذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي أَسَابَبْتَ فُلَانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هٰذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ. وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৮. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর উপর একখানা চাদর ও তাঁর গোলামের নামে একখানা চাদর দেখে বললাম, যদি আপনি ওই চাদরটি নিতেন ও পরিধান করতেন, তবে আপনার এক জোড়া হয়ে যেত আর গোলামকে অন্য কোনো কাপড় দিয়ে দিতেন। তখন আবু যার রাযি. বললেন : একদিন আমার ও আরেক ব্যক্তি [হযরত বেলাল রাযি.]-এর মধ্যে [কড়া] কথাবার্তা হয়। তার মা ছিল জনৈক অনারব নারী। আমি তার মা তুলে গালি দিলাম। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা বলল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হাঁ! তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি তো এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জাহিলি যুগের আচরণ বিদ্যমান। আমি বললাম, এখনো? এ বৃদ্ধ বয়সেও? তিনি বললেন, হাঁ! তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তায়ালা ওদের তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যার ভাইকে তার অধীন করে দেন, সে নিজে যা খায়, তাকেও যেন তা খাওয়ায়। সে নিজে যা পরে, তাকেও যেন তা পরায়। আর তার উপর যেন এমন কোনো কাজের চাপ না দেয়, যা তার শক্তির বাইরে। আর যদি তার উপর এমন কঠিন কাজের চাপ দিতেই হয়, তাহলে সে নিজেও যেন তাকে সাহায্য করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَسَابَبْتَ فُلَانًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৩-৮৯৪, পূর্বে ৯ ও ৩৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, দাস-দাসী দ্বারা কাজ কারানোর ক্ষেত্রে তাদের সাধ্যাতীত কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা জরুরি। কেননা তারাও আদম সন্তান হিসেবে ভাই।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৮১-২৮২ দেখুন।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

৩২. অনুচ্ছেদ : মানুষকে যেসব শব্দে ডাকা জায়েয, যেমন– কাউকে লম্বা ও বেটে বলা

(কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নিয়ত না থাকলে তবেই কেবল এসব বলা জায়েয।)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যুল-ইয়াদাইন (লম্বা দু'হাতের অধিকারী) কী বলে? অনুরূপ সেসব গুণ (বর্ণনা করা জায়েয) যাতে কারোর দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো উদ্দেশ্য নয় (বরং পরিচিতি উদ্দেশ্য)।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ. أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ. أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

সহজ তরজমা

৫৬৪৯. হাফস ইবনে উমর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের নামায দু'রাকাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর সাজ্দার জায়গার সামনে রাখা একটা কাঠের দিকে অগ্রসর হয়ে তার উপর তাঁর এক হাত রাখলেন। সেদিন লোকদের মাঝে আবু বকর, উমর রাযি.-ও হাজির ছিলেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে বলতে লাগল, নামায খাট করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিল, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'যুলইয়াদাইন' (দুই হাতওয়ালা অর্থাৎ লম্বা হাতওয়ালা) বলে ডাকতেন। সে বলল, হে আল্লাহর নবি! আপনি কি ভুল করেছেন, না নামায ছোট করা হয়েছে? তিনি বললেন : আমি ভুলে যাইনি এবং (সালাত) ছোটও করা হয়নি। তারা বললেন : বরং আপনিই ভুলে গেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন : 'যুলইয়াদাইন' সঠিক বলেছে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর 'তাক্‌বির' বলে আগের সাজ্দার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ সাজ্দা করলেন। তারপর আবার মাথা তুললেন ও তাক্‌বির বললেন এবং আগের সাজ্দার মতো অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ সাজ্দা করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং তাক্‌বির বললেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ বাক্যে। কেননা তিনি এ নামে সুপরিচিত ছিলেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ নামে ডেকেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৪, পূর্বে ৬৯, ৯৯, ১৬৩, ১৬৪ ও সামনে ১০৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ নামাযের মধ্যে কথা বলা প্রসঙ্গে জানতে নাসরুল বারি-৩/৭৫ দেখুন।

بَابُ الْغِيبَةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ : গিবত (হারাম হওয়া) প্রসঙ্গে

(অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদ গিবত হারাম হওয়া প্রসঙ্গে।)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'তোমরা এক অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, সে অপর মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে? তোমরা একে অপছন্দ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।' (সূরা হুজুরাত-১২)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

গিবত কী?

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গিবত কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপন (মুসলিম) ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ হয় (এতে তার কষ্ট হয়)। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তার মধ্যে যদি আমার বলা বিষয়টি বর্তমান থাকে (তাহলেও কি এটা গিবত হবে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যা বলেছ, তার মধ্যে তা বিদ্যমান থাকলে তো তুমি নিশ্চয় তার গিবত করলে। আর তুমি যা বললে যদি তা তার মাঝে না পাওয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিলে। আর এটা গিবত থেকেও মারাত্মক। কেননা এ গিবতের সাথে মিথ্যার গুনাহও রয়েছে। (তিরমিযি-২/১৫ ও আবু দাউদ-২/৬৬৮)

গিবতের ভয়াবহতা

আয়াতে কারিমাটি গিবতকারীকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে সাদৃশ্য দিয়ে গিবত হারাম হওয়া এবং এর ভয়াবহতা পরিষ্কার করে দিয়েছে—যেভাবে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা হারাম, তেমনি গিবত করাও হারাম। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, اَلْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا (গিবত ব্যভিচার থেকে জঘন্য)।

(শুয়াবুল ঈমান-৯/১০০ ও মুজামুল আওসাত-৬/৩৪৮)

গিবতের সংজ্ঞা

কারো পিছনে তার এমন দোষ-ত্রুটি প্রসঙ্গে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে—চাই কথার মাধ্যমে হোক অথবা কাজের মাধ্যমে, ইশারার মাধ্যমে হোক অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমে—হারাম। অর্থাৎ কারো অগোচরে তার অপছন্দ হয় এমন কোনো দোষ-ত্রুটি প্রসঙ্গে কথায়, কাজে বা আকার-ইঙ্গিতে আলোচনা করাই গিবত এবং তা হারাম। গিবত শোনাও হারাম। তাই মুসলমানের কর্তব্য কারো গিবত শুনলে সাধ্যমতো তা প্রতিহত করা এবং সেখান থেকে উঠে যাওয়া। হযরত আনাস রাযি. থেকে মারফূ সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে (মিরাজের রাতে) আকাশে উঠানো হয়। আমরা এমন লোকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখ তামার। যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বুক চিরে ফেলছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি জিবরাইল আ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসকল লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত অর্থাৎ মানুষের গিবত করত ওতাদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে খেলা করত। (আবু দাউদ-২/৬৬৯)

গিবত প্রসঙ্গে আকাবির আলেম অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। উর্দু ও বাংলায় অনেক বই-পুস্তিকা আছে। [নিচের টীকা পড়লেও বেশ উপকার হবে।[১]] তবে বিদয়াত, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা প্রচার-প্রসারকারী

---

[১] **গিবতের ভয়াবহ পরিণতি**

গিবত কাকে বলে?

গিবত আরবি শব্দ। শরিয়তের পরিভাষায় গিবতের অর্থ– মুখে, কলমে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা অন্য কোনো উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষের কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনঃকষ্ট পাবে। সমালোচিত ব্যক্তি মুসলমান হোক বা কাফির। যদি এমন কোনো দোষের কথা আলোচনা করা হয়, যা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই, তবে এটা গিবত নয়; তোহমত বা নির্জলা মিথ্যে অপবাদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা গিবতের চেয়েও জঘন্য। কেননা এতে গিবতের সাথে মিথ্যাচার করার গুনাহও রয়েছে।

গিবত সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে। মানুষ মনে করে, গিবতের অর্থ, মানুষের গোপন কোনো দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। সুতরাং যে দোষের কথা সকলে জানে, তা গিবত বলে গণ্য হবে না। মনে রাখতে হবে, গোপন কিংবা প্রকাশ্য যে-কোনো দোষের কথা আলোচনা গিবত বলে গণ্য হবে। অবশ্য কারো কোনো গোপন দোষের কথা প্রকাশ করে দেওয়া আরো জঘন্য অপরাধ। কেননা এতে গিবতের সাথে লুকিয়ে রাখা দোষ প্রকাশ করে দেওয়ার অপরাধও যোগ হয়।

মৃতব্যক্তির সমালোচনা করা

কোনো মৃতব্যক্তিকে গালমন্দ করা, তার গিবত ও দোষচর্চা করা জীবিত ব্যক্তির গিবত করার মতোই হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দাও। কোনো অবস্থায় নিজেকে তার গিবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত করো না।' (আবু দাউদ)

গিবতের প্রকার : গিবতের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন–

- ❖ শারীরিক দোষ-ত্রুটির গিবত।
- ❖ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত গিবত।
- ❖ জাত, বংশ ও খান্দান সম্পর্কিত গিবত।
- ❖ বিশেষ কোনো বদ-অভ্যাস বা গোনাহর কাজ সম্পর্কিত গিবত ইত্যাদি।

গিবতের উপর্যুক্ত প্রকারগুলো সম্পর্কে নিম্নে কিঞ্চিত আলোচনা করা হল।

শারীরিক গিবত

কারো আড়ালে-অগোচরে তার বিভিন্ন শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলাপ করা এবং চোখ টিপে হাসাহাসি করা যেন আজকাল আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই আমরা বলাবলি করি—'অমুকের গায়ের রংটা কুচকুচে কালো; ঠিক যেন কাকের মামাত ভাই, গলার স্বরটি পেচার মতো কর্কশ, দাঁতগুলো যেন বটগাছের শেকড়, নাকটি বেজায় লম্বা, হাঁটলে ভুঁড়িটা আগে আগে চলে, হাড় কয়টি হাতে গোনা যায়, চোখ দুটি যেন গর্তে ঢুকে গেছে, মাথার চুলগুলো যেন খেজুর কাটার মতো, হাসলে সব কয়টা দাঁত বেড়িয়ে পড়ে, দেখলে মনে হবে তালপাতার সেপাই, লোকটি খুব বেটে আকৃতির' ইত্যাদি।

এ ধরনের আলোচনা ও মন্তব্য খুবই অন্যায় কাজ ও ঘৃণ্য প্রকৃতির গিবত। কেননা বস্তুত এসব আল্লাহর সৃষ্টিতে খুঁত ধরারই শামিল। কোনো সাধারণ বা কুৎসিত প্রাণীকেও ঘৃণা করতে নেই। মনে রাখবেন! (مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا) (آل عمران ١)। আল্লাহ তায়ালার কোনো সৃষ্টিই নিরর্থক নয়; প্রতিটি সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে তাঁর অপার হিকমত।

পোশাক সম্পর্কে গিবত

অনেকের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্ন খুঁত বের করা ও তা বসে বসে আলোচনা করার প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এ রোগটি অত্যন্ত বেশি। অনেককেই বলাবলি করতে শোনা যায়—'অমুক ব্যক্তি দুনিয়াদারদের মতো লেবাস পরে! পায়জামাটা থাকে গোড়ালির নিচে! শেরওয়ানি যে একটি জড়িয়েছে, যেন ছালার চট! কাপড়চোপড়ের বাহার দেখে মনে হবে রাজপুত্র অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে ঘরে ভাত নেই! অমুক মেয়ে পেট কাটা ব্লাউজ পরে! শাড়ী পরে বাজারি মেয়েদের মতো! তার অলঙ্কারগুলি খাঁটি সোনার নয়'।

এ ধরনের কথা মানুষকে মনঃকষ্ট দেয়। এগুলোও গিবতের মধ্যে গণ্য হবে। ফকিহ আবু লাইস রহ. গিবত সম্পর্কে বলেন : কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে তুমি যদি 'অমুকের কাপড় খুব খাট বা বেজায় লম্বা' শব্দও বল, তবে এটিও গিবত হবে। এজন্য কিয়ামতের দিন তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

বংশ সম্পর্কে গিবত

মানুষের চোখে কাউকে খাটে করা কিংবা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটানোর উদ্দেশ্যে বংশ ও খান্দান তুলে কথা বলাও গিবত। যেমন– বলা হয়, 'অমুকের বংশ ভালো নয়; নীচু বংশের লোক! তিন পুরুষ পূর্বে ওরা হিন্দু ছিল, দাস ছিল, ওর মা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের করত'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দীনদারি ও সৎকর্ম ছাড়া কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। তাই বংশমর্যাদা নিয়ে মানুষকে হেয় করা অনুচিত।

বদ-অভ্যাস সম্পর্কে গিবত

সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় মানুষের মধ্যে রুচি বিরুদ্ধ কিছু বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়। অন্যদের কাছে তা খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে গিবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া বড় অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজ। তা রুচিবিরুদ্ধ হলে তো মানবতা বিরোধী কাজ হবে। এরূপ সমালোচনাও গিবতরূপে গণ্য হবে। যেমন : অমুক মস্ত বড় পেটুক! মানুষের সামনে দাঁত খোটে! খেতে বসে মুখে বিশ্রী ধরনের শব্দ করে! ঘুমালে বিশ্রীভাবে নাক ডাকে! আক্কেল দাঁত বের করে হাসে! স্ত্রীর আঁচল ধরে থাকে।

পাপাচার সম্পর্কে গিবত

এভাবে 'অমুক মদখোর! অমুক চরিত্রহীন! অমুক বেনামাযি! অমুক মিথ্যাবাদী! অমুক ঘুষখোর! অমুক পিতা-মাতার অবাধ্য!'—এরূপ বলাও গিবতের অন্তর্ভুক্ত। শেখ সা'দী রহ. একবার তার উস্তাদের নিকট গিয়ে বললেন, জনৈক সহপাঠি আমার প্রতি অযথা হিংসা পোষণ করে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে উস্তাদ উত্তর দিলেন, হে সাদী! তুমি তোমার সহপাঠীর গিবত করছ!

পরোক্ষ গিবত

উপরে প্রত্যক্ষ গিবতের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গিবত পরোক্ষভাবেও হতে পারে। যেমন– কোনো পঙ্গু ব্যক্তির অনুকরণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কোনো অন্ধ ব্যক্তির অনুকরণে চোখ বন্ধ করে চলা, বোবা ব্যক্তির অনুকরণে ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলা, হাত নেড়ে বিশেষ কোনো ব্যক্তির অনুকরণে কথা বলা। হাদিস শরিফে এ ধরনের কাজকেও গিবত বলা হয়েছে। কেননা এগুলোও মানুষকে মনঃকষ্ট দেয়।

আরেক প্রকার পরোক্ষ গিবতের হল, নাম উল্লেখ না করে এমনভাবে কারো দোষ বলা, যাতে উপস্থিত সকলে উদ্দিষ্ট্য ব্যক্তিকে সহজেই চিনতে পারে। যেমন– 'অনেককেই দেখা যায় গায়ে লম্বা আলখেল্লা জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, হাতে তাস্‌বিহ, মুখে সাদা দাঁড়ি; অথচ তলে তলে যত শয়তানি আর বদমাইশি! অনেক মুসল্লির কথাই জানি, কপালে বড় বড় দাগ ফেলেছে অথচ...! কারো কারো গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, পাশে গেলে গা বমি বমি করে! অনেক চতুর ব্যক্তি গিবতের জন্য আরো শিল্পসম্মত পন্থা উদ্ভাবন করেছে। তাদের কথা শুনলে বাহ্যত মনে হবে, নিজের সম্পর্কেই বুঝি কিছু বলছে অথচ মূলত অন্য কাউকে ঘায়েল করা উদ্দেশ্য। যেমন : 'চুরি করা আমার অভ্যাস নয়! মেয়েদের দেখলেই আমার জিহ্বায় লালা ঝরে না! ঘোমটা ফেলে বুক ফুলিয়ে চলা আমাদের অভ্যাস নয়!'

মোটকথা, নাম উল্লেখ না করেও মানুষকে হেয় করার নিয়তে যা বলা বা যা করা হবে, তার সবই গিবত বলে বিবেচিত হবে।

গিবত শ্রবণ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার সামনে কারো দোষ চর্চা হলে তখন তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দিবে ও তার ভালো ভালো দিকগুলি তুলে ধরবে। সম্ভব হলে গিবত বন্ধের চেষ্টা করবে; নতুবা সে মজলিস বর্জন করবে। কেননা চুপ থাকলে তুমিও গিবতকারী গণ্য হবে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা জায়েয?

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরিয়ত বিশেষ কারণবশত কারো দোষ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন—

জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ : সুবিচার লাভের উদ্দেশ্যে শাসকের কাছে অধীনস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের শরিয়তে অনুমোদিত। এটা গিবত বলে গণ্য হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থেকে জুলুম মেনে নিলে নিজের হক তো নষ্ট হবেই, উপরন্তু জালেমকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে জুলুমও বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কারো দোষ প্রকাশ করে দেওয়া পছন্দ করেন না। তবে মজলুমের জন্য সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরার অবকাশ রয়েছে। যেমন– বলল, অমুক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আমার জমি ভোগ দখল করেছে কিংবা আমানতের টাকা আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি।

সংশোধনের উদ্দেশ্য : কাউকে কোনো দোষ বা পাপে লিপ্ত দেখলে তা এমন ব্যক্তি নিকট প্রকাশ করার অনুমতি আছে, যার দ্বারা সে ব্যক্তির সংশোধন হবে বলে আশা করা যায়। এটা গিবত হবে না। কারণ, এখানে উক্ত ব্যক্তিকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয় বরং তার হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণকামনাই মূখ্য। যেমন– সন্তানের কোনো দোষ পিতা-মাতার কর্ণগোচর করা, ছাত্রের দোষ শিক্ষকের কাছে প্রকাশ করা বা ঘুষ গ্রহণের কথা শাসকের কানে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। তবে মনে রাখবেন! কারো দোষ এমন ব্যক্তির নিকট কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে না, যে সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে না।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.-এর মজলিসে জনৈক ব্যক্তি একবার লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার নায়ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর সমালোচনা শুরু করল। হযরত ইবনে সিরিন রহ. উক্ত ব্যক্তির দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, চুপ হও! তুমি গিবত করছ! কেননা তুমি জান যে, হাজ্জাজকে সংশোধন করার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং এটা অনর্থক দোষ চর্চা হচ্ছে।

অন্যাকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে : অন্যাকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দোষ প্রকাশ করার অনুমতিও শরিয়ত দিয়েছে। যেমন,

- ❖ কেউ কোনো অবিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে টাকা আমানত রাখতে যাচ্ছে। তখন ওই ব্যক্তির অবিশ্বস্ততার কথা প্রকাশ করে দেওয়া যাবে।
- ❖ কোনো সচ্চরিত্রের লোক কোনো দুশ্চরিত্রের লোকের সাথে উঠা-বসা করছে। এক্ষেত্রে তাকে সতর্ক করে বলা যাবে, এ ভালো স্বভাব-চরিত্রের লোক নয়। তার সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।
- ❖ কারো মধ্যে যদি কূটনামির স্বভাব থাকে কিংবা টাকা ধার নিয়ে তা পরিশোধ না করার অভ্যাস থাকে, তবে সে কথাও মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। কেননা মানুষ তখন উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে এবং অনিষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে।

  এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনো ব্যক্তি যদি লুকিয়ে ও লোকচক্ষুর অগোচরে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত থাকে, যা অন্যদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার ভয় নেই এবং তার পাপ কাজের কারণে অন্য কারো ক্ষতিও হচ্ছে না, তখন মানুষের কাছে তার দোষ প্রকাশ করে দেওয়া কিছুতেই জায়েয নেই।

নির্লজ্জ ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা : যার নির্লজ্জতা বহু দূর গড়িয়েছে, প্রকাশ্য গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে সে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না বরং গর্বই অনুভব করে, এরূপ ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজেই লজ্জাবরণ ফেলে দিয়েছে, তার দোষ আলোচনা করা গিবত নয়। শেখ সাদী রহ. বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের দোষ চর্চা করা অপরাধ নয়। যথা—

১. নির্লজ্জ ব্যক্তি, যে নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে।
২. অত্যাচারী শাসক, যার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।
৩. দুষ্ট লোক। যার দুষ্কৃতি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অথচ অজ্ঞতাবশত মানুষ সতর্ক হতে পারে না। যেমন, ওজনে ফাঁকিবাজ ব্যবসায়ী।

কোনো অপরিচিত ব্যক্তি বা নাম উল্লেখ ছাড়া পরিচিত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা গিবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে বা অন্য কোনো প্রকারে উদ্দিষ্ট্য ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পেলে গিবত হয়ে যাবে। এভাবে ধর্মের অনিষ্টকারী লোকের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া উচিত। যাতে মানুষ তার গোমরাহী সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ভণ্ড পীর তথা ধর্ম-ব্যবসায়ীর সমলোচনা করা হয়।

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে : মানুষের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো জীবিত বা মৃতব্যক্তির গোপন দোষ ও মর্মান্তিক পরিণতি আলোচনা করা যাবে। এটা গিবত বলে গণ্য হবে না। যেমন, বলা হল- অমুক ব্যক্তি কথায় কথায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ফলে কেউ এখন তার কথা বিশ্বাস করে না। অমুক ব্যক্তি মদখোর কিংবা সুদখোর ছিল। মৃত্যুর সময় তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। কেউ তার জানাযায় শরিক হয় নি।

গিবতের স্বরূপ

- ✪ গিবতের বিভৎসতার উদাহরণ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কেউ যেন একে অন্যের গিবত না করে। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে যেমনি তোমরা ঘৃণা কর, গিবতকেও তেমনি ঘৃণা করা উচিত।'
- ✪ কতক হাদিসে গিবতকে জীবিত ব্যক্তির গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারো শরীর হতে গোশত কেটে খাওয়া যেমনি নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা, কারো দোষচর্চা করাও তেমনি নিষ্ঠুরতা। কেননা প্রথমটায় মানুষের শরীর আর দ্বিতীয়টায় মানুষের অন্তর জখম হয়।
- ✪ অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গিবত যিনা-ব্যভিচার ও অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ।
- ✪ শেখ সাদী তাঁর প্রসিদ্ধ 'গুলিস্তা' গ্রন্থে লিখেছেন, এক রাত্রে আমি আমার পিতার সাথে তাজাজ্জুদের নামায পড়ছিলাম। আমাদের পাশে কিছু লোক ঘুমিয়ে ছিল। সহসা আমি বললাম : তারা এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে, যেন মরেই গেছে। যদি উঠে তারা দু'রাকাত নামায পড়ে নিত, কত ভালো হত! আমার পিতা বললেন, কিন্তু তুমি নামায না পড়ে ওদের মতো ঘুমিয়ে থাকলে কত ভালো হত! গিবত ও দোষ চর্চার পাপ হতে তুমি অন্তত বেঁচে যেতে।

- হযরত কা'ব রাযি. বলেন : গিবত এমনই অপরাধ যে, গিবতকারী তওবা করে মৃত্যুবরণ করলেও সর্বশেষ বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার সৌভাগ্য না হয়, তা হলে সে সকলের পূর্বে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।
- হযরত জায়নুল আবেদিন রহ. বলেন : গিবতের আবর্জনা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা গিবতকারী হচ্ছে মানুষরূপী কুকুর।
- জাহান্নামে কিছু লোকের ভীষণ খুঁজলি হবে। এমনকি শরীরের বিভন্ন অংশ হতে গোশত খসে পড়ে যাবে। তারা বলবে, হে পালনকর্তা! এ শাস্তি আমাদেরকে কি অপরাধের জন্য দেওয়া হচ্ছে? উত্তরে বলা হবে, দুনিয়াতে তোমরা মানুষের গিবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত ছিলে। মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করাই ছিল তোমাদের কাজ। তাই আল্লাহ তোমাদের দেহে কষ্টদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে আযাব দিচ্ছেন।
- অনেক আলেম বলেন, গিবতকারী জাহান্নামে বানররূপে আর হিংসুক ব্যক্তি শূকররূপে আজাব ভোগ করবে।
- হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াত রহ. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন : জাহান্নামের কঠিন আজাব হতে নাজাত পেতে চাইলে কারো গিবত করে নিজের মুখ তুমি অপবিত্র করবে না। যদি তুমি গিবতের অপবিত্রতা হতে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হও, তবে মনে রেখ! নিজের হাতেই তুমি তোমার আখেরাত বরবাদ করলে এবং মানুষের অন্তরে এমন ক্ষত সৃষ্টি করলে, যা কোনো দিন শুকাবে না।
- হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, গিবত ঈমানকে ক্ষয় করে ফেলে। এমনকি তা ক্ষয় হতে হতে অবশেষে তার অন্তরে এক তিল পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট থাকে না। ফলে মৃত্যুর সময় তার কালিমা নসিব হয় না। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

গিবতের কুফল

গিবত মূলত নিজের ক্ষতি ও ধ্বংস বয়ে আনে। আর যার গিবত করা হয় তার জন্য বয়ে আনে কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গল। এজন্যই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন– 'যদি কারো গিবত বা দোষ চর্চা করার এতই সাধ হয়, তবে আপন মায়ের গিবত করাই উত্তম। কেননা এতে তার কল্যাণ হবে।' কাজেই গিবত মানুষের জন্য কি কি ক্ষতি ও অকল্যাণ ডেকে আনে, নিম্নে আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১। **দুয়া কবুল হয় না :** যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের গিবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত থাকে, সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে বড় ঘৃণ্য ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হয়। তার কোনো দুয়াই কখনও কবুল হয় না। সে তওবা করার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার রহমত ও করুণা হতে বঞ্চিত থাকে।

২। **নেক আমল মিটে যায় :** গিবতের দ্বিতীয় ক্ষতি হল, গিবত মানুষের নেক আমল মিটিয়ে দেয়। কিয়ামতের দিন প্রতিটি ব্যক্তি তার আমলনামা দেখতে পাবে। তখন একদল আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলবে, হে প্রতিপালক! এত ভালো আমল তো আমি করি নি। আমার আমলনামায় এগুলো জমা হল কিভাবে? উত্তর আসবে, দুনিয়াতে যারা তোমার দোষ চর্চা করেছে, তাদের নেক আমলগুলি তোমার আমলনামায় যোগ হয়েছে। আরেক দল বলবে, হে প্রতিপালক! আমাদের আমলনামায় এমন কিছু নেকআমল দেখতে পাচ্ছি না, যা দুনিয়ায় আমরা করেছিলাম। এর কারণ কি? উত্তর আসবে, দুনিয়াতে নেক আমলের পাশাপাশি তোমরা মানুষের গিবত করেছ। এ গিবত তোমাদের নেক আমলগুলো মুছে দিয়েছে।

৩। **নেক আমল কবুল হয় না :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গিবত হতে বেঁচে থাকো! এতে তিনটি মহাক্ষতি রয়েছে।

❶ প্রথমত গিবতকারীর দু'আ কবুল হয় না।
❷ দ্বিতীয়ত তার নেকআমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হয় না।
❸ তৃতীয়ত তার আমলনামায় বদআমল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, শুকনা জিনিসের জন্য আগুন যেমন ক্ষতিকর; নেক আমলের জন্য গিবতও তেমনি ক্ষতিকর। অর্থাৎ আগুন যেমনি একমুহূর্তে সবকিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়, তেমনি গিবতও মানুষের সমস্ত নেকআমল একমুহূর্তে বরবাদ করে দেয়।

৪। **হিসাব কঠিন হওয়া :** হযরত আলী রাযি. বলেন, হাশরের মাঠে হিসাব-কিতাবের ১২টি মঞ্জিল হবে। প্রতিটি মঞ্জিলে একটি করে বিষয়ে হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে কারো গিবত করে থাকে, তবে সেখানেই তাকে হাজার বছর দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আর অন্যরা নির্বিঘ্নে তার পাশ কেটে জান্নাতে চলে যাবে।

৫। **হাশরের মাঠে গোশত খাওয়া :** হযরত আবু হুরাইয়া রাযি. বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি মানুষের গিবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত থাকবে, কিয়ামত দিবসে তার সামনে গিবতকৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত করে বলা হবে, দুনিয়ায় তুমি এ ব্যক্তির গোশত

খেয়েছ। আজ মৃতাবস্থায়ও তোমাকে এর গোশত খেতে হবে। তখন বাধ্য হয়ে সে নিজের দাঁতে কামড়িয়ে সে গোশত খাবে এবং ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ফেলবে।

৬। **কবরের আযাব :** হযরত কাতাদা রাযি. বর্ণনা করেছেন, কবরের তিন ভাগের এক ভাগ আযাব গিবতের শাস্তিস্বরূপ হয়ে থাকে। আর দুনিয়াতে গিবতের একটা বড় কুফল হল, গিবতকারী সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে; তার উপর কেউ আস্থা স্থাপন করতে পারে না। সকলেই মনে করে, আজ যেমনি সে আমার সামনে অন্যের দোষ চর্চা করছে, তেমনি অন্যের সামনে যে সে আমাদের দোষ আলোচনা করবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

৭। **গিবত শয়তানকে আনন্দ দেয় :** পাপ কাজ মাত্রই শয়তানকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শয়তান নিজেই স্বীকার করেছে, গিবতই তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একবার শয়তানের সাক্ষাৎ পেলেন। দেখতে পেলেন এক হাতে মাটি আর অন্য হাতে কিছু মধু নিয়ে আপন মনে শয়তান হেঁটে যাচ্ছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শয়তানের পথরোধ করে দাঁড়ালেন এবং এ মাটি ও মধু সাথে রাখার কারণ জিজ্ঞাস করলেন। শয়াতান কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আদম সন্তানের দুটি কাজ আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করে। এজন্য আমি তাদেরকে সে দুটি পাপ কাজে সাধ্যমতো উৎসাহ যোগানোর চেষ্টা করি। কাজ দুটি হল, এতিমের প্রতি নির্দয় ব্যবহার এবং মানুষের গিবত ও দোষ চর্চা। এ মাটি আমি এতিম ছেলের মুখে ও মাথায় ঢেলে দিই, কেউ তাদের প্রতি কোনো মমতা বোধ যেন না করে। আর মধু ঢেলে দিই গিবতকারীর মুখে, যেন তার কথা আরও শ্রুতিমধুর হয়'।

৮। **রোযার ছওয়াব নষ্ট হওয়া :** উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে রোযা অবস্থায় গিবত করলে সে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। ইমাম সুফিয়ান ছাওরি আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, গিবতের কারণে রোযা ভেঙে যায়। হযরত মুজাহিদ রহ.-ও এ মত পোষণ করেন। হাদিস শরিফে হয়েছে, চারটি পাপ এমন যার কারণে অযু নষ্ট ও অনেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। রোযাও ভেঙে যায়। যথা, ❶ গিবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া। ❷ চোগলখোরী করা। ❸ মিথ্যা কথা বলা। ❹ পরনারীর দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকানো। এ চারটি জিনিস অপরাধের শেকড়কে সজীব করে, যেমনি পানি সজীব করে গাছের শেকড়কে।

৯। **বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি :** দুনিয়ায় গিবতের সবচেয়ে বড় কুফল হল, গিবতের ফলে মুসলমানদের একতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালবাসা ও সম্প্রীতি বিলুপ্ত হয়। ফলে দুনিয়াতেই সকলে জাহান্নামের অশান্তি ভোগ করে। আজ যে সমাজের প্রতিটি ঘরে হিংসা-বিদ্বেষ, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তার পিছনেও মূলত সক্রিয় রয়েছে গিবতের নাজায়েয ও কু প্রভাব।

গিবতের কারণ ও প্রতিকার

কি কি কারণে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে গিবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়? নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরব।

❶ **ক্রোধ :** গিবতের প্রধান কারণ ক্রোধ। মানুষ যখন কোনো কারণে কারো উপর ক্রুদ্ধ হয়, তখন গিবতের পালা শুরু হয় এবং মানুষ মেতে উঠে কুৎসা রটনার নারকীয় উল্লাসে।

❷ **গর্ব ও অহংকার :** গিবতের আরেকটি বড় উৎস হল গর্ব ও অহংকার। বস্তুত এ অহংকারের ফলেই মানুষ নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট ভাবতে শুরু করে। নিজের সব কিছুকেই মনে হয় গুণ আর অন্যের সব কিছুই দোষ। সে দোষের সত্য-মিথ্যা আলোচনায় মানুষ তখন একরকম পাশবিক আনন্দ অনুভব করে।

❸ **পার্থিব সম্মানের মোহ :** কারো কাছে আদরণীয় ও প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যও মানুষ অনেক সময় অন্যের গিবত দোষ চর্চা করে থাকে।

গিবতের কাফফারা

প্রতিটি মানুষেরই উচিত নিজেকে গিবতের অপবিত্রতা হতে হিফাজত করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা। তথাপি কখনও কোনো অসতর্ক মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচনায় যদি গিবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে তার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কখনও গিবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ গিবতের ভয়াবহ পরিণতি ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথার স্মরণ করবে। প্রবাহিত করবে লজ্জা ও অনুতাপের অশ্রু। মুখে ইস্তিগফার করবে। সেইসাথে ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, এ জঘন্য গুনাহ আর কোনো দিন করব না। মৃত মানুষের গলিত দুর্গন্ধময় লাশের গোশত আর কখনো মুখে তুলব না। এরপর যার গিবত করা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে হবে। আর তজ্জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করবে—

বিদয়াতিদের গিবত করা শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিব। কেননা মুসলিম উম্মাহকে তাদের ভ্রষ্টতার মরণ ছোবল থেকে বাঁচানো নেহাৎ জরুরি।

حَدَّثَنَا يَحْيٰى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا، وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

সহজ তরজমা

৫৬৫০. ইয়াহইয়া রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয় এ দুজন কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো গুনাহের কারণে কবরে তাদের আজাব দেওয়া হচ্ছে না। এ কবরবাসী প্রস্রাব করার সময় সতর ঢাকত না। আর ওই কবরবাসী গিবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাচা ডাল আনিয়ে সেটি দু'টুকরা করে এক টুকরা এ কবরটির ওপর এবং এক টুকরা ওই কবরটির উপর গেঁড়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, এ ডালের টুকরা দুটি না শুকানো পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের আজাব দেওয়া কমিয়ে দিবেন।

---

❶ গিবতকৃত ব্যক্তি যদি এখনও দুনিয়াতে জীবিত থাকে এবং এ গিবত সম্পর্কে পরিপূর্ণ রূপে জ্ঞাত থাকে, তবে তার কাছে গিয়ে অনুতপ্ত ও বিনয়াবনত হয়ে বলতে হবে—'ভাই! তুমি জানো আমার দ্বারা তোমার গিবত হয়েছে। ভাই আমি আমার অপরাধের জন্য লজ্জিত। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও ক্ষমা করে দিবেন'।

❷ উক্ত ব্যক্তির যদি না জানা না থাকে কি ধরনের গিবত করা হয়েছে, তবে তাকে বিস্তারিতভাবে জানানো উচিত নয়। শুধু এটুকু বলবে—'ভাই তুমি নিশ্চয় শুনেছ, আমি তোমার গিবত করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

❸ যদি গিবতকৃত ব্যক্তি এ সম্পর্কে একবারেই অনবতগত থাকে, তবে তাকে সে কথা জানানো উচিত নয় বরং শুধু ইস্তিগফার করবে ও ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাবে। কেননা তাকে জানাতে গেলে তার মনে নতুন করে আঘাত দেওয়া হবে।

❹ যদি গিবতকৃত ব্যক্তি দূরে অন্য শহরে থাকে যেখানে যাওয়াই খুবই কষ্টকর, তখন পত্রযোগে ক্ষমা চাওয়া উচিত। এটা সম্ভব না হলে ইস্তিগফারই যথেষ্ট।

❺ যদি গিবতকৃত ব্যক্তি দুনিয়ায় বেঁচে না থাকে, তখন তার জন্য খুব দু'আ করবে এবং মানুষের কাছে তার প্রশংসা ও সুখ্যাতি বর্ণনা করবে। হয়তো এ উসিলায় আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন এবং কিয়ামতের দিন সে-ও অভিযোগ দায়ের করবে না।

গিবতকারীকে ক্ষমা করার ফযিলত

নিশ্চয় গিবতকৃত ব্যক্তিকে শরিয়ত একটি অধিকার দিয়েছে। ইচ্ছা করলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে অভিযোগ পেশ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন! কেউ যদি দুনিয়ায় মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং গিবতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তায়ালাও ক্ষমাকারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ক্ষমা করা তো আমার গুণ। এটা কিভাবে হতে পারে যে, তুমি মানুষকে ক্ষমা করে দিবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করব না?

গিবত শ্রবণের গুনাহ ও তার প্রতিকার

পিছনেও বলা হয়েছে, গিবত করা যেমনি অন্যায় কাজ, গিবত শ্রবণ করাও তেমনি অন্যায় কাজ। কখনও কারো গিবত শ্রবণ করার পর প্রথম কর্তব্য হল, যার গিবত করা হয়েছে তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ না করা এবং ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যেসব দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়েছে, তা বিশ্বাস না করা। কেননা গিবত একটি মহাপাপ। অতএব গিবতকারী ব্যক্তি কখনও বিশ্বস্ত হতে পারে না। যখন কোনো মজলিসে কারো গিবত করা শুরু হয়, তখন ওই ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করে দেওয়া কর্তব্য। নাহয় গিবত শ্রবণ করার অপরাধে পাকড়াও হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা ইবনে তীন রহ. বলেন, শিরোনামটি গিবত সম্পর্কে আর হাদিসটি চোগলখোরী বা পরনিন্দা সম্পর্কে। এতদ্বসত্ত্বেও শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, দুটিতেই একটি যৌথ বিষয় রয়েছে অর্থাৎ কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে তার নিকট অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক কথা বলা। (উমদা)

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন : চোগলখোরীও একধরনের গিবত। কেননা অন্যের দোষ-ত্রুটি শুনতে প্রথমে তা বলতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন : এর দ্বারা হয়তো হাদিসটির অন্য সনদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। যাতে সুস্পষ্ট গিবত শব্দ উল্লেখ আছে। সেটি তিনি 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত জাবির রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ। এরপর অনুচ্ছেদের হাদিসের মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর শেষে বলেছেন, أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ অর্থাৎ তাদের একজনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে এজন্য যে, সে মানুষের গিবত করত।[১] (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৪, ৮৯৪, পূর্বে ৩৪-৩৫, ৩৫, সামনে ১০৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৪২-১৪৩ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

৩২৩. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আনসারি গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম পরিবার ...

(নাজ্জার গোত্রের পরিবার। যেমনটি হাদিস দ্বারা বোধগম্য হয়। শিরোনামে খবর উহ্য আছে।)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ.

সহজ তরজমা

৫৬৫১. কাবিসা রহ. ... আবু উসাইদ সায়িদি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারদের ঘরগুলোর মধ্যে নাজ্জার গোত্রের ঘরগুলোই উত্তম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হাদিসেরই অংশবিশেষ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৪, পূর্বে অংশবিশেষ ৫৩৪, ৫৩৫ ও ৫৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের মর্যাদা বর্ণনা করা এবং তাদেরকে অন্য ব্যক্তি বা গোত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া জায়েয। এটা গিবত নয়। এটা যেন তোমার উক্তি 'আবু বকর রাযি. উমর রাযি. থেকে সম্মানী'-এর মতো। আর এটা উমর রাযি.-এর গিবত নয়।

---

১ عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ. (الأدب المفرد بالتعليقات : ١/٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَبِيعٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ»، فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، أَوْ بِجَرِيدَتَيْنِ، فَكَسَرَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ، أَوْ: لَمْ تَيْبَسَا» (الأدب المفرد مخرجا : ١/٢٥٦)

باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

৩২৪. অনুচ্ছেদ : বিশৃঙ্খলাকারী ও অপবাদদাতার গিবত জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

(যাতে সাধারণ মুসলমানগণ সেসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ থাকে।)

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلرِّيَبِ : রা-বর্ণে যের, ইয়া-বর্ণে যবর, শেষে ب। এটা رِيْبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ— সন্দেহ, সংশয়, তুহমত, অপবাদ।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

সহজ তরজমা

৫৬৫২. সাদাকা ইব্‌নে ফাযল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকৃষ্ট ভাই বা বললেন : সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি ভিতরে আসলে তার সাথে তিনি নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। পরে আপনি আবার তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন? তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যার অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ বাক্যে। কেননা উক্ত লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে এ নিন্দার সাথে। আর সে ছিল অনুপস্থিত। এটা দুষ্কৃতিকারী লোকের গিবত বৈধ হওয়ার প্রমাণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৪, পূর্বে ৮৯১ এবং সামনে ৯০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : اَلنَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : চোগলখোরী একটি কবিরা গুনাহ

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلنَّمِيمَةُ : শব্দটি باب نصر وضرب থেকে نَمَّ، يَنِمُّ، نَمًّا। অর্থ, চোগলখোরী করা। اَلنَّمَّامُ অর্থ, চোগলখোর। كَبَائِرُ শব্দটি كَبِيرَةٌ-এর বহুবচন। [অর্থ, কবিরা গুনাহ—যে গুনাহ মাফ না হলে জাহান্নাম অবধারিত।]

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ، أَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هٰذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

সহজ তরজমা

৫৬৫৩. ইব্‌নে সালাম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার কোনো বাগানের বাইরে গেলেন। তখন তিনি এমন দুজন লোকের আওয়াজ শুনলেন, যাদের কবরে আজাব দেওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন : এ দুজনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বেশি গুনাহের দরুন আজাব দেওয়া হচ্ছে না। আর তাহলো কবিরা গুনাহ। এদের একজন প্রস্রাবের সময় সতর ঢাকত না। আর অপর জন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একটা কাচা ডাল আনিয়ে তা ভেঙ্গে দু' টুকরো করে এ কবরে এক টুকরো আর ওই কবরে এক টুকরো গেঁড়ে দিলেন এবং বললেন : দুটি যতক্ষণ পর্যন্ত না শুকাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আজাব হালকা করে দেওয়া হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৪-৮৯৫ এবং পূর্বে ৩৪, ৩৫, ৩৫ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৪০ দেখুন!

✪ বিস্তারিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৪০ দেখুন!

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

৩২৬. অনুচ্ছেদ : যে চোগলখোরী ও গিবত নিষিদ্ধ

وَقَوْلِهِ: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. [القلم: ١١] وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. [الهمزة: ١] يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ يَعِيبُ

আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'অনেক অপবাদ আরোপকারী বড় চোগলখোর'। (সূরা কলাম-১১) আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'সকল পরনিন্দাকারী চোগলখোরের জন্য রয়েছে ধ্বংস'। (সূরা হুমাযা-১)يَهْمِزُ ও يَلْمِزُ অর্থ দোষ বলে বেড়ায়

শব্দ বিশ্লেষণ

هَمَّازٍ : শব্দটি هَمْزَةٌ মাসদার থেকে মুবালাগার ছিগাহ। অর্থ, অত্যধিক অপবাদদাতা। অধিক ভর্ৎসনাকারী।

مَشَّاءٍ : শব্দটি مَشْيٌ মাসদার থেকে মুবালাগার ছিগাহ। অর্থ, অধিক চলাচলকারী। এদিকের কথা ওদিকে আর ওদিকের কথা এদিকে লাগানো অর্থাৎ বড় চোগলখোর।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ ﷺ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

সহজ তরজমা

৫৬৫৪. আবু নুয়াইম রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে قَتَّاتٌ বাক্যে। কেননা এর অর্থ, চোগলখোর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম কিতাবুল ঈমানে, আবু দাউদ কিতাবুল আদাবে, তিরমিযি কিতাবুল বির-এ আর নাসায়ি কিতাবুত্ তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : نَمِيمٌ (চোগলখোরী) অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার লক্ষ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে পৌঁছানো। চোগলখোরী একটি জঘন্য কবিরা গুনাহ। এ থেকে সবারই বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

✪ কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কিতাবুল ঈমান পড়ুন!

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

৩২৩৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকো।' (সূরা হজ্জ-৩০)

(মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যকার সবই কবিরা গুনাহ।)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. عَنِ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.

সহজ তরজমা

৫৬৫৫. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী কাজ করা আর মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, আল্লাহর নিকট (রোযার নামে) তার পানাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ বাক্যে। কেননা এর অর্থ, যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করে না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫ ও পূর্বে ২৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, সকলেই কিতাবুস সওমে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করাই মূলত রোযা নয় বরং এর উদ্দেশ্য হল নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নফসে মুতমাইন্নায় বা প্রশান্ত আত্মায় রূপান্তরিত করা। গুনাহ পরিহার করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা।

بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

৩২৩৮. অনুচ্ছেদ : দ্বিমুখী লোক (মুনাফিক) সম্পর্কে হাদিস

দ্বিমুখী মুনাফিক লোক হল, যে ব্যক্তি (হক-বাতিল) উভয় দলে জড়িত থাকে অর্থাৎ ধর্মের থালা যে দলের পক্ষেই যায় তাদের পক্ষাবলম্বনে সে কথা বলে। সোজা কথায়—'স্বার্থের টান যে দিকে, তার মুখ সে দিকে'।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

সহজ তরজমা

৫৬৫৬. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে তুমি আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সামনে একরূপ নিয়ে আসত, আর ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিত।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫, পূর্বে ৪৯৬ হাদিসের মাঝে এবং সামনে ১০৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ সাথিকে মানুষের বলা কথা বলে

[অর্থাৎ নসিহতের উদ্দেশ্যে সাথিকে মানুষের সমালোচনা সম্পর্কে যথাযথ অবহিত করে।]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ﷺ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهٰذَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسٰى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

সহজ তরজমা

৫৬৫৭. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ (গনিমতের মাল) ভাগ করলেন। তখন আনসারদের মধ্যে থেকে এক (মুনাফিক) ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! এ কাজে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টি চাননি। তখন আমি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথার খবর দিলাম। এতে তাঁর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি বললেন : আল্লাহ মূসা আ.-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এ চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে; তবুও তিনি সবর করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি শিরোনামের অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা দিয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫, পূর্বে ৪৪৬ ও ৪৮৩, মাগাযিতে ৬২১ এবং সামনে ৯০১, ৯৩১ ও ৯৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪০০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : তার নাম ছিল মু'তাব ইবনে কুশাইর মুনাফিক। আল্লামা ওয়াকিদি রহ, এরূপই বলেছেন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

৩২৪০. অনুচ্ছেদ : কারো প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা প্রসঙ্গে

(কারো অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ।)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسٰى ﷺ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ. أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

সহজ তরজমা

৫৬৫৮. মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে আরেকজনের প্রশংসা করতে শোনলেন। আর সে তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করছিল। তখন তিনি বললেন : তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে, অথবা বললেন : লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। কেননা সে ব্যক্তি লোকটির এমন অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছে, যা তার ভিতর ছিল না। এতে লোকটি অভিভূত ও আত্মতৃপ্ত হয়েছে। ভেবেছে নিশ্চয় সে এমন লোক। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : 'তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে' যখন তোমরা তাকে তার মধ্যে অনুপস্থিত বিষয়ে প্রশংসায় অভিষিক্ত করলে। কেননা এটা তাকে কখনো আত্মপ্রসাদ ও অহঙ্কারে লিপ্ত করবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫ এবং পূর্বে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা হবে, তার মধ্যে দম্ভ-অহঙ্কার ও আত্মপ্রসাদের রোগ সৃষ্টি হবে। আর তা তার জন্য ধ্বংস ও পতনের কারণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا آدَمُ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنٰى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرٰى أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ . وَلَا يُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا . قَالَ وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ .

সহজ তরজমা

৫৬৫৯. আদম রহ. ... আবু বাকরা রাযি. থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এক ব্যক্তির আলোচনা উঠল। তখন একজন তার খুব প্রশংসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আফসোস তোমার প্রতি! তুমি তো তোমার সাথির গলা কেটে ফেললে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। (তারপর তিনি বললেন,) যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে—আমি তার সম্পর্কে এমন এমন ধারণা করি, যদি তার এরূপ হওয়ার কথা মনে করা হয়। তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী তো হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহর মোকাবিলায় কেউ কারো পবিত্রতা বর্ণনা করবে না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পূর্বের হাদিসের মতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫ এবং পূর্বে কিতাবুশ্ শাহাদাতে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أَثْنٰى عَلٰى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

৩২৪১. অনুচ্ছেদ : যে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী আপন মুসলিম ভাইয়ের প্রশংসা করে

(অর্থাৎ অতিরঞ্জন ছাড়া তার যতটুকু অবস্থা জানা আছে, ততটুকু প্রশংসা করা জায়েয।)

وَقَالَ سَعْدٌ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ

হযরত সা'দ রাযি. বলেন : আমি পৃথিবীতে বিচরণকারী কারো প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে 'সে জান্নাতী' বলতে শুনিনি। কেবল আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.-এর ব্যাপারে শুনেছি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

ব্যাখ্যা : হাদিসটি বুখারি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় কিতাবুল মুনাকিবে মুত্তাসিল সনদে গেছে। নাসরুল বারি-৭/৭৬৮-৭৬৯ দ্রষ্টব্য।

দুটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন : হযরত সাদ রাযি. জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করার উপর প্রশ্ন হতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আরো দশজনকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমনটি প্রসিদ্ধ রয়েছে।

জবাব : এর জবাব হল, সা'দ রাযি. ওই মশহুর হাদিসটি শুনেননি।

প্রশ্ন : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন : কেউ কেউ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.-ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের একজন। সুতরাং তারা এ সংখ্যা দশে সীমাবদ্ধ থাকেন না।

জবাব : এ প্রশ্নের একাধিক জবাব দেওয়া হয়। যথা,

১। কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা তার অধিক সংখ্যার প্রতিবন্ধক নয়।

২। অথবা তার দ্বারা সেই দশজন উদ্দেশ্য, যাদেরকে একসঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় হাসান, হুসাইন, তাদের মা জননী হযরত ফাতেমা রাযি. এবং উম্মুল মুমিনীনগণও সর্বসম্মতভাবে জান্নাতি। (উমদা)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৬৬০. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান সম্পর্কে [কঠিন শাস্তির কথা] যা বলার বললেন, তখন আবু বকর রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কখনো আমার লুঙ্গি এক দিক দিয়ে ঝুলে পড়ে। তিনি বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ বাক্যে। কেননা এতে আবু বকর রাযি.-এর এমন প্রশংসা আছে, যার ব্যাপারে তিনি জানেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫, পূর্বে ৫১৭, ৮৬০ ও ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} . وَقَوْلِهِ : {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ. وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ كَافِرٍ.

৩২৪২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন—যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। [সূরা নাহ্‌ল-৯০] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, **তোমাদের অনাচার তোমাদের উপরই পড়বে।** [সূরা ইউনুস-২৩] আল্লাহ অন্যত্র বলেন : **পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।** [সূরা হজ-৬০] **আর মুসলিম বা কাফিরের উপর অশ্লীলতা ছড়ানোর নিষেধাজ্ঞা**

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ، وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُورًا قَالَ، وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلَّا تَعْنِي تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ

সহজ তরজমা

৫৬৬১. হুমাইদি রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এত এত দিন এমন অবস্থায় গত করেছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হত তিনি যেন তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছেন, অথচ তিনি মিলিত হননি। আয়েশা রাযি. বললেন : এরপর তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা! আমি যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, সে ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমার নিকট দুই ব্যক্তি

আসল। একজন বসল আমার পায়ের কাছে ও আরেকজন শিয়রে। পায়ের কাছে বসা ব্যক্তি শিয়রে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তির অবস্থা কি? সে বলল, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তাঁকে কে জাদু করেছে? সে বলল, লাবিদ ইব্‌নে আ'সাম। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কিসের মধ্যে? বলল, নর খেজুর গাছের খোসার ভিতরে তাঁর চিরুনির একটুকরা ও আচড়ানো চুল ভরে দিয়ে 'যারওয়ান' কূপের মধ্যে একটা পাথরের নিচে রেখেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেখানে) গিয়ে দেখে বললেন : এটা সেই কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। সেখানের খেজুর গাছের মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা এবং সে কূপের পানি যেন মেহেদি নিংড়ানো পানি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তা কূপ থেকে বের করা হল। আয়েশা রাযি. বললেন, তখন আমি আরয করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন অর্থাৎ এটি প্রকাশ করলেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তো আমাকে শিফা দান করেছেন আর আমি মানুষের নিকট কারো কুকর্ম ছড়ানো পছন্দ করি না। আয়েশা রাযি. বলেন, লাবিদ ইব্‌নে আ'সাম ছিল ইহুদিদের মিত্র বনূ যুরাইকের এক ব্যক্তি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আয়াতের সাথে হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন :

وَجه الْمُطَابقَة بَين هٰذَا الحَدِيث وَبَين الْآيَات الْمَذْكُورَة أَن الله لما نهى عَن الْبَغي وَأعلم أَن ضَرَر الْبَغي يرْجِعُ إِلَى الْبَاغِي وَضمن النُّصْرَة لمن بُغي عَلَيْهِ كَانَ حق من بُغي عَلَيْهِ أَن يشْكر الله على إحسانه إِلَيْهِ بِأَن يعْفُو عَمَّن بغى عَلَيْهِ. أَلا يرى أَن النَّبِي ﷺ. كَيفَ ابْتُلِيَ بِالسحرِ وَلم يُعَاقب ساحره مَعَ قدرته على ذٰلِك. وَأما وَجه الْمُطَابقَة بَينه وَبَين التَّرْجَمَة الْأُخْرَى وَهِي قَوْله: (وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ) هُوَ من قَوْله: «وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا».

অর্থাৎ আয়াতের সাথে হাদিসের মিল হল, আল্লাহ তায়ালা অবাধ্যতা-অনাচার করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই এর অনিষ্ট অনাচারীর উপরে বর্তাবে। আর যার উপর অনাচার হয়েছে, তার প্রতি আল্লাহর নিশ্চয় সাহায্য হবে। যাতে সে মুক্তি দানের জন্য আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে।

আর শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ-এর সাথে হাদিসের মিল রয়েছে وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا বাক্যে। (উমদাতুল কারি-২২/১৩৫)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৫-৮৯৬, পূর্বে ৪৫০, ৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮ ও সামনে ৯৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৭/৩৮৮ পড়ুন।

بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

৩২৪৩. অনুচ্ছেদ : পরস্পর হিংসা করা ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন [বিদ্বেষ পোষণ]-এর নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

এবং আল্লাহ তায়ালার বাণী : আর (আশ্রয় প্রার্থনা করছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক-৫)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا. وَلَا تَجَسَّسُوا. وَلَا تَحَاسَدُوا. وَلَا تَدَابَرُوا. وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

সহজ তরজমা

৫৬৬২. বিশর ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুধারণা করা থেকে বিরত থাকো! কারো ব্যাপারে ধারণা করা সবচেয়ে মিথ্যা বিষয়; তোমরা দোষ

অন্বেষণ করো না, পরস্পর গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং একে অন্যের বিরোধে লিপ্ত হয়ো না বরং তোমরা সবাই [এক] আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا تَجَسَّسُوا। বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬ এবং সামনেও ৮৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوْا. وَلَا تَحَاسَدُوْا. وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

সহজ তরজমা

৫৬৬৩. আবুল ইয়ামান রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না ও পরস্পরে বিরুদ্ধাচরণ করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোনো মুসলমানের জন্য তিনদিনের বেশি তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়েয নয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا تَجَسَّسُوا। বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬ এবং সামনে ৮৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. وَلَا تَجَسَّسُوا. [الحُجُرَاتِ: ١٢]

৩২৪৪. অনুচ্ছেদ : হে ঈমানদারগণ। তোমরা বহু কুধারণা (অপবাদ আরোপ) থেকে বেঁচে থেকো। নিঃসন্দেহে কিছু কুধারণা পাপ এবং অন্যের দোষান্বেষণ (গোয়েন্দাগিরি) করো না

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا. وَلَا تَجَسَّسُوا. وَلَا تَنَاجَشُوا. وَلَا تَحَاسَدُوا. وَلَا تَبَاغَضُوْا. وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

সহজ তরজমা

৫৬৬৪. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকো। কারণ, অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষান্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না বরং সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আয়াতের সাথে হাদিসের মিল হল, হিংসা-বিদ্বেষ নিশ্চয় কুধারণা থেকেই জন্মে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬, পূর্বে ৭৭২ ও সামনে ৯৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ

৩২৪৫. অনুচ্ছেদ : যেসব ধারণা বৈধ (জায়েয)

ব্যাখ্যা : অনুচ্ছেদের শিরোনামে এখানে বিভিন্ন অনুলিপি আছে। ভারতীয় ছাপায় مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ আছে। [যেমনটি লিখা হয়েছে।] কিন্তু কাশমিহিনি সূত্রে আবু যারের অনুলিপিতে আছে, مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, হাদিসের বাচনভঙ্গি হিসেবে আবু যারের বর্ণনাটিই অধিক উপযোগী।

(কাস্তালানি, উমদাতুল কারি-২২/১৩৮)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا. قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

সহজ তরজমা

৫৬৬৫. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না। রাবী লাইছ বর্ণনা করেন যে, এ দুই ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : অনেকে বলেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের কোনো মিল নেই। কেননা শিরোনামে الظَّنّ সাব্যস্ত করা হয়েছে আর হাদিসে الظَّنّ কে নফি/ নাকচ করা হয়েছে।

এর জবাব হল— হাদিসে নেতিবাচক ধারণার নফি/ নাকচ করা হয়েছে, মূল ধারণার নফি/ নাকচ করা হয়নি। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬ ও পূর্বে ৮৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحيَى ابْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

৫৬৬৬. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইছ আমাদের কাছে উক্ত হাদিস বর্ণনা করেন। (এতে রয়েছে,) আয়েশা রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে বললেন : হে আয়েশা! অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন—যার উপর আমরা রয়েছি—সে সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : উপরের হাদিসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬ এবং পূর্বে ৮৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

৩২৪৬. অনুচ্ছেদ : মুমিন নিজের পাপ গোপন করা প্রসঙ্গে

(অর্থাৎ মুমিনের দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তা গোপন রাখা।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

সহজ তরজমা

৫৬৬৭. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এটাও গুনাহ প্রকাশ করা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল, এরপর সকাল করল। আর তা আল্লাহ গোপন রাখলেন; কিন্তু সে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর পর্দা খুলে ফেলল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : কেউ কেউ বলেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল নেই। কেননা শিরোনামটি প্রণীত হয়েছে মুমিন আপন পাপ গোপন করা প্রসঙ্গে আর হাদিসে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মুমিনের পাপ গোপন রাখার বিষয়।

এর জবাব হল : মুমিনের নিজ পাপ গোপন করার জন্য আল্লাহ তায়ালার গোপন করা জরুরি। যে পাপ করে আবার তা প্রকাশ করে, সে আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে। সুতরাং তা গোপন হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছে লজ্জিত ও লোকলজ্জার ভয়ে গোপন করতে চায়, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তা গোপন থাকবে। (উমদা) অর্থাৎ হাদিস শরিফে যে ব্যক্তি নিজের গুনাহ মানুষের কাছে প্রকাশ করে, তার সুস্পষ্ট নিন্দা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা মুমিনের নিজের অবস্থা গোপন করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ভারতীয় সংস্করণে مِنَ الْمُجَاهَرَةِ-এর স্থলে مِنَ الْمَجَانَةِ আছে। এক্ষেত্রে অনুবাদ হবে, এটাও ধৃষ্টতা ও লাম্পট্য। নিঃসন্দেহে গুনাহ করা অন্যায়-অপরাধ; কিন্তু গুনাহ প্রকাশ ও প্রচার করা বড় অন্যায়। পাপের প্রচার গুরুতর অপরাধ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ

সহজ তরজমা

৫৬৬৮. মুসাদ্দাদ রহ. ... সাফওয়ান ইব্‌নে মুহরিয রহ. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইব্‌নে উমর রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি 'নাজওয়া' (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দার মধ্যে গোপন আলোচনা)

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কি বলতে শুনেছেন? বললেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের এক ব্যক্তি তোমাদের রবের এমন নিকটবর্তী হবে যে, তিনি তাঁর উপর তাঁর নিজস্ব পর্দা ঢেলে দিয়ে দু'বার জিজ্ঞাসা করবেন : তুমি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এমন এমন কাজ করেছিলে? সে বলবে, হাঁ। এভাবে তিনি তার স্বীকারোক্তি নিবেন। এরপর বলবেন : আমি দুনিয়াতে তোমার এগুলো ঢেকে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এসব গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল নেই। কেননা শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে 'মুমিন আপন পাপ গোপন করা প্রসঙ্গ' আর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মুমিনের পাপ গোপন রাখার বিষয়।

আমি উত্তরে বলব : আল্লাহ তায়ালার গোপন করা মুমিন নিজের পাপ গোপন করতে পারার জন্য শর্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬, পূর্বে ৩৩০, ৬৮৭, সামনে ১১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/২৯৫ এবং নাসরুল বারি-৬/৩৩৯ 'উদ্দেশ্য' অবশ্যই পড়ুন!

بَابُ الْكِبْرِ

৩২৪. অনুচ্ছেদ : অহঙ্কার সম্পর্কে

وَقَالَ مُجَاهِدٌ {ثَانِيَ عِطْفِهِ} مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ عِطْفُهُ رَقَبَتُهُ

আর মুজাহিদ রহ. বলেন : ثَانِيَ عِطْفِهِ (সূরা হজ-৯)-এর মর্মার্থ, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, মনে মনে নিজেকে বড় জ্ঞানকারী। عِطْفُهُ অর্থ رَقَبَتُهُ (তার ঘার/ কাঁধ)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

এ অনুচ্ছেদ اَلْكِبْرُ (অহংকার)-এর নিন্দা প্রসঙ্গে। اَلْكِبْرُ শব্দটির কাফে যের, বা-সাকিন। এটা আত্মপ্রসাদের পরিণতি। এ অহংকারের কারণে অসংখ্য আলেম, আবেদ, যাহেদ ও দুনিয়াবিরাগী লোক পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। (উমদা)

عِطْفٌ : অর্থ– ঘার, পার্শ্বদেশ, শরীরের যে অংশ ঘুরানো যায়। এর বহুবচন اَعْطَافٌ। যেমন, حِبْلٌ-এর বহুবচন اَحْبَالٌ। بَاب ضَرَبَ হতে ইসমে ফায়েলের ছিগাহ। অর্থ, যে ঘুরায়। এখন মর্মার্থ হবে– যে দাম্ভিকতার সঙ্গে নিজের ঘার ঘুরিয়ে নেয়, অহঙ্কারের সাথে পার্শ্বদেশ ফিরিয়ে নেয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

সহজ তরজমা

৫৬৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে কাসির রহ. ... হারিসা ইব্‌নে ওহাব খুযায়ি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদের জান্নাতিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হলেন) ওই সকল লোক, যারা অসহায় এবং যাদেরকে হীন মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বসে, তাহলে তা তিনি নিশ্চয় পূরণ করে দিবেন। আমি কি তোমাদের জাহান্নামিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হল, রূঢ়স্বভাব, কঠিনহৃদয় ও দাম্ভিক। মুহাম্মদ ইব্‌নে ঈসা রাযি. সূত্রে আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনাবাসীদের কোনো এক দাসীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। আর তিনি তার সাথে চলে যেতেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৬-৮৯৭, পূর্বে ৭৩১, এবং সামনে ৯৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْهِجْرَةِ

৩২৪৮. অনুচ্ছেদ : মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে

وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইকে তিনদিনের অধিককাল দূরে সরিয়ে রাখা, সম্পর্কচ্ছেদ রাখা জায়েয নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ، هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ، أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هٰذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذُرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ادْخُلُوا قَالُوا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

সহজ তরজমা

৫৬৭০. আবুল ইয়ামান রহ. ... আওফ ইব্‌নে মালিক ইব্‌নে তুফায়ল রাযি. আয়েশা রাযি.-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত। আয়েশা রাযি.-কে অবহিত করা হল যে, তাঁর কোনো বিক্রির বা দান করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবাইর বলেছেন : আল্লাহর কসম! আয়েশা রাযি. অবশ্যই বিরত থাকবেন, নতুবা আমি নিশ্চয় তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি তিনি এ কথা বলেছেন? তারা বললেন, হাঁ। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আমার উপর মানত [শপথ] করে নিলাম যে, আমি ইব্‌নে যুবাইরের সাথে আর কখনো কথা বলব না। যখন এ বর্জনকাল দীর্ঘ হল, তখন ইব্‌নে যুবাইর রাযি. আয়েশা রাযি.-এর নিকট সুপারিশ পাঠালেন। তখন তিনি বললেন– না, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে আমি কখনো কোনো সুপারিশ গ্রহণ করব না। আর আমার মানতও ভঙ্গ করব না। এভাবে যখন ব্যাপারটা ইব্‌নে যুবাইর রাযি.-এর

জন্য দীর্ঘ হতে লাগল, তখন তিনি জুহ্রা গোত্রের দু'ব্যক্তি মিসওয়ার ইব্‌নে মাখরামা এবং আব্দুর রহমান ইব্‌নে আসওয়াদ ইব্‌নে আবদে ইয়াগুসের সাথে আলোচনা করলেন। তিনি তাদের দুজনকে বললেন : আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, তোমরা দুজন (যেভাবে হোক) আমাকে আয়েশা রাযি.-এর কাছে নিয়ে যাও। কারণ আমার সাথে তাঁর বিচ্ছিন্ন থাকার মানত জায়েয নয়। তখন মিসওয়ার রাযি. ও আব্দুর রহমান রাযি. উভয়ে চাদর দিয়ে ইব্‌নে যুবাইরকে জড়িয়ে নিয়ে এলেন এবং উভয়ে আয়েশা রাযি.-এর কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন : আসসালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আমরা কি ভিতরে আসতে পারি? আয়েশা রাযি. বললেন : আপনারা ভিতরে আসুন। তাঁরা বললেন : আমরা সবাই? তিনি বললেন, হাঁ! তোমরা সবাই প্রবেশ করো! তিনি জানতেন না যে, এঁদের সঙ্গে ইব্‌নে যুবাইর রয়েছেন। তাই যখন তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন ইব্‌নে যুবাইর পর্দার ভিতর ঢুকে গেলেন এবং আয়েশা রাযি.-কে জড়িয়ে ধরে, তাঁকে আল্লাহর কসম দিতে লাগলেন এবং কাদতে আরম্ভ করলেন। তখন মিসওয়ার রাযি. ও আব্দুর রহমান রাযি.-ও তাকে আল্লাহর কসম দিতে আরম্ভ করলেন। তখন আয়েশা রাযি. ইব্‌নে যুবাইর রাযি.-এর সাথে কথা বলেন ও তার ওজর কবুল করে নেন। আর তাঁরা বলতে লাগলেন : আপনি তো নিশ্চয় জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্ক বর্জন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। যখন তারা আয়েশা রাযি.-কে বেশি বেশি বুঝাতে ও চাপ দিতে লাগলেন, তখন তিনিও তাদের বুঝাতে ও কাদতে লাগলেন। বললেন : আমি মানত করে ফেলেছি। আর মানত তো শক্ত ব্যাপার। কিন্তু তারা একাধারে চাপ দিতেই থাকলেন। অবশেষে তিনি ইব্‌নে যুবাইর রাযি.-এর সাথে কথা বলে ফেললেন আর তার মানতের জন্য (কাফফারা স্বরূপ) চল্লিশজন গোলাম আযাদ করে দিলেন। এর পরে যখনই তিনি তাঁর মানতের স্মরণ করতেন, তখন তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– হাদিসটিতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আয়েশা রাযি. হযরত যুবাইর রাযি.-কে তিন দিনের অধিক দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৭ এবং পূর্বে ৪৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

সহজ তরজমা

৫৬৭১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা করো না এবং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকো না। আর তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৭ এবং পূর্বে ৮৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".

সহজ তরজমা

৫৬৭২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে—দুজনের সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে; অন্যজন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৭, পূর্বে ৮৯৭, সামনে ৯২১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদে ইসতিযান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

৩২৪৯. অনুচ্ছেদ : অবাধ্য (পাপাচারী)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً

হযরত কাব ইবনে মালেক রাযি. বলেন : যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পিছনে থেকে গিয়েছিলেন (তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে বারণ করে দিলেন। আর তিনি (সালাম ও কথাবার্তা ত্যাগের সময়ের ব্যাপারে) পঞ্চাশ দিনের কথা বলে ফেলেন।

ব্যাখ্যা : বুঝা গেল, পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত মাসয়ালার সম্পর্ক দুনিয়াবি আচার-ব্যবহারে প্রাপ্ত কষ্ট-অসন্তোষ। এজন্য কারো সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন ও বয়কট করা নাজায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنِّي لأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

সহজ তরজমা

৫৬৭৩. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমার রাগ-খুশি দুটোই বুঝতে পারি। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তা কিভাবে বুঝেন!? তিনি বললেন : যখন তুমি খুশি থাক তখন তুমি বল, হাঁ! মুহাম্মদের রবের কসম! আর যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন তুমি বল-—না, ইবরাহিমের রবের কসম! আয়েশা রাযি. বললেন, আমি বললাম, হাঁ! আমি তো শুধু আপনার নামটিই বর্জন করি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلاَّ اسْمَكَ বাক্যে। আর এটা জায়েয পরিহার।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৭-৮৯৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ফাযাইল অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : কেউ বলতে পারেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ক্রুদ্ধ হওয়া তো মহা পাপ। তবে হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কিভাবে রাগ করলেন?

জবাব : এর জবাবে বলা হয়, নারীর জন্মগত আত্মমর্যাদা বোধই হযরত আয়েশা রাযি. কে এ কাজে উৎসাহিত করেছিল। বস্তুত এটা আন্তরিক ভালবাসার ফল। কাজেই তাঁর এ রাগ আদতে সে ধরনের রাগ-ক্রোধ ও বিদ্বেষ নয়, যার পর ক্ষমা চাইতে হয়। হযরত আয়েশা রাযি.-এর উক্তিই তার প্রমাণ। তিনি বলেছেন, 'আমি কেবল আপনার নামটিই পরিহার করি'। অন্যথায় বাস্তবে তার হৃদয়-মন ছিল নবীর ভালবাসায় টইটুম্বুর। (কাস্তালানি)

بَابٌ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

৩২৫০. অনুচ্ছেদ : আপন বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য কি প্রত্যহ বা সকাল-সন্ধ্যা যেতে পারবে?

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَ إِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ.

সহজ তরজমা

৫৬৭৪. ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা ও লাইছ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বুঝ হওয়ার পর থেকেই আমি আমার বাবা-মাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্তই পেয়েছি। আমাদের উপর এমন কোনো দিন গত হত না, যে দিনের উভয় প্রান্তে সকালে ও বিকেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন না। একদা ঠিক দুপুর বেলা আমরা আবু বকর রাযি.-এর কক্ষে বসা ছিলাম। একজন বলে উঠলেন : এই যে রাসূলুল্লাহ ﷺ! তিনি এমন সময় এলেন, যে সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবু বকর রাযি. বললেন : তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ মুহূর্তে নিয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাকে মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৮, পূর্বে ৬৮, ২৮৭, ৩০১, ৩০৭, ৫৫২, ৫৮৭ ও ৮৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ الزِّيَارَةِ، وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

৩২৫১. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাতের বৈধতা প্রসঙ্গে এবং যে ব্যক্তি মানুষের সাক্ষাতে গিয়ে সেখানে আহার করে

(অর্থাৎ মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমনের বৈধতা প্রসঙ্গে। আর সাক্ষাতের জন্য গিয়ে সেখানে আহার বস্তুত তাদের মধ্যে প্রবল ভালবাসা ও সুসম্পর্ক থাকার প্রমাণ।)

وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ عِنْدَهُ

হযরত সালমান ফার্সি রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে হযরত আবু দারদা রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন এবং তাদের কাছে আহারও করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৬৭৫. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারির পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। এরপর তিনি তাদের ওখানে খাবার খেলেন। এরপর যখন তিনি বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করলেন, তখন ঘরের মধ্যে একস্থানে (নামাযের জন্য) বিছানা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর জন্য পানি ছিটিয়ে একখানা চাটাই বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তিনি এর উপর নামায আদায় করলেন এবং তাদের জন্য দুয়া করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৮ এবং পূর্বে ৯২ ও ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

৩২৫২. অনুচ্ছেদ : প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সজ্জিত হওয়া প্রসঙ্গে

(বিদেশি কোনো প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে এলে তাদের উদ্দেশ্যে উন্নত পোশাক পরিধান করা।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا الإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ ﷺ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِ هٰذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَمَضَى فِي ذٰلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهٰذَا الْحَدِيثِ

সহজ তরজমা

৫৬৭৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে আবু ইসহাক রহ. হতে বর্ণিত। সালিম ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইস্তাবরাক কী? আমি বললাম, মোটা ও সুন্দর রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমরকে বলতে শুনেছি, উমর রাযি. এক ব্যক্তির গায়ে মোটা সুন্দর এক জোড়া রেশমী কাপড় দেখলেন। তখন তিনি সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটি কিনে নিন। যখন আপনার নিকট কোনো প্রতিনিধি দল আসবে, [তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য] তখন আপনি এটি পরবেন। তিনি বললেন, রেশমী বস্ত্র শুধু মাত্র ওই ব্যক্তিই পরতে পারে, যার [পরকালে] কোনো অংশ নেই। এরপর বেশ কিছুদিন গত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর রাযি.-এর নিকট এরূপ এক জোড়া কাপড় পাঠালেন। তখন তিনি সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বললেন : আপনি এটা আমার নিকট পাঠালেন, অথচ নিজেই এ জাতীয় কাপড় সম্পর্কে যা বলার তা বলেছিলেন। তিনি বললেন : আমি তো এটা কেবল এজন্য তোমাকে পাঠিয়েছি, যেন তুমি এর বিনিময়ে কোনো মাল সংগ্রহ করতে পার। এ হাদিসের প্রেক্ষিতে ইব্‌নে উমর রাযি. কারুকার্য খচিত কাপড় পরতে অপছন্দ করতেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اِشْتَرِ هٰذِهٖ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৮, পূর্বে ১২১, ১৩০, ২৮৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৪২৯, ৮৬৮ ও ৮৮৫ পৃষ্ঠায়।

بَابُ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

৩২৫৩. অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও পারস্পরিক চুক্তির বর্ণনা

(الْإِخَاءِ : শব্দটির হামযায় যের হবে। অর্থ, পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।)

وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.

আবু জুহাইফা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ও আবু দারদা রাযি.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বলেন : আমরা মদিনায় এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ও সাদ ইবনে রাবী এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

সহজ তরজমা

৫৬৭৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। আব্দুর রহমান ইব্‌নে আওফ রাযি. [মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায়] আমাদের নিকট এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্‌নে রবি'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। তারপর [আব্দুর রহমান ইব্‌নে আওফ রাযি. বিবাহ করলেন] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি ওলিমা [বৌভাত] করো অন্তত একটি বকরি দিয়ে হলেও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৮, পূর্বে ২৭৫, ৩০৬, ৫৩৩, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৬১, ৭৫৯ ও ৭৭৭ পৃষ্ঠায়।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৭/৮৬৩ 'দুবার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন' শীর্ষক আলোচনা পড়ুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ : قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي.

সহজ তরজমা

৫৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে সাব্বাহ রহ. ... আসিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি কি জানেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, ইসলামে প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক নেই? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমার ঘরে বসেই কুরাইশ আর আনসারদের মধ্যে পরস্পর প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন করেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ বাক্যে সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৮, পূর্বে ৩০৬ এবং সামনে ১০৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হযরত আনাস রাযি.-এর উক্তি 'ইসলামে প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক নেই'-এর মর্ম হল, সাধরণভাবে প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক নিষিদ্ধ নয়। তবে জাহিলি যুগে যে প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক ছিল, তা ইসলামে নেই। আর ইসলামে এ সম্পর্কের কোনো প্রয়োজনও নেই। কেনান ইসলাম পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সাহায্য-সহায়াতার এমন প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছে, এরপর জাহিলি যুগের মতো পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

জাহিলি যুগে আরব গোত্রগুলো নিজের শত্রু গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে সাহায্যের জন্য একে অন্যের সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করে নিত। যে দুই গোত্রের মাঝে চুক্তি স্থাপিত হত, তাদেরকে পরস্পরের হালিফ/ মিত্র বলত। সুতরাং আল্লামা আইনি রহ. বলেন : قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ এবং لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ-এর মাঝে কোনো পার্থক্য ও বিরোধ নেই। কেননা নিষিদ্ধ হল, জাহিলি যুগের মৈত্রীচুক্তি; কিন্তু পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুপ্রমাণিত।

بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

৩২৫৪. অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি ও হাসির বৈধতা প্রসঙ্গে

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَحِكْتُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

ফাতেমা রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন। আমি হেসে ফেললাম। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই হাসান এবং কাঁদান।

শব্দ বিশ্লেষণ

التَّبَسُّم : বিস্ময়ের সময় নিঃশব্দে দাঁত প্রকাশ পাওয়া। কিন্তু যদি সশব্দে দাঁত প্রকাশ পায়, তবে হয়তো পাশের লোক তা শুনতে পাবে অথবা শুনতে পাবে না। শুনতে পেলে তাকে বলে الْقَهْقَهَةُ—অট্টহাসি।

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ. وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

সহজ তরজমা

৫৬৭৯. হিব্বান ইব্‌নে মূসা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রিফায়া কুরাযী রাযি. তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং অকাট্য (তিন) তালাক দেন। এরপর আব্দুর রহমান ইব্‌নে যাবীর রাযি. তাকে বিয়ে করেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি রিফায়ার কাছে ছিলেন। রিফায়া তাকে শেষ তিন তালাক দিয়ে দেন আর তাকে আব্দুর রহমান ইব্‌নে যাবীর বিয়ে করেন। আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কাছে তো শুধু এ কাপড়ের মতো রয়েছে। (এটা বলে) তিনি তাঁর ওড়নার আচল ধরে উঠালেন। রাবী বলেন,

তখন আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। আর সাঈদ ইব্‌নে আসও ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হুজরার দরজার কাছে বসা ছিলেন। তখন সা'দ রাযি. আবু বকর রাযি.-কে উচ্চঃস্বরে ডেকে বললেন : হে আবু বকর আপনি এ নারীকে কেন ধমক দিচ্ছেন না, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে (প্রকাশ্যে) এসব কথাবার্তা বলছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল মুচকি হাসছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সম্ভবত তুমি আবার রিফায়া রাযি.-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। তা হবে না! যতক্ষণ না তুমি তার এবং সে তোমার মিলনস্বাদ গ্রহণ করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৮-৮৯৯, পূর্বে ৩৫৯, ৭৯৩, ৭৯২, ৮০১, ৮৬২ ও ৮৬৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.

সহজ তরজমা

৫৬৮০. ইসমাঈল রহ. ...... সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট [প্রবেশের] অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে কুরাইশদের ক'জন নারী প্রার্থনা করছিলেন এবং [রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে যে খরচ দিতেন] তা বাড়ানোর আবেদন করছিলেন। তাদের আওয়াজ তাঁর আওয়াজের উপর চড়া ছিল। যখন উমর রাযি. অনুমতি চাইলেন, তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমিত দেওয়ার পর যখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসছিলেন। উমর রাযি. বললেন : আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট যেসব নারী ছিলেন, তাদের প্রতি আমি বিস্মিত যে, তাঁরা তোমার শব্দ শোনা মাত্র তড়িৎ পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। উমর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের ভয় করার জন্য আপনিই অধিক যোগ্য ছিলেন। এরপর তিনি নারীদের লক্ষ্য করে বললেন, হে নিজের জানের দুশমনরা! তোমরা কি আমাকে ভয় কর আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় কর না? তাঁরা জবাব দিলেন : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক বেশি কঠিন ও কঠোর ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইব্‌নে খাত্তাব! শোনো, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যখন শয়তানও পথ চলতে তোমার সম্মুখীন হয়, সে-ও তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৯, পূর্বে ৪৬৫ ও ৫৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা হযরত উমর রাযি.-এর ফযিলত প্রমাণিত হয়েছে। কতক বর্ণনায় আছে, হযরত উমর রাযি.-কে দেখে শয়তান পলায়ন করে। এখন আর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, উমর রাযি.-এর মর্যাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর চলে গেল। কেননা এটা একটি বিশেষ ঘটনা। তাছাড়া চোর-ডাকাত পুলিশকে যত ভয় করে, শাসককে তত ভয় করে না।

✪ এ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৪০১ দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا نَبْرَحُ، أَوْ نَفْتَحَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَغَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ بِالْخَبَرِ.

সহজ তরজমা

৫৬৮১. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে [অবরোধ করে] ছিলেন, তখন একদিন তিনি বললেন : ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক'জন সাহাবি বললেন, আমরা তায়েফ জয় না করা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে ভোর হলেই তোমরা যুদ্ধে নেমে পড়ো। রাবী বলেন, সকাল হতেই সাহাবিগণ তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং প্রচুর লোক আহত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে যাব এবং তারা সবাই নীরব রইলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। হুমাইদি রহ. বলেন, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা রহ. পূর্ণ সনদ 'খবর' শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ বাক্যে। এখানে তাঁর হাসি ছিল বিস্ময়বোধক।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৯ এবং পূর্বে মাগাযিতে ৬১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ গাযওয়ায়ে তায়েফের জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৯১ 'তায়েফ যুদ্ধ' পড়ুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا

সহজ তরজমা

৫৬৮২. মূসা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রমাযানের দিনে আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন : তুমি একটি গোলাম আযাদ করে দাও। সে বলল, আমার গোলাম নেই। তিনি বললেন, তাহলে একাধারে দু'মাস রোযা পালন কর। সে বলল, এতেও আমি সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও। সে বলল, এরও আমার সামর্থ নেই। তখন এক ঝুড়ি খেজুর আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন, প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কোথায়? এটি নিয়ে সদকা করে দাও! লোকটা বলল, আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্থ আর কে? আল্লাহর কসম! মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থলে এমন কোনো পরিবার নেই, যে আমাদের চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্থ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল এবং তিনি বললেন : তবে এখন এটা তোমরাই খেয়ে নাও।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৯, পূর্বে ২৫৯, ২৬০, ৩৫৪ ও ৮০৮ এবং সামনে ৯১০, ৯৯২, ৯৯৩ ও ১০০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৫০৫ 'উদ্দেশ্য' দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ : وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً قَالَ أَنَسٌ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

সহজ তরজমা

৫৬৮৩. আব্দুল আযিয ইব্নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে চলছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানি চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদরটি ধরে ভীষণ জোরে টান দিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম, জোড়ে চাদরটি টানার ফলে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। এরপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে আল্লাহর দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা হতে আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দাও। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ফিরে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَضَحِكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৮৯৯-৯০০ এবং পূর্বে ৪৪৬, ৮৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ قَيْسٍ. عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ. وَلَا رَآنِي الَا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

সহজ তরজমা

৫৬৮৪. ইব্নে নুমায়র রহ. ... জারির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কাছে যেতে বাঁধা দেননি। তিনি আমাকে দেখতেই আমার সামনে মুচকি হাসি হাসতেন। একদিন আমি অভিযোগ করে বললাম, আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে আকড়ে থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত রেখে দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে দৃঢ়চিত্ত করে দিন! হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০, পূর্বে ৪২৪, ৪২৬, ৪৩৩, ৫৩৯, ৬২৪ ও ৯৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ.

সহজ তরজমা

৫৬৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... যয়নব বিনতে উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার উম্মে সুলাইম রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষ হলে তাদেরও কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : হাঁ! যদি সে পানি [বীর্য] দেখতে পায়। তখন উম্মে সালামা রাযি. হেসে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, নারীরও কি স্বপ্নদোষ হতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা না হলে সন্তানের মধ্যে সাদৃশ্য হয় কিভাবে?

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০ এবং পূর্বে ২৪, ৪২ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য জন্য নাসরুল বারি-২/২৪১ দেখুন!

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرٌو. أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ

সহজ তরজমা

৫৬৮৬. ইয়াহইয়া ইব্‌নে সুলাইমান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে মুখ ভরে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর আলা জিহবা দেখা যেত। তিনি তো মুচকি হাসতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০ এবং পূর্বে ৭১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ. أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا. وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ. أَوْ ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ. عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا. وَلَا يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.

সহজ তরজমা

৫৬৮৭. মুহাম্মদ ইব্নে মাহবুব ... ও খলিফা রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জুমার দিন মদিনায় আসল, যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বলল, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে আপনি বৃষ্টিপাতের জন্য আপনার রবের নিকট দুয়া করুন। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তখন আমরা আকাশে কোনো মেঘ দেখছিলাম না। সুতরাং তিনি বৃষ্টিপাতের জন্য দুয়া করলেন। ফলে এক মেঘ খণ্ড আরেক মেঘ খণ্ডের সাথে মিলিত হতে লাগল। এরপর [প্রচুর] বৃষ্টিপাত হল। এমনকি মদিনার নালাগুলি প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর ক্রমাগত পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকল, মাঝে আর বিরতি হয়নি। পরবর্তী জুমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন ওই ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো ডুবে গেছি। আপনি আপনার রবের কাছে দুয়া করুন, যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং দু'বার অথবা তিনবার দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! (বৃষ্টি) আশেপাশে নিয়ে যান, আমাদের উপর নয়। তখন মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মদিনার আশেপাশে বর্ষণ করতে লাগল। আমাদের উপর আর বর্ষিত হল না। এটা আল্লাহ মানুষকে তাঁর রাসূল ﷺ-এর মুজিযা ও তাঁর দুয়া কবুল হওয়ার নির্দেশ দেখালেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَضَحِكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০ এবং পূর্বে ১২৭, ১২৭, ১৩৭ ও ১৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-৪/১৩৬ দেখুন!

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. [التوبة : ١١٩] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

৩২৫৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকো।' (সূরা তওবা-১১৯) এবং মিথ্যা বলার নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»

সহজ তরজমা

৫৬৮৮. উসমান ইবনে আবু শাইবা রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্য নেকির দিকে পরিচালিত করে আর নেকি জান্নাতের দিকে পৌছায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে ছিদ্দিক এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহা মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : উক্ত আয়াতে কারিমার সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেননা হাদিসে বলা হয়েছে, সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। আর আয়াতেও সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফে كِتَابُ الْأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"

সহজ তরজমা

৫৬৮৯. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের পরিচয় তিনটি। (১) যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। (২) যখন সে ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে। (৩) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন সে তাতে খিয়ানত করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ وَمَا يُنْهٰى عَنِ الْكَذِبِ-এর সাথে হাদিসের মিল كَذِبَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০ এবং পূর্বে ১০ ও ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৮৬ ও ২৮৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي. قَالاَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ. يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ. فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

সহজ তরজমা

৫৬৯০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ... সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আজ রাতে [স্বপ্নে] দুজন লোক [হযরত জিবরীল আ. ও মিকাঈল আ.]-কে দেখলাম আমার নিকট এলেন। তাঁরা বললেন, আপনি যাকে "চোয়াল চিরা হচ্ছিল" দেখেছেন, সে ছিল মস্ত বড় মিথ্যাবাদী—সে একটি মিথ্যা কথা বলে দিত আর তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। কাজেই তার সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ (শাস্তি প্রয়োগ) করা হবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০ এবং পূর্বে ১৮৫, ২৭৯ ও ২৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الْهَدْيِ الصَّالِحِ

৩২৫৬. অনুচ্ছেদ : উত্তম স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمُ الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ شَقِيقًا. قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ﷺ. يَقُولُ: «إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. لاَبْنُ أُمِّ عَبْدٍ. مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ. لاَ نَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلاَ»

সহজ তরজমা

৫৬৯১. ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চাল-চলনে, রীতি-নীতিতে ও স্বভাব-চরিত্রে যার সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্য বিদ্যমান, তিনি হলেন ইবনে উম্মে আব্‌দ। যখন তিনি নিজ ঘর থেকে বের হন, তখন থেকে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত এ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে তিনি একাকী নিজ গৃহে কিরূপ ব্যবহার করেন, তা আমরা জানি না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে وَقَدْرًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০০-৯০১ এবং পূর্বে ৫৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِقٍ، سَمِعْتُ طَارِقًا، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ».

সহজ তরজমা

৫৬৯২. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম চরিত্র হল মুহাম্মদ ﷺ-এর চরিত্র।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১, পূর্বে সামনে ১০৮০-১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى

৩২৫৭. অনুচ্ছেদ : ধৈর্যধারণ ও কষ্ট দেওয়া প্রসঙ্গে

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. [الزمر : ١٠]

আল্লাহর বাণী : নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরস্কার পরিপূর্ণ দেওয়া হবে। (সূরা যুমার-১০)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ، أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৬৯৩. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কষ্টের কথা শোনার পর আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোনো কিছু নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে। এরপরও তিনি তাদের বিপদ মুক্ত রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى বাক্যে। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে 'সবর' অর্থ 'সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা'। অর্থাৎ শাস্তির উপযুক্ত লোকের উপর শেষ কাল পর্যন্ত আজাব বিলম্বিত করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১ এবং সামনে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقًا، يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ : قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : وَاللهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، قُلْتُ : أَمَا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قَالَ : «قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ

সহজ তরজমা

৫৬৯৪. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের মাল বন্টন করলেন। তখন এক আনসারি ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! এ বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। তখন আমি বললাম, জেনে রেখো! আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলব। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবিগণের মধ্যে ছিলেন, এজন্য কথাটা তাঁর কাছে চুপে চুপে বললাম। কথাটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ভারি কষ্টদায়ক হল। তাঁর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি এতই রাগান্বিত হলেন যে, আমি ভাবলাম, হায়! যদি আমি তাঁর কাছে এ খবর না দিতাম, তবে কত ভালো হত! এরপর তিনি বললেন : মূসা আ.-কে নিশ্চয় এর চেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাতেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১ এবং পূর্বে ৪৪৬, ৪৮৩, ৬২১ ও ৮৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالعِتَابِ

৩২৫৮. অনুচ্ছেদ : যে কারো মুখোমুখী তিরস্কার করা না

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. عَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ. فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ. فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ. وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً»

সহজ তরজমা

৫৬৯৫. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কোনো কাজ করলেন এবং অন্যদের তা করার অনুমতি দিলেন। তথাপি একদল লোক তা থেকে বিরত রইল। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন, কিছু লোকের কি হয়েছে! তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং আমি তাঁকে তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভয় করি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, শিরোনামটি ছিল 'কারো মুখোমুখী তিরস্কার না করা' প্রসঙ্গে। আর হাদিসটিও বর্ণিত হয়েছে 'মুখোমুখী না হয়ে অনির্দিষ্টভাবে কতক লোকের তিরস্কার' সম্পর্কে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দিষ্ট করে 'অমুক অমুকের কি হয়েছে' বলে তাদের তিরস্কার করেন নি বরং তিনি গণসমাবেশে জনসম্মুখে ব্যাপকভাবে বলেছেন, লোকদের কি হলো!

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১, সামনে الإعْتِصَام অধ্যায়ে ১০৮৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফ ও নাসায়ির عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এ বর্ণিত হয়েছে। فَضَائِلُ النَّبِيِّ ﷺ

ব্যাখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. লিখেছেন : وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّمَا كَانَ لَا يواجه النَّاس بالعتاب إِذا كَانَ فِي خَاصَّة نَفسه: كالصبر على جهل الْجُهَّال وجفاء الْأَعْرَاب الخ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট পেলে তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন। যেমন : পিছনে বলা হয়েছে, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাদর ধরে এত জোরে টান দিয়েছিল যে, তাঁর পবিত্র শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ধৈর্য ধারণ করেছেন। কিন্তু যখন দীন-ধর্মের সাথে জড়িত কোনো বিষয় হত, তখন তিনি চুপ থাকতেন না বরং তাকে তিরস্কার এবং অবশ্যই সতর্ক করতেন। (উমদা-২২/১৫৬)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ. قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ».

সহজ তরজমা

৫৬৯৬. অবদান রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দানশীন কুমারীদের চেয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারায়ই এর আভাস পেয়ে যেতাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অত্যাধিক লজ্জাশীলতার কারণে কাউকে মুখোমুখী তিরস্কার করতে পারতেন না। কোনো অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাঁর চেহারা মোবারকে তা ফুটে উঠত। আর কখনো তিরস্কার করলেও কাউকে নির্দিষ্ট করে তিরস্কার করতেন না বরং তাঁর তিরস্কার ছিল ব্যাপক। আর এটা তাঁর আপন উম্মতের প্রতি দয়া এবং উম্মতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার নামান্তর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১, পূর্বে ৫০৩ এবং সামনে ৯০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

৩২৫৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে অকারণে কাফির বলল, তবে সে-ই তেমন

(كَفَّرَ শব্দটির فاء তাশদিদযুক্ত। আর আবু যারের বর্ণনায় এখানে مَنْ أَكْفَرَ রয়েছে।)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا». وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৫৬৯৭. মুহাম্মদ ও আহমদ ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন তার মুসলমান ভাইকে 'হে কাফির' বলে ডাকে, তখন তা তাদের দুজনের কোনো একজনের উপর বর্তায়। ইকরিমা ইবনে আম্মার বলেন, ইয়াহইয়া—আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ—আবু সালামা—আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসটির সারমর্ম হল— যাকে কাফির বলা হয়েছে, তার দ্বারা কোনো কুফরি প্রকাশ না পেয়ে থাকলে তো নিঃসন্দেহে তাকে কাফির আখ্যায়িতকারী ব্যক্তি নিজেই কাফির। এখন এর দ্বারা বেরলভির সেসব বিদয়াতি মৌলভীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মহান মুহাদ্দিস ও বুযুর্গদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দেয়। অথচ দেওবন্দি আলেমগণ কিবলাপন্থি কোনো লোককে কাফির বলা থেকে বেঁচে থাকেন। সেসব বিদয়াতি মৌলভীর কাউকে মুসলমান বানানোর তাওফিক তো হয় না, কিন্তু মুসলমানকে কাফির বানাতে সর্বশক্তি ব্যয় করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে হেদোয়াত দিন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

সহজ তরজমা

৫৬৯৮. ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ তার ভাইকে কাফির বলবে, তাদের দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ অধিক জানার জন্য পূর্বের হাদিসের তাশ্‌রিহ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

সহজ তরজমা

৫৬৯৯. মূসা ইব্নে ইসমাঈল রহ. ... সাবিত ইব্নে যাহহাক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের মিথ্যা কসম খায়, সে যা বলে তা-ই হবে। আর যে বস্তু দিয়ে কেউ আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই আজাব দেওয়া হবে। ঈমানদারকে লা'নত করা, তাকে হত্যা করার সমান। আর যে কেউ কোনো ঈমানদারকে কুফরির অপবাদ দিবে, তাও তাকে হত্যা করার সমতুল্য হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০১, পূর্বে الْجَنَائِزُ অধ্যায়ে ১৮২ এবং সামনে ৮৯৩ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا

৩২৬০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এমন লোককে কাফির বলা জায়েয মনে করেন না, যে কোনো সঙ্গত কারণে বা না জেনে (কোনো মুসলমানকে কাফির) বলেছে

وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"

উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. হাতিব ইবনে বালতায়া রাযি.-কে বলেছিলেন, ওনি মুনাফিক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা তুমি কিভাবে জানলে? অথচ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ জানা সত্ত্বেও বলেছেন, 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম'।

✪ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৩২ 'হাতিব ইবনে আবি বালতায়া রাযি.-এর ঘটনা' দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ. أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﷺ. كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ. فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ. قَالَ : فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً. فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا. فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا. وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا. وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ. فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ. فَتَجَوَّزْتُ. فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يَا مُعَاذُ. أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا اِقْرَأْ : وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا

সহজ তরজমা

৫৭০০. মুহাম্মদ ইব্‌নে আবাদাহ রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করতেন। পুনরায় তিনি নিজ কওমের নিকট এসে তাদের নিয়ে নামায আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে নামাযে সূরা বাকারা পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি নামায সংক্ষেপ করতে চাইল। সুতরাং সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে নামায আদায় করল। এ খবর মুয়ায রাযি.-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : সে মুনাফিক! লোকটির কাছে এ খবর পৌছুলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমেত এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন এক কওমের লোক, যারা নিজের হাতে কাজ করি এবং নিজের উট দিয়ে সেচের কাজ করি। মুয়ায রাযি. গত রাত্রে সূরা বাকারা দিয়ে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন, তখন আমি সংক্ষেপে নামায আদায় করে নিলাম। এতে মুয়ায রাযি. বললেন, আমি নাকি মুনাফিক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মুয়ায! তুমি কি লোকদের (দীনের) প্রতি বিতৃষ্ণ করতে চাও? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। পরে তিনি তাকে বললেন : তুমি وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ও سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى কিংবা এরূপ কোনো ছোট সূরা পড়বে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি.-এর উক্তি إِنَّهُ مُنَافِقٌ-কে ওজর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. তাকে কথাটা বলেছেন ব্যাখ্যা সাপেক্ষে। অর্থাৎ তিনি জামাত ত্যাগকারীকে মুনাফিক বলে ধারণা করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ. فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ.

সহজ তরজমা

৫৭০১. ইসহাক রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কসম খায় এবং লাত-উযযার কসম করে, তবে সে যেন (সাথে সাথেই) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর যদি কেউ তার সাথিকে 'এসো আমরা জুয়া খেলি!' বলে, তবে সে যেন (কোনো কিছু) সদকা করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ তথা أَوْ جَاهِلًا-এর সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২, পূর্বে ৭২১ এবং সামনে ৯৩২ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৬৩১ দেখুন!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﷺ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ. إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ. وَإِلاَّ فَلْيَصْمُتْ

সহজ তরজমা

৫৭০২. কুতাইবা রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি.-কে একদিন আরোহীর উপর এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চঃস্বরে তাদের বললেন : জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের নিজের পিতার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে কসম খেতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম খায়; অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশ مُتَأَوِّلًا-এর সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উমর রাযি.- কে আপন পিতার নামে কসম করার বিষয়ে অপারগ মেনেছেন। কেননা হযরত উমর রাযি. সেই কসম করেছিলেন পূর্বপুরুষের পক্ষে সত্যাশ্রয়ে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২, পূর্বে ৩৬৮, ৫৪১, ৯৮৩, সামনে ১১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হযরত ওমর রাযি.-এর কসমের ঘটনাটি সেই সময়কার, যখন পূর্বপুরুষের নামে কসমের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি কিংবা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে থাকলেও হযরত ওমর রাযি.-এর তা জানা ছিল না। এজন্য তিনি অপারগ ছিলেন। মোটকথা, গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لِأَمْرِ اللهِ

৩২৬১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে (শরিয়ত বিরোধী কাজে) রাগ করা ও কঠোরতা জায়েয

وَقَالَ اللهُ: جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. [التوبة: ٧٣]

আল্লাহ বলেছেন : কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো। (সূরা তওবা-৭৩)

حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنِ القَاسِمِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي البَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هٰذِهِ الصُّوَرَ»

সহজ তরজমা

৫৭০৩. ইয়াসারাহ ইব্‌নে সাফওয়ান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল। যাদে ছবি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রং বদলে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে বললেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ওইসব লোকদের যারা এ সকল ছবি আঁকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ বাক্যে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রং বদলে গিয়েছিল আল্লাহ তায়ালার জন্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২ এবং পূর্বে ৩৩৭ ও ৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৩৯৬ ও ৩৭০ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ، مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ

সহজ তরজমা

৫৭০৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : অমকু ব্যক্তি নামায দীর্ঘ করার কারণে আমি ফজরের নামায থেকে পিছনে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ওয়াজের মধ্যে সেদিন থেকে বেশি রাগান্বিত হতে আর দেখি নি। রাবী বলেন, এরপর তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী আছে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২, পূর্বে ১৯, ৯৭, ৯৮ এবং সামনে ১০৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৩৪৪-২৪৬ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، رَأَى فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخَامَةً، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، فَتَغَيَّظَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللهَ حِيَالَ وَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ

সহজ তরজমা

৫৭০৫. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করলেন। তখন তিনি মসজিদের কিবলার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। এরপর তিনি নিজ হাতে খুচিয়ে সাফ করলেন এবং রাগান্বিত হয় বললেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তার চেহারার সামনে থাকেন। সুতরাং নামাযের অবস্থায় কখনো সামনে দিকে নাকের শ্লেষ্মা ফেলবে না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَغَيَّظَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২ এবং পূর্বে ৫৮, ১০৪ ও ১৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ

أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا. مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا. حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

সহজ তরজমা

৫৭০৬. মুহাম্মদ রহ. ... খালিদ ইব্‌নে যুহানি রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাক। এরপর তার বাঁধন ও থলে চিনে রাখ। তারপর তুমি তা ব্যয় কর। এরপর যদি এর মালিক চলে আসে, তবে তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া ছাগলের কি হুকুম? তিনি বললেন : সেটা তুমি নিয়ে যাও। কারণ, এটা হয়াতো তোমার জন্য অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের অথবা চিতাবাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর হারানো উটের কি হুকুম? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রেগে গেলেন। এমনকি তাঁর গণ্ডদ্বয় লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : তাতে তোমার কি? তাঁর সাথেই তার চলমান পা ও পানি রয়েছে। এমনকি সেটি তার মালিকের নাগাল পেয়ে যাবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০২-৯০৩, পূর্বে ১৯, ৩১৯, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৭৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৪১ দেখুন!

وَقَالَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه. قَالَ اِحْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً. أَوْ حَصِيرًا. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا. فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا. وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ. فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ. فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ. فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

সহজ তরজমা

৫৭০৭. মক্কি ও মুহাম্মদ ইব্‌নে যিয়াদ রহ. ... যায়েদ ইব্‌নে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের পাতা দিয়ে, অথবা চাটাই দিয়ে একটি ছোট হুজরা তৈরি করলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওই হুজরায় (রাতে নফল) নামায আদায় করতে লাগলেন। তখন একদল লোক তাঁর খোজে এসে তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতে লাগল। পরবর্তী রাতও লোকজন সেখানে এসে হাজির হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ দেরি করলেন। তাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন না। তারা উচ্চঃস্বরে আওয়াজ দিতে লাগল এবং ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করল। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা যা করছ তাতে আমি আশঙ্কা করছি, এটি না জানি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত নিজের ঘরেই নামায আদায় করা। কারণ, ফরয ব্যতীত অন্য নামায নিজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৩ এবং পূর্বে ১০১ পৃষ্ঠায় صَلَاةِ اللَّيْلِ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।
❂ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৩৭৬, ৩৭৭ দেখুন!

بَابُ الحَذَرِ مِنَ الغَضَبِ

৩২৬২. অনুচ্ছেদ : ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. [الشورى : ٣٧] وَقَوْلِهِ : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ. وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ. [آل عمران : ١٣٤]

মহান আল্লাহর বাণী : 'যারা গুরুতর পাপ ও অশালীন কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা (তাদের) মাফ করে দেয়'। (সূরা শূরা-৩৭) আল্লাহর বাণী : 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে আর যারা ক্রোধ সম্বরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন'।
(সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»

সহজ তরজমা

৫৭০৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় বরং প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম كِتَابُ الأَدَبِ-এ আর নাসায়ির عَمَلُ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ﷺ. قَالَ : اِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ. مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً. لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. لَوْ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" فَقَالُوا لِلرَّجُلِ : أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

সহজ তরজমা

৫৭০৯. উসমান ইব্‌নে আবু শাইবা রহ. ... সুলাইমান ইব্‌নে সুরাদ রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই দু'ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি একটি কালেমা জানি; যদি এ লোকটি তা পড়ত, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত অর্থাৎ যদি লোকটি আউযু বিল্লাহি মিনাশশাইতানির রাজিম' পড়ত। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, তুমি কি শোনছ না—রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেছেন? সে বলল, আমি নিশ্চয় পাগল নই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ বাক্যে। কেননা যে ব্যক্তি এ কালিমাগুলো বলবে, সে ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার ক্রোধানল নির্বাপিত হয়ে যাবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৩, পূর্বে ৪৬৪ ও ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ».

সহজ তরজমা

৫৭১০. ইয়াহইয়া ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বলল, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন! তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না! লোকটি কয়েকবার তা-ই বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবারই বললেন, রাগ করো না!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৩ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি কিতাবুল বির্‌রে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হয়তো বা উক্ত সাহাবি অত্যন্ত রাগী স্বভাবের ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ উপদেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْحَيَاءِ

৩২৬৩. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ العَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: " مَكْتُوبٌ فِي الحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الحَيَاءِ سَكِينَةً " فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: «أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ

সহজ তরজমা

৫৭১১. আদম রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসায়ন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লজ্জাশীলতা কল্যাণ ব্যতীত কোনো কিছুই বয়ে আনে না। তখন বুকাইর ইব্‌নে কা'ব রাযি. বললেন : হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে, কোনো কোনো লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোনো কোনো লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান রাযি. বললেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করছি। আর তুমি [এর বিপরীতে] আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ বাক্যে সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/৪৮ كتاب الايمان-এ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইমরান রাযি.-এর অসন্তোষের কারণ

১। বিশিষ্ট তাবিয়ি বুশাইর ইবনে কা'ব রহ. যে বলেছেন : مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ : إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا الخ। এতে من টি تَبْعِيضِيَّةٌ তথা কারণবাচক। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ-এর বিরোধী। তাই তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

২। বুশাইর ইবনে কা'ব রাযি.-এর কথা বলা ছিল আদব পরিপন্থি। কেননা ছোটদের জন্য বড়দের কথাই মান্য করা উচিত। এর বিপরীত করা আদব ও শিষ্টাচার বিরোধী। একজন মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীই যথেষ্ট। এরপর আর অন্য কোনো কিতাব বা কাগজের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ حَيَاء-এর অর্থ জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২১১ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ

সহজ তরজমা

৫৭১২. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় লোকটি (তার ভাইকে) লজ্জা সম্পর্কে তিরস্কার করছিল এবং বলছিল, তুমি বেশি লজ্জা করছ! এমনকি সে যেন আরো বলছিল, এ তোমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ, নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩ এবং পূর্বে কিতাবুল ঈমানে ০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَوْلًى أَنَسٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: اِسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ﷺ، يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا.

সহজ তরজমা

৫৭১৩. আলী ইব্‌নে যায়দ রহ. ... আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গৃহে অবস্থানরত কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি লাজুক ছিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩, পূর্বে ৫০৩ ও ৯০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

৩২৬৪. অনুচ্ছেদ : যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"

সহজ তরজমা

৫৭১৪. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বেকার নবীদের বক্তব্য থেকে মানুষ যা অর্জন করেছে, তার একটা হল—'যখন তুমি লজ্জা কর না, তখন তুমি যা ইচ্ছে কর!'

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হাদিসের অংশ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৪, পূর্বে ৪৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا لَا يُسْتَحْيَ مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

৩২৬৫. অনুচ্ছেদ : দীনের জ্ঞান অর্জনে সত্য বলতে লজ্জা নেই

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»

সহজ তরজমা

৫৭১৫. ইসমাঈল রহ. ... উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মে সুলায়ম রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো সত্য কথা বলার ব্যাপারে লজ্জা করতে নির্দেশ দেন না। সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি তার উপরও গোসল করা ফরয? তিনি বললেন? হাঁ। যদি সে পানি (বীর্য) দেখতে পায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। তা হল, উম্মে সুলাইম রাযি. উক্ত প্রশ্ন করতে কোনো লজ্জাবোধ করেননি। কেননা তা ছিল দীনের প্রয়োজনে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৪, পূর্বে ২৪, ৪২, ৪৬৮ ও ৯০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫৩৩ দেখুন!

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُّ» فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» وَعَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

সহজ তরজমা

৫৭১৬. আদম রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনের দৃষ্টান্ত এমন একটি সবুজ গাছের মতো, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং একটির সঙ্গে আরেকটির ঘর্ষণ লাগে না। তখন কেউ কেউ বলল, এটি অমুক গাছ। আর কেউ বলল, এটি অমুক গাছ। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, এটি খেজুর গাছ। তবে আমি অল্প বয়স্ক তরুণ ছিলাম বিধায় বলতে সঙ্কোচ বোধ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বললেন, সেটি খেজুর গাছ। আর শু'বা রাযি. থেকে ইব্‌নে উমর রাযি. সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, তারপর আমি উমর রাযি.-এর নিকট এ সম্বন্ধে বললাম। তখন তিনি বললেন : যদি তুমি সেসময় একথাটা বলে দিতে, তবে তা আমার নিকট এত এত (ধন-সম্পদ থেকেও) বেশি খুশির বিষয় হত।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : কেউ কেউ বলেন, এখানে শিরোনামের সাথে হাদিসের কোনো মিল নেই। কেননা শিরোনামটি হল, দীনী বিষয়ে লজ্জা করতে নেই। অথচ হাদিসে আব্দুল্লাহ লজ্জাবোধ করেছেন।

আমি বলব, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া যায় হযরত ওমর রাযি.-এর বক্তব্যে। কেননা আব্দুল্লাহ রাযি. ছোট ছিলেন বিধায় বড়দের সাথে কথা বলতে লজ্জাবোধ করেছিলেন। আর হযরত ওমর রাযি.-এর কথা প্রমাণ করে, তাঁর তথা আব্দুল্লাহ রাযি.-এর চুপ থাকা সঠিক নয়। কেননা তাঁর চুপ থাকা সঠিক হলে তিনি বলতেন, أَصَبْتَ (তুমি ঠিকই করেছ)। সুতরাং হযরত ওমর রাযি.-এর বক্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসটি এ শিরোনামে শামিল। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪, পূর্বে ১৪, ১৬-১৭, ২৪, ২৯৩-২৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩৭০ দেখুন।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩৭ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، سَمِعْتُ ثَابِتًا: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه، يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، فَقَالَ: «هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهَا».

সহজ তরজমা

৫৭১৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং তাঁর সামনে নিজেকে পেশ করে বলল, আপনার কি আমাকে প্রয়োজন আছে? তখন আনাস রাযি.-এর মেয়ে বলল, এ নারীর লজ্জা কত কম। আনাস রাযি. বললেন, সে তোমার চেয়ে ভালো। সে তো (নবীর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য) লাভের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে নিজেকে (বিবাহের জন্য) পেশ করছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, উক্ত নারী নবীর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভের ইচ্ছায় সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন নি। বিষয়টি সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪ এবং পূর্বে ৭৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ

৩২৬৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– 'তোমরা (মানুষের উপর) সহজ করো, কঠোরতা করো না।' আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সাথে নম্রতা ও সহজতা পছন্দ করতেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه، قَالَ لَهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ العَسَلِ، يُقَالُ لَهُ البِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ المِزْرُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

সহজ তরজমা

৫৭১৮. ইসহাক রহ. ... আবু মূসা আশ্‌য়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ও মুয়ায ইব্‌নে জাবাল রাযি.-কে (ইয়ামান) পাঠালেন, তখন তাদের অসিয়ত করলেন—তোমরা (লোকের সাথে)

নম্র ব্যবহার করবে, কঠোরতা করবে না, সুসংবাদ দিবে, তাদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না এবং তোমরা দুজনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখবে। তখন আবু মূসা রাযি. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন এক দেশে যাচ্ছি, যেখানে মধু থেকে মদ তৈরি হয়। একে 'বিতউ' বলা হয়। আর 'যব' দ্বারাও মদ তৈরি হয়। একে বলা হয় 'মিযর'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম'।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪, পূর্বে ৪২৬ ও ৬২২ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪১৪ দেখুন!

জ্ঞাতব্য : এ অনুচ্ছেদের হাদিসগুলো ফাতহুল বারির ক্রমানুসারে বিন্যস্ত। অবশ্য সমস্ত হাদিস বিদ্যমান; কেবল অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

সহজ তরজমা

৫৭১৯. আদম রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নম্র ব্যবহার করো, কঠিন ব্যবহার করো না। আর মানুষকে শান্তি দাও এবং মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, শিরোনামটি এ হাদিস থেকে চয়নকৃত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ. «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ. فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلهِ.

সহজ তরজমা

৫৭২০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন দুটি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তিনি দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহের কাজ না হত। আর যদি তা গুনাহের কাজ হত, তাহলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিষয়ে নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। তবে কেউ আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪, পূর্বে ৫০৩ এবং সামনে ১০০৩ ও ১০১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالأَهْوَازِ ، قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَاءُ ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ ، فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا ، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَتَهُ ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ ، تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ : مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ ، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ « قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ » .

সহজ তরজমা

৫৭২১. আবু নু'মান রহ. ... আযরাক ইব্‌নে কায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা 'আহওয়ায' নামক স্থানের একটা খালের কিনারায় অবস্থান করলাম। খালটির পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। এমন সময় আবু বারযা আসলামি রাযি. একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এলেন। তিনি ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তখন ঘোড়াটা দূরে চলে যেতে লাগল। তাই তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার অনুসরণ করলেন এবং ঘোড়াটি পেয়ে ধরে আনলেন। তারপর নামায পূর্ণ করলেন। এ সময় আমাদের মধ্যে একজন বিরূপ সমালোচক ছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন, এ বৃদ্ধের দিকে তাকাও! সে ঘোড়ার খাতিরে নামায ছেড়ে দিল। তখন আবু বারযা রাযি. এগিয়ে এসে বললেন : যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এরূপ তিরস্কার করেন নি। তিনি আরো বললেন, আমার বাড়ি বহুদূর। সুতরাং যদি আমি নামায আদায় করতাম আর ঘোড়াটিকে এভাবে ছেড়ে দিতাম, তাহলে আমি রাতে নিজ পরিবারের নিকট পৌঁছুতে পারতাম না। তিনি আরো উল্লেখ করলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর নম্র ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে অর্থাৎ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪ এবং পূর্বে ১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪০৭ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » .

সহজ তরজমা

৫৭২২. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রসাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি অথবা এক পাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদের নম্রতাকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতাকারী হিসেবে পাঠানো হয় নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৪-৯০৪ এবং পূর্বে ৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৫০-১৫১ দেখুন।

بَابُ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

৩২৬৭. অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ، وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন : মানুষের সঙ্গে উঠাবসা কর; কিন্তু নিজের দীন-ধর্মকে জখম-আহত কর না। আর পরিবারের সঙ্গে হাস্যরস করা।

শব্দ বিশ্লেষণ

دِيْنَكَ : শব্দটির নূনে رَفْعٌ ও نَصَبٌ [পেশ-যবর] দুটিই জায়েয। তবে পেশ দিয়ে পড়লে এটা হবে মুবতাদা আর لَا تَكْلِمَنَّهُ হবে তার খবর। আর যবর হবে তাফসিরের শর্তে। তখন উহ্য বাক্য হবে, لَا تَكْلِمَنَّ دِيْنَكَ। (উমদাতুল কারী)।

لَا تَكْلِمَنَّهُ : শব্দটির লামে যের, মিমে যবর ও নূন তাশ্‌দিদসহ। كَلْمٌ (কাফে যবর, লাম সাকিন) থেকে নির্গত। অর্থ, আঘাত, ক্ষত, জখম। মর্মার্থ হল—মানুষের সাথে উঠাবসা রাখ, মেলামেশা কর; কিন্তু তোমার দীনের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। তোমার দীনের উপর যেন আঘাত না আসে।

الدُّعَابَةُ : শব্দটির দালে পেশ, আইনে তাশদিদমুক্ত যবর, আলিফের পর باء সহ। অর্থ, রসিকতা। হাস্যরস।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ، يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

সহজ তরজমা

৫৭২৩. আদম রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে [রসিকতার স্বরে] বলতেন, ﴿يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟﴾ অর্থাৎ হে আবু উমায়র! কি করল তোমার বুলবুল পাখি? ভালো আছে তো?

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৫, সামনে ৯১৫ পৃষ্ঠায়; মুসলিম সালাতে, ইস্তিযানে ও ফাযাইলুন নবি ﷺ অংশে, তিরমিযি কিতাবুস সালাতে ও বির্‌রে, নাসায়ি اَلْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-তে ও ইবনে মাজায় كِتَابُ الْأَدَبِ এ-বর্ণিত হয়েছে।

আবু উমাইর রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আবু উমাইর রাযি. ছিলেন হযরত আবু তালহা রাযি.-এর ছেলে। হযরত আনাস রাযি.-এর বৈপিত্রেয় ছোট ভাই। হযরত আবু উমাইর রাযি. নুগাইর নামে একটি ছোট্ট পাখি পোষতেন। এ পাখির ঠোঁট লাল হয়। মদিনাবাসী এটাকে বুলবুলি বলেন। ঘটনাক্রমে তার সেই নুগাইর পাখিটি মারা গেল। এতে আবু উমাইর রাযি. খুবই ব্যথিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো উম্মে সুলাইমের ঘরে যেতেন। সেদিন উম্মে সুলাইমের পুত্র হযরত আবু উমাইর রাযি. বিষণ্ন মনে বসেছিলেন। তাঁকে বিষণ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ রসিকতা করে বললেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؛। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর কষ্ট-বিষণ্নতা দূর করা ও তাঁকে হাসানো।

✪ এ হাদিস দ্বারা আরেকটি মাসয়ালা জানা গেল, ছোট্ট শিশুদের উপনাম/ ডাকনাম রাখা জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ. فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي

সহজ তরজমা

৫৭২৪. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলতাম। আর আমার কজন বান্ধবী ছিল। তারা আমার সঙ্গে খেলত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর তারা আমার সঙ্গে খেলা করত।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতি উদারচিত্ত ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। হাস্যরস করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর পতুল খেলায়ও সম্মতি দিয়েছেন। তাঁর সাথে খেলার জন্য তাঁর বান্ধবীদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আর সে-সময় হযরত আয়েশা রাযি. নাবালিকা ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সাবালিকা নারীদের জন্য এটা মাকরূহ। (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম اَلْفَضَائِلُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَقَمَّعْنَ : শব্দটির ইয়া, তা, ক্বাফ ও তাশদিদযুক্ত মিমে বর্ণে যবর দিয়ে, এপর আইন সাকিন। بَابُ تَفَعُّلٌ থেকে يَتَفَعَّلْنَ এর ওজনে। আর আল্লামা কাশমিহিনির বর্ণনায় يَنْقَمِعْنَ রয়েছে। এটি اَلْاِنْقِمَاعُ এর-بَابُ اِنْفِعَالٌ মাসদার হতে গঠিত।

فَيُسَرِّبُهُنَّ : শব্দটি সিন দিয়ে। অর্থ, يُرْسِلُهُنَّ (তিনি প্রেরণ করতেন)। মাসদার اَلتَّسْرِيْبُ অর্থাৎ اَلْاِرْسَالُ (প্রেরণ করা)।

بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : «إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ. وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ

৩২৬৮. অনুচ্ছেদ : মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার করা। আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, আমরা কোনো কোনো কাওমের সাথে প্রকাশ্যে হাসি-খুশি মেলামেশা করি। কিন্তু আমাদের অন্তরগুলো তাদের উপর লানত বর্ষণ করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ. حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ. فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قُلْتَ مَا قُلْتَ. ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ؟ فَقَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ. إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

সহজ তরজমা

৫৭২৫. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান; অথবা বললেন : সে তার গোত্রের ঘৃণ্যতম ভাই। এরপর যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এর সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। আবার তার সাথে আপনি

নম্রভাবে কথা বললেন!? তিনি বললেন : হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যাকে মানুষ তার অশালীন আচরণ থেকে বাঁচার জন্য ত্যাগ করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৫, পূর্বে ৮৯১, ৮৯৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/৩২২ بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ ; আবু দাউদ كِتَابُ الْأَدَبِ এ-ও তিরমিযি-২/২০ مَا جَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসে উল্লেখিত লোকটি কে ছিলেন?

আলোচ্য হাদিসে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তিনি কে? আল্লামা কাস্তাল্লানি রহ. বলেন, তিনি হলেন উইয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুযাইফা বদর আল-ফাযারি। তাকে 'বোকার বাপ' বলা হত। যেমনটি পূর্বে ৫৬৩০নং হাদিসে গিয়েছে।

ইমাম নববি রহ.-ও এমনই বলেছেন, হাদিসে অনুমতি প্রার্থনাকারী লোকটি হলেন উইয়াইনা ইবনে হিস্‌ন। লোকটি উপরে উপরে মুসলমান ছিলেন; কিন্তু তার অন্তর ঈমানশূন্য ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এরপর হযরত আবু বকর রাযি. তাকে গ্রেফতার করেন। তখন সে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং ঈমানের হালতেই তার মৃত্যু হয়।

قَوْلُهُ : بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ : রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে উপস্থিত লোকদের বললেন, সে গোত্রের মন্দ লোক। এর দ্বারা জানা গেল, প্রকাশ্য ফাসিকের গিবত করা জায়েয। যাতে অন্য লোকেরা তার দ্বারা ধোঁকা না খায়।

قَوْلُهُ : فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ : 'এরপর যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন।' এর নাম মুদারাত অর্থাৎ বাহ্যিক সদ্ব্যবহার ও বন্ধুসুলভ আচরণ। আর এটা কাফির-ফাসিক সকলের সাথেই জায়েয। কাফিরদের সাথে শুধু 'মুয়ালাত' তথা আন্তরিক বন্ধুত্ব হারাম। কেননা ঈমান একটি নূর, জ্যোতি ও হেদায়াত। আর কুফুর একটি অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতা। সুতরাং কোনো দলিল ও যুক্তিতেই দ্বৈত জিনিস একীভূত হতে পারে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : «قَدْ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ» قَالَ أَيُّوبُ : «بِثَوْبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ» رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ : قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ.

সহজ তরজমা

৫৭২৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল ওহহাব রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আবু মুলায়কাহ রাযি. হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কয়েকটি রেশমের তৈরি (সোনার বোতাম লাগান) 'কাবা' হাদিয়া দেওয়া হল। তিনি এগুলো সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তা থেকে একটি মাখরামা রাযি.-এর জন্য আলাদা করে রেখে দিলেন। পরে যখন তিনি এলেন, তখন তিনি (সেটি তাঁকে দিয়ে) বললেন : আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আইয়ূব রহ. নিজের কাপড়ের দিকে ইশারা করে দেখালেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাখরামা রাযি.-কে কাপড়টি দেখিয়েছেন। [যাতে মাখরামা খুশি হন।] আর মাখরামা রাযি.-এর মেজাযে কিছু কর্কষভাব ছিল। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হাদিসটি আইয়ূব হতে বর্ণনা করেছেন। হাতেম ইবনে ওর্দান বলেন, আমাদের নিকট আইয়ূব—ইবনে আবি মুলাইকা—মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কয়েকটি আবাকাবা আসল।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৫, পূর্বে ৩৫৫, ৩৬২-৩৬৩, ৪৪০ ও ৮৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ : ইমাম বুখারি রহ. এ সনদটি উল্লেখ করে বুঝাতে চান, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও ইবনে আবি মুলাইকার বর্ণনা বাহ্যত যদিও মুরসাল মনে হয়; কিন্তু মূলত এটা মরফূ'। কেননা হাতেম ইবনে ওর্দানের বর্ণনা দ্বারা জানা গেছে, ইবনে আবি মুলাইকা এটি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি একজন সাহাবি। যেমনটি রয়েছে বুখারি-১/৩৫৮; بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/২৭৭ 'উদ্দেশ্য' দেখুন।

بَابٌ : لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : «لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ»

৩২৬৯. অনুচ্ছেদ : মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না

হযরত মুয়াবিয়া রাযি. বলেন, অভিজ্ঞতার অধিকারী লোকই বিচক্ষণ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

বুখারি শরিফের শরাহ কিরমানি, ফাতহুল বারি ও কাস্তালানিতে لَا حَكِيمَ শব্দই রয়েছে। কাস্তাল্লানি তো পরিষ্কারভাবে বলেছেন, لَا حَكِيمَ শব্দটি কাফে যের দিয়ে عَلِيمٌ ওজনে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারাই জ্ঞানী-বিচক্ষণ হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্করণে রয়েছে, لَا حِلْمَ إِلَّا عَنْ تَجْرِبَةٍ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ছাড়া সহনশীলতা নেই। আর উমদাতুল কারিতে আছে, لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ (অভিজ্ঞ লোকই সহনশীল)। অর্থাৎ ভারতীয় সংস্করণে حِلْمٌ মাসদার আর উমদাতুল কারিতে حِلْمٌ মূলধাতু থেকে صِفَت مُشَبَّهٌ-এর ছিগাহ রয়েছে। যার অর্থ, সহনশীল। ধৈর্যশীল। বিচক্ষণ। ক্রোধানল থেকে আত্মসম্বরণকারী।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৭২৭. কুতাইবা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকৃত মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হুবহু হাদিসখানাই শিরোনাম।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসের মর্ম একদম সুস্পষ্ট। মুসলমানের যখন একবার কোনো জিনিস বা কোনো মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে যায়, তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সে দ্বিতীয়বার আর ধোঁকা খেতে পারে না বরং সতর্ক থাকে।

بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

৩২৭০. অনুচ্ছেদ : মেহমানের হক

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ. دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ. قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. فَذٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ. قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ. فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرَ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ. قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ. قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ يُقَالُ هُوَ زَوْرٌ وَهٰؤُلَاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ وَمَعْنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلُ قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ يُقَالُ مَاءٌ غَوْرٌ وَبِئْرٌ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ وَيُقَالُ الْغَوْرُ الْغَائِرُ لَا تَنَالُهُ الدِّلَاءُ كُلُّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ تَزَّاوَرُ تَمِيلُ مِنَ الزَّوْرِ وَالْأَزْوَرُ الْأَمْيَلُ

সহজ তরজমা

৫৭২৮. ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে বললেন : আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি সারা রাত নামাযে কাটাও? আর সারাদিন সিয়াম পালন কর। তিনি বললেন, তুমি (এরূপ) করবে না। রাতের কিছু অংশ নামায আদায় করবে এবং ঘুমাবে। ক'দিন রোযা পালন কর আর ক'দিন ইফতার করবে (রোযা ভাঙবে)। তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে। তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। নিশ্চয় তুমি তোমার আয়ু লম্বা হওয়ার আশা কর। সুতরাং প্রত্যেক মাসে রোযা পালনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা নিশ্চয় প্রতিটি সৎকর্মের বদলে তার দশগুণ পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হয়। সুতরাং এভাবে সারা বছরই রোযার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি [তারুণ্যের জোশে নিজের উপর] কঠোরতা করলাম। তখন আমার উপর কঠোরতা আরোপ হলো। আমি বললাম, এর চেয়েও বেশি পালনের সামর্থ্য আমার আছে। তিনি বললেন, তবে তুমি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা পালন করবে। তিনি বলেন, তখন আমি আরো কঠোর ব্যবস্থা চাইলে আমার উপর কঠোরতা আরোপ হলো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি [রোযা পালনের] সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন : তবে তুমি আল্লাহর নবী দাউদ আ.-এর রোযা পালন করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! দাউদ আ.-এর রোযা কী? তিনি বললেন, আধা বছর রোযা পালন।

আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন : زَوْرٌ শব্দটি মাসদার বিধায় একবচন-বহুবচন সব ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হয়। তাই বলা হয়, (একবচনে) هُوَ زَوْرٌ এবং (বহুবচনে) هٰؤُلَاءِ زَوْرٌ। আর ضَيْفٌ শব্দটি أَضْيَافٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে زُوَّارُهُ তথা هٰؤُلَاءِ زَوْرٌ-এর অর্থ هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُهُ। কেননা ضَيْفٌ মাসদার। قَوْمٌ-এর মতো ব্যবহৃত (অর্থাৎ যেমনি زَوْرٌ শব্দটি زُوَّارٌ-এর উপর প্রয়োগ হয়, তেমনি قَوْمٌ শব্দটি জামাতের ওপর প্রয়োগ হয়)। তদ্রূপ غَوْرٌ শব্দটিও একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সব ক্ষেত্রে সমান। যেমন, বলা হয় : مَاءٌ غَوْرٌ - بِئْرٌ غَوْرٌ - مَاءَانِ غَوْرٌ - مِيَاهٌ غَوْرٌ। আরো বলা হয়, الْغَوْرُ অর্থ الْغَائِرُ অর্থাৎ বালতি পানি পর্যন্ত পৌঁছে না। আর প্রত্যেক ওই জিনিস, যা তলদেশে চলে যায় ও অথৈ হয়ে যায়, সেটা مَغَارَةٌ (গুহা/ গর্ত)। تَزَّاوَرُ শব্দটি الزَّوْرِ থেকে নির্গত। অর্থ, تَمِيلُ (পাশ কেটে চলে যায়)। আর الْأَزْوَرُ অর্থ أَمْيَلُ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৫, পূর্বে ১৫৪, ২৬৫ ও ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো এবং 'ছওমে দাহ্‌র'-এর মর্মার্থ জানার জন্য নাসরুল বারি-৫ দেখুন!

قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ...الخ : এ ভাষ্যটুকু বুখারি শরিফের শরাহ কিরমানি, ফাতহুল বারি ও কাস্তালানিতে সামনের অনুচ্ছেদে রয়েছে। শুধু ভারতীয় সংস্করণ ও উমদাতুল কারিতেই এখানে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম বুখারি রহ. বলেন : يُقَالُ الخ অর্থাৎ زَوْرٌ মাসদার। এতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সব সমান। তাই বলা হয়, هُوَ زَوْرٌ ও هٰذَا زَوْرٌ ও هٰؤُلَاءِ زَوْرٌ অর্থাৎ শব্দটি একবচন-বহুবচন সবগুলোর জন্য ব্যবহার হয়। একবচনে বলা হয় هُوَ زَوْرٌ। বহুবচনে বলা হয় هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ زَوْرٌ। আবার কখনো زَوْرٌ শব্দটি زَائِرٌ-এর বহুবচন হয়। যেমন, رَكْبٌ শব্দটি رَاكِبٌ-এর বহুবচন। وَضَيْفٌ مَعْنَاهُ أَضْيَافُهُ অর্থাৎ এমনিভাবে ضَيْفٌ শব্দটি أَضْيَافٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর زُوَّارٌ তথা هٰؤُلَاءِ زَوْرٌ-এর অর্থ هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُهُ। আর زُوَّرٌ (যা-বর্ণে পেশ, ওয়াও বর্ণে তাশদিদ) زَائِرٌ-এর বহুবচন। لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلُ قَوْمٍ কেননা এটা মাসদার। رِضًا وَعَدْلٍ-এর মতো। উভয়টি ব্যবহার হিসেবে। যেমনি زَوْرٌ শব্দটি زُوَّارٌ-এর উপর প্রয়োগ হয়, তেমনি قَوْمٌ শব্দটি জামাতের ওপর প্রয়োগ হয়। يُقَالُ مَاءٌ غَوْرٌ (غَوْرٌ শব্দের গাইনে যবর, ওয়াও সাকিন, শেষে راء দিয়ে। এর অর্থ, غَائِرٌ।) বলা হয়, غَارَ الْمَاءُ অর্থাৎ পানি একদম নিচে তলদেশে চলে গেছে। বলা হয়, مَاءٌ غَوْرٌ وَبِئْرٌ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ। এভাবে يُقَالُ الْغَوْرُ الْغَائِرُ অর্থাৎ বালতি পানি পর্যন্ত পৌছে না। كُلُّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক ওই জিনিস, যা তলদেশে চলে যায়, সেটা مَغَارَةٌ তথা غَارٌ (গুহা/ গর্ত)। تَزَاوَرُ تَمِيلُ مِنَ الزَّوَرِ অর্থাৎ تَزَاوَرُ অর্থ تَمِيلُ। وَالْأَزْوَرُ وَالْأَمْيَلُ এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন আসহাবে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর দিকে : وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ...الخ [الكهف: ١٧] (তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায়।) অর্থাৎ রৌদ্র তাপ তাদেরকে কষ্ট দেয় না বরং তাদের পাশ কেটে চলে যায়। এ অর্থ হবে عَنْ এর কারণে। অন্যথায় تَزَاوَرُ-এর মর্ম হল, পরস্পরে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু যখন এর পরে عَنْ ছিলা আসে, তখন এর অর্থ হয়— পাশ কাটা ও বেঁচে চলে যাওয়া। আর الْأَزْوَرُ অর্থ أَمْيَلُ (ধাবমান/ যে পাশ কেটে যায়)।

بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

৩২৭১. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের সেবা করা প্রসঙ্গে

وَقَوْلِهِ: ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. [الذاريات: ٢٤]

আল্লাহর বাণী : তোমার নিকট ইবরাহিম আ.-এর সম্মানিত মেহমানদের ...। (সূরা যারিয়াত-২৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ». حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: مِثْلَهُ. وَزَادَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

সহজ তরজমা

৫৭২৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু শুরাইহ কা'বি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান

একদিন ও এক রাত। আর সাধারণ মেহমানদারি তিনদিন ও তিনরাত। এরপর তা হবে [সদকা] মেযবানকে কষ্ট দিয়ে তার কাছে মেহমানের অবস্থান হালাল নয়। (অন্য সূত্রে) মালিক রহ. অনুরূপ বর্ণনা করার পর অতিরিক্ত বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা সে যেন চুপ থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬, পূর্বে ৮৮৯-৮৯০ এবং সামনে ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

সহজ তরজমা

৫৭৩০. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ করে থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬, পূর্বে ৭৭৯ সংক্ষেপে, ৮৮৯ এবং সামনে ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

সহজ তরজমা

৫৭৩১. কুতাইবা রহ. ... উকবা ইব্‌নে আমির রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কোথাও পাঠালে আমরা এমন গোত্রের নিকট উপস্থিত হই, যারা আমাদের মেহমানদারি করে না, তাহলে আপনার কী অভিমত? তখন তিনি আমাদের বললেন : যদি তোমরা কোনো গোত্রের নিকট গিয়ে পৌঁছ, আর তারা তোমাদের মেহমানের উপযোগী যত্ন নেয়, তবে তোমরা তা সাদরে গ্রণ করবে। আর যদি তারা না করে, তাহলে তাদের অবস্থানুযায়ী তাদের থেকে মেহমানের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا বাক্যে। কেননা এর দ্বারা إِكْرَامُ الضَّيْفِ বুঝে আসে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬, পূর্বে ৩৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله فَخُذُوا مِنْهُمْ : এটা কেবল অপারগতার সময় ও নগদ বা বাকি মূল্যের বিনিময়েই হতে পারে।

(উমদাতুল কারি)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

সহজ তরজমা

৫৭৩২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬, পূর্বে ৮৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

৩২৭২. অনুচ্ছেদ : মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা ও কষ্ট স্বীকার করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ. وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ. فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً. فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ. فَقَالَ : نَمْ. فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ : نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ. قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الآنَ. قَالَ : فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «صَدَقَ سَلْمَانُ» أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ يُقَالُ : وَهْبُ الْخَيْرِ.

সহজ তরজমা

৫৭৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... আবু জুহাইফা রাযি.-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান রাযি. ও আবু দারদা রাযি.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেন। এরপর একদিন সালমান রাযি. আবু দারদা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তখন তিনি উম্মে দারদা রাযি.-কে অতি সাধারণ পোশাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন : তোমার ভাই আবু দারদা রাযি.-এর দুনিয়াতে কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে আবু দারদা রাযি. এলেন। তারপর তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন, আপনি খেয়ে নিন। আমি তো রোযা পালন করছি। তিনি বললেন : আপনি যতক্ষণ না খাবেন, ততক্ষণ আমিও খাব না। তখন তিনিও খেলেন। তারপর যখন রাত হল, তখন আবু দারদা রাযি. নামাযে দাঁড়ালেন। তখন সালমান রাযি. তাঁকে বললেন, আপনি ঘুমিয়ে নিন। তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেন, (আরো) ঘুমান। অবশেষে যখন রাত শেষ হয়ে এলো, তখন সালমান রাযি. বললেন : এখন উঠুন এবং তাঁরা উভয়েই নামায আদায় করলেন। তারপর সালমান রাযি. বললেন : তোমার উপর

তোমার রবের দাবি আছে, (তেমনি) তোমার উপর তোমার দাবি আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর দাবি আছে। সুতরাং তুমি প্রত্যেক হকদারের দাবি আদায় করবে। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে তার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন : সালমান সত্যই বলেছে। 'আবু জুহাইফা ওহাব আস্ সাওয়ায়ি'কে 'ওহাব আল-খাইর'ও বলা হয়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের : হাদিসের মিল রয়েছে فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬, পূর্বে ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

أُمُّ الدَّرْدَاءِ : ইমাম নববি রহ. বলেন, আবু দারদা রাযি.-এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের উপনাম ছিল উম্মু দারদা। তাঁদের মধ্যে বড়জন ছিলেন সাহাবিয়া। তার নাম খাইরা (خَيْرَةُ : খা-বর্ণে যবর)। ছোটজন ছিলেন তাবিয়িয়্যাহ। তার নাম হুজাইমা (هُجَيْمَةُ তাসগিরসহ)। (উমদাতুল কারী)

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الغَضَبِ وَالجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

৩২৭৩. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সামনে কারো উপর রাগ করা, আর অসহনশীল হওয়া অনুচিত

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ، قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، الأُولَى لِلشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا

সহজ তরজমা

৫৭৩৪ আইয়াশ ইবনে ওয়ালিদ রহ. ... আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার আবু বকর রাযি. কিছু লোককে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি (তাঁর পুত্র) আব্দুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন, তোমার এ মেহমানদের নিয়ে যাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার আগেই তুমি তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে অবসর হয়ে যেয়ো। আব্দুর রহমান রাযি. তাদের নিয়ে চলে গেলেন এবং তাঁর ঘরে যা ছিল তা তাদের সামনে পেশ করে তাদের বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, আমাদের এ বাড়ির মালিক কোথায়? তিনি বললেন, আপনারা খেয়ে নিন! তাঁরা বললেন, বাড়ির মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না। তিনি বললেন, আমাদের পক্ষ হতে আপনারা আপনাদের খাবার খেয়ে নিন। কারণ, আপনারা না খেলে তিনি এলে

আমার উপর রাগ করবেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেন। আমি ভাবলাম, তিনি অবশ্যই আমার উপর ক্ষুব্ধ হবেন। তারপর তিনি ফিরে আসলে আমি তাঁর থেকে একপাশে সরে পড়লাম। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি করেছেন? তখন তাঁরা তাঁকে সব বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আব্দুর রহমান! তখন আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আব্দুর রহমান! এবারও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আবার ডেকে বললেন, ওরে মূর্খ! আমি তোকে কসম দিচ্ছি। যদি আমার ডাক শুনে থাকিস, তবে কেন আসছিস না? তখন আমি বের হয়ে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাসা করুন। তখন তারা বললেন, সে ঠিকই আমাদের খাবার এনে দিয়েছিল। তিনি বললেন, তবু কি আপনারা আমার অপেক্ষা করছেন? আল্লাহর কসম! আমি আজ রাতে খাব না। মেহমানরাও বললেন : আল্লাহর কসম আপনি যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ আমরাও খাব না। তখন তিনি বললেন, আমি আজ রাতের মতো খারাপ রাত আর দেখি নি। আপনাদের প্রতি আক্ষেপ! আপনারা কি আমাদের খাবার গ্রহণ করলেন না? তখন তিনি (আব্দুর রহমানকে ডেকে) বললেন, তোমার খাবার নিয়ে এসো। তিনি তা নিয়ে আসলে তিনিই খাবারের উপর নিজ হাত রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ! প্রথম ঘটনাটা শয়তানের কারণেই ঘটেছে। তারপর তিনি খেলেন এবং তারাও খেলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে (أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ (أَيْ يَغْضَبُ عَلَيَّ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬-৯০৭, পূর্বে ৮৪, ৫০৫-৫০৬ এবং সামনে ৯০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/২১৪-২১৫ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ

৩২৭৪. অনুচ্ছেদ : মেহমান তার সাথি (মেজবান)-কে 'আপনি না খেলে আমিও খাব না' বলা প্রসঙ্গে

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু জুহাইফার একটি হাদিস রয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ، فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَتْ لَهُ أُمِّي: احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: مَا عَشَّيْتِهِمْ؟ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ، فَسَبَّ وَجَدَّعَ، وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ، فَاخْتَبَأْتُ أَنَا، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْأَضْيَافُ، أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: «وَقُرَّةِ عَيْنِي، إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا»

সহজ তরজমা

৫৭৩৫. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ... আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আবু বকর রাযি. তাঁর একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে এলেন এবং সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমার মা তাঁকে বললেন : আপনি মেহমানকে কিংবা বললেন, মেহমানদের (ঘরে) রেখে [এত] রাত [পর্যন্ত] কোথায় আটকা পড়েছিলেন? তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাঁদের

খাবার দাওনি? তিনি বললেন, আমি তাদের সামনে খাবার দিয়েছিলাম; কিন্তু তারা, বা তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন আবু বকর রাযি. রেগে গালমন্দ ও বদদুয়া করলেন এবং শপথ করলেন যে, তিনি খাবার খাবেন না। আমি লুকিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ওরে মূর্খ! তখন নারীটি (আমার মা)-ও কসম করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি খাবার না খাবেন ততক্ষণ মাও খাবেন না। এদিকে মেহমানটি বা মেহমানরাও কসম খেয়ে বসলেন যে, যতক্ষণ তিনি না খান, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও খাবেন না। তখন আবু বকর রাযি. বললেন : এ ঘটনা ঘটেছে বোধহয় শয়তানের কারণে। এরপর তিনি খাবার আনতে বললেন। আর তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। কিন্তু তারা খাবার শুরু করে যতবার 'লুকমা' উঠাতে লাগলেন, তার নিচে থেকে তার চেয়েও বেশি খাবার বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে বনী ফেরাসের বোন! এ কি? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো আমাদের পূর্বের খাবার থেকে এখন অনেক বেশি দেখছি। তখন সবাই খেলেন এবং তা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে কিছু পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেন, তা থেকে তিনিও খেয়েছিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الأَضْيَافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৭, পূর্বে ৮৪, ৫০৬, ৯০৬-৯০৭ ও সামনে ৯০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلاَمِ وَالسُّؤَالِ

৩২৭৫. অনুচ্ছেদ : বড়কে সম্মান করা এবং বয়সে বড়জনই কথাবার্তা ও প্রশ্ন আরম্ভ করবেন

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ أَصْغَرَ القَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَبِّرِ الكُبْرَ» قَالَ يَحْيَى: يَعْنِي: لِيَلِيَ الكَلاَمَ الأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ، قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا، قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ: قَالَ يَحْيَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ، وَحْدَهُ

সহজ তরজমা

৫৭৩৬. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... রাফে' ইব্‌নে খাদিজ রাযি. ও সাহল ইব্‌নে আবু হাছমাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাহল ও মুহাইইসা ইব্‌নে মাসউদ রাযি. খায়বারে পৌঁছে উভয়েই খেজুরে বাগানে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাহল রাযি.-কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর

আব্দুর রহমান ইব্‌নে সাহল ও ইব্‌নে মাসউদ রাযি.-এর দুই ছেলে হুওয়াইসা রাযি. ও মুহায়ইসা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে নিহত ব্যক্তির কথা বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান রাযি. কথা শুরু করলেন। তিনি ছোট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি বড়দের সম্মান করবে।

বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বলেন, কথা বলার দায়িত্ব যেন বড়রা পালন করেন। তখন তারা তাদের লোক সম্পর্কে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমাদের পঞ্চাশ জন লোক কসমের মাধ্যমে তোমাদের নিহত ভাইয়ের হত্যার হক প্রমাণ করো। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘটনা তো আমরা দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে ইহুদিরা তাদের থেকে পঞ্চাশ জনের কসমের মাধ্যমে তোমাদের কসম থেকে মুক্তি দিবে। তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা তো কাফির জাতি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের তরফ থেকে তাদের নিহত ব্যক্তির ফিদইয়া দিয়ে দিলেন। সাহল রাযি. বললেন : আমি সেই উটগুলো থেকে একটি উট পেলাম। সেটি নিয়ে আমি যখন আস্তাবলে গেলাম, তখন উটনীটি তার পা দিয়ে আমাকে লাথি মারল।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ ও كَبِّرِ الْكُبْرَ হাদিসাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৭, পূর্বে ৩৭২ ও ৪৫০ এবং সামনে ১০১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا» فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا، لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ.

সহজ তরজমা

৫৭৩৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমাকে এমন একটা বৃক্ষের খবর দাও, মুসলমানের সাথে যার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা সর্বদা তার প্রতিপালকের নির্দেশে খাদ্য দান করে আর এর পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে আসল, এটি খেজুর গাছ। কিন্তু আমি কথা বলতে অপছন্দ করলাম। কেননা সেখানে আবু বকর ও উমর রাযি. উপস্থিত; অথচ তাঁরা কথা বলছেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বললেন : সেটি হল, খেজুর গাছ। তারপর আমি যখন আমার আব্বার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম, তখন আমি বললাম আব্বা! আমার মনেও খেয়াল এসেছিল, এটা নিশ্চয় খেজুর গাছ। তিনি বললেন : তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিয়েছিল? যদি তুমি তা বলতে, তাহলে এ কথা আমার কাছে এত এত ধন-সম্পদ পাওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয় হত। তিনি বললেন : আমাকে শুধু একথাই বাধা দিয়েছিল যে, আমি দেখলাম আপনি ও আবু বকর রাযি. কেউই কথা বলছেন না। এজন্য আমিও কথা বলা পছন্দ করলাম না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ বাক্যে। কেননা এতে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-১/৩৭০ দেখুন!

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার জন্য ১/৩৭০-৩৭১ দেখুন!

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

৩২৭৬. অনুচ্ছেদ : কবিতা, রণ-সংগীত ও হুদির মধ্যে যা পাঠ জায়েয এবং যা নাজায়েয

وَقَوْلِهِ : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ

আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না যে, এরা প্রতি ময়দানেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরে? আর এমন কথা বলে, যা তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে ও নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শ্রীঘই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?' (সূরা শুয়ারা : ২২৪-২২৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন : প্রত্যেক অনর্থক বিষয়ে ডুব দেয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﷺ. أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»

সহজ তরজমা

৫৭৩৮. আবুল ইয়ামান রহ. ... উবাই ইবনে কাব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় কোনো কোনো কবিতার মধ্যে জ্ঞানের কথাও রয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'নিশ্চয় কোনো কোনো কবিতায় জ্ঞান-প্রজ্ঞাও রয়েছে'। সুতরাং যেসব কবিতায় জ্ঞান-প্রজ্ঞা থাকে, সেগুলো পাঠ করা জায়েয।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

شِعْرٌ বা কবিতার অর্থ হল— কৃত্রিম ছন্দময় বাক্য, অন্তঃমিলপূর্ণ কথা, পদ্য। (উমদা)

শব্দ বিশ্লেষণ

الرَّجَزُ : শব্দটির راء বর্ণে যবর, এরপর جيم (যবরযুক্ত) ও زاء যোগে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে رجز একপ্রকার কবিতা। এতে কবি নিজের বড়ত্ব ও বীরত্ব প্রকাশ করেন। নিজের বীরত্ব জানানোর উদ্দেশ্য এটা রণক্ষেত্রে পড়া হয়। (উমদা) আর জাহাঙ্গির উর্দু লোগাত প্রণেতা লিখেছেন : الرَّجَز একধরনের আবেদনমূলক ছন্দতাল বিশেষ, যাতে সাধারণত উত্তেজনাকর যুদ্ধের গৌরবগাথা রচিত হয়। রণ-সংগীত।

الحُدَاء : শব্দটির حاء বর্ণে পেশ দিয়ে আর دال তাশ্‌দিদ ছাড়া, মদসহ বা মদ ছাড়া। حُداء ওই কবিতা বা গানকে বলা হয়, যা উট হাঁকানোর সময় গাওয়া হয়। (উমদা) জাহাঙ্গির উর্দু লোগাত প্রণেতা লিখেছেন, الحُدَاء উষ্ট্রীচালক উট হাঁকানোর সময় উটের গতি বাড়াতে যে সংগীত গায়, হুদিগান।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ. سَمِعْتُ جُنْدَبًا ﷺ. يَقُولُ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ. فَعَثَرَ. فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ. فَقَالَ : ﴿هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ ۝ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ﴾

সহজ তরজমা

৫৭৩৯. আবু নুয়াঈম রহ. ... জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জিহাদে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর একটা আঙুল রক্তাক্ত হয়ে গেল। তখন তিনি ছন্দে বললেন, 'তুমি একটা রক্তাক্তা আঙুল বৈ কিছুই নও। তুমি যে কষ্ট ভোগ করেছ, তা একমাত্র আল্লাহর পথেই।'

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৮, পূর্বে ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/২২ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: ﴿ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ ﴾. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ.

সহজ তরজমা

৫৭৪০. মুহাম্মদ ইব্নে বাশশার রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবিরা যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে কবি লাবিদের কথাটাই বেশি সত্য কথা। (তিনি বলেন,) শোন! আল্লাহর ব্যতীত সবকিছুই বাতিল। তিনি আরো বলেন, কবি উমাইয়া ইব্নে সালত ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি হয়ে গিয়ছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৮, পূর্বে ৫৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : কবি লাবিদের কবিতার পরের লাইনটি ছিল, وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ (নিঃসন্দেহে প্রত্যেক নেয়ামতের অধিকারী একদিন বিলীন হবে)।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য-৭/৭৮৬ দেখুন!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ. فَسِرْنَا لَيْلًا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا. فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ: [البحر الرجز] ﴿ اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ۝ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا. فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا ۝ وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا. وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ۝ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا؛ وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا. ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ هٰذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ. فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ. لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ. حَتّٰى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ. ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ. أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ. عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ. قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ. قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمِ

حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ. فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ. كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ. فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ. وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ. فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ. فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاحِبًا. فَقَالَ لِي: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي. زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟» قُلْتُ: قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ. إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ. قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلَهُ»

সহজ তরজমা

৫৭৪১. কুতাইবা রহ. ... সালামা ইব্‌নে আকওয়া রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খয়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলায় চলছিলাম। দলের মধ্যে থেকে একজন আমির ইব্‌নে আকওয়া রাযি.-কে বলল, আপনি কি আপনার (ছোট) কবিতাগুলো থেকে কিছু পড়ে আমাদের শোনাবেন না? আমির রাযি. ছিলেন একজন কবি। সুতরাং তিনি দলের লোকদের হুদি গেয়ে শোনাতে লাগলেন :

'হে আল্লাহ! তুমি না হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আমরা সদকা দিতাম না, নামায আদায় করতাম না। ক্ষমা করুন আমাদের পূর্বেকার গুনাহ, যা আমরা করেছি। আমরা আপনার জন্য উৎসর্গিত। যদি আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই, তখন আমাদের পদদ্বয় সুদৃঢ় রাখুন। আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। শত্রুর ডাকের সময় আমরা যেন বীরের মতো ধাবিত হই, যখন তারা হৈ-হুল্লোড় করে, আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।'

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এ গায়ক লোকটি কে, যে এরকম কবিতা গেয়ে যাচ্ছে? লোকেরা বললেন, তিনি আমির ইব্‌নে আকওয়া। তিনি বললেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন। দলের একজন বললেন : হে আল্লাহর নবী! তার জন্য তো শাহাদত নির্দিষ্ট হয়ে গেল। হায়! যদি আমাদের এ সুযোগ দান করতেন! এরপর আমরা খায়বারে পৌঁছে শত্রুদের অবরোধ করে ফেললাম। এ সময় আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আল্লাহ (খায়বার যুদ্ধে) তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করলেন। তারপর যেদিন খায়বার বিজিত হল, সেদিন লোকেরা অনেক আগুন জ্বালাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এত আগুন কেন জ্বালাচ্ছ? লোকেরা বলল, গোশত রান্নার জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিসের গোশত? তারা বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এসব গোশত ফেলে দাও আর হাড়িগুলো ভেঙে ফেলো! একব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বরং গোশতগুলো ফেলে আমরা হাড়িগুলো ধুয়ে নিই? তিনি বললেন, তবে তা-ই করো।

রাবী বলেন, যখন লোকেরা যুদ্ধে সারিবদ্ধ হল। আমির রাযি.-এর তরবারিখানা খাটো ছিল। তিনি এক ইহুদিকে মারার উদ্দেশ্যে এটি দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন।। কিন্তু তার তরবারির ধারালো অংশ আমির রাযি.-এরই হাঁটুতে এসে আঘাত করল। এতে তিনি মারা গেলেন। তারপর ফিরার সময় সবাই ফিরলেন। সালামা রাযি. বলেন : আমার চেহারার রং পরিবর্তন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমার বাপ-মা আপনার উপর কোরবান হোক! লোকেরা বলাবলি করছে, আমিরের আমল সব বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কথাটা কে বলেছে? আমি বললাম, অমুক অমুক অমুক এবং উসায়দ ইব্‌নে হুযাইর আনসারি রাযি.। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা এ কথা বলেছে, তারা মিথ্যা বলেছে। তিনি বললেন : তাঁর দুটি পুরস্কার রয়েছে। সে জাহিদ ও মুজাহিদ। আরব ভূ-খণ্ডে তাঁর মতো লোক অল্পই জন্ম নিয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। এতে শে'র, রাহ্‌য ও হুদি রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৮, পূর্বে ৩৩৬, ৬০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুর বারি-৮/৬০৩ 'খায়বার যুদ্ধ' দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ. فَقَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ. رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالقَوَارِيرِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ. لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ.

সহজ তরজমা

৫৭৪২. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কতক সহধর্মিণীর কাছে এলেন। তাদের সঙ্গে উম্মে সুলাইমও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনজাশাহ সর্বনাশ! কাচপাত্র [নারীদের] নিয়ে তুমি ধীরে চল। রাবী আবু কিলাবা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ বাক্য দ্বারা এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, যা অন্য কেউ বললে তোমরা তাকে ঠাট্টা করতে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা এতে রয়েছে, হযরত আনজাশা রাযি. নারীদের নিয়ে হুদি পাঠ করে উট হাঁকাচ্ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৮, সামনে ৯১০, ৯১৫ ও ৯১৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/২৫৫ الفضائل অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

أَنْجَشَةُ : শব্দটির همزه ও جيم বর্ণে যবর, মাঝে নূন সাকিন, এরপর শিন। আনজাশা জনৈক হাবশি গোলামের নাম। তিনি ছিলেন মধুর কণ্ঠস্বর। তার হুদি গানে মাতোয়ারা হয়ে উট অতি ক্ষীপ্র গতিতে চলছিল। উটের উপর আরোহিতা ছিল কাচতুল্য কোমলমতি নারীগণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশঙ্কা হয়েছিল, না জানি এরা উট থেকে ছিটকে পড়ে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আনজাশাকে বললেন, তোমার হুদিগান বন্ধ কর। এর আরেক মর্ম হতে পারে, হে আনজাশা! তোমার কণ্ঠ বড় সুমধুর। তোমার কণ্ঠস্বর নারীদের শ্রবণ করা অনুচিত।

بَابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৩২৭৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের নিন্দা করা প্রসঙ্গে

[মুশরিকদের নিন্দা করা জায়েয বরং মুস্তাহাব।]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي. فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ. فَقَالَتْ: «لَا تَسُبَّهُ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

সহজ তরজমা

৫৭৪৩. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হাসসান ইবনে সাবিত রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের নিন্দা করার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে এ নিন্দা থেকে আমার বংশ মর্যাদা কেমনে বাঁচবে? তখন হাসসান রাযি. বললেন, আমি তাদের থেকে আপনাকে

এমনভাবে বের করে নিব, যেভাবে মাখানো আটা থেকে চুল বের করা আনা হয়। রাবী উরওয়া রহ. বর্ণনা করেন, একদিন আমি আয়েশা রাযি.-এর কাছে হাসসান রাযি.-কে গালি দিতে শুরু করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তাঁকে গালমন্দ করো না। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরফ থেকে মুশরিকদের প্রতিরোধ করতেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৬-৯০৯, পূর্বে ৫০০ ও ৫৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ أَبِيْ سِنَانٍ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِيْ قَصَصِهِ، يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِيْ بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ، قَالَ [البحر الطويل] : ﴿وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ ❁ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الهُدٰى بَعْدَ العَمٰى فَقُلُوْبُنَا ❁ بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ. يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ❁ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكَافِرِيْنَ المَضَاجِعُ.﴾

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

সহজ তরজমা

৫৭৪৪. আসবাগ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. তাঁর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের ভাই অর্থাৎ কবি ইব্নে রাওয়াহা রাযি. অশ্লীল কথা বলেন নি। তিনি বলতেন, 'আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ রয়েছেন, তিনি কুরআন তিলওয়াত করেন; যখন ভোরের মনোরম আলো ফুটে উঠে। পথভ্রষ্ট হওয়ার পর তিনি আমাদের সুপথ দেখিয়েছেন। আর আমরা অন্তরের সাথে বিশ্বাস করলাম, তিনি যা বলেছেন, তা ঘটবেই। তিনি নিজ পিঠ বিছানা থেকে সরিয়ে রেখেই রাত কাটান। যখন কাফিরদের শয্যা-সুখ ত্যাগ করা তাদের পক্ষে ভারি কষ্টকর হয়।' উকাইল রহ. যুহ্রির সূত্রে ইউনুসের অনুসরণ করেছেন। যুবাইদি রহ. --- যুহ্রি রহ. -- সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও আ'রাজ থেকে আর তারা উভয়ে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكَافِرِيْنَ المَضَاجِعُ বাক্যে। কেননা এটা কাফিরদের নিন্দা জ্ঞাপন ও পরিষ্কার কুৎসা বর্ণনা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯ পৃষ্ঠায় এবং পূর্বে ১৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَخِيْ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه : يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَيَقُوْلُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، نَشَدْتُكَ بِاللهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ القُدُسِ» قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : نَعَمْ

সহজ তরজমা

৫৭৪৫. আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল রহ. ... হাসসান ইব্নে সাবিত রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আবু হুরাইরা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ওহে হাসসান! তুমি আল্লাহর রাসূলের তরফ থেকে পাল্টা জবাব দাও! হে আল্লাহ! তুমি জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য কর। আবু হুরাইরা রাযি. বললেন, হাঁ।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯ এবং পূর্বে ৬৪ ও ৪৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৩৫ দেখুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ : اُهْجُهُمْ أَوْ قَالَ : هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ.

সহজ তরজমা

৫৭৪৬. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসসান রাযি.-কে বললেন, তুমি কাফিরদের নিন্দা করো! আর জীবরাঈল আ. তোমার সহায়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯, পূর্বে ৪৫৬ ও মাগাযিতে ৫৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ، حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

৩২৭৮. অনুচ্ছেদ : মানুষের উপর কবিতা এত প্রভাব বিস্তার যে, তাকে আল্লাহর স্মরণ, ইলম-জ্ঞান ও কুরআন থেকে বিরত রাখে

শিরোনামে الْغَالِبَ শব্দটি نصب (যবর) দিয়ে পড়লে এটা كان এর খবর হবে। আর الشعرُ শব্দে পেশ দিলে তার ইসিম হবে। এর বিপরীতও জায়েয আছে। অর্থাৎ কবিতা আবৃত্তির এমন প্রভাব বিস্তার, যদ্দরুন সে এটাকেই নিজের শয়ন-জাগরণ ও স্বপ্ন-সাধনা বানিয়ে নিল, রাতদিন শুধু কবিতা ও কবিতায় ডুবে থাকল। আর তা তাকে আল্লাহর স্মরণ, ইলম-আমল ও পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত ও উদাসীন করে দিল, এটা নিষিদ্ধ। (উমদাতুল কারি-২২/১৮৮)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

সহজ তরজমা

৫৭৪৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো উদর কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে পুঁজ দিয়ে ভর্তি হওয়া অনেক ভালো।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। অর্থাৎ হাদিসে اِمْتِلَاءُ الْجَوْفِ بِالشعر তথা 'কবিতা দিয়ে উদর ভর্তি হওয়া'র দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, কবিতা চর্চায় অত্যধিক মগ্নতার প্রতি অর্থাৎ রাতদিন সারাক্ষণ শুধু কবিতা নিয়ে ডুবে থাকে। এমনকি আল্লাহ তায়ালার জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও ইলম অর্জনের জন্য সময়-সুযোগ হয় না। আর এটাই গর্হিত ও নিন্দনীয়। এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে, যে কবিতা চর্চা আল্লাহ তায়ালার জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, ইলম অর্জনের পথে বাঁধা হবে না ও এসব কাজের উপর প্রাধান্য পাবে না, তা এ নিন্দা-তিরস্কারের আওতায় পড়বে না। (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

সহজ তরজমা

৫৭৪৮. উমর ইবনে হাফস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে এমন পুঁজ ভর্তি হওয়া উত্তম, যা তোমাদের পেটকে ধ্বংস করে ফেলে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফে كِتَابُ الطب-এ ও ইবনে মাজায় كِتَابُ الأدب-এ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : تَرِبَتْ يَمِينُكِ، وَعَقْرَى حَلْقَى

৩২৭৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী 'তোমার হাত ধূলিমলিন হোক ও আক্‌রা, হাল্কা' প্রসঙ্গে

শব্দ বিশ্লেষণ

تَرِبَتْ يَمِينُكِ اى تَرِبَ الرّجل : এর প্রকৃত অর্থ, افتقرت তথা মুখাপেক্ষি হওয়া। কিন্তু এর দ্বারা দুয়া করা উদ্দেশ্য হয় না। বরং রাগের মুহূর্তে কোনো কাজের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য বাক্যটি বলা হয়।

عَقْرَى حَلْقَى : এটা আরবদের একটি বাগধারা। অর্থ, বন্ধ্যা ও মাথা-মুণ্ড।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ : «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» قَالَ عُرْوَةُ : فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ : «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

সহজ তরজমা

৫৭৪৯. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর আবু কুয়াইসের ভাই আফলাহ আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুমতি না নিয়ে তাকে অনুমতি দিব না। কারণ, আবু কুয়াইসের ভাই আমাকে দুধ পান করায় নি। অবশ্য আবু কুয়াইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করায় নি বরং তার স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে অনুমতি দাও। কারণ, তিনি তোমার (দুধ) চাচা। তোমার ডানহাত ধূলিমলিন হোক। রাবী উরওয়া বলেন, এজন্য আয়েশা রাযি. বলতেন : বংশগত বিবাহে যারা হারাম, দুধপান সম্পর্কেও তোমরা তাদের হারাম গণ্য করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশ তথা تَرِبَتْ يَمِينُكِ-এর সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯, পূর্বে ৩৬০, ৭০৭, ৭৬৪ ও ৭৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا الحَكَمُ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ. فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً. لِأَنَّهَا حَاضَتْ. فَقَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى لُغَةٌ لِقُرَيْشٍ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا» ثُمَّ قَالَ: «أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ» يَعْنِي الطَّوَافَ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا.

সহজ তরজমা

৫৭৫০. আদম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। তখন দেখতে পেলেন সাফিয়্যা রাযি. ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ায় তাঁর দরজার সামনে চিন্তিত ও বিষণ্ন বদনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কুরাইশের বাগধারায় বললেন : 'আক্‌রা, হাল্কা!' তুমি তো দেখছি, আমাদের আটকে দিবে! এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরবানির দিন ফরয তাওয়াফ আদায় করেছিলে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে এখন তুমি চল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯, পূর্বে ২১২, ২৩৭, ২৩৮ ও ৮০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله: عَقْرَى حَلْقَى : মুহাদ্দিসগণের ভাষায় বাক্যটি মদ ছাড়া ব্যবহৃত। আরবগণ প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে এ বাগধারাটি ব্যবহার করেন বরং এ ধরনের মিষ্টি প্রবচনে কথা বলা তাদের অভ্যাস। (কাস্তালানি)

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

৩২৮০. অনুচ্ছেদ : 'যাআমূ' (তারা ধারণা করেন) বলা প্রসঙ্গে হাদিস

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ أَبِي النَّضْرِ. مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ. أَنَّ أَبَا مُرَّةَ. مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ. تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ. فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

সহজ তরজমা

৫৭৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে তাঁকে গোসল করতে পেলাম। তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযি. তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কে? আমি বললাম, আমি আবু তালিবের মেয়ে উম্মে হানি। তিনি বললেন : উম্মে হানির জন্য মারহাবা। তারপর তিনি যখন গোসল শেষ করলেন, তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে আট রাকাত নামায আদায় করলেন। তিনি নামায শেষ করলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হুবাইরার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাই বলছে, সে তাকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উম্মে হানি! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্ত দিলাম। উম্মে হানি রাযি. বলেন, সে সময়টি ছিল চাশতের সময়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে زَعَمَ ابنُ أُبَيٍّ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯০৯-৯১০ এবং পূর্বে ৪২, ৫২, ১৪৯, ১৫৬, ৪৪৯ ও মাগাযিতে ৬১৪-৬১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৬৬ দেখুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

৩২৮১. অনুচ্ছেদ : কাউকে وَيْلَكَ (তোমার জন্য আক্ষেপ!) বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ.

সহজ তরজমা

৫৭৫২. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আনাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন : সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানি উট। তিনি আবার বললেন : সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানির উট। তিনি বললেন : এতে সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানির উট। তিনি বললেন, ওয়াইলাকা (তোমার জন্য আক্ষেপ)! তুমি এটির উপর সওয়ার হয়ে যাও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ارْكَبْهَا وَيْلَكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১০, পূর্বে ২২৯ ও ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৩১৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

সহজ তরজমা

৫৭৫৩. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেন। সুতরাং তিনি তাকে বললেন : তুমি এর উপর সওয়ার হয় যাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি তো কুরবানির উট। তখন তিনি দ্বিতীয় বা কিংবা তৃতীয়বার বললেন : ওয়াইলাকা (তোমার জন্য আক্ষেপ) তুমি এতে সওয়ার হয়ে যাও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ارْكَبْهَا وَيْلَكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১০, পূর্বে ২২৯, ২৩০ ও ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৩১৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيْلَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ.

সহজ তরজমা

৫৭৫৪. মুসাদ্দাদ ও আইয়ুব রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন আনজাশা নামক একজন কালো দাস ছিল। সে পুঁথি গাইছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ওহে আনজাশা তোমার সর্বনাশ! তুমি উটটিকে কাঁচপাত্র সদৃশ সওয়ারিদের নিয়ে ধীরে চালিয়ে যাও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَيْلَكَ يَا أَنْجَشَةُ বাক্যে। (উমদাতুল কারী)

এ মিল উমদাতুল কারির ভাষ্য অনুযায়ী সঠিক হবে। তা ছাড়া হাশিয়াতেও وَيْلَكَ অনুলিপি রয়েছে। কিন্তু আমাদের সংস্করণে وَيْحَكَ রয়েছে। এক্ষেত্রে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া মুশকিল। তবে কেউ কেউ বলেন, وَيْحَكَ ও وَيْلَكَ উভয়টা একই অর্থে ব্যবহৃত। তখন আর কোনো প্রশ্ন নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১০, পূর্বে ৯০৮, সামনে ৯১৫, ৯১৬ ও ৯১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ"

সহজ তরজমা

৫৭৫৫. মূসা ইবনে ঈসমাইল রহ. ... আব্দুর রহমান ইবনে আবি বাকরা রাযি. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আরেক জনের প্রশংসা করল। তিনি বললেন : 'ওয়াইলাকা' (তোমার জন্য আক্ষেপ)! তুমি তো তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে দিয়েছ। তিনি কথাটি তিনবার বললেন। তিনি আরো বললেন : যদি তোমাদের কারো কাউকে প্রশংসা করতেই হয় আর সে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে শুধু এতটুকু বলবে যে, আমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। প্রকৃত হিসাব নিকাশের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর আমি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করছি না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১০, পূর্বে ৩৬৬ ও ৮৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এর দ্বারা জানা গেল, কারো প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা নিষেধ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا، فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، قَالَ: وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ. فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَاتَلَهُمْ، فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ

সহজ তরজমা

৫৭৫৬. আব্দুর রহমান ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নিজ অধিকারভুক্ত কিছু মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাগ করে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তামিম গোত্রের যুল খোয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনসাফ করুন। তখন তিনি বললেন : ওয়াইলাকা (তোমার অমঙ্গল হোক)! আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? তখন উমর রাযি. বললেন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, না! কেননা তার [গোত্রে] এমন কিছু [নামাযি-রোযাদার] লোকের জন্ম হবে, যাদের নামাযের সামনে তোমাদের নিজেদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের রোযার সামনে তোমাদের নিজেদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। কিন্তু তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগ লক্ষ্য করা হয়, তাতে কোনো চিহ্ন মিলে না। এরপর তার উপরিভাগে লক্ষ্য করা হয়, তাতেও কোনো চিহ্ন মিলে না। এরপর তার কাঠামো লক্ষ্য করা হয়, তাতেও কোনো চিহ্ন মিলে না। এরপর তার পাতি লক্ষ্য করা হয়, তাতেও কোনো চিহ্ন মিলে না। অথচ তীরটি শিকারের গোবর-রক্ত ভেদ করে গিয়েছে। তাদের আবির্ভাব হবে এমন সময়, যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিবে। তাদের পরিচয় হবে [তাদের নেতা] এমন এক ব্যক্তি, যার এক হাত স্ত্রীলোকের স্তনের মতো, অথবা পিস্তের মতো কাঁপতে থাকবে।

রাবী আবু সাঈদ রাযি. বলেন : আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নিজে আলী রাযি.-এর সাথে ছিলাম যখন তিনি এ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। তখন সে লোকটিকে যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে খোঁজা হয়। এরপর তাকে খুঁজে নিয়ে আসা হয় ঠিক সে অবস্থায়, যে অবস্থার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১০, পূর্বে ৪৭১ সংক্ষেপে, ৫০৯, ৬২৩, ৬৭৩ ও ৬৫৬ এবং সামনে ১১০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «وَيْحَكَ» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأُتِيَ بِعَرَقٍ، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَيِ المَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: «خُذْهُ». تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَيْلَكَ.

সহজ তরজমা

৫৭৫৭. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমেত এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : 'ওয়ায়হাকা; (তোমার জন্য আক্ষেপ)! এরপর সে বলল, আমি রমাযানের মধ্যেই দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন, একটা গোলাম আযাদ করে দাও! সে বলল, আমার কাছে তা নেই। তিনি বললেন : তবে তুমি লাগাতার দু'মাস রোযা পালন কর। সে বলল, আমি এতেও সক্ষম নই। তিনি বললেন :

তাহলে তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াও। লোকটি বলল, আমি এ সামর্থ্য রাখি না। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে আসা হল। তখন তিনি বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি আমার পরিবার ব্যতীত অন্য কাউকে দিব? সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর পার্শ্বের ছেদন দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, তবে তুমিই নিয়ে যাও। ইউনুসও হাদিসটি যুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ যুহরি থেকে وَيْلَكَ শব্দ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَيْلَكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১০-৯১১, পূর্বে ২৫৯, ২৬০, ৩৫৪, ৮০৮, ৮৯৯ এবং সামনে ৯৯২, ৯৯৩ ও ১০০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৫০৪, ৫০৫ দেখুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» قَالَ نَعَمْ، قَالَ «فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا»

সহজ তরজমা

৫৭৫৮. সুলাইমান ইবনে আব্দুর রহমান রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্যলোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে হিজরত সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : তোমার প্রতি আক্ষেপ! হিজরত তো খুব কঠিন ব্যাপার। তোমার কি উট আছে? সে বলল, হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি এর যাকাত দিয়ে থাক? লোকটি বলল, হাঁ! তিনি বললেন : তবে তুমি সমুদ্রের ওই পাশ থেকেই আমল করে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ সওয়াব একটুও কমাবেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে এ হাদিসের কোনো মিল পাওয়া যায় না। তবে যারা وَيْلَكَ ও وَيْحَكَ উভয়টিকে সমার্থবোধক বলেন, তাদের মতে শিরোনাম এবং হাদিসের মাঝে মিল রয়েছে। যেমনটা ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। (উমদাতুল কারি)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১, পূর্বে ১৯৫, ৩৫৮ ও ৫৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". وَقَالَ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ: «وَيْحَكُمْ» وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمْ».

সহজ তরজমা

৫৭৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. ... ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, وَيْلَكُمْ (ওয়াইলাকুম) অথবা وَيْحَكُمْ (ওয়াইহাকুম) (তোমার জন্য আক্ষেপ)। আমার পরে তোমরা আবার কাফির হয়ে যেয়ো না, যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান মারবে। (অর্থাৎ তোমরা কাফেরদের মতো আচরণ শুরু করবে

না যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করতে শুরু করবে) নজর ইবনে শামিল শুবা রহ. থেকে (পূর্বোক্ত সনদে) وَيْحَكُمْ (সন্দেহ ব্যতিত) বর্ণনা করেছেন। আর উমর ইবনে মুহাম্মদ স্বীয় পিতা থেকে وَيْلَكُمْ অথবা وَيْحَكُمْ (সন্দেহের সাথে) বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَيْلَكُمْ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১, পূর্বে ২৩৫, মাগাযিতে ৬৩২, ৮৯২-৮৯৩ এবং সামনে ১০০৩, ১০১৪ ও ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله : يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ : অর্থাৎ কাফিরদের মতো আচরণ শুরু করো না যে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের গর্দান মারতে আরম্ভ করবে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذٰلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا. فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي. فَقَالَ: «إِنْ أُخِّرَ هٰذَا. فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعْتُ أَنَسًا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৭৬০. আমর ইবনে আসিম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। এক গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমেত এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে জবাব দিল, আমি তো তার জন্য কিছু প্রস্তুতি নেই নি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামতের দিন তুমি তাঁরই সঙ্গে থাকবে। তখন আমরা বললাম, আমাদের জন্যও কি এরূপ? তিনি বললেন, হাঁ। এতে আমরা সেদিন যারপরনাই আনন্দিত হলাম। আনাস রাযি. বলেন, এ সময় মুগিরা রাযি.-এর একটি যুবক ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি এ যুবকটি বেশি দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১, পূর্বে ৫২১ ও সামনে ১০৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ عَلَامَةِ حُبِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

لِقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ. [آل عمران : ٣١]

৩২৮২. অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন

আল্লাহ তায়ালার বাণী : [আপনি বলে দিন] যদি তোমরা আল্লাহকে সত্যই ভালবেসে থাক, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

ব্যাখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. (উমদাতুল কারি-২২/১৯৬) বলেন,

أي: هٰذَا بَابٌ فِي بَيَانِ عَلَامَة حب الله عز وجل. وَفِي بعض النسخ: بَاب عَلَامَة الْحبّ فِي الله تَعَالَى. وَقَالَ الْكرْمَانِي: هٰذَا اللَّفْظ يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ محبَّة الله تَعَالَى للْعَبد فَهُوَ الْمُحب. وَأَن يُرَاد محبَّة العَبْد لله تَعَالَى فَهُوَ الْمَحْبُوب قلت: هٰذَا التَّرْدِيد ينشأ من

إِضَافَة حب الله. فَإِن كَانَت الْإِضَافَة للفَاعِل وَالْمَفْعُول مطوي فَهُوَ الْمُرَاد الأول. وَإِن كَانَت إِلَى الْمَفْعُول وَذكر الْفَاعِل مطوي فَهُوَ الْمُرَاد الثَّانِي. والمحبة من الله إِرَادَة الثَّوَاب وَمن العَبْد إِرَادَة الطَّاعَة. وَهنا وَجه آخر على مَا ذكره الْكرْمَانِي. وَهُوَ أَن يُرَاد الْمحبَّة بَين العباد فِي ذَات الله تَعَالَى. وجهته لَا يشوبه الرِّيَاء والهوى. أَرَادَ بإيراد هٰذِه الْآيَة الْكَرِيمَة أَن عَلامَة حب الله أَن يحبوا رَسُول الله ﷺ فَإِذا اتبعُوا رَسُول الله ﷺ فِي شَرِيعَته وسنته يُحِبهُمْ الله عز وَجل. فَيَقَع الِاسْتِدْلَال بهَا فِي الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين بِاعْتِبَار الْإِضَافَة فِي حب الله تَعَالَى.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

সহজ তরজমা

৫৭৬১. বিশর ইব্‌নে খালিদ রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসবে, (কিয়ামতের দিন) সে তারই সঙ্গী হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর مَعَ مَنْ أَحَبَّ বাণীটি أَن يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ এবং أَن يُحِبَّ عَبْدًا فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى بِالْإِخْلَاصِ থেকে ব্যাপক অর্থবহ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১ এবং সামনে ৯১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৭৬২. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. বলেছেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো দলকে ভালবাসে; কিন্তু (আমলের দিক দিয়ে) তাদের সমান হতে পারে নি। তিনি বলেন : মানুষ যাকে ভালবাসে বেহেশতে সে তারই সঙ্গী হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে এ হাদিস ও পরবর্তী দু' হাদিসের মিল পূর্বের হাদিসের মতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১ এবং পূর্বে ৯১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

সহজ তরজমা

৫৭৬৩. আবু নুয়াঈম রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো ব্যক্তি একটি দলকে ভালবাসে; কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারে নি। তিনি বলেন : মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সঙ্গী হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু নুয়াঈম ফজল ইবনে দুকাইন রহ. اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ হাদিসটির সবগুলো সনদ كِتَابُ الْمُحِبِّيْنَ مَعَ الْمَحْبُوْبِيْنَ গ্রন্থে একত্র করেছেন। দেখা যায়, প্রায় বিশজন সাহাবি থেকে হাদিসটি বর্ণিত। সুবহানাল্লাহ! এ হাদিসে সেসব মুসলমানের জন্য বিরাট সুসংবাদ রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালা, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আহলে বাইত, মহান সাহাবা ও ওয়ালি-বুযুর্গদের সাথে মহব্বত-ভালবাসা রাখে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

সহজ তরজমা

৫৭৬৪. আবদান রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি এর জন্য কি যোগাড় করেছ? সে বলল, আমি এর জন্য তো বেশি কিছু নামায, রোযা ও সদকা আদায় করতে পারি নি; তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস, তারই সঙ্গী হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১, পূর্বে ৫২১ এবং সামনে ১০৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৭৮৮ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اِخْسَأْ

৩২৮৩. অনুচ্ছেদ : কেউ কাউকে 'দূর হও' বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ. سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا. فَمَا هُوَ؟» قَالَ: اَلدُّخُّ. قَالَ: «اِخْسَأْ».

সহজ তরজমা

৫৭৬৫. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্নে সায়িদকে বললেন : আমি তোমার জন্য একটি কথা গোপন রেখেছি, তুমি বলতো সেটা কি? সে বলল, 'দুখ্খ'! তখন তিনি বললেন, দূর হও!

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে قَالَ اِخْسَأْ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম রহ. অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম-২/৩৯৭-৩৯৮ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَرَضَّهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ» ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرَى» قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» قَالَ: هُوَ الدُّخُّ، قَالَ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».

قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ، يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، طَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، أَوْ زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ، وَهُوَ اسْمُهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ».

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: " خَسَأْتُ الْكَلْبَ: بَعَّدْتُهُ {خَاسِئِينَ} [البقرة: ٦٥]: مُبْعَدِينَ "

সহজ তরজমা

৫৭৬৬. আবুল ইয়ামান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. একদল সাহাবিসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইব্‌নে সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে বনু মাগালাহর দুর্গের পাশে তাকে ছেলেদের সাথে খেলায় রত পেলেন। তখন সে সাবালক হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌছেছে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন টের পেল না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে তার পিঠে মারলেন। তারপর তিনি বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমিই আল্লাহর রাসূল? তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মি সম্প্রদায়ের রাসূল। এরপর ইব্‌নে সাইয়াদ বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন, আমিই আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ধাক্কা মেরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান রাখি। তারপর তিনি আবার ইব্‌নে সাইয়্যাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী দেখতে পাও?

সে বলল, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিষয়টি তোমার উপর এলোমেলো করে দেওয়া হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমার (পরীক্ষার) জন্য কিছু গোপন রাখছি। সে বলল, তা 'দুখ'। তখন তিনি বললেন, দূর হও! তুমি কখনো তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবে না। উমর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে তার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তবে তার উপর তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। আর এ যদি সে না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করা তোমার জন্যই ভালো হবে না।

সালিম রাযি. বলেন, এরপর আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, এ ঘটনার পর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযি. সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইব্‌নে সাইয়াদ ছিল। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি খেজুরের কাণ্ডের আড়ালে আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইব্‌নে সাইয়াদ তাঁকে দেখার আগেই যেন তিনি তার কিছু কথাবার্তা শুনে নিতে পারেন। এ সময় ইব্‌নে সাইয়াদ তার বিছানায় একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আর তার চাদরের ভিতর থেকে বিড়বিড় শব্দ শুনা যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে ইব্‌নে সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখল, তিনি খেজুর কাণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছেন। তখন তার মা তাকে ডেকে বলল, ওহে সাফ! এটা তার ডাক নাম ছিল। এই যে মুহাম্মদ! তখন ইব্‌নে সাইয়াদ (যে বিষয়ে মগ্ন ছিল তা থেকে) বিরত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তার মা তাকে সতর্ক না করত তবে তার (রহস্য) প্রকাশ পেয়ে যেত।

রাবী সালিম আরো বলেন, আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসার পর দাজ্জালের উল্লেখ করে বলেন : আমি তোমাদের তার সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবী এর সম্পর্কে তার গোত্রকে সতর্ক করে গিয়েছেন। আমি এর সম্পর্কে এমন কথা বলছি, যা অন্য কোনো নবী তার গোত্রকে বলেন নি। তবে তোমরা জেনে রাখো! সে কানা; কিন্তু আল্লাহ কানা নন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اِخْسَأْ. فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১১-৯১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا

৩২৮৪. অনুচ্ছেদ : কাউকে 'মারহাবা' বলা প্রসঙ্গে

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَرْحَبًا بِابْنَتِي وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ!

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা রাযি.-কে বলেছেন : আমার মেয়ের জন্য 'মারহাবা'! উম্মে হানী রাযি. বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এলাম। তিনি বললেন : উম্মে হানী 'মারহাবা'!

ব্যাখ্যা : আমাদের দেশে কোনো সম্মানিত অতিথি এলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বলা হয়, আসুন! আসুন! আপনাকে সুস্বাগতম! এখানে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। তেমনিভাবে আরবদের রীতি হল, কোনো সম্মানিত অতিথি এলে আরবগণ বলেন : مَرْحَبًا أَهْلًا وَسَهْلًا।

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ. الَّذِينَ جَاءُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى»

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: "أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ".

সহজ তরজমা

৫৭৬৭. ইমরান ইব্‌নে মাইসারা রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল কাইসের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলে তিনি বললেন, এ প্রতিনিধি দলের প্রতি 'মারহাবা'। তারা লাঞ্ছিত ও লজ্জিত অবস্থায় আসে নি। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রবিয়া গোত্রের লোক। আমাদের ও আপনার মধ্যখানে অবস্থান করছে 'মুযার' গোত্র। এজন্য আমরা হারাম মাস ছাড়া আপনার খেদমতে পৌঁছুতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদের এমন কিছু চূড়ান্ত বিধি-নিষেধ বলে দিন, যা অনুসরণ করে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে, তাদের হেদায়েত দিতে পারি। তিনি বললেন, আমি চারটি (মেনে চলা) ও চারটি (হতে বিরত থাকার) নির্দেশ দিচ্ছি : তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযান মাসের রোযা পালন করবে ও গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর কদুর খোলে, সবুজ রং করা কলসে, খেজুর মূলের পাত্রে এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে قَالَ مَرْحَبًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১২ এবং পূর্বে ১৪, ১৯ ও ৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-১/৩৫৩ দেখুন।

بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

৩২৮৫. অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতৃপুরুষের নামে ডাকা হবে

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি কিয়ামত দিবসে মানুষদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকা হবে প্রসঙ্গে। এখানে ما মাসদারিয়া হতে পারে অর্থাৎ بَابُ دُعَاءِ النَّاسِ। আর মাসদারটি তার মাফউলের দিকে মুযাফ। এর ফায়েলটি উহ্য। অর্থাৎ دُعَاءُ الدَّاعِي النَّاسَ بِأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

সহজ তরজমা

৫৭৬৮. মুসাদ্দাদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন : ওয়াদা ভঙ্গকারীদের জন্য (কিয়ামতের দিন) একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে। বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১২, পূর্বে ৪৫২ এবং সামনে ১০৩০ ও ১০৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

সহজ তরজমা

৫৭৬৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটা পতাকা স্থাপন করা হবে। এরপর বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নির্দশন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১২-৯১৩, পূর্বে ৪৫২ ও ৯১২, সামনে ১০৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম মাগাযিতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي

৩২৮৬. অনুচ্ছেদ : কেউ যেন 'আমার আত্মা খবিস হয়ে গেছে' না বলে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.

সহজ তরজমা

৫৭৭০. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'আমার আত্মা খবিস হয়ে গেছে'। তবে বলতে পারে, 'আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৩, সামনে ৯১৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদ كِتَابُ الأَدَبِ, আর নাসায়ি عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আরবদের রীতি ছিল— যখন কোনো কারণে হৃদয় ভারাক্রান্ত হত, মন ছটফট করত বা কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হত না, তখন তারা বলত : خَبُثَتْ نَفْسِي (আমার আত্মা খবিস হয়ে গেছে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা বলতে নিষেধ করলেন। কেননা خَبُثَتْ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে দিলেন, এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা لَقِسَتْ نَفْسِي (আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে) বলবে। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, এ নিষিদ্ধতা ওয়াজিব নয় বরং শিষ্টাচারমূলক অর্থাৎ এটা মাকরূহ তানযিহি ও উত্তমতা পরিপন্থি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠে না, তার সম্পর্কে বলেছেন : أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ।[১]

---

[১] صحيح البخاري: بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ، وَبَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، صحيح مسلم: بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ، سنن أبي داود: بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ، سنن النسائي: بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي» تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

সহজ তরজমা

৫৭৭১. আবদান রহ. ... সাহল রহ. তার পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন না বলে যে, আমার আত্মা খবিস হয়ে গেছ বরং সে বলবে, 'আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে'।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/২৩৮ كِتَابُ الْأَدَبِ-এ, আবু দাউদ كِتَابُ الْأَدَبِ-এ আর নাসায়ি عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : خَبُثَتْ শব্দে নিকৃষ্টতা বেশি। তাই তা থেকে বেঁচে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

بَابٌ: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

৩২৮৭. অনুচ্ছেদ : যুগ-সময়কে গালি দিবে না

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ"

সহজ তরজমা

৫৭৭২. ইয়াহইয়া ইব্নে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, মানুষ যুগ-সময়কে গালি দেয়, অথচ আমিই যুগ-সময় (-এর নিয়ন্ত্রণের মালিক)। একমাত্র আমারই হাতে রাত ও দিনের পরিবর্তন হয়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৩, পূর্বে ৭১৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম كِتَابُ الْأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৫৮৫ كِتَابُ التَّفْسِيرِ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ.

সহজ তরজমা

৫৭৭৭. আইয়াশ ইব্নে ওয়ালিদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'আঙ্গুর'কে 'করম' বলো না। আর বলবে না, যুগের অনিষ্ট। কারণ, আল্লাহ হলেন যুগের নিয়ন্তা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বের হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৩ এবং সামনে ৯১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ

৩২৮৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– 'প্রকৃত করম হল মুমিনের কলব'

وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» كَقَوْلِهِ : إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» كَقَوْلِهِ : «لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ» فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ : إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا. [النمل : ٣٤]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'প্রকৃত নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিঃস্ব'। তদ্রূপ তাঁরই বাণী : 'প্রকৃত বীর ওই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে'। এমনিভাবে তাঁর বাণী : 'রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং তিনি আল্লাহ তায়ালাকে চূড়ান্ত রাজত্বের অধিকারী গুণে ভূষিত করেছেন। এরপর বাদশাদের প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহর বাণী : 'বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা তা ধ্বংস করে দেয়।' (সূরা নাম্‌ল-৩৪)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

ইতোপূর্বে হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর একটি হাদিস গত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ (তোমরা আঙ্গুর গাছকে 'করম' বলো না)। আল্লাম খাত্তাবি রহ বলেন, نَهَى عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا لِتَزْكِيَةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ অর্থাৎ আরবগণ আঙ্গুর গাছকে 'করম' বলত। বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এটা বলতে নিষেধ করে দিলেন। কেননা এতে তো মদের কথা স্মরণ হয়ে যাবে এবং মদের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাবে। অথচ মদের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করাই শরিয়তের উদ্দেশ্য। বস্তুত 'করম' বলার উপযুক্ত মুমিনের কলব ও অন্তর। কেননা মুমিনের অন্তরে রয়েছে ঈমান এবং তাকওয়ার নূর; জ্যোতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু)। (সূরা হুজুরাত-১৩)

وَقَدْ قَالَ : «إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ الخ : আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র তো ওই ব্যক্তি যে কিয়ামত দিবসে রিক্তহস্ত হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الخ অন্যকে যে ভূপাতিত করে দেয় সে বীর নয় বরং বীর তো সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র বাদশাহ)।

فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ الخ : 'চূড়ান্ত রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর' অর্থাৎ সর্বশেষ একমাত্র মহান আল্লাহর রাজত্বই বাকি থাকবে আর বাকি সবার রাজত্বই বিলীন হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"

সহজ তরজমা

৫৭৭৪. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা (আঙ্গুরকে) 'করম' বলে; কিন্তু আসলে 'করম' হলো মুমিনের অন্তর।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৩, পূর্বে ১১৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে كِتَابُ الْأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَقُولُونَ الْكَرْمُ : এখানে الْكَرْمُ শব্দটি পেশ যোগে হলে মুবতাদা হবে; এর খবর হবে উহ্য। মূল বাক্য হবে يَقُولُونَ : الْكَرْمُ شَجَرُ الْعِنَبِ (করম হলো খেজুর বৃক্ষ)। অবশ্য الْكَرْمُ শব্দটি খবরও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর মুবতাদাটি উহ্য থাকবে। মূল বাক্য হবে شَجَرُ الْعِنَبِ الْكَرْمُ (খেজুর বৃক্ষ হলো করম)। (উমদাতুল কারি-২২/২০৪)

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩২৪৯. অনুচ্ছেদ : কারো 'আমার মা-বাপ আপনার প্রতি কুরবান হোক' বলা প্রসঙ্গে

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।
[হাদিসটি বুখারি শরিফের ৫২৭ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।]

শব্দ বিশ্লেষণ

الْفِدَاءُ : শব্দটির فاء বর্ণে যের দিয়ে মদসহ। আবার فاء বর্ণে যবর দিয়ে মদ ছাড়া পঠিত। অর্থ, আপনার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত/ কুরবান হোক। (উমদাতুল কারি-২২/২০৪)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى، عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ "ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي". أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

সহজ তরজমা

৫৭৭৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... আলী রাযি. বলেন, আমি সা'দ রাযি. ব্যতীত আর কারো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনিনি আমার পিতামাতা তোমার প্রতি কুরবান। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে সা'দ! তুমি তীর চালাও। আমার মা ও বাপ তোমার প্রতি কুরবান। আমার মনে হয়, কথাটা তিনি উহুদের যুদ্ধে বলেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৩, পূর্বে ৪০৭ ও ৫৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১০৬ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ

৩২৫০. অনুচ্ছেদ : কারো 'আল্লাহ আমাকে তোমার প্রতি কুরবান করুন' বলা প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ : «فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا»

আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, 'আমরা আপন পিতা-মাতাদেরকে আপনার প্রতি কুরবান করলাম'।

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الخ : এ হাদিসটি বুখারি ৫৫৩ পৃষ্ঠায় হিজরত অধ্যায়ে হযরত আবু সাঈদ রাযি.-এর সনদে বর্ণিত হাদিসের ভিন্ন একটি সনদ। হাদিসটির ব্যাখ্যা জানার জন্য হাদিসে হিজরতের তরজমা দেখুন।

(নাসরুল বারি-৭/৮৩৬)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ. مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ. فَصُرِعَ النَّبِيُّ

ﷺ وَالْمَرْأَةُ. وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: أَحْسِبُ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: «لَا. وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ» فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا. فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا. فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ. فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا. فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

সহজ তরজমা

৫৭৭৬. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তিনি ও আবু তালহা রাযি. (মদিনায়) আসছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাফিয়া রাযি. তাঁর উটের পিছনে বসা ছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী পড়ে গেলেন। তখন আবু তালাহা রাযি.-ও তাঁর উট থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার কি কোনো আঘাত লেগেছে? আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। তিনি বললেন : না! তবে স্ত্রী লোকটির খবর নাও। তখন আবু তালহা রাযি. তাঁর কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন আর তাঁর উপরও একখানা কাপড় ফেলে দিলেন। তখন স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়ালেন। এরপর আবু তালহা রাযি. তাঁদের হাওদাটি উটের উপর শক্ত করে বেঁধে দিলেন। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হলেন এবং সবাই আবার রওয়ানা হলেন। অবশেষে যখন তাঁরা মদিনার নিকটে পৌঁছুলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন : আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং একমাত্র আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। তিনি মদিনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত কথাগুলো বলছিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ এবং পূর্বে ৮৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩২৯১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ. عَنْ جَابِرٍ. ؓ. قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

সহজ তরজমা

৫৭৭৭. সাদাকা ইবনে ফাযল রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজনের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। সে তার নাম রাখল 'কাসেম'। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম ডাকব না। সেরূপ মর্যাদাও দিব না। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন। তিনি বললেন, তোমার ছেলের নাম 'আব্দুর রাহমান' রেখে দাও!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ বাক্যে। কেননা আব্দুর রহমান নামটি আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি পছন্দনীয় নাম। যেমন : মুসলিম শরিফে ইবনে ওমর থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয় নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। (কাস্তালানি)
সুতরাং বুঝা গেল, আ. রহমান আল্লাহর নিকট একটি পছন্দনীয় নাম।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪, পূর্বে ৪৩৯ এবং সামনে ৯১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

কাউকে পুত্র বলে সম্বোধন

কোনো কোনো আলেম বলেন : অন্যের সন্তানকে যারা কেবল স্নেহবশত পুত্র বলে সম্বোধন করেন; পালকপুত্র সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে নয়, এটা জায়েয হলেও অনুত্তম। কেননা এটা বাহ্যত নিষিদ্ধতার মধ্যে শামিল।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي. قَالَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩২৯২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- 'আমার নামে নাম রাখতে পার কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না

হাদিসটি হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারি-১/৫০১)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ. فَقَالُوا: لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي.

সহজ তরজমা

৫৭৭৮. মুসাদ্দাদ রহ. ... জাবির রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। সে তার নাম রাখল কাসেম। তখন লোকেরা বলল : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা না করে তাকে এ উপনামে ডাকব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো; কিন্তু আমার উপনামে কারো উপনাম রেখো না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪, পূর্বে ৪৩৯ ও ৫০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৫৮৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي».

সহজ তরজমা

৫৭৭৯. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার উপনামে কারো উপনাম রেখো না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ এবং সামনে ৯১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ "أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ".

সহজ তরজমা

৫৭৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজনের একটি পুত্র হলে সে তার নাম রাখল 'কাসেম'। তখন আমরা বললাম, আমরা তোমাকে 'আবুল

কাসেম' উপনামে ডাকব না এবং আর এ দ্বারা তোমার চোখও শীতল করব না। তখন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে কথাটা উল্লেখ করল। তিনি বললেন : তোমার ছেলের নাম রাখ আব্দুর রহমান।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে 'আবুল কাসেম' উপনাম রাখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কেননা যাকে নিষেধ করা হয়েছে, সে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি জানিয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেননি, তুমি আমার উপনামে নাম রাখো! এভাবে তার নাম মুহাম্মদও রাখতে বলেননি বরং তিনি বলেছেন, তোমার ছেলের নাম রাখো আব্দুর রহমান। আর এ হাদিস দ্বারাই আবুল কাসেম উপনাম রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করা হয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪, পূর্বে ৪৩৯ ও ৫০১ এবং সামনে ৯১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ اسْمِ الحَزْنِ

৩২৯৩. অনুচ্ছেদ : হাযন নাম রাখা প্রসঙ্গে

الحَزْنِ : শব্দটির حاء বর্ণে যবর, زاء বর্ণে সাকিন। অর্থ, শক্ত ভূমি। শব্দটি سَهْلٌ (সহজ)-এর বিপরীত।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مَا اسْمُكَ". قَالَ حَزْنٌ. قَالَ "أَنْتَ سَهْلٌ". قَالَ لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ.

সহজ তরজমা

৫৭৮১. ইসহাক ইব্‌নে নাসর রহ. ... ইব্‌নে মুসাইয়্যাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কি? তিনি বললেন : 'হাযন'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বরং তোমার নাম 'সাহল'। তিনি বললেন : আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোনো নাম দিয়ে আমি বদলাব না। ইব্‌নে মুসাইয়্যাব রাযি. বলেন : এরপর থেকে আমাদের বংশের মধ্যে কঠিনতাই চলে এসেছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ পরপর দুবার বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمَحْمُودٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِهٰذَا.

৫৭৮২. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে মুসাইয়্যাব তার পিতা, তারা দাদা সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা পূর্বের হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ পৃষ্ঠায় ও উপরে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

৩২৯৪. অনুচ্ছেদ : নাম বদলিয়ে পূর্ব নামের চেয়ে উত্তম নাম রাখা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ. عَنْ سَهْلٍ ﷺ. قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ. فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ. فَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَيْنَ الصَّبِيُّ". فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "مَا اسْمُهُ". قَالَ فُلَانٌ. قَالَ "وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ". فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

সহজ তরজমা

৫৭৮৩. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত। যখন মুনযির ইব্‌নে আবু উসায়দ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে নিজের উরুর উপর রাখলেন। আবু উসায়দ রাযি. পাশেই বসা ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সামনেই কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আবু উসায়দ রাযি. কারো দ্বারা তার উরু থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে কাজ থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শিশুটি কোথায়? আবু উসাইদ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার নাম কি? তিনি বললেন, অমুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বরং তার নাম রাখ মুনযির। সেদিন থেকে তার নাম রাখলেন 'মুনযির'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ বাক্যে। আর তার কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন আবু উবাইদ বললেন, তার নাম অমুক। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার নাম রাখ মুনযির। তার পিতা আবু উবাইদ যে নাম রেখেছিলেন, সেটি মন্দ ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মন্দ নাম পরিবর্তন করে তার নাম মুনযির রাখলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে كِتَابُ الْأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ. عَنْ أَبِي رَافِعٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ زَيْنَبَ. كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ. فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ.

সহজ তরজমা

৫৭৮৪. সাদাকা ইব্‌নে ফাযল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। যয়নব রাযি.-এর নাম ছিল 'বার্‌রাহ' [পুণ্যবতী]। তখন কেউ বললেন, এতে তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম রাখেন 'যয়নব'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে জনৈক রমণীর নাম 'বার্‌রাহ' থেকে পরিবর্তন করে 'যয়নব' রাখার বিবরণ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ এবং মুসলিম ইস্তিযানে ও ইবনে মাজাহ كِتَابُ الْأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ যয়নব নামের রমণীটি হযরত উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. কিংবা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর কন্যা আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পালিত কন্যা ছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাযি.-এর নামের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছিল। হাদিসটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারি রহ. তাঁর 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: "كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ. (صحيح مسلم : ٣ / ١٦٨٧) ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ اسْمَ جُوَيْرِيَةَ كَانَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ جويرية. (الأدب المفرد بالتعليقات : ١ / ٤٤٨)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, কারো নাম অসুন্দর বা অসঙ্গত হলে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন। ইরশাদ করতেন, কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতৃপরিচয়ে ডাকা হবে। কাজেই তোমরা তোমাদের উত্তম, সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখবে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ. قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﷺ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ "مَا اسْمُكَ". قَالَ اسْمِي حَزْنٌ. قَالَ "بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ". قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ.

সহজ তরজমা

৫৭৮৫. ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা রহ. ... সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়াব রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন : আমার নাম 'হাযন'। তিনি বললেন : না বরং তোমার নাম 'সাহল'। তিনি বললেন : আমার পিতা আমার যে নাম রেখে গিয়েছেন, তা আমি বদলাতে চাই না। ইব্‌নে মুসাইয়াব বলেন, ফলে এরপর থেকে আমাদের বংশে কঠিনতাই চলে আসছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪, পূর্বে ৯১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

৩২৯৫. অনুচ্ছেদ : নবীদের আ. নামে যারা নাম রাখেন

وَقَالَ أَنَسٌ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ. يَعْنِي ابْنَهُ

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইবরাহিম রাযি.-কে চুমু দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ.

সহজ তরজমা

৫৭৮৬. ইব্‌নে নুমায়র রহ. ... ইসমাঈল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নে আওফা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইবরাহিম রাযি.-কে দেখেছেন? তিনি বললেন : তিনি তো ছোট বেলায়ই মারা গিয়েছেন। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর কোনো নবী হওয়ার বিধান থাকত, তাহলে তাঁর পুত্র বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তাঁর পরে কোনো নবী হবেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে মাজাহ শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ".

সহজ তরজমা

৫৭৮৭. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আদী ইব্‌নে সাবিত রাযি. বলেন, আমি বারা' রাযি.-কে বলতে শুনেছি, যখন ইবরাহিম রাযি. মারা যান তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জান্নাতে তাঁর জন্য ধাত্রি থাকবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪, পূর্বে ১৮৪ ও ৪৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহিম রাযি.-এর ওফাত হয়েছিল দেড় বছর বয়সে দুগ্ধপানের সময়কালে। কাজেই দুগ্ধপানের বয়সে ইন্তেকাল করেছেন বিধায় তাঁর জন্য জান্নাতে একজন দুগ্ধধাত্রী থাকবে। দুগ্ধপানের মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁকে দুধ পান করাবেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ". وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৭৮৮. আদম রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না। কারণ, আমিই কাসেম। আমি তোমাদে মধ্যে (আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত) বণ্টন করি। আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে سَمُّوا بِاسْمِي বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৪-১৫, পূর্বে ৪৩৯ ও ৫০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

সহজ তরজমা

৫৭৮৯. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না। আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে। শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামেই তার বাসস্থান করে নেয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে سَمُّوا بِاسْمِي বাক্যে। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণের নামে নাম রাখা জায়েয হওয়ার প্রমাণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৭১ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ. فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ. فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ. وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

সহজ তরজমা

৫৭৯০. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তার নাম রেখে দিলেন ইবরাহিম। তারপর তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তার জন্য বরকতের দুয়া করলেন এবং তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। রাবী বলেন, সে ছিল আবু মূসা রাযি.-এর বড় সন্তান।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫, পূর্বে ৮২১ বর্ণিত হয়েছে। আর মুসলিম রহ. ইস্তিযানে আবু বকর ইবনে শাইবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ: وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন, هٰذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا مُوسَى كُنِّيَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ لَكُنِّيَ بِابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا إِبْرَاهِيمَ (ফাতহুল বারি-১০/৫৭৯)।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا زَائِدَةُ. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ ﷺ. سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৭৯১. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... যিয়াদ ইবনে ইলাকাহ রাযি. থেকে বর্ণত। তিনি বলেন, আমি মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি.-কে বলতে শুনেছি—যে দিন ইবরাহিম রাযি. মারা যান, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

এই হাদীসটি আবু বাকরা রাযি. ও নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِبْرَاهِيمُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫, পূর্বে ১৪২ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪ 'সালাতুল খুসূফ' দেখুন।

بَابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

৩২৯৬. অনুচ্ছেদ : ওয়ালিদ নাম রাখা প্রসঙ্গে (জায়েয)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ "اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ. وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ. وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ. اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ. اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ"

সহজ তরজমা

৫৭৯২. আবু নুয়াঈম ফাযল ইব্‌নে দুকায়ন রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের রুকু থেকে মাথা তুলে দুয়া করলেন : হে আল্লাহ! তুমি ওয়ালিদ, সালামা ইব্‌নে হিশাম, আইয়াশ

ইবনে আবু রবিয়া এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের শত্রুর নির্যাতন থেকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রকে পাকড়াও করো শক্তভাবে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও, যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ আ.-এর যুগে এসেছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ বাক্যে। কেননা এটি শিরোনামের সন্দেহকে দূর করে দিয়েছে এবং ওয়ালিদ নাম রাখা জায়েয প্রমাণ করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫ এবং পূর্বে ১৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-৪/২১৫ দেখুন।

بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا

৩২৯৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের কোনো সাথিকে তার নামের কিছু হরফ কমিয়ে ডাকে

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هِرٍّ»

আবু হাযিম রহ. বলেন, আবু হুরাইরা রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে 'হে আবু হির্‌র' বলে ডেকেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ» قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، قَالَتْ: وَهُوَ يَرٰى مَا لَا نَرٰى.

সহজ তরজমা

৫৭৯৩. আবু ইয়ামান রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : يَا عَائِشُ [হে আয়েশ]! ওনি জিবরাইল আ., তোমাকে সালাম করছেন। আমি বললাম, وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতেন; আমি দেখতাম না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রাযি.-কে عَائِشَةَ শব্দের শেষ হতে স্ত্রীলিঙ্গের تاء কে ফেলে দিয়ে عَائِشُ (আয়েশ) বলে ডেকেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫, পূর্বে ৪৫৭, ৫২২, ৫২৩ ও ৫২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৩৫৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِيِّ ﷺ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَا أَنْجَشُ، رُوَيْدَكَ، سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

সহজ তরজমা

৫৭৯৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার উম্মে সুলায়ম রাযি. সফরের সামগ্রীবাহী উটে সওয়ার ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম [হুদিগায়ক] আনজাশা উটগুলো দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, ওহে আন্‌জাশ! তুমি কাচপাত্রবাহী উটগুলো ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَا أَنْجَشُ বাক্যে। কেননা এটা أَنْجَشَةُ-এর সংক্ষেপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫, পূর্বে ৯০৮ ও ৯১০ এবং সামনে ৯১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : তারখিম তথা শব্দ সংক্ষেপণের নিয়মানুসারে يَا أَنْجَشُ শব্দে পেশ ও যবর উভয়টা দিয়েই পড়া যায়।

✪ আরো জানতে বুখারি-২/৯০৮ পৃষ্ঠায় হাদিস দেখুন।

بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

৩২৯৮. অনুচ্ছেদ : শিশুর উপনাম এবং সন্তান জন্মের পূর্বেই তার নামে কারো উপনাম রাখা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ "يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.

সহজ তরজমা

৫৭৯৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার চেয়ে বেশি সদাচারী ছিলেন। আমার একজন ভাই ছিল। তাকে আবু উমাইর বলে ডাকা হত। আমার ধারণা, সে তখন মায়ের দুধ খেত না। আর যখনই তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] আমাদের নিকট আসতেন, বলতেন, হে আবু উমাইর! তোমার নুগাইর কি করছে? নুগার ছিল একটি পাখি। সে ওটা নিয়ে খেলা করত। কখনো নামাযের সময় হয়ে যেত আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরেই থাকতেন। সুতরাং তাঁর নিচে যে বিছানা থাকত, সেটি বিছাতে নির্দেশ দিতেন। তখন তা ঝেড়ে দেওয়া হত এবং সামান্য পানি ছিটিয়ে দেওয়া হত। এরপর তিনি [নামাযের জন্য] দাঁড়াতেন। আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়াতাম। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করতেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫, পূর্বে ৯০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এর হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ছোট শিশুদের জন্যও কুনিয়াত রাখা জায়েয। কেননা হযরত আবু উমাইর রাযি. তখন ছোট শিশু ছিলেন।

فَطِيمًا : এটি أَحْسِبُ-এর দ্বিতীয় মাফউল। আমাদের ভারতীয় সংস্করণে فَطِيمٌ পেশ দ্বারা রয়েছে। এক্ষেত্রে فَطِيمٌ শব্দটি أَخٌ-এর সিফাত হবে। আর সিফাত-মউসূফের মাঝে রয়েছে جملہ معترضہ [ভিন্ন বাক্য]।

بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

৩২৯৯. অনুচ্ছেদ : একটি উপনাম থাকা সত্ত্বেও আবু তুরাব উপনাম রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ، قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ ﷺ إِلَيْهِ لأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتْبَعُهُ، فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ يَقُولُ "اِجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ"

সহজ তরজমা

৫৭৯৬. খালিদ ইব্‌নে মাখলাদ রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী রাযি.-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে 'আবু তুরাব' উপনাম ছিল সবচেয়ে প্রিয়। এ নামে ডাকলে তিনি বেশি খুশি হতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই তাকে 'আবু তুরাব' উপনামে ডেকেছিলেন। একদিন তিনি ফাতিমা রাযি.-এর সঙ্গে রাগ করে বেরিয়ে এসে মসজিদের দেয়াল ঘেসে ঘুমিয়ে পড়লেন। এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তালাশ করছিলেন। এক ব্যক্তি বলল, তিনি তো ওখানে দেয়াল ঘেসে ঘুমিয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তাঁর পিঠে ধুলোবালি লেগে আছে। তখন তিনি 'হে আবু তুরাব! উঠে বসো!' বলে তাঁর পিঠ থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রয়েছে হাদীসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৫-৯১৬, পূর্বে ৬৩, ৫২৫, সামনে ৯২৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/২৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

৩৩০০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত নাম

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ".

সহজ তরজমা

৫৭৯৭. আবুল্‌ ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট কিয়ামত দিবসে ওই ব্যক্তির নাম সব চেয়ে ঘৃণিত হবে, যে তার নাম ধারণ করেছে 'রাজাধিরাজ'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَخْنَى الأَسْمَاءِ বাক্যে। কেননা أَخْنَى শব্দটি الْخِنَى মাসদার থেকে ইসমে তাফযিল। অর্থাৎ অশ্লীল কথা। আর প্রত্যেক অশ্লীল কথা নিন্দনীয়। আর প্রত্যেক নিন্দনীয় জিনিস বর্জনীয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৬ এবং সামনে ৯১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رِوَايَةً قَالَ «أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ». وَقَالَ سُفْيَانُ: غَيْرَ مَرَّةٍ «أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ، رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ». قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهْ.

সহজ তরজমা

৫৭৯৮. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম— আর ইমাম আবু সুফিয়ান একাধিকবার (أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ বহুবচনের শব্দে) বর্ণনা করেছেন— মহান আল্লাহর নিকট সমস্ত নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হবে ওই ব্যক্তির, যে নিজের নাম 'রাজাধিরাজ' রাখে। সুফিয়ান রহ. বলেন, আবুয যিনাদ ব্যতীত অন্যেরা এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'শাহানশাহ'।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৬ এবং সামনে ৯১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

৩৩০১. অনুচ্ছেদ : মুশরিকের উপনাম প্রসঙ্গে

وَقَالَ مِسْوَرٌ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ.

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. বলেন, অমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শনেছি, 'হাঁ! যদি ইবনে আবু তালিব চায়' [তবে এটা হতে পারে। অর্থাৎ আমার কন্যা ফাতিমা রাযি.- কে তালাক দিয়ে দিতে পারে]।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

বুখারি-২/৭৮৭ পৃষ্ঠায় হাদিস বর্ণিত আছে, (আবু জাহিলের পিতা) হিশাম ইবনে মুগিরা ও তার সন্তান হারেস প্রমুখ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করল, হযরত আলী রাযি.-এর সাথে আপন কন্যাকে বিবাহ দিবে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কখনো অনুমতি দিব না। হাঁ! আলী ইবনে আবি তালিব রাযি. যদি আমার মেয়ে ফাতেমাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে আমি বাধা হব না। কেননা ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। তার যা খারাপ লাগে আমারও তা খারাপ লাগে। সুতরাং হযরত আলী রাযি. সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا. فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا. فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ. يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ. قَالَ كَذَا وَكَذَا". فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ. اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ. فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ. وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ. فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى. قَالَ

اللهُ تَعَالَى { وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } الآيَةَ. وَقَالَ { وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أُذِنَ لَهُ فِيهِمْ. فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْرًا. فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ. وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ. وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ هٰذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا

সহজ তরজমা

৫৭৯৯. আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়দ রাযি. বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন। তখন তাঁর গায়ে একখানা ফাদাকি চাদর ছিল। তাঁর পিছনে বসা ছিলেন উসামা রাযি.। তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইব্‌নে উবাদা রাযি.-এর শুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে হারিস ইব্‌নে খাযরাজ গোত্র অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁরা চলতে চলতে এক মজলিশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই ইব্‌নে সালূল ছিল। এটা ছিল আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই এর (প্রকাশ্যে) ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। মজলিসটি ছিল মিশ্রিত। এতে ছিলেন মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইহুদি। মুসলমানদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহা রাযি.-ও ছিলেন। সওয়ারির চলার কারণে যখন উড়ন্ত ধুলোবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলেছিল, তখন ইব্‌নে উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে বলল, তোমরা আমাদের উপর ধুলি উড়িও না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সালাম করলেন এবং সওয়ারি থামিয়ে নামলেন। তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন পড়ে শোনালেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই ইব্‌নে সালূল তাঁকে বলল, হে লোক! আপনি যা বলছেন যদি তা ঠিক হয়ে থাকে, তবে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কিছুই নেই। তবে আপনি আমাদের মজলিসসমূহে এসে আমাদের কষ্ট দিবেন না। যে আপনার কাছে যায়, তাকেই পানি উপদেশ দিবেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহা রাযি. বললেন : না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা আপনার বক্তব্য পছন্দ করি। তখন মজলিসের মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিরা পরস্পর গালমন্দ করতে লাগল। এমনকি তাদের মধ্যে হাঙ্গামা হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন, অবশেষে তারা নীরব হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সা'দ ইব্‌নে উবাদা রাযি.-এর নিকট পৌছলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সাদ! আবু হুবাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই আমাকে যা বলেছে, তা কি তুমি শোননি? সে এমন এমন কথা বলেছে। তখন সা'দ ইব্‌নে উবাদা রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন! বাদ দিন তার কথা। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে আপনার প্রতি হক এমন সময় নাযিল করেছেন, যখন এ শহরের অধিবাসীরা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে এবং [রাজকীয়] পাগড়ি তাঁর মাথায় বাঁধবে। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দিয়েছেন, তা দিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করে দিলেন, তখন সে এতে রাগান্বিত হয়ে পড়েছে। এজন্যই সে আপনার সাথে এ ধরনের আচরণ করেছে, যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ তো এমনিই মুশরিক ও কিতাবিদের ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তোমরা তাদের থেকে নিশ্চয় বহু কথা শুনতে পাবে... শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ আরো বলেন, 'কিতাবিরা অনেকেই কামনা করে ...'। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের ক্ষমা করতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে তাদের সঙ্গে জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ

যখন বদর অভিযান চালালেন, তখন এর মাধমে আল্লাহ কাফির বীরপুরুষদের এবং কুরাইশ সর্দারদের মধ্যে যারা নিহত হওয়ার তাদের হত্যা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ বিজয় বেশে গনিমত নিয়ে ফিরলেন। তাদের সাথে কাফিরদের অনেক বীর ও অনেক কুরাইশ নেতাও বন্দি হয়ে আসে। তখন ইব্‌নে উবাই ইব্‌নে সালুল ও তাঁর সঙ্গী মূর্তিপূজক মুশরিকরা বলল, এখন ব্যাপার বদলে গেছে [দীন ইসলাম প্রবল হয়ে পড়েছে]। তাই তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নাও। এরপর তারা সবাই (বাহ্যত) ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ابو حباب বাক্যে। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কুনিয়াত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৬-১৭, পূর্বে সংক্ষেপে ৪১৯, ৮৪৫, ৮৮১-৮৮২, ৯১৬ আর বিস্তারিত ৬৫৫ তাফসির অধ্যায়ে, ইস্তিযান অধ্যায়ে ৯২৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/১২৯ কিতাবুত তাফসির দেখুন!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ "نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ".

সহজ তরজমা

৫৮০০. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্বাস ইব্‌নে আব্দুল মুত্তালিব রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কি আবু তালিবের কোনো উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো সর্বদা আপনার হিফাজত করতেন এবং আপনার জন্য অন্যের উপর রাগ করতেন। তিনি বললেন, হাঁ! তিনি বর্তমানে জাহান্নামে হালকা স্তরে আছেন। যদি আমি না হতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَبَا طَالِبٍ বাক্যে। কেননা 'আবু তালিব' ছিল আব্‌দে মানাফের কুনিয়াত। আবু তালেবের আসল নাম আবদে মানাফ; কিন্তু তিনি কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭, পূর্বে ৫৪৮ এবং সামনে সংক্ষেপে ৯৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৮১৪ بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ দেখুন!

بَابٌ: اَلْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

৩৩০২. অনুচ্ছেদ : দ্ব্যর্থবোধক কথা মিথ্যা এড়ানোর উপায়

وَقَالَ إِسْحَاقُ: سَمِعْتُ أَنَسًا: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ

ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস রাযি. থেকে শুনেছি, আবু তালহার একটি শিশুপুত্র মারা যায়। তিনি এসে (তার স্ত্রী কে) জিজ্ঞাসা করলেন : ছেলেটি কেমন আছে? উম্মে সুলাইম রাযি. বললেন : সে শান্ত। আমি আশা করছি, সে আরাম পেয়েছে। তিনি ধারণা করলেন, অবশ্যই তিনি সত্য বলছেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ ال... ﷺ "ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ! وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ"

সহজ তরজমা

৫৮০১. আদম রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ (নারীদেরসহ) এক সফরে ছিলেন। হুদিগায়ক হুদিগান গেয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আনজাশা! আক্ষেপ তোমার ওপর! কাচপাত্র তুল্য আরোহীদের নিয়ে তুমি ধীরে চল!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اُرْفُقْ يَا اَنْجَشَةُ، وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭, পূর্বে ৯০৮, ৯১০ ও ৯১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসে قَوَارِيرَ (কাচপাত্র) বলে নারীদের উপমায় দ্ব্যর্থবোধক কথা বলেছেন।

اَلْمَعَارِيضُ-এর ব্যাখ্যা

مَعَارِيضُ : শব্দটি مِعْرَاضٌ-এর বহুবচন। অর্থ, تَعْرِيضٌ (দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট কথা বলা)। যখন এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যে, কোনো বিষয়ের জবাব দেওয়া জরুরি, আর সুস্পষ্ট জবাব দিতে গেলে মিথ্যা হয় এবং অনিষ্ট ও ক্ষতির আশঙ্কাও আছে, এরূপ ক্ষেত্রে তাওরিয়া করা বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা জায়েয অর্থাৎ জবাবে এমন শব্দ ব্যবহার করা, যার দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য হয় একটি; শ্রোতা বুঝেন আরেকটি।

যেমন : এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত আবু বকর রাযি. ছিলেন। মুশরিকরা হযরত আবু বকর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করল, ওনি কে? জবাবে হযরত আবু বকর রাযি. رَجُلٌ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ অর্থাৎ ওনি আমার পথ প্রদর্শন করেন। এ জবাব শুনে মুশরিকরা মনে করল, হয়াতো তিনি তার কোনো রাহবর/ গাইড। অথচ হযরত আবু বকর রাযি.-এর উদ্দেশ্য ছিল, ওনি আমাকে দীনের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং এতে হযরত আবু বকর রাযি. মিথ্যা থেকেও বেঁচে গেলেন আর তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়ে গেল।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ". قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ.

সহজ তরজমা

৫৮০২. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। আর আনজাশা নামে তাঁর এক গোলাম হুদিগান গেয়ে নারীদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে আনজাশা! তুমি এ কাচপাত্র তুল্যদের নিয়ে ধীরে চল! আবু কিলাবা বলেন, 'কাচপাত্র সদৃশ' বলে তিনি নারীদের বুঝিয়েছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বোক্ত হাদিসের মতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭, পূর্বে ৯০৮, ৯১০, ৯১৫ এবং সামনে ৯১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ". قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

সহজ তরজমা

৫৮০৩. ইসহাক রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হুদিগায়ক গোলাম ছিল। তাকে আনজাশা বলা হত। তার সুর ছিল মধুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হে আনজাশা! তুমি কাচপাত্রগুলো ভেঙে ফেলো না। তুমি ধীরে চল! কাতাদা রহ. বলেন, তিনি 'কাচপাত্রগুলো' শব্দ দ্বারা নারীদের বুঝিয়েছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ "مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا".

সহজ তরজমা

৫৮০৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। মদিনায় [একরাতে ভয়ংকর শব্দের কারণে] আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা রাযি.-এর একটা ঘোড়ায় সওয়ার হলেন (এবং সামনে থেকে ঘুরে এসে) বললেন : আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশ্য আমি এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো পেয়েছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ بَحْرٌ [সমূদ্র] বলে ঘোড়ার তীব্র গতির প্রতি ইশারা করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭ এবং পূর্বে ৩৫৮, ৩৯৫, ৪০০ ও ৪০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

৩৩০৩. অনুচ্ছেদ : কোনো কিছু সম্পর্কে তা অবাস্তব মনে করে বলা যে, এটি কোনো কিছুই নয়

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْقَبْرَيْنِ: «يُعَذَّبَانِ بِلَا كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ»

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ দুই কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন : উভয়কে কবরে আজাব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু গুরুতর কোনো কারণে নয়। আর তা কবিরা গুনাহ। [যেন তিনি একটি জিনিসকে 'কিছুই নয়' বলেছেন।]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسُوا بِشَيْءٍ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ"

সহজ তরজমা

৫৮০৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে সালাম রহ. ... আয়েশা রাযি. বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওরা কিছুই নয়। তারা আবার আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো কোনো সময় এমন কথা বলে ফেলে, যা বাস্তবে পরিণত হয় যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন

: কথাটি জিন থেকে প্রাপ্ত। জিনেরা তা (আসমানের ফিরিশতাদের থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কানে তুলে দেয়, মুরগী যেমনি তার বাচ্চাদের মুখে দানা তুলে দেয়। এরপর গণকরা তার সাথে আরো শতাধিক মিথ্যা কথা মিশিয়ে দেয়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَيْسُوا بِشَيْءٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭, পূর্বে ৪৫৬, ৪৬৪, ৮৫৭ এবং সামনে ১১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

৩৩০৪. অনুচ্ছেদ : আসমানের দিকে চোখ তোলা প্রসঙ্গে

وَقَوْلِهِ تَعَالَى ‏ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ‏. [الغاشية : ١٨] وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

মহান আল্লাহর বাণী : তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে কি তাকায় না যে, তা কিভাবে উঁচু করা হয়েছে? হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাশের দিকে মাথা তুললেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْىُ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ".

সহজ তরজমা

৫৮০৬. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, [সূরা আলাকের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হলে] এরপর আমার প্রতি ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমি একদিন হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমি আকাশের দিক থেকে একটি শব্দ শুনে আকাশের দিকে চোখ তুললাম। তখন আকস্মিকভাবে ওই ফিরিশতাকে আসমান ও জমিনের মাঝখানে একটি কুরসির উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম, যিনি হেরায় আমার নিকট এসেছিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৭-১৮, পূর্বে ০৩ ও ৭৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا. فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ. [آل عمران: ١٩٠]

সহজ তরজমা

৫৮০৭. ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে মায়মূনা রাযি.-এর ঘরে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর গৃহে ছিলেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ

অথবা কিয়দাংশ বাকি ছিল, তখন তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন : 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করার মধ্যে এবং রাত-দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নির্দশন রয়েছে'। (সূরা আলে ইমরান-১৯০)

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৮, পূর্বে ২২, ২৫, ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো এবং ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫০৪ দেখুন।

بَابُ نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

৩৩০৫. অনুচ্ছেদ : পানি ও কাদার মধ্যে লাঠি মারা প্রসঙ্গে

উপরের শিরোনামটি ফাতহুল বারি ও কাস্তালানির বর্ণনা মাফিক; কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্করণ ও উমদাতুল কারি গ্রন্থে রয়েছে, بَابُ مَنْ نَكَتَ الْعُودَ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাদা মাটিতে লাকড়ি দ্বারা চিহ্ন বানাল।

মূলত نَكْتٌ শব্দটি بَاب نَصَرَ থেকে ব্যবহৃত। অর্থ, চিন্তিত অবস্থায় লাকড়ি বা আঙুল দ্বারা মাটিতে খনন করা।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ. أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ. وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ. فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَإِذَا عُمَرُ. فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ "افْتَحْ {لَهُ} وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ". فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ. فَفَتَحْتُ لَهُ. وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ. قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

সহজ তরজমা

৫৮০৮. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি মদিনায় কোনো এক বাগানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি [চিন্তিত অবস্থায়] তা দিয়ে পানি ও কাদার মধ্যে চিহ্ন বানাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার জন্য খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখলাম, তিনি আবু বকর রাযি.। আমি তাঁর জন্য দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তারপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন দেখলাম, তিনি উমর রাযি.। আমি তাকে দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। পরে আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন : খুলে দাও এবং তাকে (দুনিয়ায়) একটি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি, তিনি উসমান রাযি.। আমি তাঁকেও দরজা খুলে দিলাম ও জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমি তা-ও বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালাই আমার সহায়ক।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৮, পূর্বে ৫১৯ ও ৫২২ এবং সামনে ১০৫১ ও ১০৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ

৩৩০৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ হাতে কোনো কিছু মাটিতে মারে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ، فَقَالَ "لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ". فَقَالُوا أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ". {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآيَةَ [الليل. ٥]

সহজ তরজমা

৫৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটা লাকড়ি দ্বারা মাটিতে ঠোকা মেরে বললেন : তোমাদের কোনো ব্যক্তি এমন নয়, যার ঠিকানা জান্নাতে বা জাহান্নামে ফয়সালা হয়ে যায়নি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, তবে কি আমরা তার উপর নির্ভর করব না? তিনি বললেন, আমল করে নাও! কেননা যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। (এরপর তিলাওয়াত করলেন :) 'যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করবে, তাকওয়া অর্জন করবে ... শেষ পর্যন্ত'। (সূরা লাইল-৫)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৮, পূর্বে ১৮২, ৭৩৭, ৭৩৮ ও সামনে ৯৭৭, ১১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

৩৩০৭. অনুচ্ছেদ : বিস্ময়বোধের সময় আল্লাহু আকবার বা সুবহানাল্লাহ বলা

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ. يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ. حَتَّى يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ". وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ "لاَ". قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ.

সহজ তরজমা

৫৮১০. আবুল ইয়ামান রহ. ... উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে বললেন : সুবহানাল্লাহ! অদ্যকার রাতে কত যে ধন-ভাণ্ডার এবং কত যে বিপদাপদ নাযিল করা হয়েছে। কে আছে যে এ হুজরাবাসিনীদের (তাঁর বিবিদের) জাগিয়ে দিবে? যাতে তাঁরা নামায আদায় করে। দুনিয়ার কত কাপড় পরিহিতা আখিরাতে উলঙ্গ হবে! উমর রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আপনার বিবিগণকে কি তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না! তখন আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবর!'

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৮, পূর্বে ২২ কিতাবুল ইলমে, ১৫১-১৫২ ও সামনে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫০০-৫০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ". قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، قَالَ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا".

সহজ তরজমা

৫৮১১. আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল রহ. ... আলী ইবনে হুসায়ন রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুইয়াই রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দেখা করতে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। তিনি রাতের প্রথম ভাগে কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এরপর ফিরে যেতে উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁকে এগিয়ে দিতে উঠে দাঁড়ালেন। অবশেষে যখন তিনি মসজিদের দরজার নিকট পৌঁছুলেন- যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর স্ত্রী উম্মে সালামার ঘরের নিকটে অবস্থিত—তখন তাঁদের পাশ দিয়ে দুজন আনসারি লোক অতিক্রম করল। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করল এবং নিজের পথে চলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা একটু থামো! ওনি সাফিয়্যা বিনতে হুইয়াই (রাযি.)। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের উভয়ের কাছে কথাটা গুরুতর মনে হল। তিনি বললেন : নিশ্চয় শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলাচল করে। এজন্য আমার আশঙ্কা হল, সে তোমাদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৮, পূর্বে ২৭২, ২৭৩, ৪৩৭ ও ৪৬৮, সামনে ১০৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

৩৩০৮. অনুচ্ছেদ : ঢিল নিক্ষেপের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

الْخَذْف : শব্দটির خاء বর্ণে যবর, ذال বর্ণে সাকিন ও শেষে فاء-সহ। অর্থ, আঙুলের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ করা।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ "إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ"

সহজ তরজমা

৫৮১২. আদম রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে মুগাফফাল মুযানি রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। আরো বলেছেন, সে কোনো শিকার মারতে পারবে না এবং শত্রুকেও আহত করতে পারবে না বরং কারো চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে আবার কারো দাঁত ভেঙে দিতে পারে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৮-৯১৯ এবং পূর্বে ৭১৭ ও ৮২৩-৮২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

اَلْمُزَنِيُّ : এটা মুযাইনা গোত্রের দিকে সম্বন্ধিত। মুযানি, মুযাইনা গোত্রের লোক।

بَابُ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

৩৩০৯. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতার জবাবে আলহামদু লিল্লাহ বলা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﷺ، قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ. فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ "هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ".

সহজ তরজমা

৫৮১৩. মুহাম্মদ ইব্নে কাসির রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দু'ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনের জবাব দিলেন; অন্যজনের জবাব দিলেন না। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : এ ব্যক্তি আল-হামদু লিল্লাহ বলেছে। আর ওই ব্যক্তি আলহামদু লিল্লাহ বলে নি (বিধায় তার হাঁচির জবাব দেওয়া হয় নি)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯, পূর্বে ৯১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ও আবু দাউদ শরিফে আদাব অধ্যায়ে, তিরমিযি ইস্তিযান অধ্যায়ে ও নাসায়ি শরিফ اليوم والليلة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَاطِسٌ : শব্দটি عَطَسٌ থেকে اسم فاعل-এর ছিগাহ। باب ضرب ও باب نصر হতে অর্থ, হাঁচি দেওয়া। عَاطِسٌ হাঁচিদাতা। উল্লেখ্য, হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে হাত কিংবা কাপড় রাখা উচিত।

شَمَّتَ : শব্দটি تَشْمِيتٌ মাসদার থেকে মাজি এর ছিগাহ। অর্থ, হাঁচিদাতার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা। তার মূল হল إِزَالَةُ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ অর্থাৎ تَشْمِيتٌ শব্দটি شَمَاتَةٌ থেকে নির্গত। মর্মার্থ হল— আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ তথা তোমাদের বিপদে শত্রুদের আনন্দ উদযাপন থেকে রক্ষা করুন! আর باب تفعيل-এর একটি বৈশিষ্ট্য سلب مأخذ (মূল অপসারণ)। যেমন, جَلَّدْتُ الْبَعِيْرَ اَىْ اَزَلْتُ جِلْدَهُ। পরে শব্দটি মঙ্গলের দুয়া يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বুঝাতে ব্যবহার করা হয়।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারি, ইরশাদুস সারি দেখুন। তা ছাড়া ইমাম বুখারি রহ.-ও এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিরোনামে অনুচ্ছেদ চয়ন করে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা সামনে আসবে ইনশাল্লাহ।

بَابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّٰهَ . فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ

৩৩১০. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতার জবাবে আলহামদু লিল্লাহর মাধ্যমে জবাব দেওয়া প্রসঙ্গে

এ বিষয়ে হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিস রয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ . قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ . ﷺ .قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ . وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ . وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ . وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ .

সহজ তরজমা

৫৮১৪. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি কাজের আদেশ দিয়ছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। আমাদের আদেশ দিয়েছেন রোগীর সেবা করতে, জানাযার সঙ্গে যেতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে, মজলুমের সাহায্য করতে ও কসম পূর্ণ করতে। আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন সোনার আংটি বা বালা ব্যবহার, সাধারণ রেশমী কাপড়, মিহিন রেশমী কাপড় ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান এবং রেশমী জিন [কাস্‌সি ও রুপার তৈরি পাত্র] ব্যবহার করতে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯, পূর্বে ১৬৬, ৩৩১, ৭৭৭, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৭০ ও ৭৮১ এবং সামনে ৯২১ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

১। الْحَرِيرِ . وَالدِّيبَاجِ . وَالسُّنْدُسِ : এগুলো বিভিন্ন প্রকারের রেশমী কাপড়। (কিতাবুল লিবাস দেখুন! —সম্পাদক)

২। নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে এখানে মোট ৫টি উল্লেখ রয়েছে। বাকি দুটি নেই। তা অন্য বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে : কাস্‌সি ও রুপার তৈরি বাসনপাত্র ব্যবহার করা।

قوله : رَدُّ السَّلاَمِ : সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিবে কিফায়া অর্থাৎ যখন একদল লোককে সালাম দেওয়া হবে, তখন তাদের থেকে কোনো একজন জবাব দিলেই যথেষ্ট। এমনিভাবে تَشْمِيت অর্থাৎ হাঁচিদাতা যখন আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তখন এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলাও ওয়াজিবে কিফায়া; অনেকের মধ্যে একজন বললেই চলবে।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

৩৩১১. অনুচ্ছেদ : হাঁচি দেওয়া ভালো আর হাই তোলা মাকরূহ

শব্দ বিশ্লেষণ : الْعُطَاس : শব্দটির عين বর্ণে পেশ দিয়ে। এটি باب ضرب ও باب نصر থেকে। যেমন, عطس . يعطس . عطسا ، عطاسا। অর্থ, হাঁচি দেওয়া। التَّثَاؤُب : শব্দটি বিশুদ্ধতম মতে হামযা দ্বারা। অর্থ, হাই তোলা অর্থাৎ অলসভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে মুখ খুলে রাখা। (উমদা)

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ﷺ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ هَا . ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ".

সহজ তরজমা

৫৮১৫. আদম ইব্‌নে আবু ইয়াস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তায়ালা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন। সুতরাং কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে, যারা তা শুনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর হাই তোলা, তা তো শয়তানের পক্ষ থেকে বের হয়ে থাকে। তাই যথাসাধ্য তা রোধ করা উচিত। কেননা যখন কেউ মুখ খুলে হা করে, তখন শয়তান তার প্রতি হাসে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯, পূর্বে ৪৬৪ এবং সামনে ৯১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

৩৩১২. অনুচ্ছেদ : কেউ হাঁচি দিলে কিভাবে জবাব দিতে হবে?

শব্দ বিশ্লেষণ

يُشَمَّتُ : শব্দটির মিমে তাশদিদ ও যবর, মাজহুলের ছিগাহ। অর্থাৎ যদি হাঁচিদাতা আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে তা শ্রবণকারী يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে। এরপর হাঁচিদাতা পুনরায় يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ বলবে।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ".

সহজ তরজমা

৫৮১৬. মালিক ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে। আর তার শ্রোতা যেন এর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলে হাঁচিদাতা তাকে বলবে, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুসলিহু বালাকুম'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি শিরোনামের অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯ পৃষ্ঠায় একাধিকবার এবং আবু দাউদ কিতাবুল আদাবে ও নাসায়ি عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-তে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম বায়হাকি রহ. প্রণীত শুয়াবুল ঈমানে বর্ণিত আছে এবং ইবনে হিব্বান রহ. হাফস ইবনে আসেম– আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে এটাকে সহিহ বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন আদম আ.-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি (আদম আ.) হাঁচি দিলেন। এরপর তাঁর পালনকর্তা তাঁর হৃদয়ে ইলহাম করলেন, তিনি যেন اَلْحَمْدُ لِلَّهِ বলেন। তাই তিনি اَلْحَمْدُ لِلَّهِ বললেন। এরপর তার জবাবে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বললেন, يَرْحَمُكَ اللهُ। (কাস্তালানি)

بَابٌ لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ

৩২১৩. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلَّهِ না বললে তার উত্তরও দিবে না

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه. يَقُولُ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ. فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي. قَالَ "إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ. وَلَمْ تَحْمَدِ اللهَ".

সহজ তরজমা

৫৮১৭. আদম রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দু'ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপর ব্যক্তির জবাব দিলেন না। অপর ব্যক্তিটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন; কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দিলেন না। তিনি বললেন : সে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছে; কিন্তু তুমি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বল নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯ এবং পূর্বে ৯১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : যখন কোনো হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বলে, তখন তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা ওয়াজিবে কিফায়া। যেমনি সালামের জবাব দেওয়ার হুকুম। অর্থাৎ যদি একদল লোককে সালাম দেওয়া হয়, তবে তাদের পক্ষে একজন জবাব দিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। এ সম্পর্কে ইখতিলাফসহ বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহের কিতাব দেখুন।

بَابٌ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

৩৩১৪. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ হাই তোলে, তবে সে যেন নিজের হাত তার মুখে রাখে

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ".

সহজ তরজমা

৫৮১৮. আসিম ইব্‌নে আলী রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তবে প্রত্যেক মুসলমান শ্রোতার তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা ওয়াজিব। আর হাই তোলা শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তা যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে। কেননা কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাই তোলার সময় সাধ্যমতো মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশটি ব্যাপক। এতে মুখের উপর হাত রাখাও অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯ এবং পূর্বে ৯১৯ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এটা কিতাবুল আদবের শেষ অনুচ্ছেদ। হে আল্লাহ! আপনি আপনার অসীম অপার কৃপা-অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলামি আদব ও শিষ্টাচারে দীক্ষিত করুন। আপনি আপনার পরম দয়া-করুণায় আমাদেরকে শয়তানের অনিষ্টতা, কুমন্ত্রণা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ

অধ্যায় : অনুমতি চাওয়া

অন্যের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করা অর্থাৎ অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা ওয়াজিব। অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করা জায়েয নেই। এমনকি এভাবে দরজা-জানালার পিছন থেকে বা ফাঁকা দিয়ে চুপিসারে কোনো কিছু দেখা-শোনা ও উঁকি-ঝুঁকি মারা জায়েয নেই। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ

৩৩১৫. অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা

শব্দ বিশ্লেষণ : بَدْء : শব্দটির باء বর্ণে যবর। دال সাকিন, শেষে হামযা। অর্থ : শুরু, আরম্ভ।

ইমাম বুখারি রহ. اِسْتِئْذَان এর সাথে بَدْءِ السَّلَامِ এর অনুচ্ছেদ স্থাপন করেছেন। এর দ্বারা তিনি اِسْتِئْذَان-এর সুন্নাত তরিকার প্রতি ইশারা করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে ঘরের বাইর থেকে সালাম করবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। এরপর নিজ নাম নিয়ে বলবে, উসমান আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। অর্থাৎ অনুমতি প্রার্থনা সালাম দ্বারা করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ، النَّفَرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ "

সহজ তরজমা

৫৮১৯. ইয়াহইয়া ইব্‌নে জাফর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা আদম আ. -কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন : তুমি যাও। উপবিষ্ট ফিরিশতাদের দলকে সালাম করো আর তুমি মনোযোগ সহকারে শুনবে তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়? কারণ, এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা)। তাই তিনি গিয়ে বললেন : 'আসসালামু আলাইকুম'। তারা জবাবে বললেন : 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তারা বাড়িয়ে বললেন : 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন : যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম আ.-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯১৯ -৯৯২, পূর্বে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

১। عَلَى صُورَتِهِ : صُورَتِهِ এর যমিরটি آدم-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে মানবাকৃতিতে গঠন করেছেন। তাঁর দৈর্ঘ ছিল ষাট (৬০) গজ। (কাস্তাল্লানী) মর্মার্থ হল, হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টিলগ্নেই পূর্ণাঙ্গ মানবরূপে ওই আকৃতিতে গঠন করেছেন। এমনটা নয় যে, তিনি প্রথমে শিশু ছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠেছেন।

২। عَلَى صُورَتِهِ-এর দ্বিতীয় মর্ম হল, হযরত আদম আ.-এর ওই গঠনাকৃতি, যা আল্লাহ তায়ালার ইলমে ছিল। আরো জানতে উমদাতুল কারী দেখুন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. [النور: ٢٨]

৩৩১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণে রাখ। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে তোমরা অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্তসেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে; আর তোমরা যা করা, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। যে ঘরে কেউ বসবাস করে না, যাতে রয়েছে তোমাদের মালামাল, এমন ঘরে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ জানেন তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা কিছুই কর'। (সূরা নূর : ২৭-২৯)

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ؟ قَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ». قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠] وَقَالَ قَتَادَةُ: "عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١] {خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر: ١٩]: مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ" وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ. مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَكَرِهَ عَطَاءٌ. النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ

সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহ. হাসান রাযি. কে বললেন : অনারব নারীরা তাদের মাথা ও বক্ষ খোলা রাখে। তিনি বললেন : তোমরা চোখ ফিরিয়ে রেখো। আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'হে নবী! আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে'। (সূরা নূর-৩০) কাতাদা রহ. বলেন : যারা তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের থেকে। আর আপনি ঈমানদার নারীদেরও বলে দিন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। (সূরা নূর-৩০) আর আল্লাহর বাণী : খেয়ানতকারী চোখ ...। (সূরা গাফির-১৯) অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানের দিকে তাকানো সম্পর্কে। আর ঋতুমতী হয়নি, এমন মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে ইমাম যুহ্রি রহ. বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও এসব মেয়েদের এমন কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো নাজায়েয, যা দেখলে লালসা সৃষ্টি হতে পারে। আতা ইবনে আবী রাবাহ ওইসব কুমারীর দিকে তাকানোও মাকরূহ বলতেন, যাদেরকে মক্কার বাজারে বিক্রির জন্য আনা হত। তবে কেনার উদ্দেশ্যে হলে তা স্বতন্ত্র কথা।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ. وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا. فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ. وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ.

فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ!

সহজ তরজমা

৫৮২০. আবুল ইয়ামান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কুরবানির দিনে ফযল ইবনে আব্বাস রাযি.-কে আপন সওয়ারির পিঠে নিজের পিছনে বসালেন। ফযল রাযি. একজন সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাসায়েল শিক্ষা দেওয়ার জন্য থামলেন। ইত্যবসরে খাশয়াম গোত্রের একজন সুন্দরী নারীও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে আসল। তখন ফযল রাযি. তার দিকে তাকাতে লাগলেন। নারীটির সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযল রাযি.-এর দিকে ফিরে দেখলেন যে, ফযল তার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি নিজের হাত পিছনের দিকে নিয়ে ফযল রাযি.-এর চিবুক ধরে ওই নারীর দিকে না তাকানোর জন্য তার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর নারীটি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় এসেছে যে, বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে সওয়ারিতে বসতে তিনি সক্ষম নন। যদি আমি তার তরফ থেকে হজ্জ আদায় করে নিই, তবে কি তার পক্ষ থেকে আদায় হয় যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ!

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটিতে ফেৎনার আশঙ্কায় দৃষ্টি অবনত রাখার বিবরণ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২০, পূর্বে ২০৫, ২৫০ ও ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/১৮২ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: «إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ».

সহজ তরজমা

৫৮২১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তিনি বললেন : যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ছাড়া উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন : চোখ অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এতে غَضُّ البَصَرِ তথা দৃষ্টি অবনত রাখার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২০ ও পূর্বে ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ উদ্দেশ্য জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৩৫৬ দেখুন!

بَابٌ: اَلسَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى

{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦]

৩৩১৭. অনুচ্ছেদ : 'সালাম' আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের মধ্যে অন্যতম নাম

আল্লাহ তায়ালার বাণী : আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তমভাবে জবাব দিবে; না হয় তার অনুরূপ উত্তর দিবে। (সূরা নিসা-৮৬)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ قِبَلَ عِبَادِهِ. اَلسَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ. اَلسَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ. اَلسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ. فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الكَلَامِ مَا شَاءَ."

সহজ তরজমা

৫৮২২. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে [ইসলামের শুরু যুগে] নামায আদায় করতাম, তখন [তাশাহ্‌হুদে] আমরা বলতাম : আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, জিবরাঈল আ.-এর প্রতি সালাম, মীকাঈল আ.-এর প্রতি সালাম ও অমুকের প্রতি সালাম। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শেষ করলেন, তখন আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন : আল্লাহ তায়ালা নিজেই 'সালাম'। অতএব যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে বসবে, তখন اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الخ বলবে। মুসল্লি যখন এটা বলবে, তখনই আসমান-জমিনে সব নেক বান্দাদের নিকট এ সালাম পৌঁছে যাবে। তারপর أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ বলবে। তারপর সে নিজের পছন্দমতো দুয়া নির্বাচন করে নিবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২০-৯২১, পূর্বে ১১৫, ১১৫ ও ১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৩ দেখুন।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৩ দেখুন।

بَابُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

৩৩১৮. অনুচ্ছেদ : অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোকদের সালাম করবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ. وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»

সহজ তরজমা

৫৮২৩. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোকদের সালাম দিবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১ পৃষ্ঠায়, সামনে ৯২১, ৯২১ ও ৯২১ পৃষ্ঠায় ও তিরমিযি الِاسْتِئْذَانِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي

৩৩১৯. অনুচ্ছেদ : আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে সালাম করবে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»

সহজ তরজমা

৫৮২৪. মুহাম্মদ ইব্নে সালাম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অদিক সংখ্যককে সালাম করবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১, পূর্বে ৯২১, ৯২১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম كِتَابُ الأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَسْلِيمِ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

৩৩২০. অনুচ্ছেদ : পদচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম করবে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ

সহজ তরজমা

৫৮২৫. ইসহাক ইব্নে ইবরাহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম করবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১ এবং পূর্বে বহুবার বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الكَبِيرِ

৩৩২১. অনুচ্ছেদ : ছোট বড়কে সালাম করবে

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ

ইবরাহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছোট [কম বয়সী] বড়কে, পদথচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখক বেশি সংখককে সালাম করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১, পূর্বে ৯২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الخ : বুখারি শরিফের ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, إِنَّمَا قَالَ بِلَفْظِ قَالَ অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহ. حَدَّثَنِي বা অন্য কিছু বলেননি। কেননা হাদিসটি তিনি ইবরাহিম ইবনে তাহমান হতে আলোচনাস্বরূপ শ্রবণ করেছেন। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. 'ফাতহুল বারি'তে লিখেন, আল্লামা কিরমানি রহ.-এর ভুল হয়ে গেছে যে, তিনি শ্রবণ প্রমাণ করেছেন। বিশুদ্ধ মতে ইমাম বুখারি রহ. ইবরাহিমের যুগ পাননি। ইমাম বুখারি রহ.-এর জন্মের ২৪ বছর পূর্বে হযরত ইবরাহিমের ওফাত হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারি-১৩/ ১১)

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

৩৩২২. অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ.

সহজ তরজমা

৫৮২৬. কুতাইবা রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজের—রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচিদাতার জন্য দুয়া করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মজলুমের সহায়তা করা, সালামের প্রসার করা ও কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর তিনি নিষধ করেছেন [সাতটি কাজ থেকে] রুপার পাত্রে পানাহার, সোনার আংটি পরিধান, রেশমী জ্বিনের উপর আরোহণ আর মসৃণ রেশমী কাপড়, পাতলা রেশমী কাপড়, রেশম মিশ্রিত কাতান কাপড় ও গাঢ় রেশমী কাপড় পরিধান করতে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِفْشَاءِ السَّلَامِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১, পূর্বে ৩৩১, ৭৭৭, ৮৪৩ ও ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

৩৩২৩. অনুচ্ছেদ : পরিচিত-অপরিচিত প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ـ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

সহজ তরজমা

৫৮২৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন : তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দিবে এবং সালাম দিবে যাকে তুমি চেন ও যাকে তুমি চিন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১, পূর্বে ০৬ ও ০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২১৮ ও ২৯২ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، يَلْتَقِيَانِ : فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ "وَذَكَرَ سُفْيَانُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

সহজ তরজমা

৫৮২৮. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু আইয়ুব রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমানের পক্ষে তার কোনো ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয় যে, তারা দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে, অপরজন অন্যদিকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি, যে প্রথম সালাম করে। আবু সুফিয়ান রহ. বলেন, এ হাদিসটি আমি যুহ্‌রি রহ. থেকে তিনবার শুনেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১ ও পূর্বে ৮৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : তাবরানি শরিফে ও বায়হাকির শুআবুল ঈমানে ইবনে মাসউদ রাযি.-এর হাদিস মারফুরূপে বর্ণিত আছে, মানুষ মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে কিন্তু নামায পড়বে না এবং পরিচিত ব্যতীত কাউকে সালাম দিবে না, এটা কিয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। (কাস্তাল্লানী)

بَابُ آيَةِ الْحِجَابِ

৩৩২৪. অনুচ্ছেদ : পর্দার আয়াত নাযিলের বর্ণনা

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ

বুখারির এ সংস্করণের প্রণেতা আল্লামা ফেরাব্‌রি রহ. বলেন, আমাদেরকে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেছেন, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الخ।

জ্ঞাতব্য : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الخ বাক্যটি শুধু আমাদের ভারতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে। উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী, ইরশাদুস সারী, কিরমানীতে ও অন্যান্য সংস্করণে একথা উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ. مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ. وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ. وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ. وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. «أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا. فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا. وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا. فَمَشَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ. حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ. ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا. فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ. فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا. فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ. فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا. فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا. فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ. فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا.

সহজ তরজমা

৫৮২৯. ইয়াহইয়া ইব্‌নে সুলাইমান রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তাঁর [আনাস] বয়স ছিল দশ বছর। হযরত আনাস রাযি. বলেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের বাকি দশ বছর তাঁর খিদমত করি। আর পর্দার হুকুম সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলাম, যখন তা নাযিল হয়। উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযি. প্রায়ই আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যয়নব বিনতে জাহ্‌শ রাযি.-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসরের দিন প্রথম পর্দার আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন দুলহা হিসাবে সকাল করেন। এরপর লোকদের দাওয়াত করেন। অনেকেই দাওয়াত খেয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু ক'জন তাঁর কাছে রয়ে যান এবং তাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে যাই, যাতে তারা বের হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলি। এমনকি তিনি আয়েশা রাযি.-এর কক্ষের দরজায় এসে পৌঁছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারণা করেন, নিশ্চয় তারা বেরিয়ে গেছে। তখন তিনি ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ফিরে আসি। তিনি যয়নব রাযি.-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখেন, তারা এখনো বসে আছে, চলে যায় নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসি। এমনকি তিনি আয়েশা রাযি.-এর দরজার চৌখাট পর্যন্ত এসে পৌঁছেন। এরপর তিনি ধারণা করেন, এখন তারা অবশ্যই বেরিয়ে গেছে। তাই তিনি ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ফিরে আসি। তখন দেখেন, হাঁ! তারা বেরিয়ে গেছে। এ সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর তিনি তাঁর ও আমার মধ্যে পর্দা টেনে দেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্‌

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ বাক্যে। অর্থাৎ পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২১-৯২২, পূর্বে তাফসির অধ্যায় ৭০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ: "لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ. دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا. ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ. فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ. فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ. وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ. فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ. ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا.

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ . فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ . الآيَةَ

সহজ তরজমা

৫৮৩০. আবুন নু'মান রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব রাযি.-কে বিয়ে করলেন, তখন (দাওয়াতপ্রাপ্ত) একদল লোক তাঁর ঘরে এসে খাওয়া দাওয়া করলেন। এরপর তারা ঘরে বসেই আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি দাঁড়ানোর পর কিছু লোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বাকি কিছু লোক বসেই থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করা জন্য ফিরে এসে দেখলেন, তারা বসেই আছেন। কিছু পরে তারা উঠে চলে গেলেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলে তিনি এসে প্রবেশ করলেন। তখন আমি ভিতরে যেতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না! ... শেষ পর্যন্ত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা হযরত আনাস রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أُحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قَالَتْ . فَلَمْ يَفْعَلْ . "وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُوَ فِي المَجْلِسِ ، فَقَالَ : عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الحِجَابُ".

সহজ তরজমা

৫৮৩১. ইসহাক রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রায়ই বলতেন, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের পর্দা করান; কিন্তু তিনি তা করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রাতে মাঠের দিকে বেরিয়ে যেতেন। একবার সাওদা বিনতে যাময়া রাযি. বেরিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন লম্বাকৃতির নারী। উমর রাযি. মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দেখে ফেললেন। আর পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার আগ্রহে বললেন : ওহে সাওদা! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২২, পূর্বে ২৬, ৭০৭ ও ৭৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৪-৩৬ দেখুন।

بَابٌ: اَلْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

৩৩২৫. অনুচ্ছেদ : তাকানোর অনুমতি চাওয়া

[এ বিধান দেওয়ার কারণ হল, যাতে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো অযাচিত চোখ না পড়ে।]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: الزُّهْرِيُّ. حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ. قَالَ: اِطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِيْ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ. فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ. لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ. إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

সহজ তরজমা

৫৮৩২. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরায় উঁকি মেরে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটা 'মিদরা' ছিল। সেটা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : যদি আমি জানতাম যে তুমি উঁকি মারবে, তবে এটা দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। নিশ্চয় তাকানোর জন্যই অনুমতি গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২২, পূর্বে ৮৭৭, ৮৭৮ ও সামনে ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ أَيِ الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ الخ অর্থাৎ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বর্ণনা করেন : আমি এ হাদিসটি ইমাম যুহ্‌রি থেকে শ্রবণ করে এমনভাবে মুখস্থ করেছি যে, তোমরা যেমন এখন আমার সামনে উপস্থিত আছ, এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই, তেমনি এ হাদিসটির উপর আমার ইয়াকীন ও বিশ্বাস রয়েছে চাক্ষুষ জিনিসের মতো।

قَالَ: اِطَّلَعَ رَجُلٌ الخ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদি রহ. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ...। কাস্তালানি বলেন, এ লোকটি ছিল মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনে আবিল আস। সে যদিও মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে কোনো ভালো লোক ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে তায়েফে নির্বাসিত করেছিলেন। আরেক বর্ণনামতে উঁকিঝুঁকিকারী লোকটি ছিলেন সা'দ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا اِطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ. "فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ. أَوْ: بِمَشَاقِصَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ"

সহজ তরজমা

৫৮৩৩. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কামরায় উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক বা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস রাযি. বললেন : তা যেন আমি এখনো প্রত্যক্ষ করছি। তিনি ওই লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার জন্য তাকে খুঁজে ছিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২২, সামনে ১০১৭, ১০২০ পৃষ্ঠায়, মুসলিম الْاِسْتِئْذَان অধ্যায়ে, আবু দাউদ كِتَابُ الْأَدَبِ-এ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসখানা দ্বারা জানা গেল, কোনো ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ঘরে উঁকি দিলে সে গৃহবাসী তার উপর আক্রমণ করতে পারবে। এমনকি যদি গৃহবাসী সেই ব্যক্তির চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে কোনো দিয়ত ওয়াজিব হবে না; কিন্তু কতক আলেম এটাকে ধমকি ও হুঁশিয়ারি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُوْنَ الْفَرْجِ

৩৩২৬. অনুচ্ছেদ : যৌনাঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ»

সহজ তরজমা

৫৮৩৪. হুমাইদি ও মাহমূদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হল [কামদৃষ্টিতে পরনারীর প্রতি] তাকানো, জিহবার যিনা হল কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খায়েশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২২-৯২৩ ও সামনে ৯৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কুদৃষ্টি ও অশ্লীল হারাম কথার উপর যেনার প্রয়োগ রূপক। কেননা এগুলো যেনার ভূমিকাস্বরূপ।

وَلِلّٰهِ دَرُّ الْقَائِلِ: چو بوید بوئے گل خواہد کہ بیند + چو بیند روئے گل خواہد کہ چیند

যখন ফুলের ঘ্রাণ নেয় তখন তা দেখতে মন চায়, আর যখন ফুল দেখে নেয়, তখন তা ছিঁড়তে মন চায়।

بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

৩৩২৭. অনুচ্ছেদ : তিনবার সালাম দেওয়া ও অনুমতি চাওয়া

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا»

সহজ তরজমা

৫৮৩৫. ইসহাক রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম দিতেন এবং যখন কথা বলতেন, তা তিনবার উল্লেখ করতেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৩, পূর্বে . كِتَابُ الْعِلْمِ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৪৫-৪৪৬ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ. قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ. إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ: اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا. فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اِسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ. فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ. فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ. بِهٰذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَرَادَ عُمَرُ التَّثَبُّتَ لاَ أَنْ يُجِيزَ خَبَرَ الْوَاحِدِ.

সহজ তরজমা

৫৮৩৬. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবু মূসা রাযি. ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন : আমি তিনবার উমর রাযি.-এর নিকট অনুমতি চাইলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না। তাই আমি ফিরে এলাম। উমর রাযি. তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে বাঁধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না। তাই আমি ফিরে এলাম। (কারণ,) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়; কিন্তু তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া না হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমর রাযি. বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাকে অবশ্যই এ কথার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদিস শুনেছে? তখন উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযি. বললেন : আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমিই দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই এ কথা বলেছেন। এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বর্ণনা করেন যে, আমাকে সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমাকে হাদীসটি এজিদ ইবনে খুসাইফা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উনাকে হাদীসটি বুসর ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আমি হাদীসটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে শুনেছি।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন হযরত উমর রাযি. হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি.-এর নিকট সাক্ষী তলব করার উদ্দেশ্য ছিল যে, হাদীসটির বর্ণনা সূত্র যাতে শক্তিশালী হয়। এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, খবরে ওয়াহেদকে তিনি দলীল হিসেবে মানতেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম-২/২১০ كِتَابُ الاسْتِيذَان-এ; আবু দাউদ كِتَابُ الأَدَبِ-এ উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : ঘটনা হল, একবার সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুক রাযি. লোক মারফত হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি.-কে ডাকলেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি. হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম দিলেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তখন হযরত ওমর রাযি. কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে

জবাব দিতে পারেন নি। আর হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি.-ও কোনো অনুমতি পান নি বিধায় মজলিসে ফিরে গেলেন। তাঁর চেহারায় পেরেশানির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। মজলিসে উপস্থিত লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি হল? যেমন : মুসলিম শরিফের হাদিসে বর্ণিত আছে, قُلْنَا مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ. فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا الخ।

কিন্তু যখন কোনো উত্তর পাইনি, তখন ফিরে এসেছি। এরপর হযরত ওমর রাযি. তাঁকে পুনরায় ডাকলেন। বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا অর্থাৎ তোমাকে আমার কাছে আসতে কিসে বাঁধা দিয়েছিল? জবাবে হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই বলেছন, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জবাব না পাওয়া গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। হযরত ওমর রাযি. এ হাদিসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সাক্ষী তলব করলেন। তখন আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. সাক্ষ্য দিলেন। এরপর হাদিসের অনুবাদ দেখুন।

بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ

৩৩২৮. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তিকে ডাকা হলে আসে, সেও কি প্রবেশের অনুমতি নিবে?

قَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هُوَ إِذْنُهُ»

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ তলবই তার জন্য অনুমতি।

ব্যাখ্যা : এ তা'লিকটি ইমাম বুখারি রহ. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন। আর আবু দাউদ শরিফে আব্দুল আলা এর সনদে উল্লেখ রয়েছে। (আবু দাউদ-২/৭০৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «أَبَا هِرٍّ، الحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.

সহজ তরজমা

৫৮৩৭. আবু নুয়াঈম ও মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বনে : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে গিয়ে একটি পেয়ালায় দুধ পেলেন। তিনি আমাকে বললেন : হে আবু হির! তুমি আহলে সুফফার নিকট গিয়ে তাদের আমার নিকট ডেকে আন। তখন আমি তাদের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে এলাম। তারপর তারা আসল এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদের অনুমতি দেওয়া হল। তারপর তারা প্রবেশ করল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : ব্যাখ্যা সাপেক্ষে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়। আর তা হল, শিরোনামে فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ এর অর্থ হল, আহবানকারীর সাথেই আহুত ব্যক্তি আসবে বা আহবানকারীর আহবান করার পর আহুত ব্যক্তি একাকী আসবে। এ ক্ষেত্রে আহুত ব্যক্তি যদি আহবানকারীর সাথেই আসে, তাহলে আর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আহুত ব্যক্তি একাকী এলে অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর মুয়াল্লাক হাদিসটি এ অর্থেই প্রযোজ্য। এজন্যাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, هُوَ إِذْنُهُ (এটাই তার অনুমতি)।

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৩৩২৯. অনুচ্ছেদ : শিশুদের সালাম দেওয়া

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

সহজ তরজমা

৫৮৩৮. আলী ইব্‌নে জা'দ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি একদল শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তা-ই করতেন [শিশুদের সালাম করতেন]।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৩ পৃষ্ঠায় আর মুসলিম ও তিরমিযিতে اَلْاِسْتِئْذَانُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

৩৩৩০. অনুচ্ছেদ : নারীকে পুরুষ আর পুরুষকে নারীদের সালাম করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ ﷺ، قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ، تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

সহজ তরজমা

৫৮৩৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা জুমার দিনে আনন্দিত হতাম। রাবী বলেন : আমি তাঁকে বললাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের একজন বৃদ্ধা নারী ছিল। সে কোনো একজনকে 'বুদাআ' নামক খেজুর বাগানে পাঠাত। সে বীট চিনির শিকড় আনত। তা একটা ডেকচিতে ফেলে সে তাতে কিছুটা যবের দানা দিয়ে ঘুটত। [তাতে একপ্রকার খাবার তৈরি হত।] এরপর আমরা যখন জুমার নামায আদায় করে ফিরতাম, তখন আমরা ওই নারীকে সালাম দিতাম। সে আমাদেরকে এ খাবার পরিবেশন করত। আমরা এজন্য খুশি হতাম। আমাদের অভ্যাস ছিল, আমরা জুমার পরেই মধ্যাহ্ন ভোজ ও মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৩, পূর্বে ১৩৮, ৩১৬ ও ৮১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

السِّلْقِ : শব্দটির সিনে যের দিয়ে। অর্থ, শালগমের মতো টকটকে লাল তরকারী বিশেষ। বিটকপি।

تُكَرْكِرُ : শব্দটির تاء বর্ণে পেশ, كاف বর্ণে যবর ও راء সাকিন। এরপর দ্বিতীয় কাফে যের। অর্থ, تطحن তথা পেষণ করা, চূর্ণ করা।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لَا نَرَى، تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَقَالَ يُونُسُ، وَالنُّعْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَكَاتُهُ

সহজ তরজমা

৫৮৪০ ইবনে মুকাতিল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! ওনি জিবরাঈল আ.। তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন আমিও বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : আমরা যা দেখছি না, তা আপনি দেখছেন। ইউনুস যুহ্‌রি সূত্রে বলেন, এবং 'বারাকাতুহু' ও বলেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : বাহ্যত শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল পাওয়া কঠিন। কেননা ফিরিশতাগণ পুরুষ-স্ত্রী কোনোটাই নন?

এর জবাব হল, হযরত জিবরাঈল আ. ওহী নিয়ে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিহ্‌য়াতুল কালবি রাযি.-এর আকৃতিতে আসতেন। আর হযরত দিহ্‌য়াতুল কালবি রাযি. একজন পুরুষ ছিলেন। তাই তার হুকুমও পুরুষ হবে। সুতরাং হাদিস দ্বারা পুরুষ নারীকে ও নারী পুরুষকে সালাম দেওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল। এ হিসাবে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া যায়। আর শিরোনামের সাথে হাদিসের নূন্যতম মিলই যথেষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৩, পূর্বে ৪৫৭, ৫৩২ ও ৯১৫ এবং সামানে ৯২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

৩৩৩১. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে? আর তিনি বলেন, আমি

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ "مَنْ ذَا". فَقُلْتُ أَنَا. فَقَالَ "أَنَا أَنَا". كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

সহজ তরজমা

৫৮৪১. আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক রহ. ... জাবির রাযি. বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন : আমি আমি! যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৩, পূর্বে ২৮৫, ৩২২, ৩২৪, ৩৫৪, ৩৭৪, ৩৫০ ও মাগাযিতে ৫৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ

৩৩৩২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিয়ে 'ওয়ালাইকাস্ সালাম' বলল

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

(হযরত জিবরাঈল আ.-এর সালামের জবাবে) হযরত আয়েশা রাযি. 'ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম আ.-এর সালামের জবাবে ফিরিস্তাগণ 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি' বলেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا. دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ. فَقَالَ "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" . فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ "حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا".

সহজ তরজমা

৫৮৪২. ইসহাক ইব্‌নে মানসূর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে নামায আদায় করে তাঁকে এসে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে নামায আদায় করে এসে আবার সালাম করল। তিনি বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম'! তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে নামায আদায় করে তাঁকে সালাম করল। তখন সে দ্বিতীয় বারের সময় অথবা তার পরের বারে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নামায শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : যখন তুমি নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তুমি যথাবিধি অজু করবে। তারপর কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাক্‌বির বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকু করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তুমি সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার নামাযের সকল কাজ সম্পন্ন করবে। আবু উসামা রহ. বলেন, এমনকি শেষে তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَعَلَيْكَ السَّلَامُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৪, পূর্বে ১০৪, ১০৯ ও সামনে ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৪৭৬ দেখুন।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. حَدَّثَنِي سَعِيدٌ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا".

সহজ তরজমা

৫৮৪৩. ইব্‌নে বাশশার রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তারপর উঠে বসবে প্রশান্তির সাথে।

بَابٌ إِذَا قَالَ : فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

৩৩৩৩. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ অপরকে 'অমুক তোমাকে সালাম করেছে' বলে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ. قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا. يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا "إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ". قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

সহজ তরজমা

৫৮৪৪. আবু নুয়াঈম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : জিবরাঈল আ. তোমাকে সালাম করেছেন। তখন তিনি বললেন : ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৪ ও পূর্বে ৯২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّسْلِيمِ فِيْ مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

৩৩৩৪. অনুচ্ছেদ : মুসলিম ও মুশরিকদের মিশ্রিত মজলিসে সালাম দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ. تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ. وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتّٰى مَرَّ فِيْ مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ. وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ. وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ. فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا. إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. فَلَا تُؤْذِنَا فِيْ مَجَالِسِنَا. وَارْجِعْ إِلٰى رَحْلِكَ. فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِيْ مَجَالِسِنَا. فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتّٰى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا. فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ. ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ "أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ". يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ. وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلٰى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ. فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ. فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৮৪৫. ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি গাধার উপর সওয়ার হলেন, যার জিনের নিচে ফাদাকের তৈরি একখানা চাদর ছিল। তিনি উসামা ইব্‌নে যায়দকে নিজের পিছনে বসালেন। তখন তিনি হারিস ইব্‌নে খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্‌নে উবাদা রাযি.-এর

শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এটা বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান, প্রতিমাপূজক, মুশরিক ও ইহুদি ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই ইব্নে সালুলও ছিল। এ মজলিসে আব্দুল্লাহ ইব্নে রাওয়াহা রাযি.-ও উপস্থিত ছিলেন। যখন সওয়ারির পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলি মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল, তখন আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল, তোমরা আমাদের উপর ধূলি উড়িও না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সালাম করলেন। তারপর এখানে থামলেন। সওয়ারি থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আহবান করলেন এবং তাদের কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই ইব্নে সালুল বলল, হে ব্যক্তি! আপনার এ কথার চেয়ে আর সুন্দর কিছুই নেই। যদিও আপনি যা বলেছেন—সত্য, তবু আমাদের মজলিসে এসব বলে আপনি আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ ঠিকানায় ফিরে যান। এরপর আমাদের নিকট থেকে আপনার কাছে কেউ গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইব্নে রাওয়াহা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইহুদিদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হল। এমনকি তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সওয়ারিতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন ও সা'দ ইব্নে উবাদার কাছে পৌঁছুলেন। তারপর তিনি বললেন : হে সা'দ! আবু হুবাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই কি বলেছে, তা কি তুমি শোননি? সে এমন কথাবার্তা বলেছে। সা'দ রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। আর তার কথা ছাড়ুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব নিয়ামত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। আর এ শহরের অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল যে, তারা তাকে রাজমুকুট পড়াবে। তার মাথায় রাজকীয় পাগড়ি বেঁধে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে সত্য দীন দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (ক্ষোভানলে) জ্বলছে। এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে আচরণ করছে, তা আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাফ করে দিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ এবং فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৪-৯২৫, পূর্বে ৪১৯, ৬৫৫-৬৫৬, ৮৪৪, ৮৮২ ও ৯১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي

৩৩৩৫. অনুচ্ছেদ : যিনি গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম করেন নি এবং তার সালামের জবাবও দেননি যাবৎ না তার তওবা করার নিদর্শন প্রকাশ পায় আর গুনাহগারের তওবা কবুলের নিদর্শন কখন প্রকাশ পায়?

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : «لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, মদখোরদের তোমরা সালাম দিবে না।

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ. يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا. وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً. وَآذَنَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ.

সহজ তরজমা

৫৮৪৬. ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে কা'ব রাযি. বলেন : যখন কা'ব ইব্‌নে মালিক রাযি. তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পশ্চাতে রয়ে যান আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে সালাম-কালাম করতে সবাইকে নিষেধ করে দেন, (তখনকার ঘটনা) আমি কা'ব ইব্‌নে মালিক রাযি.-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতাম এবং তাঁকে সালাম করতাম আর মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট দু'খানা কি নড়ছে ? পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের সময় ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের তওবা কবুল করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। অর্থাৎ সালাম করা ও সালামের জবাব না দেওয়া।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৫, পূর্বে ৪১৪, ৫০২, ৫৫০, ৬৩৪, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬ এবং সামনে ৯৯০ ও ১০৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য হাদিসে কা'ব ইবনে মালেক রাযি.-এর অনুবাদ পড়ুন নসরুল বারি-৮/২০২। আর ব্যাখ্যা জানার জন্য-৮/৫০৮-৫০৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

بَابٌ : كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامَ

৩৩৩৬. অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের সালামের জবাব কিভাবে দিবে

বুখারি শরিফের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারি, ইরশাদুস সারি ও কিরমানিতে রয়েছে, كَيْفَ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامَ (জিম্মিদের সালামের জবাব কিভাবে দিবে)। আর ফাতহুল বারিতে আছে, كَيْفَ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ।

শিরোনামে كَيْفَ শব্দ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, মুসলমান ও কাফেরের সালামের জবাবের মাঝে পার্থক্য হবে। অবশ্য কাফিরদের সালামের জবাব দেওয়া নিষেধ নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [النساء: ٨٦]

এ আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা কোনো কোনো আলেম জবাব দেওয়াকে আবশ্যক করেছেন। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, একদল আলেম কাফিরদের সালামের জবাব দেওয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তারা দলিলস্বরূপ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا আয়াতে কারিমাটি পেশ করেন। অবশ্য আতা রহ. বলেন, এ আয়াতটি মুসলমানদের সাথে খাস (নির্দিষ্ট)। সুতরাং কাফিরদের সালামের জবাব দেওয়া যাবে না। (উমদাতুল কারি-২২/২৪৮)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ".

সহজ তরজমা

৫৮৪৭. আবুল ইয়ামান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আস্‌-সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক! নাউজুবিল্লাহ)। আমি একথার মর্ম বুঝে ফেললাম। বললাম, আলাইকুমুস সামু ওয়াল লা'নাতু (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা'নত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন

: হে আয়েশা! তুমি থামো! আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই বিনয় পছন্দ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যা বলল, তা কি আপনি শোনেন নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এজন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটিতে কাফিরদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৫, পূর্বে ৪১১, ৮৯০, ৮১১, ৬৪৬, ৯৪৭ ও সামনে ১০২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْ وَعَلَيْكَ".

সহজ তরজমা

৫৮৪৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইহুদিরা তোমাদের সালাম করলে তাদের কেউ নিশ্চয় বলবে, আসসামু আলাইকা। তখন তোমরা বলবে, 'ওয়াআলায়কা'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে কাফিরদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৫ ও সামনে ১০২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ".

সহজ তরজমা

৫৮৪৯. উসমান ইব্‌নে আবু শায়বা রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলাইকুম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৫ এবং সামনে দীর্ঘাকারে ১০২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

৩৩৩৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য জানার জন্য মুসলমানদের জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো পত্র দেখে

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ. عَنْ عَلِيٍّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ. فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ". قَالَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ. فَأَنَخْنَا بِهَا. فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا. قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى كِتَابًا. قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا

كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ. قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ "مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ" قَالَ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ. أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي. وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ "صَدَقَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا". قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. قَالَ فَقَالَ "يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ". قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

সহজ তরজমা

৫৮৫০. ইউসুফ ইব্‌নে বাহলুল রহ. ... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে, জুবায়র ইব্‌নে আওয়াম রাযি. ও আবু মারসাদ গানাভী রাযি.-কে পাঠালেন। আমরা প্রত্যেকই ছিলাম অশ্বারোহী। সুতরাং তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও এবং 'রওযায়ে খাখ' গিয়ে পৌঁছাও। সেখানে একজন মুশরিক নারীকে পাবে। তার কাছে হাতিব ইব্‌নে আবু বালতাআর দেওয়া মুশরিকদের নিকট একটি পত্র আছে। আমরা ঠিক সেই স্থানেই তাকে গিয়ে পেলাম, যেখানকার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। ওই নারীটি তার একটি উটের উপর সওয়ার ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাছে যে পত্রটি আছে তা কোথায়? সে বলল, আমার সঙ্গে কোনো পত্র নেই। তখন আমরা তার উটসহ তাকে বসালাম ও তার সওয়ারির আসবাবপত্রে তল্লাশি করলাম। কিন্তু আমরা কিছুই খুঁজে পেলাম না। আমার দুজন সাথি বললেন : পত্রখানা তো পাওয়া গেল না। আমি তাকে বললাম, আমার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অযথা কথা বলেন নি। তখন তিনি নারীটিকে ধমকি দিয়ে বললেন : তোমাকে অবশ্যই পত্রখানা বের করে দিতে হবে, নতুবা আমি তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি নিব। নারীটি যখন আমার দৃঢ়তা দেখল, তখন সে বাধ্য হয়ে তার কোমরে পেচানো চাদরে হাত দিয়ে ওই পত্রখানা বের করল। তারপর আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছুলাম। তখন তিনি হাতিব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে হাতিব! তুমি কেন এমন কাজ করলে? তিনি বললেন : আমার মনে এমন কোনো দূরভিসন্ধি নই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। আমি আমার দৃঢ় মনোভাব পরিবর্তন করিনি এবং আমি ধর্মও বদল করিনি। এ পত্রখানা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, এতে মক্কাবাসীদের উপর আমার দ্বারা এমন অনুগ্রহ হোক, যার ফলে আল্লাহ তায়ালা আমার পরিবার ও সম্পদ নিরাপদে রাখবেন। আর সেখানে আপনার অন্যান্য সাহাবিদের এমন লোক আছেন, যাদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদের পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হাতিব ঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই বলো না। রাবী বলেন : উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. বললেন, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ এবং মুমিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অতএব আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর। তোমার কি জানা নেই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয় তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। রাবী বলেন : তখন উমর রাযি.-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরত লাগল। তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটির বিভিন্ন সনদে প্রকৃত সত্য জানার জন্য কারো চিঠিপত্র তার অনুমতি ছাড়া খোলা ও দেখার উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৫, পূর্বে ৪২২, ৪৩৩, ৫৬৭, ৬১২, ৭২৬ ও সামনে ১০২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৯ কিতাবুল মাগাযি দেখুন।

بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

৩৩৩৮. অনুচ্ছেদ : কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট কিভাবে পত্র লিখতে হয়?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ، فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، اَلسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى، أَمَّا بَعْدُ".

সহজ তরজমা

৫৮৫১. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান ইব্‌নে হারব তাকে বলেছেন : হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের ওই দলসহ যারা ব্যবসার জন্য সিরিয়া গিয়েছিলেন, তারা সবাই তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। এরপর তিনি ঘটনার বর্ণনা করেন। শেষভাগে বললেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রখানি আনালেন। তা পাঠ করা হল। এতে ছিল : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি! ... শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর, যারা সৎপথের অনুসরণ করেছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ الخ বাক্যে। কেননা এখানে আহলে কিতাবদের নিকট পত্র লিখার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৬, পূর্বে ০৪, ১৩, ৩৬৮ ও ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-১/১৫৫ দেখুন। তা ছাড়া তিরমিযি-২/৯৬ বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/১৫৬ দেখুন।

بَابٌ: بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

৩৩৩৯. অনুচ্ছেদ : চিঠিপত্র কার নাম দিয়ে আরম্ভ করা হবে

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ « أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ»، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "نَجَرَ خَشَبَةً، فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ"

সহজ তরজমা

লাইছ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বললেন, সে একখণ্ড কাঠ নিয়ে খোদাই করে এর ভিতর এক হাজার দীনার ভর্তি করে রাখল এবং এর মালিকের প্রতি একখানা চিঠিও রেখে দিল। আর উমর ইব্‌নে আবু সালামা থেকে আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি একখণ্ড কাঠ খোদাই করে তার ভিতর কিছু মাল রেখে দিল এবং এর সাথে তার প্রাপকের প্রতি একখানা পত্রও ভরে দিল। যার মধ্যে লেখা ছিল, অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি।

উল্লেখ্য, এ তা'লিকটি ইমাম বুখারি রহ. আদাবুল মুফরাদে মুত্তাছিল সনদে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত নাসরুল বারি-৫/১৬৪ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ!

৩৩৪০. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- 'তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও।'

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ﷺ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ. أَوْ قَالَ: خَيْرِكُمْ. فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ". قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. فَقَالَ "لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ.

সহজ তরজমা

৫৮৫২. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আবু সাঈদ রাযি. হতে বর্ণিত। কুরাইযা গোত্রের লোকেরা সা'দ রাযি.-এর সিদ্ধান্তের উপর আত্মসমর্পণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তারপর তিনি এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের বললেন : তোমরা আপন সরদারের প্রতি অথবা বললেন : তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি উঠে দাঁড়াও। তারপর সা'দ রাযি. এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশেই বসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, এরা তোমার সিদ্ধান্তের উপর আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বললেন : তাহলে আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, এদের মধ্যে যারা যুদ্ধযোগ্য তাদের হত্যা করা হোক। আর তাদের শিশুদের বন্দি করা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ। ইমাম বুখারি রহ. বলেন, আমার কোনো কোনো সঙ্গী আমাকে উস্তাদ আবুল ওয়ালিদ থেকে আবু সাঈদের এ হাদিসে عَلَى حُكْمِكَ-এর স্থলে إِلَى حُكْمِكَ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হাদিসেরই অংশবিশেষ। যেমনটি প্রত্যক্ষ করছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৬, পূর্বে ৪২৭, ৫৩৬ ও ৫৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ 'বনী কুরাইযার যুদ্ধ' সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১৭১ কিতাবুল মাগাযি দেখুন।

بَابُ الْمُصَافَحَةِ

৩৩৪১. অনুচ্ছেদ : মুসাফাহা করা

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ: «عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ» وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন, তখন আমার হাত তাঁর দু'হাতের মাঝে ছিল। কা'ব ইবনে মালিক রাযি. বলেন, একবার আমি মসজিদে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পেয়ে গেলাম। তখন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি. তাড়াতাড়ি আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ ﷺ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ

সহজ তরজমা

৫৮৫৩. আমর ইবনে আসিম রহ. ... কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত। আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণের মধ্যে কি মুসাফাহা করার প্রচলন ছিল? তিনি বললেন, হাঁ।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৬ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি-২/৯৭ বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ : مُصَافَحَةٌ শব্দটি باب مفاعلة থেকে। অর্থ– পরস্পরে হাত মিলানো, করমর্দন করা, চেহারার দিকে দৃষ্টি রাখা। (উমদাতুল কারী) আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, হাত দ্বারা ধরা যা মহব্বতকে জোড়ালো করে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ، زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ ﷺ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

সহজ তরজমা

৫৮৫৪. ইয়াহ্য়া ইব্নে সুলাইমান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে হিশাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি উমর ইব্নে খাত্তাব রাযি.-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ বাক্যে। কেননা এটি মোসাফাহা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৬, পূর্বে ৫২২ ও সামনে ৯৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ

৩৩৪২. অনুচ্ছেদ : [মুসাফাহায়] উভয় হাত ধরা প্রসঙ্গে

وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ

আর হাম্মাদ ইবনে যায়দ রহ. হযরত ইবনে মুবারকের সঙ্গে দু'হাতে মুসাফাহা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﷺ، يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلاَمُ. يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৮৫৫. আবু নুয়াঈম রহ. ... ইব্নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত তাঁর উভয় হাতের মধ্যে রেখে আমাকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিখাতেন। (তাশাহহুদ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ ... عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)। তখন তিনি আমাদের মাঝেই বিদ্যমান ছিলেন। এরপর যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন থেকে আমরা اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ-এর স্থলে اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ পড়তে লাগলাম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ বাক্যে। কেননা এটাই দুই হাত দ্বারা ধরা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৬ ও পূর্বে ১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩২-৩৩ দেখুন।

بَابُ الْمُعَانَقَةِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

৩৩৪৩. অনুচ্ছেদ : মুয়ানাকা করা ও কাউকে 'কিভাবে তোমার ভোর হয়েছে? বলা প্রসঙ্গে

শব্দ বিশ্লেষণ : مُعَانَقَة : শব্দটি باب مفاعلة-এর মাসদার। অর্থ : আলিঙ্গন করা, গলায় গলা মিলানো, মুয়ানাকা করা। عُنُقٌ অর্থ, গলা। বহুবচন اَعْنَاقٌ। এখানে قَوْلِ الرَّجُلِ الخ বাক্যটি مُعَانَقَة-এর উপর আতফ হবে। অর্থাৎ بَابٌ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ. أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا ﷺ. يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ. خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ أَلَا تَرَاهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللهِ إِنِّي لَأُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيُتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ. وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ. فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْأَلُهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصٰى بِنَا. قَالَ عَلِيٌّ وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَمْنَعُنَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا. وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا.

সহজ তরজমা

৫৮৫৬. ইসহাক এবং আহমদ ইব্‌নে সালিহ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। আলী ইব্‌নে আবু তালিব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম কালের সময় তাঁর কাছে থেকে বেরিয়ে এলেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল– হে আবুল হাসান! কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর হয়েছে? তিনি বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ সুস্থভাবে তাঁর ভোর হয়েছে। তখন আব্বাস রাযি. তার হাত ধরে বললেন : তুমি কি তাঁর অবস্থা বুঝতে পারছ না? তুমি তিনদিন পরই লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে ধারণা করছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ রোগে সত্বর ওফাত লাভ করবেন। আমি বনু আব্দুল মুত্তালিবের চেহারা থেকে তার ওফাতের লক্ষণ অনুভব করতে পারি। অতএব তুমি আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাও। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব, তাঁর অবর্তমানে খিলাফতের দায়িত্ব কাদের হাতে থাকবে? যদি আমাদের খান্দানেই থাকে, তবে তা আমরা জেনে রাখলাম। পক্ষান্তরে যদি অন্য কোনো গোত্রের হাতে থাকবে বলে জানি, তাহলে আমরা তাঁর সাথে পরামর্শ করব এবং তিনি আমাদের জন্য অসিয়ত করে যাবেন। আলী রাযি. বললেন : আল্লাহর কসম! যদি আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি আর তিনি এ সম্পর্কে আমাদের বিরত থাকার নির্দেশ দেন, তাহলে লোকজন কখনো আমাদের এ সুযোগ দিবে না। সুতরাং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো জিজ্ঞাসা করব না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৭ ও পূর্বে ৬৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫৩৫-৫৩৬ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

৩৩৪৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কারো ডাকে 'লাব্বায়কা ওয়া সাদাইকা' বলে জবাব দিল

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "يَا مُعَاذُ". قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا". ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ "يَا مُعَاذُ" قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ".

সহজ তরজমা

৫৮৫৭. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... মুয়ায ইব্‌নে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে তাঁর বাহনজন্তুর উপর বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন : ওহে মুয়ায! আমি বললাম, লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা। তারপর তিনি এরূপ তিনবার ডাকলেন। এরপর বললেন : তুমি কি জান, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কি? [এরপর তিনি বললেন :] বান্দারা তাঁর ইবাদত করবে আর এতে তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আবার কিছুক্ষণ চলার পর তিনি বললেন, ওহে মুয়ায! আমি জবাবে বললাম, লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জান, বান্দা যখন তাঁর ইবাদত করবে, তখন আল্লাহর উপর বান্দাদের হক কি হবে? [তিনি বললেন :] তিনি তাদের আযাব দিবেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৭, পূর্বে ৪০০ ও ৮৮২ এবং সামনে ৯৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، بِهَذَا.

সহজ তরজমা

৫৮৫৮. হুদবা রহ. ..... হযরত আনাস রাযি., হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. থেকে পূর্বের হাদিসের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য পূর্বের হাদিস দেখুন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا وَاللهِ أَبُو ذَرٍّ، بِالرَّبَذَةِ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ "يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَىَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" وَأَرَانَا بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَ "يَا أَبَا ذَرٍّ". قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُّونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا" ثُمَّ قَالَ لِي "مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ". فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي، فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولِ اللهِ

ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ "لَا تَبْرَحْ". فَمَكَثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي. فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ". قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقَالَ أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ "يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ".

সহজ তরজমা

৫৮৫৯. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... যায়দ ইব্‌নে ওয়াহব রহ. বলেন, আল্লাহর কসম! আবু যার রাযি. রাবাযা নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এশার সময় মদিনার হাররা নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা উহুদ পাহাড়ের সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বললেন : হে আবু যার! আমি পছন্দ করি না যে, আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া এক দীনার পরিমাণ সোনাও একরাত পর্যন্ত আমার হাতে থেকে যাক। আমি বরং পছন্দ করি, আমি এগুলো আল্লাহর বান্দাদের এভাবে এভাবে এভাবে বিলিয়ে দিই [অর্থাৎ ডানে, বামে ও সামনে যাকে দেখি, তাকে বিতরণ করে দিব]। রাবী যায়েদ বলেন, আবু যার রাযি. নিজের হাতে ইঙ্গিত করে দেখালেন, কিভাবে দিবেন? এরপর বললেন : হে আবু যার! আমি বললাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন : দুনিয়ায় যারা অধিক সম্পদশালী, পরকালে তারাই হবে অনেক কম সওয়াবের অধিকারী; তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে এভাবে বিলিয়ে দিবে [তারা অধিক সওয়াবের অধিকারী হবেন]। তারপর তিনি আমাকে বললেন : হে আবু যার! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থানেই থাকো। এখান থেকে কোথাও যেও না। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। এতে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কিনা? তাই আমি সেদিকে অগ্রসর হতে চাইলাম। কিন্তু সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা যে, "কোথাও যেও না" মনে পড়ল। আর আমি থেমে গেলাম। এরপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটা শব্দ শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, আপনি সেখানে গিয়ে কোনো বিপদে পড়লেন কি-না? কিন্তু আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তিনি ছিলেন জিবরাঈল আ.। তিনি আমার নিকট এসে সংবাদ দিয়েছেন : 'আমার মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদি সে ব্যক্তি চুরি করে? তিনি বললেন : সে যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে থাকে তবুও। আমাশ রহ. বলেন, আমি যায়েদকে বললাম, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে, এ হাদিসের রাবী হলেন আবুদ দারদা। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ হাদিসটি আবু যারই রাবাযা নামক স্থানে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাশ রহ. বলেন, আবু সালিহও আবু দারদা রাযি. সূত্রে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবু শিহাব, আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : 'তিন দিনের অতিরিক্ত'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৭, পূর্বে ১৬৫, ৩২১, ৪৫৭ ও ৮৬৭ এবং সামনে ৯৫৩-৯৫৪ ও ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ : এখানে لام বর্ণে যবর দিয়ে। এক্ষেত্রে أُحُدٌ শব্দটি ফায়েল ও পেশবিশিষ্ট হবে। আর نَا হবে মাফউল। তবে اِسْتَقْبَلْنَا শব্দটিকে যদি جمع متكلم-এর ছিগাহরূপে পড়া হয় অর্থাৎ لام বর্ণে সাকিন দিয়ে, তখন احدًا শব্দটি مفعول হিসাবে منصوب (যবর বিশিষ্ট) হবে।

بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

৩৩৪৫. অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠাবে না

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ. ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.

সহজ তরজমা

৫৮৬০. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সে সেখানে বসবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, কোনো মুসলমানকে তার স্থান থেকে তুলে নিজে গিয়ে সেখানে বসা জায়েয নেই।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا. الآيَةَ

৩৩৪৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও। তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন ...। (সূরা মাজাদালা-১১)

শানে নুযূল : আল্লামা আইনি রহ. বলেন,

نَزَلَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ. أقبل جماعة من الْمُهَاجِرِين وَالأَنْصَار من أهل بدر. فلم يَجدوا مَكَانا. فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسا مِمَّن تَأَخر إِسْلَامهمْ وأجلسهم فِي أماكنهم. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِم وَتَكَلَّمَ الْمُنَافِقُونَ فِي ذَلِكَ. فَأَنْزَل اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا. الخ [المجادلة: ١١]

অর্থাৎ একবার বদরি সাহাবাগণ মজলিসে এসে স্থান পাচ্ছিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবাকে দাঁড় করালেন, যারা পরবর্তীসময়ে ঈমান এনেছিলেন। তাদেরকে স্বস্থান থেকে তুলে দিয়ে সেখানে আহলে বদর মুহাজির ও আনসারগণকে বসালেন। এটা তাদের তাদের কাছে কষ্টকর ঠেকল। এদিকে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করল। সে-সময় এ আয়াতে কারিমাটি অবতীর্ণ হয়।

সারকথা, জুমার দিন, দুই ঈদের দিন কিংবা ওয়াজ-নসিহতের মজলিস পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আরো কোনো মুসলমান এলে যথাসম্ভব নিজে সঙ্কুচিত হয়ে আগতদেরকে জায়গা করে দিবে। (উমদাতুল কারি-২২/২৫৭)

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ. وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ. ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ.

সহজ তরজমা

৫৮৬১. খাল্লাদ ইব্‌নে ইয়াহইয়া রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সেখানে অপর ব্যক্তি বসতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমরা বসার জায়গা

প্রশস্ত করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও। ইব্‌নে উমর রাযি. কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যাক এবং তার জায়গায় অন্যজন বসুক, তা পছন্দ করতেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে تَفَسَّحُوْا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৭-৯২৮ ও পূর্বে ২৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ : কেউ তার জায়গা থেকে উঠে গেলে তার জায়গায় অন্যজন বসুক, ইব্‌নে উমর রাযি. তা পছন্দ করতেন না। এ বিধানকে কেউ কেউ মুস্তাহাব ও শিষ্টাচার বলেন। আবার কোনো কোনো আলেম ওয়াজিব বলেন। তারা দলিলস্বরূপ হাদিস পেশ করেন, عن معمر عَنْ سُهَيْل بن أَبِي صَالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ. إِذَا قَامَ أحدكم من مَجْلِسِهٖ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهٖ। (উমদাতুল কারি-২২/২৫৭) তা ছাড়া এ মর্মের হাদিস বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ও আবু দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। —সম্পাদক

ফায়দা : এখানে অবশ্যই নাসরুল বারি-৪/১১১-১১২ 'শিক্ষণীয় ঘটনা' দেখুন।

بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهٖ أَوْ بَيْتِهٖ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهٗ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

৩৩৪৭. অনুচ্ছেদ : কারো তার সাথিদের থেকে অনুমতি না নিয়ে মজলিস কিংবা ঘর থেকে উঠে যাওয়া কিংবা নিজে উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যাতে অন্যরা উঠে যায়

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ. عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ. قَالَ. فَأَخَذَ كَأَنَّهٗ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا. فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ قَامَ. فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهٗ مِنَ النَّاسِ. وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ. وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ. ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا. قَالَ. فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا. فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ. فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ. وَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . إِلٰى قَوْلِهٖ. . إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا.

সহজ তরজমা

৫৮৬২. হাসান ইব্‌নে উমর রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব বিনতে জাহশ রাযি.-কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি কয়েকজন লোককে দাওয়াত করলেন। তারা আহার করার পর বসে বসে অনেক সময় পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার মশগুল থাকলেন। তখন তিনি নিজে উঠে চলে যাওয়ার ভাব প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কিন্তু এতে তারা উঠলেন না। তিনি এ অবস্থা দেখে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন লোকজনের মধ্যে যারা দাঁড়ানোর ইচ্ছা করলেন, তারা তাঁর সাথেই উঠে চলে গেলেন। কিন্তু তাদের তিনজন থেকে গেলেন। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন দেখলেন তিনজন তখনো বসে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর তারাও উঠে চলে গেলে আমি গিয়ে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। এরপর তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। তখন আমিও ঢুকতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করলেন : হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা নবীগৃহে প্রবেশ করবে না। ... আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ঘোরতর অপরাধ। (সূরা আহযাব-৫৩)

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮, পূর্বে ৭০৬, ৭০৭, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৮২১, ৯২১-৯২২ এবং সামনে ১১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

কেউ কারো সাক্ষাতে গেলে সেক্ষেত্রে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার হল, নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর চলে আসবে। অযথা সেখানে বসে থাকবে না। যদি ঘরের মালিক আরো বসে থাকার জন্য বলেন, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অযথা বসে থাকা এবং ঘরের মালিকের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো শিষ্টাচার বিরোধী কাজ। এটা একদম ঠিক নয়। এজন্য আমি অধম নিজের দরজায় লিখে টানিয়ে রেখেছি : 'সময় অমূল্য সম্পদ; তা অযথা নষ্ট করবেন না'।

بَابُ الِاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

৩৩৪৮. অনুচ্ছেদ : দু' হাঁটুকে খাড়া করে দু' হাতে বেড় দিয়ে পাছার উপর বসা

قُرْفُصَاءُ : শব্দটির قاف বর্ণে পেশ, راء বর্ণে সাকিন ও فاء বর্ণে পেশ দিয়ে। এ 'ইহতিবা'র পদ্ধতি হল- নিতম্ব জমিনে রেখে উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে দু' হাত দ্বারা গোড়ালিকে এমনভাবে ধরে রাখা, যাতে রান পেটের সাথে মিলে থাকে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا.

সহজ তরজমা

৫৮৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু গালিব রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কা'বা শরিফের আঙ্গিনায় দু' হাঁটু খাড়া করে দু'হাত দিয়ে তা বেড় দিয়ে এভাবে বসা অবস্থায় পেয়েছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ

৩৩৪৯. অনুচ্ছেদ : যিনি নিজের সাথিদের সামনে হেলান দিয়ে বসেন

قَالَ خَبَّابٌ : "أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، قُلْتُ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ، فَقَعَدَ"

হযরত খাব্বাব রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি একখানা চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে তাতে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি বললাম : আপনি কি (আমার মুক্তির জন্য) আল্লাহর কাছে দুয়া করেন না? তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ". قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ".

সহজ তরজমা

৫৮৬৪. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের জঘন্য কবিরা গুনাহগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিব না? সকলে বললেন– হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরিক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮ ও পূর্বে ৩৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ "أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ". فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ!

সহজ তরজমা

৫৮৬৫. মুসাদ্দাদ রহ. বিশরের একসূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হেলান অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন : সাবধান! আর [সবচেয়ে বড় গুনাহ হল] মিথ্যা কথা বলা। কথাটা তিনি বারবার বলতে থাকলেন। অবশেষে আমরা বললাম, হায়! তিনি যদি থামতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَكَانَ مُتَّكِئًا বাক্যে।

হাদিসখানা দুটি সনদে উল্লেখ করেছেন। একটি সনদ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ আর দ্বিতীয় সনদ : عَنْ مُسَدَّدٌ عَنْ بِشْرٍ।

✪ এ সদন জানতে নাসরুল বারি-৬/৫১২ দেখুন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

৩৩৫০. অনুচ্ছেদ : যিনি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি চলেন

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ ﷺ، حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ.

সহজ তরজমা

৫৮৬৬. আবু আসিম রহ. ... উকবা ইব্‌নে হারিস রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায আদায় করে তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأَسْرَعَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮, পূর্বে ১১৭-১১৮, ১৬৩ ও ১৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসটি পূর্বে গত হয়েছে। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত খুব দ্রুত চলতে দেখে আশ্চর্য হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার এক্ষুনি স্মরণ হল, আমার ঘরে একটি স্বর্ণের ঢাল অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর আমি তা ঘরে রাখতে পছন্দ করি নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বণ্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ السَّرِيرِ

৩৩৫১. অনুচ্ছেদ : পালঙ্ক ব্যবহার করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً.

সহজ তরজমা

৫৮৬৭. কুতাইবা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমার) পালঙ্গের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। তখন আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। যখন আমার কোনো প্রয়োজন হত, তখন আমি তাঁর দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম না বরং আমি শুয়ে শুয়েই পিছনের দিক দিয়ে কেটে পড়তাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮ এবং পূর্বে ৫৬, ৭২, ৭৩, ৬৪ ও ১৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ

৩৩৫২. অনুচ্ছেদ : যাকে হেলান দিতে একটা বালিশ দেওয়া হয়

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "خَمْسًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "سَبْعًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "تِسْعًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "إِحْدَى عَشْرَةَ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرَ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ".

সহজ তরজমা

৫৮৬৮. ইসহাক এবং আব্দুল্লাহ ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার বেশি রোযা পালন সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। তখন তিনি আমার ঘরে এলেন। আর আমি তাঁর উদ্দেশ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি করা চামড়ার একটা বালিশ পেশ করলাম। তিনি মাটিতেই বসে পড়লেন। আর বালিশটা আমার ও তাঁর মাঝখানে থেকে গেল। তিনি আমাকে বললেন : প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা থাকা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : তাহলে পাঁচ দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তবে সাতদিন? আবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তবে নয়দিন? আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : তাহলে এগার দিন? আমি আবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন : দাউদ আ.-এর রোযা অপেক্ষা বেশি কোনো (নফল) রোযা নেই। তিনি প্রত্যেক মাসের (বা বছরের) অর্ধেক রোযা পালন করতেন অর্থাৎ একদিন রোযা পালন করতেন আর একদিন পালন করতেন না [ভাঙতেন]।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৮-৯২৯, পূর্বে ২৬৫, ২৬৬, ৪৮৫, ৪৮৬, ৬৫৫, ৬০৬, ৭৮৩, ৯০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

সাওমে দাহর : এ (সার বছর রোযা পালন) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৫৩৬ দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ﷺ . أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ مُغِيرَةَ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ . فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا . فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ . يَعْنِي حُذَيْفَةَ . أَلَيْسَ فِيكُمْ . أَوْ كَانَ فِيكُمْ . الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ . يَعْنِي عَمَّارًا . أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ . يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ . كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } . قَالَ { وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى } . فَقَالَ مَا زَالَ هَؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي ، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

সহজ তরজমা

৫৮৬৯. ইয়াহইয়া ইব্‌নে জাফর ও আবু ওয়ালিদ রহ. ... ইবরাহিম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আলকামা রাযি. সিরিয়া গমন করলেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করে দুয়া করলেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে একজন সৎসঙ্গী দান করুন। এরপর তিনি আবু দারদা রাযি.-এর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কোন্ শহরের লোক? তিনি জবাব দিলেন : আমি কুফার বাসিন্দা। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি নেই যিনি ওই ভেদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা অপর কেউ জানতেন না। (রাবী বলেন,) অর্থাৎ হুযাইফা রাযি.। পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি নেই, অথবা আছেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের দুয়ার কারণে শয়তান থেকে মুক্তি দিয়েছেন? [রাবী বলেন,] অর্থাৎ আম্মার রাযি.। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : আর আপনাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি নেই যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিসওয়াক ও বালিশের পেশকারী ছিলেন? (রাবী বলেন,) অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি.। আবু দারদা রাযি. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. সূরা 'ওয়াল্ লাইলি ইযা ইয়াগশা' কিভাবে পড়তেন? তিনি বললেন : তিনি 'ওয়ায্ যাকারি ওয়াল উন্‌ছা' (অর্থাৎ শুরু থেকে 'ওয়া-মা-খালাকা' বাদ দিয়ে) পড়তেন। তখন তিনি বললেন : এখানকার লোকেরা এ সূরা সম্পর্কে আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিলেন। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরকমই শুনেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وِسَادَةً বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৯, পূর্বে ৪৬৪, ৫২৯ ও ৫৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৩৩৫৩. অনুচ্ছেদ : জুমার নামায শেষে কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ) প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ، قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

সহজ তরজমা

৫৮৭০. মুহাম্মদ ইব্‌নে কাসির রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমার নামাযের পরেই 'কায়লুলা' করতাম এবং দুপুরের খাবার খেতাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৯, পূর্বে ১২৮, ৩১৬, ৮১৩ ও ৯২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ হুবহু এ অনুচ্ছেদটি বুখারির ১২৮ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে।

بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৩৩৫৪. অনুচ্ছেদ : মসজিদে কায়লুলা করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ، قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا. جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ" فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ. فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ "انْظُرْ أَيْنَ هُوَ" فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ. قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ. فَأَصَابَهُ تُرَابٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ. وَهُوَ يَقُولُ "قُمْ أَبَا تُرَابٍ. قُمْ أَبَا تُرَابٍ".

সহজ তরজমা

৫৮৭১. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি.-এর কাছে 'আবু তুরাব' অপেক্ষা প্রিয় কোনো নাম ছিল না। এ নামে ডাকা হলে তিনি বড় খুশি হতেন। (কেননা) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা রাযি.-এর ঘরে আসলেন। তখন আলী রাযি.-কে ঘরে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটায় তিনি আমার সঙ্গে রাগারাগি করে বের হয়ে গেছেন। আমার কাছে কায়লুলা করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : দেখতো সে কোথায়? সে লোকটি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে দেখতে পেলেন, তিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন আর তাঁর চাঁদরখানা পাশ থেকে পড়ে গেছে। ফলে তাঁর সাথে মাটি লেগে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়ের মাটি ঝারতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন : উঠো, আবু তুরাব (মাটির বাবা)! উঠো, আবু তুরাব! কথাটা তিনি দু'বার বললেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত আলী রাযি. দুপরে মসজিদে গিয়ে কায়লুলা করেছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৯, পূর্বে ৬৩, ৫২৫ ও ৯১৫-৯১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

৩৩৫৫. অনুচ্ছেদ : যিনি কোথাও সাক্ষাতের জন্য গিয়ে সেখানে 'কায়লুলা' করেন

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذٰلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ

সহজ তরজমা

৫৮৭২. কুতাইবা রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তিনি সেখানেই ওই চামড়ার বিছানার উপর কায়লুলা করতেন। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি তাঁর শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করতেন। আর তা একটা শিশির মধ্যে জমাতেন এবং পরে 'সুক্কা' নামীয় সুগন্ধির মধ্যে মিশাতেন। রাবী বলেন, আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি.-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি আমাকে অসিয়ত করলেন : যেন ওই সুক্কা হতে কিছুটা তাঁর সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তা তাঁর সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

ثُمَامَةَ : শব্দটির ثاء (ছা) বর্ণে পেশ, আর ميم (মীম) বর্ণটি তাশ্‌দিদ ছাড়া। তিনি ছুমামা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস আল আনসারি। (উমদাতুল কারী)

أُمِّ سُلَيْمٍ : দাউদি বলেন– উম্মে সুলাইম, উম্মে হারাম ও তাদের ভাই হারাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধসম্পর্কীয় মামা-খালা। আর ইবনে ওয়াহাব বলেন, উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খালা। তিনি দুধসম্পর্কের কথা বলেন নি। (উমদাতুল কারি)

✪ উম্মে সুলাইম রাযি.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫৩৪ দেখুন।

نِطَعًا : শব্দটির নূনে যের, طاء-এ যবর। [কাস্তাল্লানী] ; السُّكِّ [সিনে পেশ ও কাফ তাশদিদসহ] অর্থ, মিশ্রিত সুগন্ধি।

حَنُوطِ : শব্দটির حاء বর্ণে যবর দিয়ে। বিশেষত ওই সুগন্ধিকে বলা হয়, যা পুরুষ লোকের কাফনের কাপড়ে লাগানোর জন্য চন্দ কাঠ ও কাপূর মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়।

شَعَرِ : কেউ কেউ বলেন, এখানে شَعَر দ্বারা সিঁথি বা চিরুনি করার সময় ঝরে পড়া চুল উদ্দেশ্য। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এ চুল উম্মে সুলাইম আবু তালহা রাযি. থেকে নিয়েছিলেন। আর আবু তালহা রাযি. এ চুল সংগ্রহ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় মাথা মুণ্ডানোর সময়।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ

فَقَالَ "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيلِ اللهِ. يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ. مُلُوْكًا عَلَى الأَسِرَّةِ" أَوْ قَالَ "مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". شَكَّ إِسْحَاقُ. قُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ. غُزَاةً فِيْ سَبِيلِ اللهِ. يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ. مُلُوْكًا عَلَى الأَسِرَّةِ". أَوْ "مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. قَالَ "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ. فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ. فَهَلَكَتْ.

সহজ তরজমা

৫৮৭৩. ইসমাঈল রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'কুবা'র দিকে যেতেন, তখন প্রায় উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করতেন। আর তিনি তাঁকে আহার করাতেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইব্‌নে সামিত রাযি.-এর স্ত্রী। একদিন তিনি তাঁর ঘরে গেলে তাঁকে আহার করালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানেই ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সজাগ হয়ে হাসতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন : স্বপ্নের মধ্যে আমাকে আমার উম্মতের মধ্য হতে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দেখানো হয়েছে, যারা এ বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে বাদশাদের মতো সিংহাসনের উপর সমাসীন। তখন তিনি বললেন : আপনি দুয়া করুন যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তা-ই দুয়া করলেন এবং বিছানায় মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাসতে হাসতে সজাগ হলেন। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের মধ্য হতে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দেখানো হয়েছে, যারা এ বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে বাদশাদের মতো সিংহাসনের উপর সমাসীন। আমি আবার বললাম, আপনি দুয়া করুন! আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম বাহিনীদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং তিনি মুয়াবিয়া রাযি.-এর আমলে সমুদ্র অভিযানে রওয়ানা হন এবং সমুদ্রাভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর নিজেরই সওয়ারি থেকে পড়ে গিয়ে (আল্লাহর পথে) শাহাদাত বরণ করেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯২৯-৯৩০, পূর্বে ৩৯১, ৩৯২, ৪০৩, ৪০৫ ও সামনে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ যুদ্ধটি সংঘঠিত হয়েছিল ২৮ হিজরি সনে হযরত উসমান গনী রাযি.-এর খেলাফত আমলে। তখন শামের গভর্নর ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি.।

بَابُ الْجُلُوْسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

৩৩৫৬. অনুচ্ছেদ : যার জন্য যেভাবে সহজ, সেভাবেই বসা (জায়েয)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه. قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ. وَالاحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ. لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَالْمُلاَمَسَةِ. وَالْمُنَابَذَةِ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

সহজ তরজমা

৫৮৭৪. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'রকমের লেবাস এবং দু'ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন। পেঁচিয়ে কাপড় পরিধান করা থেকে এবং এক কাপড় পরে

'ইহতেবা' করা থেকে, যাতে মানুষের লজ্জাস্থানের উপর কোনো কাপড় না থাকে এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা বেচাকেনা থেকেও।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধাজ্ঞাকে দুই পদ্ধতিতে বসার সাথে খাস করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝে আসে, এ দুই পদ্ধতি ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিতে বসা নিষেধ নয়। কেননা কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা না থাকাটাই জায়েয হওয়ার প্রমাণ। (কাস্তালানী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩০, পূর্বে ৫৩, ২৬৭, ২৮৬, ২৮৮, ৮৬৫ ও ৮৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ও اِحْتِبَاءِ সম্পর্কে জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩৮০ দেখুন।

আসন পেতে বসা

আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. হযরত ইবনে তাউস রহ. থেকে আসন পেতে বসাকে মাকরূহ বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এভাবে বসা ধ্বংসাত্মক। তবে বিশুদ্ধতম মতে আসন পেতে বসা জায়েয। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এভাবে বসা প্রমাণিত। আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ শেষে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্বস্থানে আসন পেতে বসে থাকতেন। (মুসলিম শরিফ)

তা ছাড়া অনুচ্ছেদের হাদিসেও আসন পেতে বসা নিষেধ বা মাকরূহ হওয়ার উল্লেখ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

৩৩৫৭. অনুচ্ছেদ : যিনি মানুষের সামনে কানাকানি কথা বলেন, যিনি আপন বন্ধুর গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি; অবশ্য তার মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করেন

حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ. عَلَيْهَا السَّلَامُ. تَمْشِي. لَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ "مَرْحَبًا بِابْنَتِي". ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِيَ تَضْحَكُ. فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا. ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ. فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي. قَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ. فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً" وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ. وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ. فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ". قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ "يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. أَوْ. سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ".

সহজ তরজমা

৫৮৭৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব সহধর্মিণী তাঁর নিকট জমায়েত হয়েছিলাম। আমাদের একজনও অনুপস্থিত ছিলাম না। এমন সময় ফাতিমা রাযি. পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটার অনুরূপই ছিল। তিনি যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। এরপর

যখন তিনি তাঁকে নিজের ডান পাশে বা (রাবী বলেন,) বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে কানাকানি কিছুক্ষণ কথা বললেন, তিনি (ফাতেমা) খুব বেশি কাঁদতে লাগলেন। এরপর তাঁর বিষণ্ন অবস্থা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে তিনি কানাকানি আরো কিছু কথা বললেন। তখন ফাতিমা রাযি. হাসতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে আমি বললাম, আমাদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ করে আপনার সঙ্গে বিশেষ কি গোপন কথা কানাকানি বললেন, যার কারণে আপনি খুব কাঁদছিলেন? এরপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে চলে গেলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আপনাকে কানাকানি কি বলেছিলেন? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভেদ (গোপন কথা) ফাঁস করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার উপর আমার যে দাবি আছে, আপনাকে আমি তার কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি গোপন কথাটি আমাকে জানাবেন না? তখন ফাতিমা রাযি. বললেন : হ্যাঁ! এখন আপনাকে জানাব। সুতরাং তিনি আমাকে জানাতে গিয়ে বললেন : প্রথম বার তিনি আমার নিকট যে গোপন কথা বললেন : 'তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন, জিবরাঈল আ. প্রত্যেক বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি অনুমান করছি, আমার চিরবিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে ও বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগমনকারী'। তখন আমি কাঁদলাম যা আপনি নিজেই দেখলেন। তারপর যখন তিনি আমার বিষণ্নতা দেখলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে কানাকানি বললেন : 'তুমি কি জান্নাতে মুসলিম নারীদের বা এ উম্মতের নারীদের নেত্রী হয়ে যাওয়ায় সন্তুষ্ট হবে না?' (তখন আমি হেসে দিলাম।)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩০, পূর্বে ৫১২, ৫২৬, ৫৩২ মাগাযিতে ও ৬৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫২৮ কিতাবুল মাগাযি দেখুন।

بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ

৩৩৫৮. অনুচ্ছেদ : চিত্ হয়ে শোয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

সহজ তরজমা

৫৮৭৬. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যায়েদ আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি। তখন তাঁর এক পা আরেক পায়ের উপর রাখা ছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩০, পূর্বে ৬৮ এবং সামনে ৮৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-৩/৬৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

৩৩৫৭. অনুচ্ছেদ : তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুজনে কানাকানি করবে না

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ... إِلَى قَوْلِهِ... وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. [المجادلة: ٩-١٠] وَقَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً .. إِلَى قَوْلِهِ .. وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. [المجادلة: ١٢-١٣]

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'মুমিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালঙ্ঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না ... মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা।'

(সূরা মুজাদালা : ৯-১০)

আরো আল্লাহর বাণী : 'মুমিনগণ! তোমরা রাসূলের সঙ্গে কানকথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদকা প্রদান করবে ... আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।' (সূরা মুজাদালা : ১২-১৩)

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যধিক প্রশ্ন করল। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কষ্টদায়ক হল। তাই অতিরঞ্জিত প্রশ্নের অবসানের জন্য নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার সাথে একান্তে কথা বলার পূর্বে কিছু সদকা করে নিবে। কিন্তু এ নির্দেশ পালন সাহাবাগণের পক্ষে কষ্টকর হয়ে গেল। তাই পরবর্তীসময়ে এ হুকুম বাতিল করে দেওয়া হয়। হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, সদকা করার নির্দেশ দেওয়ার পর শুধু হযরত আলী রাযি. এক দিনার সদকা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একান্তে কথা বলেছিলেন। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন : এ হুকুমটি মাত্র দশ দিন কার্যকর ছিল; এরপর রহিত করা হয়েছে। হযরত কালবি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, এ নির্দেশটি দিনের একাংশ পর্যন্ত বাকি ছিল। এরপর রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ".

সহজ তরজমা

৫৮৭৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ ও ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোথাও তিনজন লোক থাকে, তবে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মিলে চুপিচুপি কথা বলবে না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩০-৯৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

৩৩৬০. অনুচ্ছেদ : গোপনীয়তা রক্ষা করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ. أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ. وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

সহজ তরজমা

৫৮৭৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাব্বাহ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বিষয় আমার নিকট গোপনে বলেছিলেন। আমি তারপর কাউকে তা জানাই নি। সে সম্পর্কে উম্মে সুলাইম রাযি. আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; কিন্তু আমি তাকেও বলি নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে الفَضَائِل অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَةِ وَالْمُنَاجَاةِ

৩৩৬১. অনুচ্ছেদ : যদি তিনজনের বেশি লোক থাকে, তবে গোপন কথা ও কানাকানি কথা বলায় দোষ নেই

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ. حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ. أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.

সহজ তরজমা

৫৮৭৯. উসমান রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোথাও তোমরা তিনজন থাক, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে কানাকানি কথা বলবে না, যাবৎ তোমরা পরস্পরে মিশে না যাবে। কেননা এতে তার মনে দুঃখ হবে।

সহজ তরজমা

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– হাদিসটির মর্মার্থ হচ্ছে, যদি মানুষ তিনজন না হয় বরং আরো বেশি হয়, তাহলে তাদের মধ্যে দুজন পরস্পরে কানাকানি কথা বলতে পারবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে الاِسْتِئْذَان অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ شَقِيقٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. قُلْتُ أَمَا وَاللهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ. فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ. ثُمَّ قَالَ "رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى. أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ".

সহজ তরজমা

৫৮৮০. আবদান রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন কিছু মাল লোকজনকে বণ্টন করে দিলেন। তখন একজন আনসারি মন্তব্য করলেন– এ বণ্টন এমন, যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। তখন আমি বললাম, সাবধান! আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ কথা বলে দিব। এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম। কিন্তু তখন তিনি একদল সাহাবির মধ্যে ছিলেন। তাই আমি কথাটা

তাঁকে কানে কানেই বললাম। তখন তিনি রেগে গেলেন। এমনকি তাঁর চেহারার রং লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, মূসা আ.-এর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর উক্তি فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ. فَسَارَرْتُهُ বাক্যে। কেননা এতে প্রতিভাত হয়, উপস্থিত লোকজন কানাকানির দ্বারা কষ্ট না পেলে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ طُولِ النَّجْوَى

৩৩৬২. অনুচ্ছেদ : দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কারো সঙ্গে কানাকানি কথা বলা প্রসঙ্গে

وَقَوْلُهُ: وَإِذْ هُمْ نَجْوَى [الإسراء: ٤٧]: مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا، وَالمَعْنَى: يَتَنَاجَوْنَ

উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমায় نَجْوَى শব্দটি نَاجَيْتُ-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। এর দ্বারা সেসব লোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। মর্মার্থ হল, সেসব লোক কানাঘুষা করে (চুপিচুপি পরস্পর পরামর্শ করে)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

সহজ তরজমা

৫৮৮১. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নামাযের একামত হয়ে গেল, তখনো একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কানাকানি কথা বলছিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি এভাবে আলাপ করতে থাকেন; এমনকি তার সঙ্গীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ এবং পূর্বে ৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, ইকামাতের পরে দীনী ও শরঈ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা জায়েয। আরো জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/২৬৮ দেখুন।

بَابٌ: لاَ تُتْرَكُ النَّارُ فِي البَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

৩৩৬৩. অনুচ্ছেদ : ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন রাখবে না

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ {لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ}.

সহজ তরজমা

৫৮৮২. আবু নুয়ায়ম রহ. ... সালিম রাযি. তাঁর পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন রেখে ঘুমাবে না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الاشربة অধ্যায়ে, আবু দাউদ الأدب অধ্যায়ে, তিরমিযি الأطعمة অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ الأدب অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। (কাস্তাল্লানী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ "إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ"

সহজ তরজমা

৫৮৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাত্রিকালে মদিনার এক ঘরে আগুন লেগে লোকজনসহ একটি ঘর পুড়ে গেল। এদের অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানানো হলে তিনি বললেন : এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তোমাদেরই নিরাপত্তার জন্য তা নিভিয়ে ফেলবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأَطْفِئُوهَا বাক্যে। কেননা বাতি নিভিয়ে দেওয়াই ঘুমের সময় ঘরে কোনো আগুন প্রজ্জ্বলিত না রাখার উপায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَمِّرُوا الآنِيَةَ وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ"

সহজ তরজমা

৫৮৮৪. কুতাইবা রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পানাহারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, ঘুমানোর সময় দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কারণ প্রায়ই দুষ্ট ইঁদুররা জ্বালানো বাতির ফিতাগুলো টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে দেয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যেই মিল এ হাদিসেরও সেই মিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১, পূর্বে ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৭ ও ৮৪১ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ الاشربة অধ্যায়ে ও তিরমিযি ইস্তিযান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِغْلَاقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

৩৩৬৪. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে (ঘরের) দরজা বন্ধ করা

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ". قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ "وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرُضُهُ"

সহজ তরজমা

৫৮৮৫. হাসসান ইব্‌নে আবু আব্বাদ রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতে যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দিবে, দরজা বন্ধ করবে, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখবে। হাম্মাম বলেন : এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ বাক্যে সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ এবং পূর্বে ৯৩১, ৪৬৩-৪৬৪, ৪৬৬ ও ৪৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : পাত্রসমূহ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হল, যাতে কোনো বিষাক্ত প্রাণী পাত্রে মুখ না দিতে পারে বা কোনো টিকটিকি পরে মারা নায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

৩৩৬৫. অনুচ্ছেদ : বয়োপ্রাপ্তির পর খাতনা করা এবং বগলের পশম উপড়ানো

كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ-এর সাথে এ অনুচ্ছেদের সম্পর্ক :

كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ-এর সাথে এ অনুচ্ছেদের মিল মুশকিল। আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন : খাৎনার অনুষ্ঠান সাধারণত ঘরেই হয়ে থাকে। লোকজন এ উপলক্ষে ঘরের মধ্যে সমবেত হয়। ফলে ঘরে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন দেখা দেয়। (কিরমানি)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ. وَالِاسْتِحْدَادُ. وَنَتْفُ الإِبْطِ. وَقَصُّ الشَّارِبِ. وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ".

সহজ তরজমা

৫৮৮৬. ইয়াহইয়া ইব্নে কুযায়া রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের স্বভাবগত বিষয় হল পাঁচটি : খাতনা করা, নাভির নিচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ানো, গোঁফ কাটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ ও পূর্বে ৮৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

الْفِطْرَةُ অর্থাৎ নবীগণের সেসব সুন্নাত, আমাদেরকে যেগুলো অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খৎনা করার শরঈ বিধান

ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মতে খৎনা করা সুন্নাত। এটা শিয়ারে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর আরেক বর্ণনামতে খৎনা করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে সুন্নাত। আর ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে ওয়াজিব। ইমাম নববি রহ. লিখেন, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে খৎনা ওয়াজিব। অধিকাংশ আলেমের অভিমতও তাই। তবে ইমাম মালিক রহ. সহ কতক আলেমের মতে খৎনা সুন্নাত।
(শরহে মুসলিম-১/১২৮)

আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, শাফিয়িদের মতে খৎনা ওয়াজিব আর ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে সুন্নাত। (কাস্তাল্লানী)।

স্বভাবগত বিষয় সম্পর্কে বর্ণনার বিভিন্নতা : এখানে হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর বর্ণনায় রয়েছে, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الخ। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাযি.-এর বর্ণনায় রয়েছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ। (মুসলিম-১/১২৯) সুতরাং এ দুই বর্ণনার মাঝে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান কি?

জবাব : এ বাহ্যিক বিরোধের একাধিক সমাধান দেওয়া হয়েছে। যথা,

(১) ذِكْرُ الْقَلِيْلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيْرَ (কমের উল্লেখ বেশির পরিপন্থি নয়)। অন্য কথায় বলা যায়, বেশির মধ্যে কমও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোনো বিরোধ নেই।

(২) উল্লেখিত দুই বর্ণনার কোথাও حصر (সীমাবদ্ধতা)-এর ছিগাহ নেই। সুতরাং হযরত আয়েশা রাযি. হতে মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসের ভাষ্য হল, عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ। এখানে مِن দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, فِطْرَةٌ দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সর্বমোট فِطْرَةٌ (স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য) থেকে এতটি ...। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

(৩) প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাঁচটির ইলম দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি প্রথমে পাঁচটির কথা বলেছেন। এরপর তাঁকে আরো বৃদ্ধি করে জানানো হয়েছে। তখন তিনিও পরে দশটির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

খৎনা করার বয়স ও সময় : জন্মের দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত করা যায়। এরপর দশ বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পূর্বেই খৎনা করিয়ে দেওয়া উচিত।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ". مُخَفَّفَةً

সহজ তরজমা

৫৮৮৭. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবরাহিম আ. আশি বছর বয়সের পর কাদুম নামক স্থানে নিজেই নিজের খাতনা করেন। القدوم শব্দের দালটি তাশদীদ ছাড়া।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা হযরত ইবরাহিম আ. বড় হওয়ার পর খৎনা করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩১ এবং পূর্বে ৪৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ "بِالْقَدُّومِ" مُشَدَّدٌ وَهُوَ مَوْضِعٌ.

সহজ তরজমা

৫৮৮৮. কুতাইবা রহ. ..... আবুয্ যিনাদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কাদ্দুম' তাশদিদসহ। এটা একটি স্থানের নাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

হাদিসটি পূর্বে একই সনদে ৪৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি রহ. বলতে চান, قدوم শব্দে দুটি বর্ণনা আছে।

১। উপরে আবুল ইয়ামানের সনদে شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ সূত্রে বর্ণিত قَدْوم-এর দাল সাকিন করে অর্থাৎ তাশদিদ ছাড়া। খৎনার করার সে যন্ত্র, কুড়াল।

২। এখানে مُغِيرَةُ بن عبد الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ-এর সনদে قَدُّوم তাশদিদসহ। একটি জায়গার নাম।

দুই বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য এনে বলা যায়, হতে পারে হযরত ইবরাহিম আ. قَدُّوم নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন। আর যে যন্ত্র দ্বারা তিনি নিজের খাৎনা করেছিলেন সেটি ছিল قَدْوم (দাল সাকিন করে) তথা কুড়াল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ

সহজ তরজমা

৫৮৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুর রহীম রহ. ... সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সময় আপনি বয়সে কার মতো ছিলেন? তিনি বললেন : আমি তখন মাখতুন (খাতনাকৃত) ছিলাম। তিনি আরো বলেন : তাদের নিয়ম ছিল, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তারা খাতনা করতেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি খাতনা সম্পর্কিত। শিরোনামের সাথে হাদিসের মিলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/১১৪ কিতাবুত তাফসির দেখুন।

জ্ঞাতব্য : যদি কোনো পৌঢ় ও মধ্যবয়সী অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হতে চায়, তবে তার জন্য খাৎনা জরুরি বা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। কেননা খৎনা ইসলামে ফরজ নয় এবং ইসলামের শর্তও নয়। এখন যদি নওমুসলিম স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ্যে খাৎনা করতে সম্মত হয়, তাকে খৎনা করতে বলা হবে। তথাপি তার শরীর-স্বাস্থ্য এর জন্য উপযুক্ত হতে হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابٌ : كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ

৩৩৬৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য থেকে বিচ্যুতকারী সমস্ত খেলা বাতিল (হারাম) এবং যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে 'এসো, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব' বলে

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ... } [لقمان :]

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'একশ্রেণির লোক রয়েছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার লক্ষ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে ... ।' (সূরা লকমান-৬)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

সহজ তরজমা

৫৮৯০. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কসম করে এবং তার কসমে বলে লাত ও উযযার কসম, তাহলে সে যেন লা ইলাহা ইলাল্লাহ বলে। আর যে কেউ তার বন্ধুকে—এসো, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব—বলে, সে যেন সদকা করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, লাতের নামে শপথ করা অবান্তর কর্ম। এটা আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করা থেকে গাফেল রাখে। সুতরাং তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩২, পূর্বে ৭২১, ৯৩২ ও সামনে ৯৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই নাসরুল বারি-৯/৬৩১ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى দেখুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

৩৩৬৭. অনুচ্ছেদ : পাকা বাড়ি-ঘর (অট্টালিকা) নির্মাণ প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ»

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের অন্যতম আলামত হল– যখন পশুর রাখালেরা পাকা বাড়ি-ঘর নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে (ধনকুবের হয়ে যাবে)।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ. عَنْ سَعِيدٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا. يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ. وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ. مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

সহজ তরজমা

৫৮৯১. আবু নুআইম রহ. ... ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমার খেয়াল হল, আমি নিজ হাতে আল্লাহর কোনো সৃষ্টির সাহায্য ছাড়া এমন একটা ঘর বানিয়ে নেই, যা আমাকে বৃষ্টির পানি থেকে ঢেকে রাখবে এবং আমাকে রোদ থেকে ছায়া দান করবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩২ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে মাজাহ الزُّهْد অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَمْرٌو قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ. وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً. مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ بَنَى بَيْتًا. قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ.

সহজ তরজমা

৫৮৯২. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো ইটের উপর ইট রাখিনি (অর্থাৎ কোনো পাকা ঘর নির্মাণ করিনি)। আর কোনো খেজুরের চারা লাগাইনি। সুফিয়ান (রাবী) বর্ণনা করেন, আমি এ হাদিসটি তার পরিবারের এক ব্যক্তির নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, তিনি তো নিশ্চয় পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। তখন আমি বললাম, তবে সম্ভবত এ হাদিসটি তার পাকা ঘর নির্মাণের আগেকার হবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ফায়দা : হযরত ইবনে ওমর রাযি.-এর বাণী مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً الخ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি প্রয়োজন অতিরিক্ত কোনো ইমারত নির্মাণ করেন নি। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

অধ্যায় : দুয়াসমূহের বর্ণনা

اَلدَّعَوَاتِ : শব্দটি দাল ও আইনে যবর দিয়ে পঠিত। دَعْوَةٌ [দালে যবর, আইন সাকিন]-এর বহুবচন। এটা মাসদার। উদ্দেশ্য হল, দুয়াসমূহ।

بَابُ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

৩৩৬৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকার বশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মুমিন-৬০)

দুয়ার ফযিলত ও মর্যাদা : আয়াতে কারিমায় দুয়া করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা কবুল করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে, আর যে দুয়া করে না, তাকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কোনো জিনিস নেই। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

২) রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ 'দুয়া ইবাদতের সার/ মগজ'। (তিরমিযি)

৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট চায় না, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযি শরিফ)

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'মায়ারিফুল কুরআন-৭'—মুফতি শফি রহ. দেখুন।

بَابٌ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

৩৩৬৯. অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক নবীর একটি মাকবূল দুয়া রয়েছে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ". وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ قَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي. عَنْ أَنَسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤْلاً. أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا. فَاسْتُجِيبَ. فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

সহজ তরজমা

৫৮৯৩. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর এমন একটি দুয়া রয়েছে, যা তিনি করে থাকেন। আমার ইচ্ছা, আমি আমার সে দুয়ার অধিকার আখিরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য স্থগিত রাখব। অন্য এক সূত্রে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীই যা চাওয়ার তা তিনি চেয়েছেন; অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীকে যে দুয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তিনি সে দুয়া করে নিয়েছেন আর তা কবুলও হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আমি আমার দুয়াকে কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩২ এবং সামনে তাওহিদ অধ্যায়ে ১১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ أَفْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ

৩৩৭০. অনুচ্ছেদ : শ্রেষ্ঠতম ইস্তিগফার

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

আল্লাহ তায়ালার বাণী– তোমরা তোমাদের নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন, তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যানসমূহ ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (সূরা নূহ : ১০-১২) অন্যত্র আল্লাহর বাণী– আর যারা অশালীন কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ...। (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ. عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ. وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي. فَاغْفِرْ لِي. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" قَالَ : "وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا. فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا. فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

সহজ তরজমা

৫৮৯৪. আবু মা'মার রহ. ... শাদ্দাদ ইব্‌নে আউস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হল বান্দার এ দুয়া পড়া : ... 'হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সমস্ত কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ, তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।' যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইসস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতি হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুয়া পড়ে নিবে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে ব্যক্তি জান্নাতি হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ বাক্যে। কেননা سَيِّدُ মূলত নেতা/প্রধানকে বলা হয়। যার কাছে উদ্দেশ্য পেশ করা হয় এবং কোনো বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করা হয়। আর এ দুয়াটিতে তওবার সকল অর্থ সমৃদ্ধ। বিধায় এ দুয়ার ক্ষেত্রে এ নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩২, ৯৩৩, পূর্বে ১১১ এবং সামনে ৯৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

৩৩৭১. অনুচ্ছেদ : দিনে ও রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্তিগফার

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً".

সহজ তরজমা

৫৮৯৫. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যেহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও বেশি ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি শিরোনামে বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিন-রাতের ইস্তিগফারের পরিমাণ বর্ণনা করে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ দৈনিক সত্তর বারের অধিক ইস্তিগফার করতেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ ইস্তিগফার ও তওবা নিজের দাসত্ব প্রকাশ অথবা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসূম ও নিষ্পাপ ছিলেন। আর হাদিসে সত্তরবার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং 'আধিক্য' উদ্দেশ্য। যেমন, অনেক বর্ণনায় একশত বারের কথাও এসেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ التَّوْبَةِ

৩৩৭২. অনুচ্ছেদ : তওবা করা

قَالَ قَتَادَةُ: {تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: ٨]: «الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ»

কাতাদা রহ. বলেন, মহান আল্লাহর বাণী– 'তোমরা সবাই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে তওবা করো। (সূরা তাহ্রিম-৮) এর মাধ্যে نَصُوحًا দ্বারা সত্য ও খাঁটি তওবা উদ্দেশ্য।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১/২৬০ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ﷺ، حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ". فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ. ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً، وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ". تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ. وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

সহজ তরজমা

৫৮৯৬. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। একটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আর অন্যটি তাঁর নিজ থেকে। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বড় বলে মনে করে, যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসা আছে। আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পাহাড়টা তার উপর ধসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মতো মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। এ কথাটি আবু শিহাব নিজের নাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেছেন। তারপর (রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন,) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মনে কর কোনো এক ব্যক্তি (সফরের অবস্থায় বিশ্রামের জন্য) কোনো একস্থানে অবতরণ করল। সেখানে প্রাণেরও ভয় ছিল। তার সাথে তার সফরের বাহন ছিল। যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আর জেগে দেখল তার বাহন চলে গেছে। তখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। রাবী বলেন, আল্লাহ যা চাইল তাই হল। তখন সে বলল, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর জেগে দেখল, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশি হলো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার তওবা করার কারণে এর চেয়েও অনেক বেশি খুশি হন। আবু আওয়ানা ও জারির রহ. আমাশ রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ. الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا حَبَّانُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ. وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ".

সহজ তরজমা

৫৮৯৭. ইসহাক ও হুদবা রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবার কারণে সেই লোকটির চেয়েও বেশি খুশি হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : أَفْرَحُ শব্দটি فَرَحٌ মাসদার (بابِ سَمِعَ) থেকে ব্যবহৃত। অর্থ, খুশি হওয়া। আর খুশি হওয়ার জন্য পরিবর্তন পরিবর্ধন আবশ্যাক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো পরিবর্তনশীল সব বিষয় থেকে পূতঃপবিত্র। এখানে আবশ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য। আর নিয়ম আছে, কেউ কারো প্রতি খুশি হলে তিনি তার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। এখানেও তা-ই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং বিনিময়ে তাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন।

بَابُ الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

৩৩৭৩. অনুচ্ছেদ : ডান পাশে শয়ন করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. حَتّٰى يَجِيْءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ

সহজ তরজমা

৫৮৯৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের শেষ দিকে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। তারপর যখন সুবহে সাদিক হত, তখন তিনি হালকা দু' রাকাত নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি নিজের ডান পাশে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন। যতক্ষণ না মুয়ায্‌যিন এসে তাঁকে নামাযের খবর দিতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الأَيْمَنِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩ এবং পূর্বে ১৩৫, ১৫১ ও ১৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১৯৬ দেখুন।

بَابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا وَفَضْلِهِ

৩৩৭৪. অনুচ্ছেদ : পবিত্র অবস্থায় রাত কাটানো এবং তার ফযিলত

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الأَيْمَنِ. وَقُلْ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ. وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ. رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ". فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. قَالَ : "لَا. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ".

সহজ তরজমা

৫৮৯৯. মুসাদ্দাদ রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : যখন তুমি শোয়ার বিছানায় যেতে চাও, তখন তুমি নামাযের অজুর মতো অজু করবে। এরপর ডান পাশের উপর কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। আর এ দুয়া পড়বে, হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারাকে (অর্থাৎ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার পিঠখানা তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার গজবের ভয়ে ভীত ও তোমার রহমতের আশায় আশান্বিত। তোমার নিকট ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই কোন মুক্তি পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। যদি তুমি এ রাতেই মরে যাও, তোমার সে মৃত্যু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই গণ্য হবে। কাজেই তোমার এ দুয়াগুলো যেন তোমার এ রাতের সর্বশেষ কথা হয়। রাবী বারা' বলেন, আমি বললাম, আমি এ কথা মনে রাখব [এবং

দুয়াটি তাঁকে শুনিয়ে শেষে বললাম, وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ-সহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না! ওভাবে নয়, তুমি বলবে وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩-৯৩৪, পূর্বে ৩৮ এবং সামনে ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

৩৩৭৫. অনুচ্ছেদ : ঘুমানোর সময় কি দুয়া পড়বে

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: "بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا". وَإِذَا قَامَ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

সহজ তরজমা

৫৯০০. কাবীসা রহ. ... হুযায়ফা ইব্‌নে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যেতেন, তখন তিনি এ দুয়া পড়তেন : ... হে আল্লাহ! আপনারই নাম নিয়ে মরি ও আপনার নাম নিয়েই জীবিত হই। আর তিনি যখন জেগে উঠতেন তখন পড়তেন : সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। (অবশেষে) আমাদের তাঁরই দরবারে মিলিত হতে হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসখানা শিরোনামের অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে। কেননা এতে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ ঘুমের সময় কি বলবে। অধিকন্তু মানুষ ঘুম থেকে উঠার সময় কি বলবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৪ এবং সামনে ৯৩৪, ৯৩৬ ও তাওহিদে ১১৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া আবু দাউদ আদব অধ্যায়ে, তিরমিযি আর নাসাঈ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ الدُّعَاءِ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ. قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا. ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ "إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ. وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ.

সহজ তরজমা

৫৯০১. সাঈদ ইব্‌নে রবি' ও মুহাম্মদ ইব্‌নে আর আরা রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে অসীয়ত করলেন, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন তুমি এ দুয়া পড়বে : ... 'হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণকে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম, আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে এবং আমার চেহারা

আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আপনার রহমতের আশায় ও আপনার গজবের ভয়ে। আপনার নিকট ছাড়া আপনার গজব থেকে পালিয়ে যাওয়ার ও আপনার আজাব থেকে বেঁচে যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করছি ও আপনি যে নবী পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' যদি তুমি এ অবস্থায়ই মরে যাও, তবে তুমি স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি হযরত বারা ইবনে আযিব সূত্রে হযরত হুযাইফা রাযি.-এর বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৪, পূর্বে ৩৮ এবং সামনে ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنٰى تَحْتَ الْخَدِّ الْأَيْمَنِ

৩৩৭৬. অনুচ্ছেদ : ডান গালের নিচে হাত রেখে ঘুমানো

حَدَّثَنِيْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: "اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا". وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"

সহজ তরজমা

৫৯০২. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নিজ বিছানায় শোয়ার সময় নিজ হাতখানা গালের নিচে রাখতেন, তারপর বলতেন : হে আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই জীবিত হই। আর যখন জাগতেন তখন বলতেন : সে আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দান করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনরুত্থান।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৪, পূর্বে ৯৩৪ এবং সামনে ৯৩৬, ১১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ

৩৩৭৭. অনুচ্ছেদ : ডান পার্শ্বের উপর ঘুমানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ {اسْتَرْهَبُوهُمْ} مِنَ الرَّهْبَةِ، مَلَكُوتٌ مُلْكٌ مَثَلُ رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، يُقَالُ تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ.

সহজ তরজমা

৫৯০৩. মুসাদ্দাদ রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, তখন তিনি ডান পাশের উপর ঘুমাতেন এবং বলতেন : "اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ ... الَّذِيْ أَرْسَلْتَ" হে

আল্লাহ! আমি আমার সত্তাকে আপনার উপর সোপর্দ করলাম, আর আমার বিষয় ন্যাস্ত করলাম আপনার দিকে এবং আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আপনার রহমতের আশায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি শয়নকালে এ দুয়াগুলো পড়বে আর সে ওই রাতেই তার মৃত্যু হবে সে স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই মরবে।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, اِسْتَرْهَبُوهُمْ শব্দটি رَهْبَةٌ (যার অর্থ ভয়), مَلَكُوتٌ শব্দটি مُلْكٌ (রাজত্ব) থেকে নির্গত। যেমন বলা হয়ে থাকে, رَهَبُوتٌ - رَحَمُوتٌ থেকে উত্তম। বলা হয়ে থাকে, ভয় দেখানো আদর করার চেয়ে উত্তম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪, পূর্বে ৩৮ ও ৯৭৩ এবং সামনে ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

৩৩৭৮. অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম থেকে জাগার পর দুয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : "اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا". قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ. فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

সহজ তরজমা

৫৯০৪. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মায়মূনা রাযি.-এর ঘরে রাত কাটালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে তাঁর প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে পানির মশকের নিকট গিয়ে তার মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন অজু করলেন, তাতে বেশি পানি লাগালেন না। অথচ পুরা অজুই করলেন। তারপর তিনি নামায আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু দেরি করে উঠলাম। কেননা আমি পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরণ দেখে ফেলেন। সুতরাং আমি অজু করলাম। তখনো তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। এরপর তাঁর তেরো রাকাত নামায পূর্ণ হলো। তারপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকতেও লাগলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন। এরপর বিলাল রাযি. এসে তাঁকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন অজু না করেই নামায আদায় করলেন। তাঁর দুয়ার মধ্যে এ দুয়াও ছিল : ... 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে ও বামে, আমার উপর নিচে, আমার সামনে-পিছনে আমার জন্য নূর দান করুন। কুরাইব রহ. বলেন, এ সাতটি আমার তাবুতের মতো। এরপর আমি আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দুটির কথা উল্লেখ করেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৪-৯৩৫, পূর্বে ২২, ২৫, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮ ও ১৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-২/১৬ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ "اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ"

সহজ তরজমা

৫৯০৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন : ... হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি রক্ষক আসমান ও জমিনের এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে আছে, আপনিই তাদের নূর। যাবতীয় প্রশংসা শুধু আপনারই। আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, এসব কিছুকে কায়েম ও সুদৃঢ় রাখার একমাত্র মালিক আপনি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনার। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদাই সত্য, আখিরাতে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করা সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আমি একমাত্র আপনার উপরই ভরসা রাখি। একমাত্র আপনার উপরই ঈমান এনেছি। আপনারই দিকে ফিরে চলছি। শত্রুদের সাথে আপনরাই খাতিরে শত্রুতা করি। আপনারই নিকট বিচার চাই। সুতরাং আমার আগে-পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহসমূহ আপনি মাফ করে দিন। আপনিই কাউকে এগিয়ে দাতা এবং কাউকে পিছিয়ে দাতা। আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৫, পূর্বে ১৫১, সামনে ১০৯৭, ১১০৮ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৩৯ দেখুন!

بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

৩৩৭৯. অনুচ্ছেদ : ঘুমানোর সময়ের তাস্‌বিহ ও তাক্‌বির বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّ فَاطِمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ : "مَكَانَكِ". فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ : "أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهٰذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ". وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ.

সহজ তরজমা

৫৯০৬. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার গম পেষার চাক্কি ঘুরানোর কারণে ফাতিমা রাযি.-এর হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি আয়েশা রাযি.-এর নিকট ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন ঘরে এলেন, তখন আয়েশা রাযি. এ বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন : নিজ জায়গায়ই থাকো। তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনভাবে বসে গেলেন যে, আমি তাঁর দু' পায়ের শীতল স্পর্শ আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল বলে দিব না, যা তোমাদের কাছে একটি খাদেমের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবর ৩৩বার, সুবাহানাল্লাহ ৩৩বার, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক বেশি মঙ্গলজনক। ইব্‌নে সিরিন রহ. বলেন : তাস্‌বিহ হল ৩৪বার।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৫ এবং পূর্বে ৪৩৯, ৫২৫-৫২৬, ৮০৭ ও ৮০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

৩৩৮০. অনুচ্ছেদ : ঘুমানোর সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া এবং কুরআন পাঠ করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

সহজ তরজমা

৫৯০৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (ঘুমানোর জন্য) বিছানায় যেতেন, তখন মুয়াওবিযাত (ফালাক ও নাস) পড়ে তাঁর দু'হাতে ফুঁক দিয়ে শরীর মাসাহ করতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৫, পূর্বে ৭৫০ ও ৮৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ

৩৩৮১. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন (পূর্বের অনুচ্ছেদের শাখা বিশেষ)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ" تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَقَالَ يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৫৯০৮. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভিতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না, বিছানার উপর তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোনো কিছু রয়েছে কি-না। এরপর পড়বে : ... 'হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠাব। যদি আপনি ইত্যবসরে আমার জান কবজ করে নেন, তবে তার উপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে রক্ষা করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের রক্ষা করে থাকেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বোক্ত শিরোনাম বিশিষ্ট অনুচ্ছেদের সাথে শিরোনাম বিহীন এ অনুচ্ছেদের মিল সুস্পষ্ট। আর শিরোনামবিহীন এ অনুচ্ছেদটি পূর্বোক্ত শিরোনাম বিশিষ্ট অনুচ্ছেদের অনুগামী।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৫ ও সামনে তাওহিদ অধ্যায়ে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম দাওয়াত অধ্যায়ে, আবু দাউদ আদব অধ্যায়ে ও নাসাঈ اَلْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, বিছানায় শোয়ার পূর্বে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নেওয়া উচিত এবং হাত দ্বারা ঝাড়ার চেয়ে কোনো কাপড় দ্বারা ঝাড়া সমীচিন। কেননা বিছানায় কোনো বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ থাকতে পারে। না ঝেড়ে শয়ন করলে সেটা শরীরে দংশন করতে পারে।

بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ

৩৩৮২. অনুচ্ছেদ : মধ্যরাতের দুয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

সহজ তরজমা

৫৯০৯. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকটতম আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন : আমার নিকট দুয়া করবে কে? আমি তার দুয়া কবুল করব। আমার নিকট কে চাইবে? আমি তাকে দান করব। আমার নিকট কে তার গুনাহ মাফি চাবে? আমি তাকে মাফ করে দিব।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬, পূর্বে ১৫৩ এবং সামনে ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৫১ দেখুন!

✪ উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৫১ দেখুন!

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

৩৩৮৩. অনুচ্ছেদ : পায়খানায় প্রবেশ করার সময়ের দুয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ".

সহজ তরজমা

৫৯১০. মুহাম্মদ ইব্নে আর্‌আরা রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় শয়তানদের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬ ও পূর্বে ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/২৪ দেখুন!

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

৩৩৮৪. অনুচ্ছেদ : ভোর হলে কি দুয়া পড়বে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯১১. মুসাদ্দাদ রহ. ... শাদ্দাদ ইব্নে আওস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাইয়িদুল ইস্তিগফার হল : ... 'হে আল্লাহ! আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি আপনারই গোলাম। আর আমি আমার সাধ্যনুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। আমি আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং কৃতগুনাহসমূহকে স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমি আমার কৃত গুনাহের মন্দ পরিণাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।' যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় এ দুয়া পড়বে আর সে রাতেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন : সে হবে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তি সকালে এ দুয়া পড়বে আর এ দিনই মারা যাবে, সে-ও অনুরূপ জান্নাতি হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৩ এবং পূর্বে ৯৩২-৯৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا". وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

সহজ তরজমা

৫৯১২. আবু নুয়াইম রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুমাতে চাইতেন, তখন বলতেন : ... 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মরি এবং জীবিত হই।' আর তিনি যখন ঘুম থেকে সজাগ হতেন তখন বলতেন : ... 'আল্লাহ তায়ালারই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) ওফাত দেওয়ার পর আবার নতুন জীব দান করেছেন। আর অবশেষে তাঁরই কাছে আমাদের পুনরুত্থান হবে'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬ প. এবং সামনে ১১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ. عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ "اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا". فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"

সহজ তরজমা

৫৯১৩. আবদান রহ. ... আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে বিছানায় ঘুমাতে যেতেন তখন দুয়া পড়তেন : ... 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মরি এবং জীবিত হই।' আর তিনি যখন ঘুম থেকে সজাগ হতেন তখন বলতেন : 'আল্লাহ তায়ালারই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) ওফাত দেওয়ার পর আবার নতুন জীব দান করেছেন। আর অবশেষে তাঁরই কাছে আমাদের পুনরুত্থান হবে'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَإِذَا اسْتَيْقَظَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬ এবং সামনে ১১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

৩৩৮৫. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে দুয়া পড়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ. عَنْ أَبِي الْخَيْرِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ "قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ يَزِيدَ. عَنْ أَبِي الْخَيْرِ. إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لِلنَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৯১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি দুয়া শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাযে পড়ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি নামাযে পড়বে : اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ... إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করে ফেলেছি। আপনি ছাড়া আমার গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দিন। আর আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু'। হযরত আমর ইবনুল হারেস হাদীসটি হযরত এজিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত এজিদ হাদীসটি

আবুল খায়ের থেকে, তিনি হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটি হযরত আবু বকর থেকে, তিনি হাদীসটি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬, পূর্বে ১১৫, সামনে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/৩৪৭ ও তিরমিযি-২/১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৬-৬৭ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

সহজ তরজমা

৫৯১৫. আলী রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, (আল্লাহর বাণী :) وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا 'নামাযে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না ...।' এ আয়াতটি দুয়া সম্পর্কেই নাযিল করা হয়েছে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬, পূর্বে তাফসিরে ৬৮৭ এবং সামনে ৯৩৬, ১১২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ : অর্থাৎ ওই দুয়া যা নামাযে পড়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যেমে শিরোনামের সাথে মিল পাওয়া গেল। এমনটি বলেছেন আল্লামা কিরমানি রহ.। (উমদাতুল কারী)

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এখানে দুয়াটি ব্যাপক। এতে নামাযের ভিতর-বাইরের সকল দুয়া অন্তর্ভুক্ত।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-৯/৩৭১-৩৭২ দেখুন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِحِينَ. فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ".

সহজ তরজমা

৫৯১৬. উসমান ইবনে আবু শাইবা রহ. ... আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে বলতাম, 'আস-সালামু আলাল্লাহ, আস-সালামু আলা ফুলানিন।' তখন একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : আল্লাহ তায়ালা তিনি নিজেই সালাম। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসবে, তখন সে যেন اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ... الصَّالِحِينَ পড়ে। সে যখন এতটুকু পড়বে, তখন আসমান জমিনের আল্লাহর সব নেক বান্দাদের নিকট পৌছে যাবে। তারপর বলবে, أَشْهَدُ الخ। তারপর হামদ-সানা যা ইচ্ছা পড়তে পারবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৬-৯৩৭, পূর্বে ১১৫, ১৬০, ৯২০ ও ৯২৬ এবং সামনে ১০৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-৪/৩৮ দেখুন।

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

৩৩৮৬. অনুচ্ছেদ : নামাযের পর দুয়া পড়া

حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ. أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ. عَنْ سُمَيٍّ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ : "كَيْفَ ذَاكَ". قَالَ صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا. وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا. وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ. قَالَ : "أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ. وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ. إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ. تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا. وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا. وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا". تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ. وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৫৯১৭. ইসহাক রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। গরিব সাহাবিগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ধনী লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিভাবে? তারা বললেন : আমরা যেমনি নামায আদায় করি, তারাও তেমনি নামায আদায় করেন। আমরা যেরূপ জিহাদ করি, তারাও সেরূপ জিহাদ করেন আর তারা তাদের অতিরিক্ত মাল দিয়ে দান-সদকা করেন; কিন্তু আমাদের কাছে সম্পদ নেই। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের একটি আমল বলে দিব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারবে ও তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে আর তোমাদের মতো আমল কেউ করতে পারবে না, শুধু যারা তোমাদের অনুরূপ আমল করবে তারা ব্যতীত। তা হল : তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ১০বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০বার 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং ১০বার 'আল্লাহ আকবর' পাঠ করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে। تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭ এবং পূর্বে ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ. عَنْ وَرَّادٍ. مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ. وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ. وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ. وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ.

সহজ তরজমা

৫৯১৮. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ... মুগিরা রাযি. আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া রাযি.-এর নিকট একখানা পত্র লিখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযে সালাম ফিরানোর পর বলতেন : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক উপাস্য, তাঁর কোনো শরিক নেই, মুলক তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন, তাতে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। আর আপনি যাকে কোনো কিছু দিতে বিরত থাকেন, তাকে তা দেওয়ার মতো কেউ নেই। আপনার রহমত না হলে কারো চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। শুবা রহ. বর্ণনা করেন তাঁর নিকট মানসুর রহ. বর্ণনা করেছেন যে, আমি মুসাইয়্যাব রহ. থেকে হাদীসটি শুনেছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭, পূর্বে ১১৬-১১৭ এবং সামনে ৯৫৮, ৯৭৯ ও ১০৮৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৭-৪৮ দেখুন!

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ (التَّوْبَة: ١٠٣)

৩৩৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– তুমি তাদের জন্য দুয়া করবে ...। (সূরা তওবা-১০৩) আর যিনি নিজেকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের ভাই এর জন্য দুয়া করেন

وَقَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ

আবু মূসা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুয়া করেছেন : হে আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবু আমিরকে মাফ করুন। হে আল্লাহ! আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে কায়সের গুনাহ মাফ করে দিন।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৮৮ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ . قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَيَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ . فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ . تَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا . وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هٰذَا . وَلٰكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ" . قَالُوا عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ . قَالَ : "يَرْحَمُهُ اللهُ" . وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ . فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ . فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ . فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا هٰذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ" . قَالُوا عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ . فَقَالَ : "أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا . وَكَسِّرُوهَا" . قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ : "أَوْ ذَاكَ"

সহজ তরজমা

৫৯১৯. মুসাদ্দাদ রহ. ... সালামা ইব্নে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি বললেন : ওহে আমির! যদি আপনি আপনার ছোট ছোট কবিতা থেকে আমাদের শুনাতেন? তখন তিনি সওয়ারি থেকে নেমে হুদিগান গাইতে গাইতে বাহন হাঁকিয়ে নিতে শুরু করলেন। তাতে উল্লেখ করলেন, আল্লাহ তায়ালা না হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। (রাবী বলেন,) এ ছাড়া আরো কিছু কবিতা তিনি আবৃত্তি করলেন, যা আমি স্মরণে রাখতে পারি নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এ উট-চালক লোকটি কে? সাথিরা বললেন, ওনি আমির ইব্নে আকওয়া। তিনি বললেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন! তখন সেনাদলের একজন [উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তার দ্বারা আমাদের আরো ক'দিন উপকৃত হতে দিতেন! এরপর যখন মুজাহিদগণ কাতারবন্দি হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করলেন, তখন আমির রাযি. তার নিজের তরবারির অগ্রভাগের আঘাতে আহত হলেন। এ আঘাতের ফলে তিনি মারা গেলেন। এদিন লোকেরা সন্ধ্যার পর (রান্নার জন্য) বিভিন্নভাবে অনেক আগুন জ্বালালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এসব আগুন কিসের? এসব আগুন দিয়ে তোমরা কি জ্বাল দিচ্ছ। তারা বললেন : আমরা গৃহপালিত গাধার মাংস জ্বাল দিচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ডেকগুলোর মধ্যে যা আছে, তা সব ফেলে দাও! ডেকগুলোও ভেঙে ফেলো। এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ডেগগুলোর মধ্যে যা আছে, তা ফেলে দিলে পাত্রগুলো ধুয়ে নিলে চলবে না? তিনি বললেন : তবে তা-ই করো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَرْحَمُهُ اللهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭, পূর্বে ৩৩৬, ৬০৩, ৮২৬, ৯০৮ এবং সামনে ১০১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর উক্ত কথার কারণ ছিল, তিনি জানতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার সম্পর্কে يَرْحَمُهُ اللهُ বলতেন, সে শহিদ হয়ে যেত।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَمْرٍو. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ" فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".

সহজ তরজমা

৫৯২০. মুসলিম রহ. ... ইব্‌নে আবু আওফা রাযি. বর্ণনা করেন : যখন কেউ সদকা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসত, তখন তিনি দুয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুকের পরিজনের উপর রহমত নাযিল করুন! একবার আমার আব্বা তাঁর কাছে কিছু সদকা নিয়ে আসলে তিনি বললেন : ... হে আল্লাহ! আপনি আবু আওফার বংশধরের উপর রহমত করুন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭, পূর্বে ২০৩, ৫৯৯ এবং সামনে ৯৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ قَيْسٍ. قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا ﷺ. قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ". وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. فَصَكَّ فِي صَدْرِي فَقَالَ: "اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا". قَالَ فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي. فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا. ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. وَاللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الأَجْرَبِ. فَدَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا.

সহজ তরজমা

৫৯২১. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... জারির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি যুল-খালাসাহকে নিশ্চিহ্ন করে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? সেটা ছিল এক মূর্তি। মানুষ এর পূজা করত। সেটাকে বলা হত ইয়ামানি কাবা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে জোরে একটা থাবা মারলেন। বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে স্থির রাখুন ও তাকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন। তখন আমি নিজ গোত্র আহমাসের পঞ্চাশজন যুদ্ধাসহ বের হলাম। সুফিয়ান রহ. বলেন, তিনি কোনো কোনো সময় বলেছেন : আমি আমার একদল যোদ্ধার মধ্যে গেলাম। তারপর আমি সেই মূর্তিটির নিকট গিয়ে তাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি যুল-খালাসাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাঁচড়াযুক্ত উটের মতো করে ছেড়েই আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আহমাস গোত্র ও তার যোদ্ধাদের জন্য দুয়া করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَدَعَا لِأَحْمَسَ বাক্যে। কেননা এর অর্থ, اللهم صل على أحمس وعلى خيلها তথা হে আল্লাহ! আপনি আহমাস ও তার ঘোড়াগুলোর প্রতি রহম করুন! (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭-৯৩৮ এবং পূর্বে ৪২৪, ৪২৬, ৪৩৩, ৫৩৯ মাগাযিতে ও ৬২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪২৪, ৪২৫ দেখুন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسٌ خَادِمُكَ. قَالَ "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯২২. সাঈদ ইব্‌নে রবি' রহ. ... আনাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মে সুলাইম রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন : আনাস তো আপনারই খাদেম। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আপনি তাঁর সম্পদ, সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস রাযি. এর জন্য সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি এবং জীবিকায় বরকতের জন্য দুয়া করেছেন। (উমদাতুল কারি-২২/২৯৭)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮, পূর্বে ২৬৬ এবং সামনে ৯৩৯ ও ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম রহ. ফাযাইল অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্ত দুয়ার ফলে হযরত আনাস রাযি.-এর জীবনে প্রভূত বরকত লাভ হয়েছিল। তিনি তাঁর জন্য তিনটি দুয়া করেছিলেন।

১। সম্পদ বৃদ্ধি। সুতরাং তার প্রচুর ধন-সম্পদ হয়েছিল। এমনকি বসরায় তার একটি বাগান ছিল। বছরে তাতে দু'বার ফলন হত। তাতে একটি ফুল ছিল। তা থেকে মেশকের সুগন্ধি ছড়াত।

২। সন্তান বৃদ্ধি। তার সন্তান-সন্ততিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। একশত বিশজন সন্তান ছিল তাঁর। আবার কারো কারো মতে আশিজন সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ৭৮জন ছিল পুত্র আর দুজন কন্যা সন্তান। তাদের একজনের নাম ছিল হাফসা আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল উম্মে ওমর।

৩। দীর্ঘায়ু লাভ। সুতরাং তিনি সুদীর্ঘ ১২০ বছর মতান্তরে ১০৩, ১০৭, ১১০ ও ১১৯ বছর আয়ু পেয়েছিলেন। (উমদাতুল কারি-২২/২৯৭)

✪ এ হাদিস দ্বারা সম্পদ-সন্তান বৃদ্ধির দুয়া করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। (উমদাতুল কারি-২২/২৯৭)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ "رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا".

সহজ তরজমা

৫৯২৩. উসমান ইব্‌নে আবু শায়বা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ তার উপর রহমত নাযিল করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলে গিয়েছিলাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে رَحِمَهُ اللهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮ এবং পূর্বে ৩৬২, ৭৫৩ ও ৭৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ "يَرْحَمُ اللهُ مُوسٰى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ"

সহজ তরজমা

৫৯২৪. হাফস ইব্‌নে উমর রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের মাল বণ্টন করলেন। এক ব্যক্তি মন্তব্য করল : এটা এমন বণ্টন হল, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখা হয়নি। আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন। এমনকি আমি তাঁর চেহারার মধ্যে রাগের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ মূসা আ.-এর প্রতি রহম করুন! তাঁকে এর চেয়ে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَرْحَمُ اللهُ مُوسٰى বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮, পূর্বে ৪৪৬, ৪৮৩, ৬২১, ৮৯৫, ৯০১ ও ৯৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ

৩৩৮৮. অনুচ্ছেদ : দুয়ায় ছন্দময় শব্দ ব্যবহার মাকরূহ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ. عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً. فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْآنَ. وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ. فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ. وَلٰكِنْ أَنْصِتْ. فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ. وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ. فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذٰلِكَ. يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذٰلِكَ الاِجْتِنَابَ.

সহজ তরজমা

৫৯২৫. ইয়াহইয়া ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে সাকান রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি প্রতি জুমায় লোকদের হাদিস শোনাবে। যদি তুমি এতে ক্লান্ত না হও, তবে সপ্তাহে দু'বার। আরও অধিক করতে চাও, তবে তিনবার। এর চেয়ে অধিক ওয়াজ করে এ কুরআনের প্রতি মানুষের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করো না। লোকেরা তাদের কথাবার্তায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় তুমি তাদের কাছে এসে তাদের উপদেশ দিবে—আমি যেন এমন অবস্থায় তোমাকে না পাই। কারণ, এতে তাদের কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে ও তারা বিরক্তি বোধ করবে বরং তুমি সে-সময় নীরব থাকবে। যদি তারা আগ্রহ ভরে তোমাকে উপদেশ দিতে বলে, তাহলে তুমি তাদের উপদেশ দিবে। আর তুমি দুয়ার মধ্যে ছন্দময় কবিতা পরিহার করবে। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণকে তা পরিহার করতেই দেখেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে انْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিস শরিফে যে ছন্দময় ও কবিতাকারে দুয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এটা প্রযোজ্য হবে দুয়াকে কৃত্রিম ও ইচ্ছাকৃতভাবে ছন্দময় অন্ত্যমিলপূর্ণ করলে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমনটি হয়ে গেলে তা মাকরূহ নয়। কেননা কোনো কোনো দুয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত আছে। যেমন : (১) اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ (২) صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ (৩) أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ইত্যাদি। সুতরাং এরূপ মাসনুন দুয়া করতে কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন :

قَالَ الْغَزَالِي اَلْمَكْرُوْهُ مِنَ السَّجْعِ هُوَ الْمُتَكَلَّفُ لِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ الضَّرَاعَةَ وَالذِّلَّةَ وَإِلَّا فَفِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُوْرَةِ كَلِمَاتٌ مُتَوَازِيَةٌ لٰكِنَّهَا غَيْرُ مُتَكَلَّفَةٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ﷺ لِمُشَاكَلَتِهِ كَلَامَ الْكَهَنَةِ

অর্থাৎ ইমাম গাযালি রহ. বলেন, ইচ্ছাকৃত ও কৃত্রিমভাবে ছন্দাকারে দুয়া করা বিনয়-নম্রতা ও খুশু-খুজুর পরিপন্থী বিধায় মাকরূহ। অন্যথায় অকৃত্রিম ছন্দময় বিভিন্ন মাসনুন দুয়া রয়েছে। আল্লামা আযহারি রহ. বলেন, ছন্দময় দুয়া গণকদের কথার সদৃশ হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেছেন। (ফাতহুল বারি-১১/১৩৯)

بَابٌ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

৩৩৮৯. অনুচ্ছেদ : কবুলের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দুয়া করবে কেননা তাকে বাধ্যকারী কেউ নেই

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. وَلَا يَقُولَنَّ اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯২৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ দুয়া করলে দুয়ার সময় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দুয়া করবে আর কখনো বলবে না—হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে কিছু দান করুন। কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮ এবং সামনে ১১১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম الدَّعَوَات অধ্যায়ে ও নাসাঈ عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ -এ উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الْأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ. اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ. إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ"

সহজ তরজমা

৫৯২৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কখনো এরূপ বলবে না—হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করুন! হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে দয়া করুন! বরং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দুয়া করবে। কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮ ও সামনে ১১১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর আবু দাউদ নামায অধ্যায়ে ও তিরমিযি দাওয়াত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

৩৩৯০. অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দুয়া কবুল হয়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي".

সহজ তরজমা

৫৯২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের দুয়া কবুল হয়ে থাকে—যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে : আমি দুয়া করলাম; কিন্তু আমার দুয়া তো কবুল হল না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম দাওয়াত অধ্যায়ে, আবু দাউদ নামায অধ্যায়ে, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ দাওয়াত অধ্যায় উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : তাড়াহুড়া না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হতাশা বা নিরাশাজনক কোনো কথা উচ্চারণ না করা।

দুয়ার আদব : প্রথমে অজু করা, এরপর নামায পড়া, তওবা করা, কিবলামুখী হয়ে বসা, হামদ ও ছানা দ্বারা দুয়া শুরু করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করা ও আমিন দ্বারা দুয়া শেষ করা। (কাস্তালানী)

بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ

৩৩৯১. অনুচ্ছেদ : দুয়ার সময় দু' হাত উঠানো

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ.

সহজ তরজমা

আবু মূসা রাযি. বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হাত মুবারক এতটুকু তুলে দুয়া করেছেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' খানা হাত তুলে দুয়া করেছেন : হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছি। অপর এক সূত্রে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত এতটুকু তুলে দুয়া করেছেন, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

৩৩৯২. অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী না হয়ে দুয়া করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا، حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ. فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ. فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا. فَقَدْ غَرِقْنَا. فَقَالَ "اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا". فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

সহজ তরজমা

৫৯২৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে মাহবুব রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টির জন্য দুয়া করুন। (তিনি দুয়া করলেন।) তখনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং এমন বৃষ্টি হল যে, মানুষ আপন ঘরে পৌঁছুতে পারল না আর পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি হতে থাকল। পরবর্তী জুমার দিনে সেই ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন! তিনি যেন আমাদের উপর থেকে মেঘ সরিয়ে নেন। আমরা তো ডুবে গেলাম। তখন তিনি দুয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ করুন। আমাদের উপর আর বর্ষণ করবেন না। তখন মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ল। মদিনাবাসীর উপর আর বৃষ্টি হল না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا বাক্যে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দুয়া করেছিলেন। তখন তাঁর পিঠ কেবলার দিকে ছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবা দেওয়া অবস্থায় দুয়া করেছেন। আর খুৎবার সময় তার পিঠ মোবারক কেবলার দিকে ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭ এবং পূর্বে ১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-৪/১৩৪ দেখুন।

بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

৩৩৯৩. অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে দুয়া করা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ. قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هٰذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي. فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

সহজ তরজমা

৫৯৩০. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিসকার (বৃষ্টির) নামাযের উদ্দেশ্যে এ ঈদগাহে গমন করলেন এবং বৃষ্টির জন্য দুয়া করলেন। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে নিজের চাদরখানা উলটিয়ে গায়ে দিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : বাহ্যত এ হাদসিটি এ শিরোনামের পরিপন্থী এবং পূর্বের অনুচ্ছেদের অনুকূল। যেমনটি ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ দ্বারা সুস্পষ্ট। কিন্তু এখানে দুয়া দ্বারা দুয়ার ইচ্ছা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। ভালোভাবে বুঝে নিন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-৪/২১৩ দেখুন।

بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ، وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

৩৩৯৪. অনুচ্ছেদ : আপন খাদেম দীর্ঘজীবী হওয়া ও তার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯৩১. আব্দুল্লাহ ইব্নে আবুল আসওয়াদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনারই খাদেম। আপনি তার জন্য দুয়া করুন। তিনি দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন। আর আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৭, পূর্বে ২৬৬, ৯৩৮ এবং সামনে ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

৩৩৯৫. অনুচ্ছেদ : বিপদের সময় দুয়া করা

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহজ তরজমা

৫৯৩২. মুসলিম ইবনে ইবরাহিম রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদের সময় এ দুয়া পড়তেন : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যিনি মহান ও ধর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই আসমান জমিনের রব ও মহান আরশের প্রভু।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৯ এবং সামনে ৯৩৯, ১১০৪ ও ১১০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ". وَقَالَ وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৫৯৩৩. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। সংকটের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুয়া পড়তেন : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। আসমান-জমিনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসেরই আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

৩৩৯৬. অনুচ্ছেদ : কঠিন বিপদের কষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া

الْجَهْدِ : শব্দটির জিমে যবর ও পেশ উভয়টি দিয়েই পড়া যায়। অর্থ, কষ্ট-ক্লেশ। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. قَالَ سُفْيَانُ الْحَدِيثُ ثَلَاثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ.

সহজ তরজমা

৫৯৩০. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদাপদের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া, নিয়তির অশুভ পরিণাম ও দুশমনের খুশি হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন। সুফিয়ান রহ. বলেন, হাদিসে তিনটির কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আমি বৃদ্ধি করেছি। জানি না তা এগুলোর কোন্‌টি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৯ ও পূর্বে ৯৭৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে দাওয়াত অধ্যায়ে ও নাসায়িতেও বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বালা-মুসিতের কষ্ট থেকে বিনয়বশত ও উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আশ্রয় চাইতেন।

جَهْدِ الْبَلَاءِ : হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, جَهْدِ الْبَلَاءِ দ্বারা আয়-উপার্জন কম ও পরিবার সদস্য বেশি হওয়া উদ্দেশ্য।

دَرَكِ الشَّقَاءِ دَرَكِ : শব্দটির راء ও دال বর্ণে যবর দিয়ে। কখনো راء সাকিনও হয়। অর্থ : অর্জন, প্রাপ্তি, পৌছা। اَلشَّقَاءِ : শব্দটির শিনে যবর ও মদসহ। অর্থ– কঠোরতা, কঠিনতা। এটা ধ্বংসাত্মক প্রত্যেক কারণের উপর প্রয়োগ হয়।

سُوءِ الْقَضَاءِ : আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত ফায়সালা। আর তা কখনো মন্দ হতে পারে না। এজন্যই قَضَاء দ্বারা مَقْضِى (ইসমে মাফউল) উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে জিনসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা বান্দার ক্ষেত্রে ভালোও হতে পারে এবং কোনো কোনো যাহেদ [দুনিয়া বিমুখ] رضا بقضاء-এর মর্ম ভুল বুঝেছেন এবং বলেছেন, দুয়া না করা উচিত। কেননা দুয়া আল্লাহ তায়ালার ফায়সালার বিরোধী। তাদের এ উক্তি একদম স্পষ্ট অজ্ঞতা। কেননা আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন : [غافر : ٦٠] اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। সুতরাং এ হাদিসটি ৯৭৯ পৃষ্ঠায় اَمْر-এর ছিগাহে বর্ণিত হয়েছে, تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ الخ। এমনিভাবে বর্ণিত রয়েছে, لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا بِالدُّعَاءِ। এর দ্বারা বুঝা যায়, দুয়া তাক্‌দিরকে পরিবর্তন করে দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা খোদ বান্দার আহজারি-প্রার্থনা দ্বারা খুশি হন। বরং ভয় হয়, দুয়া না করলে আল্লাহ তায়ালা নাজানি অসন্তুষ্ট হন। আর দুয়া না করা, আল্লাহ তায়ালার নিকট না চাওয়া ও প্রার্থনা না করা অহংকার ও অবাধ্যতার পরিচয়। (হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেফাজত করুন)

كِتَابُ الْقَدْرِ : لَا أَدْرِي ইসমাঈলির বর্ণনায় সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, চতুর্থ কথা شَمَاتَةُ الأَعْدَاءِ। (কাস্তাল্লানী) সুতরাং পৃষ্ঠায় মুসদ্দাদ রহ.-এর সনদে এ চারটি বিষয় মরফুভাবে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে হযরত সুফিয়ানের সন্দেহের কথা উল্লেখ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى

৩৩৯৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুয়া আল্লাহুম্মা রাফীকাল আ'লা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: "لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ". فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ "اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى". قُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا، وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: "اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى".

সহজ তরজমা

৫৯৩৫. সাঈদ ইবনে উফায়র রহ. ... আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থ অবস্থায় বলতেন : জান্নাতের স্থান না দেখিয়ে কোনো নবীর জান কবয করা হয় না, যতক্ষণ না তাঁকে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয় এবং তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয় (দুনিয়ায় থাকবেন না-কি আখিরাত গ্রহণ করবেন)। এরপর যখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন তাঁর মাথাটা আমার উরুর উপর ছিল। কিছুক্ষণ অজ্ঞান থাকার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসল। তখন তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى 'হে আল্লাহ! আমি রফিকে আলা (শ্রেষ্ঠ বন্ধু)-কে গ্রহণ করলাম'। আমি বললাম, এখন থেকে তিনি আর আমাদের পছন্দ করবেন না। আরো বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে যা বলতেন এটিই তাই। আর তা সঠিক। আয়েশা রাযি. বলেন, এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ বাক্য, যা তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে গ্রহণ করলাম।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি ৯৩৯, পূর্বে ৬৩৮, ৬৪১ ও ৬৬০ এবং সামনে ৯৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

৩৩৯৮. অনুচ্ছেদ : মৃত্যু ও জীবনের জন্য দুয়া করা

ব্যাখ্যা : বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সৎ ও পুণ্যের কাজে সদা ব্যস্ত থাকেন—যেমন, মুহাদ্দিস যিনি হাদিস পড়ান হাদিসের অনুবাদ ব্যাখ্যায় সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তার জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করায় যায় বরং দীর্ঘায়ু কামনা করা উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

সহজ তরজমা

৫৯৩৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... কায়স রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব রাযি.-এর কাছে এলাম। তিনি লোহা গরম করে শরীরে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন : যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য দুয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি এর জন্য দুয়া করতাম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি শিরোনামের প্রথম অংশে বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৩৯, পূর্বে ৮৪৭ এবং সামনে ৯৩৯-৯৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ. قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فِيْ بَطْنِهٖ فَسَمِعْتُهٗ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهٖ.

সহজ তরজমা

৫৯৩৭. মুহাম্মদ ইব্নে মুসান্না রহ. ... কায়েস ইবনে আবু হাজিম রাযি. বলেন, আমি খাব্বাব রাযি.-এর নিকট এলাম। তিনি তার পেটে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যদি মৃত্যুর জন্য দুয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি এর জন্য দুয়া করতাম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে উপরিউক্ত হাদিস। মুহাম্মদ ইব্নে মুসান্না রহ. থেকে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে بَطْنِهٖ শব্দটি অতিরিক্ত আছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০, পূর্বে ৯৩৯ ও ৮৪৭ এবং সামনে ৯৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ. وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ".

সহজ তরজমা

৫৯৩৮. ইব্নে সালাম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কোনো বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, (তবে সে এভাবে) দুয়া করবে : হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখো আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয়, তখন আমার মৃত্যু দাও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা আইনি রহ. বলেন, تُؤْخَذُ الْمُطَابَقَةُ مِنْهُ لجزئي التَّرْجَمَة بِإِمعان النظر فِيهِ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০ ও পূর্বে ৮৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর মুসলিম দাওয়াত অধ্যায়ে, তিরমিযি জানাইয অধ্যায়ে ও নাসায়ি তিব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ. وَمَسْحِ رُءُوسِهِمْ

৩৩৯৭. অনুচ্ছেদ : শিশুদের জন্য বরকতের দুয়া করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া

وَقَالَ أَبُو مُوسٰى: «وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ. وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ

আবু মূসা রাযি. বলেন, আমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বরকতের দুয়া করলেন।

[এ হাদিসটি বুখারির কিতাবুল আকিকায় ৮২১ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে গত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১০/৩৯৪ দেখুন! রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ছেলের নাম রেখেছিলেন ইবরাহিম।]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ﷺ. يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي. وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ. ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

সহজ তরজমা

৫৯৩৯. কুতায়বা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... সায়িব ইব্‌নে ইয়াযিদ রাযি. বর্ণনা করেন। আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ ভাগ্নেটি অসুস্থ। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন ও আমার জন্য বরকতের দুয়া করলেন। এরপর তিনি অজু করলেন, আমি তাঁর অজুর পানি থেকে কিছুটা পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিঠের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে মোহরে নবুওয়ত দেখতে পেলাম। সেটা ছিল খাটের চাঁদোয়ার ঝালরের মতো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০ এবং পূর্বে ৩১, ৫০১ ও ৮৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১০৯-১১০ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ. عَنْ أَبِي عَقِيلٍ. أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ ﷺ مِنَ السُّوقِ أَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ. فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولَانِ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ. فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ. فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.

সহজ তরজমা

৫৯৪০. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু আকিল রাযি. বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে হিশাম রাযি. তাকে নিয়ে বাজারের দিকে বের হতেন। সেখানে থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনে নিতেন। তখন পথে ইব্‌নে যুবাইর রাযি. ও ইব্‌নে উমর রাযি.-এর দেখা হয়। তাঁরা তাঁকে বলতেন, এর মধ্যে আপনি আমাদেরও শরিক করে নিন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার জন্য বরকতের দুয়া করেছেন। তখন তিনি তাঁদের শরিক করে নিতেন। কাজেই কখনো তিনি লাভে পূর্ণ বাহন বোঝাই শস্য পেতেন আর তা ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০, পূর্বে ৩৪০ এবং সামনে ১০৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ. وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ.

সহজ তরজমা

৫৯৪১. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে শিহাব রহ. বর্ণনা করেন। মাহমূদ ইব্‌নে রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি, শিশুকালে তাদেরই কূপ থেকে পানি মুখে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাঁর চেহারার উপর ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, مَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পানি ছিটানো বস্তুত তাঁর হাত বুলানো ও বরকতের জন্য দুয়া করার মতো। অর্থাৎ مَجَّ (ছিটানো) مسح-এর সমতুল্য। সুতরাং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কর্মটি কথার স্থলাভিষিক্ত।

মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহমূদ রাযি.-এর উপর কুলি করেছিলেন অনুগ্রহ ও দয়াবশত। তখন তিনি প্রায় পাঁচ বছর বয়সের শিশু ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুগ্রহ হাত বুলানো ও দুয়ার স্থলাভিষিক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০, পূর্বে ১৭, ৩১, ১১৬ ও ১৫৮ এবং সামনে ৯৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ»

৫৯৪২. আবদান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে শিশুদের নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য দুয়া করতেন। একবার এক শিশুকে আনা হলে শিশুটি তাঁর কাপড়ের উপর প্রস্রাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন ও তা তিনি কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন আর তিনি কাপড় ধুইলেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০ ও পূর্বে ৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-২/১৫৩ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

সহজ তরজমা

৫৯৪৩. আবুল ইয়ামান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সা'লাবা ইব্‌নে সুরাইর রাযি.—যার মাথায় (শৈশবে) রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত বুলিয়েছিলেন—তিনি বর্ণনা করেন : তিনি সা'দ ইব্‌নে আবু ওক্কাসকে বিতরের নামায এক রাকাত আদায় করতে দেখেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

হাদিসের মিল রয়েছে قَدْ مَسَحَ عَنْهُ বাক্যে। এ হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রাগুক্ত হাদিস, যেটি ইমাম বুখারি রহ. তা'লিকরূপে غَزْوَةُ الْفَتْحِ অনুচ্ছেদে ইউনুস—যুহরি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের ভাষ্য ছিল : مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০ ও পূর্বে তা'লিকরূপে ৬১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৬২ দেখুন!

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৩৪০০. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরূদ পড়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ "فَقُولُوا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

সহজ তরজমা

৫৯৪৪. আদম রহ. ... আব্দুর রাহমান ইব্‌নে আবু লায়লা রহ. বর্ণনা করেন, একবার আমার সঙ্গে কা'ব ইব্‌নে উজরাহ রাযি.-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দিব না? তা হল : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে কেমন করে সালাম দিব, আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : ... হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর খাস রহমত বর্ষণ করুন, যেমনি আপনি ইবরাহিম আ.-এর পরিবারের উপর খাস রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, উচ্চ মর্যাদাশীল। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর খাস রহমত নাযিল করুন, যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহিম আ.-এর পরিবারবর্গের ওপর।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি শিরোনামের অস্পষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে এবং দরূদ পাঠের পদ্ধতি বর্ণনা করেছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০ এবং পূর্বে ৪৭৭ ও ৭০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ "قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ".

সহজ তরজমা

৫৯৪৫. ইবরাহিম ইব্‌নে হামযা রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমরা বরলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আসসালামু আলাইকা'—এটা আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের পদ্ধতি [আমরা এটা জেনে নিয়েছি]। তবে আপনার উপর দরূদ কিরূপে পড়ব? তিনি বললেন : তোমরা পড়বে : ... হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর খাস রহমত বর্ষণ করুন, যেমনি করে আপনি ইবরাহিম আ.-এর উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত বর্ষণ করুন, যেমনি আপনি ইবরাহিম আ.-এর উপর এবং ইবরাহিম আ.-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪০ ও পূর্বে ৭০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪০১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারো উপর দরূদ পড়া যায় কি-না?

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

আল্লাহর বাণী– আপনি তাদের জন্য দুয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দুয়া তাদের জন্য প্রশান্তিকর। (সূরা তওবা-১০৩)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

নবী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে صَلَاةٌ শব্দের ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। তবে অনুগামী হিসাবে অন্যদের ক্ষেত্রে صَلَاةٌ-এর ব্যবহার জায়েয। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সুদীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা করেছেন। দেখুন ফাতহুল বারি।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ : "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"

সহজ তরজমা

৫৯৪৬. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ... আবু আওফা রাযি. বর্ণনা করেন, যখন কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তাদের সদকা নিয়ে আসত, তখন তিনি দুয়া করতেন : ... হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন! এভাবে আমার পিতা একদিন তাঁর কাছে সদকা নিয়ে এলে তিনি দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আবু আওফার পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। এভাবে শিরোনামের অস্পষ্টতার বিশ্লেষণও রয়েছে হাদিসে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪১, পূর্বে ২০৩ এবং সামনে ৫৯৯, ৯৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

সহজ তরজমা

৫৯৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... আবু হুমাইদ সাঈদি রহ. বর্ণনা করেন। একবার লোকেরা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়ব? তিনি বললেন : তোমরা পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর সন্তানসন্ততির উপর রহমত নাযিল করুন। যেমনি আপনি ইবরাহিম আ.-এর পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর আওলাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমনিভাবে আপনি ইবরাহিম আ.-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসে নবীগণ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে صَلَاةٌ শব্দ ব্যবহারের বৈধতা বর্ণিত হয়েছে এবং হাদিসে শিরোনামের অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪১ ও পূর্বে ৪৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

৩৪০২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– হে আল্লাহ! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সে কষ্ট তার পরিশুদ্ধির উপায় এবং তার জন্য রহমত করে দিন

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

সহজ তরজমা

৫৯৪৮. আহমদ ইবনে সালিহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ দুয়া করতে শুনেছি : ... হে আল্লাহ! যদি আমি কোনো মুমিন ব্যক্তিকে মন্দ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দিন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে আদব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

৩৪০৩. অনুচ্ছেদ : ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

الْفِتَن : শব্দটি فِتْنَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ— পরীক্ষা, বিপদ, ফেতনা।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ". فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا. فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي قَالَ: "حُذَافَةُ". ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا. نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ. إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ". وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ الْحَدِيثِ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}.

সহজ তরজমা

৫৯৪৯. হাফস ইবনে উমর রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তাঁকে বিরক্ত করে ফেললেন। এতে তিনি রাগ করলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে বললেন : আজ তোমরা যত প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের প্রশ্নের বর্ণনা সহ জবাব দিব। এ সময় আমি ডানে ও বামে তাকাতে লাগলাম এবং দেখলাম যে, প্রতিটি লোকই নিজের কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে কাঁদছেন। এমন সময় একজন লোক, যাকে লোকের সাথে বিবাদের সময় তার বাপের নাম নিয়ে ডাকা হতো না, সে প্রশ্ন করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন, হুযাফা। তখন উমর রাযি. বলতে লাগলেন : আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট। আমরা ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি ভালো-মন্দের যে দৃশ্য আজ দেখলাম, তা আর কখনো দেখিনি। জান্নাত ও জাহান্নামের সূরত আমাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে,

যেন এ দুটি এ দেয়ালের পিছনেই অবস্থিত। রাবী কাতাদা রহ.-এ হাদিস উল্লেখ করার সময় এ আয়াতটি পড়তেন : ... 'হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে'।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪১, পূর্বে ২০, ৭৭ ও ৫৫৬ এবং সামনে ৯৬০, ১০৫০ ও ১০৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

৩৪০৪. অনুচ্ছেদ : মানুষের আধিপত্য থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ. يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ : "الْتَمِسْ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي". فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ. فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ. فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ". فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ. وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا. فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا. وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ : "هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ". فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ".

সহজ তরজমা

৫৯৫০. কুতায়বা ইব্নে সাঈদ রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা রাযি.-কে বললেন : তুমি তোমাদের ছেলেদের মধ্যে থেকে আমার খিদমত করার জন্য একটি ছেলে খুঁজে নিয়ে আস। আবু তালহা রাযি. গিয়ে আমাকে তাঁর সওয়ারির পিছনে বসিয়ে নিয়ে এলেন। তখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমত করে আসছি। যখন কোনো বিপদ দেখা দিত, তখন আমি তাঁকে বেশি করে এ দুয়া পড়তে শুনতাম, হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি সর্বদা তাঁর খিদমত করে আসছি। এমনকি যখন আমরা খয়বার অভিযান থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন, তিনি তাকে গনীমতের মাল থেকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে দেখছিলাম, তিনি তাকে একখানা চাদর বা একখানা কম্বল দিয়ে ঢেকে নিজের পিছনে বসিয়ে ছিলেন। যখন আমরা সবাই সাহবা নামক স্থানে পৌছে ছিলাম, তখন আমরা (সেখানে) 'হাইস' নামক খাবার তৈরি করে এক চামড়ার দস্তরখানে রাখলাম। তিনি আমাকে পাঠালেন, আমি গিয়ে কয়েকজন লোককে দাওয়াত করলাম। তারা এসে খেয়ে গেলেন। এটি ছিল সাফিয়্যার সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন। এরপর তিনি রওয়ানা দিলে উহুদ পর্বত তাঁর সামনে দেখা গেল, তখন তিনি বললেন : এ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। এরপর যখন মদিনার কাছে পৌছলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি মদিনার দুটি মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম (সম্মানিত) করছি, যেমনি ইবরাহিম আ. মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ ও সা'-এর মধ্যে বরকত দিন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪১-৯৪২, পূর্বে ২৯৮, ৪০২, ৪০৫, ৪৭৭, ৫৮৫, ৬০৬, ৮২৬ এবং সামনে ১০৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৩৪০৫. অনুচ্ছেদ : কবরের আজাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ، قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا. قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

সহজ তরজমা

৫৯৫১. হুমাইদি রহ. ... মুসা ইবনে উকবা রাযি. বর্ণনা করেছেন, উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবরের আজাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে শুনেছি। রাবী বলেন, এ হাদিস আমি উম্মে খালিদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আর কাউকে বলতে শুনি নি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২ ও পূর্বে ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبٍ، كَانَ سَعْدٌ ﷺ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ".

সহজ তরজমা

৫৯৫২. আদম রহ. ... মুসআব রহ. বর্ণনা করেন, সা'দ রাযি. পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উল্লেখ করতেন। তিনি এগুলো থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে এ দুয়া পড়তে নির্দেশ দিতেন : ... হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি কাপুরুষতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি অবহেলিত বার্ধক্যে উপনিত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি দুনিয়ার ফিতনা অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ও আমি কবরের আজাব থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২, পূর্বে ৩৯৬ এবং সামনে ৯৪৩ ও ৯৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا. وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا. فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ "صَدَقَتَا. إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا". فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

সহজ তরজমা

৫৯৫৩. উসমান ইব্‌নে আবু শায়বা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট মদিনার দুটি ইহুদি বৃদ্ধা নারী এলেন। তাঁরা আমাকে বললেন, কবরবাসীদের কবরে তাদের আজাব দেওয়া হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের এ কথা মিথ্যা বলে অবহিত করলাম। আমার বিবেক তাদের কথাটিকে সত্য বলে মানতে চাইল না। তাঁর দুজন বেরিয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট দুজন বৃদ্ধা এসেছিলেন। এরপর আমি তাঁকে তাঁদের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তাঁরা দুজন সত্যই বলেছে। নিশ্চয় কবরবাসীদেরকে এমন আজাব দেওয়া হয়ে থাকে, যা সকল চতুষ্পদ জীব-জন্তু শুনে থাকে। এরপর থেকে আমি তাঁকে সর্বদা প্রত্যেক নামাযে কবরের আজাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে দেখেছি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২ ও পূর্বে ১৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

৩৪০৬. অনুচ্ছেদ : জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ"

সহজ তরজমা

৫৯৫৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই বলতেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা ও অতিশয় বার্ধক্য হতে। আরো আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে। আরো আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২, পূর্বে ৩৯৬, ৬৮৩ এবং সামনে ৯৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৩৪৫ দেখুন!

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

৩৪০৭. অনুচ্ছেদ : গুনাহ ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

সহজ তরজমা

৫৯৫৫. মুয়াল্লা ইব্‌নে আসাদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় চাই অলসতা, অতিরিক্ত বার্ধক্য, গুনাহ আর ঋণ থেকে, আর ধনবান হওয়ার

পরীক্ষার মন্দ পরিণাম থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই দারিদ্রের অভিশাপ থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহের দাগগুলো থেকে আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন আর আমার অন্তরকে সমস্ত গুনাহের ময়লা থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে সাফ করার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমার ও আমার গুনাহগুলোর মধ্যে এতটা দূরত্ব করে দিন, যত দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২, পূর্বে ১১৫, ৩২২ এবং সামনে ৯৪৩, ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ كُسَالَى وَكَسَالَى وَاحِدٌ

৩৪০৮. অনুচ্ছেদ : কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

كُسَالَى : শব্দটির ك বর্ণে পেশ ও যবর দুটিই হতে পারে। অর্থ একই। এটা সূরা নিসার ১৪২ নং আয়াতে আছে, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى। জমহূরের কেরাতমতে كُسَالَى কাফে পেশ দিয়ে। অন্যদের কেরাতে কাফে যবর দিয়ে كَسَالَى রয়েছে। যেমনটি ৯৪২ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে রয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﷺ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ".

সহজ তরজমা

৫৯৫৬. খালিদ ইব্‌নে মাখলাদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের অধিপত্য থেকে আশ্রয় চাই।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২, পূর্বে ৩৯৬ ও ৬৮৩ এবং সামনে ৯৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

৩৪০৯. অনুচ্ছেদ : কৃপণতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

الْبُخْلُ وَالْبَخَلُ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ

الْبُخْلُ : শব্দটির باء বর্ণে পেশ ও যবর দিয়ে উভয় সূরতে অর্থ একই। অর্থাৎ কৃপণ, বখিল। যেমন حُزْنٌ ও حَزَنٌ এর حاء বর্ণে পেশ ও যবর দিয়ে উভয়টির অর্থ একই—দুঃখ, বিষাদ, মর্মবেদনা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسِ، وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ".

সহজ তরজমা

৫৯৫৭. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ... সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি পাঁচটি কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করতেন। তিনি দুয়া করতেন : ... হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আমি আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আমি আশ্রয় চাই অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই দুনিয়ার বড় ফিতনা (দাজ্জালের ফিতনা) থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ . أَرَاذِلُنَا : سُقَّاطُنَا

৩৪১০. অনুচ্ছেদ : দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

ইমাম বুখারি রহ.-এর এ শিরোনামটি সূরা নাহলের ৭০নং আয়াতে কারিমা থেকে চয়িত। যেমন, ইরশাদ হয়েছে : وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. الخ অর্থাৎ 'আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্থ অকর্মণ্য বয়সে। ফলে তারা যা কিছু জানত, সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না'।

[هود: ٢٧] هُمْ أَرَاذِلُنَا : ইমাম বুখারি রহ. বলেন, সূরা হুদের ১৯ নং আয়াতে أَرَاذِلُنَا শব্দের অর্থ سُقَّاطُنَا তথা আমাদের মধ্যে যারা ইতর শ্রেণির, নীচু জাতের।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ".

সহজ তরজমা

৫৯৫৮. আবু মা'মার রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় চাই দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে এবং আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ বাক্যে। কেননা এটা أَرْذَلِ الْعُمُرِ-এর তাফসির করছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩ ও পূর্বে ৩৯৬, ৯৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

৩৪১১. অনুচ্ছেদ : মহামারী ও রোগ যন্ত্রণা দূর হওয়ার জন্য দুয়া করা

ব্যাখ্যা : وَبَاءٌ দ্বারা প্লেগ উদ্দেশ্য নেওয়া হলে এর উপর وَجَعٌ-এর আতফ عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ হবে। আর যদি وَبَاءٌ দ্বারা ব্যাপক وَبَاءٌ তথা প্লেগ, অনাবৃষ্টি, কলেরা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে وَبَاءٌ-এর উপর وَجَعٌ-এর আতফ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْعَامِّ হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ . كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ . اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا .

সহজ তরজমা

৫৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুয়া করতেন : ... হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কাছে মদিনাকে প্রিয় করে দিন, যেমনি মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করে দিয়েছেন, তেমনিভাবে, অথবা এর চেয়ে বেশি। আর মদিনার জ্বর 'জুহফা' নামক স্থানের দিকে সরিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মাপের ও ওজনের পাত্রে বরকত দিন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩ এবং পূর্বে ২৫৩, ৫৫৮, ৮৪২ ও ৮৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখানে হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৪৬২ ও নাসরুল বারি-৭/৮৫৩ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ. أَنَّ أَبَاهُ. قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى. أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ : "لَا". قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ : "اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ. خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ. إِلَّا أُجِرْتَ. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ". قُلْتُ آأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ : "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ. إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ. وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ" قَالَ سَعْدٌ رَثَى لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ.

সহজ তরজমা

৫৯৬০. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. বর্ণনা করেন, বিদায় হজের সময় আমি রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেসময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগ যন্ত্রণায় আক্রান্ত, তা তো আপনি দেখেছেন। আমি একজন ধনবান লোক। আমার একটি মেয়ে ছাড়া কেউ ওয়ারিশ নেই। তাই আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ মাল সদকা করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিশদেরকে লোকের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার মতো অভাবী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের ধনবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে, নিশ্চয় তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি (সে উদ্দেশ্যে) তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমাটি তুলে দিয়ে থাক, তোমাকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকব? তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছু নেক আমল করবে, এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরো বেড়ে যাবে। আশা করা যায়, তুমি আরো কিছু দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক জাতি উপকৃত হবে আর অনেক জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর তিনি দুয়া করলেন : হে আল্লাহ আপনি আমার (মুহাজির) সাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পিছনে ফিরে যেতে দিবেন না। কিন্তু সা'দ ইব্‌নে খাওলাহ রাযি.-এর দুর্ভাগ্য। (কারণ, তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিদায় হজের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ রাযি. বলেন : তিনি মক্কাতে ওফাতের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। ১. وَجَعٌ ; ২. وَبَاءٌ; আর এ দ্বিতীয় হাদিস শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লামা আইনি রহ. এ মিলের ক্ষেত্রে আপত্তি করে বলেছেন, শুধু وَجَعٌ;-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। কেননা শিরোনামে وَجَعٌ; দূর করার দুয়া রয়েছে; কিন্তু হাদিসে وَجَعٌ; দূর করার কোনো দুয়া উল্লেখ নেই। তবে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩, পূর্বে ১৩, ১৭৩, ৩৮৩, ৫৬০, ৫৩২, ৮০৬ ও ৮৪৬ এবং সামনে ৯৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, নিজের অসুস্থতা এবং অসুস্থতার কষ্ট প্রকাশ করা জায়েয। তবে হা-হুতাশ ও বিলাপ না করতে হবে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারি রহ. বলতে চান, সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা জায়েয ও শরিয়ত অনুমোদিত। যদিও এর চেয়ে কম ওসিয়ত করাই উত্তম। কিন্তু এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করা জায়েয নেই।

بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ

৩৪১২. অনুচ্ছেদ : বার্ধক্যের অসহায়ত্ব, দুনিয়ার ফিতনা ও জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ "اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. وَعَذَابِ الْقَبْرِ".

সহজ তরজমা

৫৯৬১. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বাক্য দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন, সেসব দ্বারা তোমরাও আশ্রয় চাও। তিনি বলতেন : ... হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা থেকে, আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি বয়সের অসহায়ত্ব থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আজাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩, পূর্বে ৩৯৬, ৬৪২ এবং সামনে ৯৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ. اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى. وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا. كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

সহজ তরজমা

৫৯৬২. ইয়াহইয়া ইব্‌নে মূসা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুয়া করতেন : হে আল্লাহ! আমি অলসতা, অতি বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আজাব, জাহান্নামের ফিতনা, কবরের আজাব, প্রাচুর্যের ফিতনার কুফল, দারিদ্র্যের ফিতনার কুফল ও মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত গুনাহ বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন! আমার অন্তর সমস্ত পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করুন, যেমনি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আপনি আমার এবং আমার গুনাহরাশির মধ্যে এতটা ব্যবধান করে দিন, যতটা ব্যবধান আপনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল الْهَرَمِ বাক্যে। কেননা এর তাফসির করা হয়েছে أَرْذَلِ الْعُمُرِ দ্বারা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও ইবনে মাজাহ দাওয়াত অধ্যায়ে রয়েছে।

بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنٰى

৩৪১৩. অনুচ্ছেদ : প্রাচুর্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنٰى. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

সহজ তরজমা

৫৯৬৩. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আজাব থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই কবরের ফিতনা থেকে এবং আপনার আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই প্রাচুর্যের ফিতনা থেকে, আর আমি আশ্রয় চাই অভাবের ফিতনা থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنٰى বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩ পৃষ্ঠায়, পূর্বে ১১৫, ৩২২, ৯৪২ ও ৯৪৩ পৃষ্ঠায় এবং সামনে ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

৩৪১৪. অনুচ্ছেদ : দারিদ্র্যের সংকট থেকে আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ. وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى. وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِيْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا. كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ".

সহজ তরজমা

৫৯৬৪. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুয়া পাঠ করতেন : ... 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে জাহান্নামের সংকট, জাহান্নামের আজাব, কবরের সংকট, কবরের আজাব, প্রাচুর্যের ফিতনা ও অভাবের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাসিহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে সাফ করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৩-৯৪৪ পৃষ্ঠায়, পূর্বে ১১৫, ৩২২, ৯৪২ ও ৯৪৩ এবং সামনে ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ

৩৪১৫. অনুচ্ছেদ : বরকতসহ মালের প্রাচুর্যের জন্য দুয়া করা

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ اُدْعُ اللهَ لَهُ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ. وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ". وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. مِثْلَهُ

সহজ তরজমা

৫৯৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... উম্মে সুলাইম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদিম, আপনি আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য দুয়া করুন। তিনি দুয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি তাঁর মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাঁকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। হিশাম ইব্‌নে যায়দ রহ. বলেন, আমি আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর এটা পিছনে ২৬৬, ৯৩৮ ও ৯৩৯ এবং সামনে ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ।

بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ

৩৪১৬. অনুচ্ছেদ : বরকতের সাথে অধিক সন্তানের দুয়া করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﷺ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯৬৬. আবু যায়েদ সাঈদ ইবনে রবি' রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম [একদিন] বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদিম। তখন তিনি দুয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য পূর্বের হাদিস দেখুন।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاِسْتِخَارَةِ

৩৪১৭. অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার সময়ের দুয়া

حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ "إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯৬৭. মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ আবু মুসয়াব রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যাবতীয় কাজে ইস্তিখারার শিক্ষা দিতেন, যেমনিভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (বলতেন,) যখন তোমাদের কারো কোনো বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু' রাকাত নামায পড়ে এরূপ দুয়া করে : ... হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজে সক্ষম হতে চাই। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি জানেন আর আমি জানি না। আপনিই গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দীনের ক্ষেত্রে, আমার জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে—রাবী বলেন কিংবা তিনি বলেছেন—আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন, তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিন। আর যদি আমার এ কাজ আমার দীনের ক্ষেত্রে, জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে—রাবী বলেন, বা তিনি বলেছেন—দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে

আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে তা আপনি আমার থেকে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখুন। রাবী বলেন, সে যেন এ সময় তার প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৪, পূর্বে ১৫৫, সামনে ১০৯৯ পৃষ্ঠায়, আবু দাউদ-১/২১৫ بَابُ الإِسْتِخَارَةِ ও তিরমিযি-১/৬৩ নামায অধ্যায়ে পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ইস্তিখারা

কারো যদি কোনো কাজ করতে কিংবা দুটি জিনিসের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করতে সন্দেহ হয়, তবে হাদিস অনুযায়ী ইস্তিখারা করবে। কিন্তু স্মরণ রাখবে! ইস্তিখারা কেবল হালাল ও জায়েয কাজেই হয়ে থাকে। আর যে-কোনো হারাম ও নাজায়েয কর্ম থেকে সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকা আবশ্যক। এভাবে যে কাজ ওয়াজিব ও ফরজ হিসাবে নির্ধারিত, তাতেও ইস্তিখারা করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাই শুধু মোবাহ কাজে ইস্তিখারা করবে।

بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ

৩৪১৮. অনুচ্ছেদ : দুয়ার সময় অজু করা প্রসঙ্গে

[অর্থাৎ অজু করে দুয়া-মুনাজাত করবে। এতে দুয়া কবুল হয়।]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ. قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ". وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ".

সহজ তরজমা

৫৯৬৮. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার পানি আনিয়ে অজু করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দুয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবু আমরকে ক্ষমা করে দিন। আমি তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আরো দুয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন অনেক লোকের উপর মর্যাদাবান করুন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ বাক্যে। কেননা হাদিসে ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ الخ বাক্যটি অজু পরবর্তী দুয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৪, পূর্বে ৪০৪ এবং সবিস্তারে মাযাগিতে ৬১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً

৩৪১৯. অনুচ্ছেদ : উঁচু জায়গায় চড়ার সময়ের দুয়া

قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ : خَيْرٌ عُقْبًا [الكهف : ٤٤] ؛ عُقْبًا وَ عَاقِبَةً وَاحِدٌ، وَهُوَ الْآخِرَةُ

ইমাম বুখারি রহ. বলেন : আয়াতে কারিমা خَيْرٌ عُقْبًا (সূরা কাহাফ-৪৪)-এর মধ্যে عُقْبًا অর্থ, পরিণাম। আর عُقْبٌ ও عَاقِبَةٌ উভয়টির অর্থ এক : আখেরাত, পরিণাম।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا". ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ". أَوْ قَالَ : "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

সহজ তরজমা

৫৯৬৯. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা উঁচু জায়গায় উঠতাম, তখন উচ্চঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের জানের উপর দয়া করো। কারণ, তোমরা কোনো বধির অথবা অনুপস্থিতকে আহবান করছ না বরং তোমরা আহবান করছ সর্বোশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা সত্তাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে এলেন। তখন আমি মনে মনে 'লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ছিলাম। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে কায়স! তুমি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়বে। কারণ, এ দুয়া হল বেহেস্তের রত্নভাণ্ডারসমূহের অন্যতম; অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্যের সন্ধান দিব না, যে বাক্যটি জান্নাতের রত্নভাণ্ডার? সেটি থেকে একটি রত্নভাণ্ডার হল, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে تَدْعُونَ বাক্যে। শব্দটি দু'বার আছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৪, পূর্বে ৪২০, ৬০৫ এবং সামনে ৯৪৮, ৯৭৮, ১০৯৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا، فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ

৩৪২০. অনুচ্ছেদ : উপত্যকায় অবতরণ করার সময় দুয়া

এ অনুচ্ছেদে হযরত জাবির রাযি. থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

(হাদিসটির জন্য বুখারি-১/৪২০ দেখুন।)

بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ

৩৫২১. অনুচ্ছেদ : সফরের ইচ্ছা করলে কিংবা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দুয়া

فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه

এ অনুচ্ছেদে ইয়াহইয়া ইবনে আবু ইসহাক---হযরত আনাস রাযি. থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائِبُونَ. عَابِدُونَ لِرَبِّنَا. حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ".

সহজ তরজমা

৫৯৭০. ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন, তখন প্রতিটি উঁচু জায়গার উপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেন : 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব ও হামদ তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তায়ালা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। আর দুশমনের দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন।'

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৪-৯৪৫ ও পূর্বে ৪৩৩-৪৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

৩৫২২. অনুচ্ছেদ : বরের জন্য দুয়া করা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: "مَهْيَمْ". أَوْ: "مَهْ". قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"

সহজ তরজমা

৫৯৭১. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রাহমান ইবনে আওফের গায়ে হলুদ রং দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমি জনৈক নারীকে বিয়ে করেছি একখণ্ড সোনার বিনিময়ে। তিনি দুয়া করলেন : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। একটা বকরি দিয়ে হলেও তুমি ওলিমা [বৌ-ভাত] করো।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بَارَكَ اللهُ لَكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৫, পূর্বে ২৭৫, ৫৩৩, ৫৬১, ৭৫৯, ৭৭৭, ৮৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ عَمْرٍو. عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ. أَوْ تِسْعَ. بَنَاتٍ. فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ" قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا" قُلْتُ ثَيِّبًا. قَالَ: "هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ" قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ. أَوْ تِسْعَ. بَنَاتٍ. فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ. فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ". لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو: "بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ"

সহজ তরজমা

৫৯৭২. আবু নুমান রহ. ... জাবির রাযি. বলেন, আমার আব্বা সাত অথবা নয়জন মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। তারপর আমি একজন নারীকে বিয়ে করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : সে নারীটি কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, অকুমারী। তিনি বললেন : তুমি একজন কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমি তার সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক করতে এবং সে-ও তোমার সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক করত। আর তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে হাসিখুশি করত। আমি বললাম, আমার আব্বা সাত অথবা নয়জন মেয়ে রেখে ইন্তিকাল করেছেন। সুতরাং আমি পছন্দ করলাম না যে, তাদের মতো কুমারী বিয়ে করে আনি। এজন্য আমি এমন একজন নারীকে বিয়ে করেছি, যে তাদের দেখাশুনা করতে পারবে। তখন তিনি দুয়া করলেন : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম রহ., আমর ইবনে দীনার থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে "بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ" বাক্যটি নেই।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৫ ও পূর্বে মাগাযি অধ্যায়ে ৫৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮ 'উহুদ যুদ্ধ' দেখুন।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

৩৪২৩. অনুচ্ছেদ : নিজ স্ত্রীর নিকট এলে কী দুয়া পড়তে হয়

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".

সহজ তরজমা

৫৯৭৩. উসমান ইবনে আবু শাইবা রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার ইচ্ছা করলে সে বলবে : ... আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন আর আপনি আমাদেরকে যা দান করেছেন, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন! তারপর তাদের এ মিলনের মধ্যে যদি কোনো সন্তান নির্ধারিত থাকে, তাহলে শয়তান এ সন্তানকে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৫, পূর্বে ২৬, ৪৬৩, ৪৬৪ ও ৭৭৬ এবং সামনে ১১০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

قوله: إِذَا أَتَى أَهْلَهُ : জমহূর আলেমদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখন সহবাসের ইচ্ছা করবে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

৩৪২৪. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুয়া– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

সহজ তরজমা

৫৯৭৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় সময়েই এ দুয়া পড়তেন : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা-২০১)

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৫ ও পূর্বে তাফসিরে ৬৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৭৩ দেখুন।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

৩৪২৫. অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ".

সহজ তরজমা

৫৯৭৫. ফারওয়া ইব্‌নে আবুল মাগরা রহ. ... সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেভাবে লেখা শিখানো হত, ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এ দুয়া শিখাতেন : হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি ভীরুতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আপনার আশ্রয় চাই আমাদের বার্ধক্যের অসহায়ত্বের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আজাব থেকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৫ পৃষ্ঠায় এবং পূর্বে ৯৪২ ও ৯৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

৩৪২৬. অনুচ্ছেদ : বারবার দুয়া করা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ. وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ : "أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : "جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي. وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ. قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ فِيمَا ذَا؟ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذَرْوَانَ. وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ". قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ : "وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ. وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ". قَالَتْ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلَّا قَالَ : "أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ. وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا". زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ

সহজ তরজমা

৫৯৭৬. ইবরাহিম ইব্‌নে মুনযির রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করা হল। এমনকি তাঁর মনে হত যে, তিনি একটা কাজ করেছেন, অথচ তিনি তা করেন নি। সেজন্য তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন। এরপর তিনি (আয়েশা রাযি.-কে) বললেন : তুমি জানতে পেরেছ কি? আমি যে বিষয়টি আল্লাহর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আয়েশা রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তা কি? তিনি বললেন : (স্বপ্নে) আমার নিকট দুজন লোক এলেন। একজন বসলেন আমার মাথার কাছে, আরেকজন আমার উভয় পায়ের কাছে। এরপর একজন তার সাথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তির রোগটা কি? অপরজন বললেন, তিনি জাদুতে আক্রান্ত। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কে জাদু করেছে? অপরজন বললেন, লাবিদ ইব্‌নে আ'সাম। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিসের মধ্যে করেছে? তিনি বললেন : চিরুনী, ছেড়া চুল ও কাচা খেজুর গাছের খোশার মধ্যে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কোথায়? তিনি বললেন : যুরাইক গোত্রের 'যারওয়ান' নামক কূপের মধ্যে। আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গেলেন এবং (তা কূপ থেকে বের করিয়ে নিয়ে) আয়েশা রাযি.-এর কাছে ফিরে এসে বললেন : আল্লাহর কসম! সে কূপের পানি যেন মেহেদি তলানি পানি এবং তার (নিকটস্থ) খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে তাঁকে কূপের বিস্তারিত অবস্থা জানালেন। সুতরাং আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যাপারটা লোক সমাজে প্রকাশ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা তো আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিস্তার করা পছন্দ করি না। ঈসা ইব্‌নে ইউনুস ও লায়স রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদু করা হলে তিনি বারবার দুয়া করলেন। ... এভাবে পূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَدَعَا وَدَعَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬ এবং পূর্বে ৪৫০, ৪৬২, ৮৫৭, ৮৫৮ ও ৮৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৩৮৮ দেখুন!

بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

৩৪২৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের প্রতি বদদুয়া করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ. وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا. حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

আর ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [দুয়ায়] বলেছেন : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। যেমন দুর্ভিক্ষগ্রস্থ সাত বছর দিয়ে ইউসুফ আ.-কে সাহায্য করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আবু জেহেলকে শাস্তি দিন। আর ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে বদদুয়া করলেন : হে আল্লাহ! অমুককে ও অমুককে লা'নত করুন। তখনই ওহি নাযিল হল : ... তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন বা তাদের শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। (সূরা আলে ইমরান-১২৮)

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ "اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ. سَرِيعَ الْحِسَابِ. اِهْزِمِ الْأَحْزَابَ. اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ".

সহজ তরজমা

৫৯৭৭. ইব্‌নে সালাম রহ. ... ইব্‌নে আওফা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (খন্দকের যুদ্ধে) শত্রুবাহিনীর উপর বদ-দুয়া করেছেন : ... হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী! হে তড়িৎ হিসাব গ্রহণকারী! আপনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করুন। তাদের পরাস্ত করুন এবং তাদের প্রকম্পিত করুন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬, পূর্বে ৪১১ ও ৫৯০ এবং সামনে ১১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ: اَللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.

সহজ তরজমা

৫৯৭৮. মুয়ায ইব্‌নে ফাযালা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাযের শেষ রাকাতে যখন 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন কুনুতে [নাযিলা] পড়তেন : হে আল্লাহ! আইয়াশ ইব্‌নে আবু রবিয়াকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালামা ইব্‌নে হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! আপনি দুর্বল মুমিনদের নাজাত দিন। হে আল্লাহ! আপনি মুযার গোত্রকে কঠোর শাস্তি দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ আ.-এর যুগের দুর্ভিক্ষের বছরের মতো দুর্ভিক্ষ দিন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬, পূর্বে ১১০, ৪১০, ৪৭৯, ৬৫৫, ৬৬১ ও ৯১৫ এবং সামনে ১০২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ. فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ "إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ"

সহজ তরজমা

৫৯৭৯. হাসান ইব্‌নে রবি' রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা সারিয়্যা (ক্ষুদ্র বাহিনী) পাঠালেন। তাদের কুররা বলা হত। তাদের হত্যা করা হল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এদের ব্যাপারে যেরূপ রাগান্বিত দেখেছি, অন্য কোন কারণে সেরূপ রাগান্বিত দেখিনি। তাই তিনি ফজরের নামাযে মাসব্যাপী কুনূত পড়লেন। তিনি বলতেন : উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করেছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَقَنَتَ বাক্যে। কেননা তাঁর কুনূত পাঠে তাদের বিরুদ্ধে দুয়া ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬ এবং পূর্বে ১৩৬, ১৭৩, ৩৯৩, ৫৮৬ ও ৫৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১৩৮, কিতাবুল মাগাযি, 'বীরে মাউনার ঘটনা' দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ. فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ ﷺ إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ". فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ قَالَ : "أَوَلَمْ تَسْمَعِي أَنِّي أَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ وَعَلَيْكُمْ".

সহজ তরজমা

৫৯৮০. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম করার সময় বলত 'আসসামু আলাইকা' (ধ্বংস তোমার প্রতি)। আয়েশা রাযি. তাদের এ বাক্যের কুমতলব বুঝতে পেরে বললেন : আলাইকুমুস্ সাম ওয়াল লানাহ' (তোমাদের প্রতি ধ্বংস ও লানত)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আয়েশা থামো! আল্লাহ তায়ালা সমুদয় বিষয়েই নম্রতা পছন্দ করেন। আয়েশা রাযি. বললেন : তারা কি বলেছে, আপনি কি তা শুনেন নি? তিনি বললেন : আমি তাদের উত্তরে 'ওয়াআলাইকুম' বলেছি, তা তুমি শুননি? আমি বলেছি, তোমাদের ওপর।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَأَقُولُ وَعَلَيْكُمْ বাক্যে। কেননা এটা তাদের জন্য বদদুয়া।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬, পূর্বে ৪১১, ৮৯০, ৮৯১, ৯২৫ এবং সামনে ৯৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ. حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. فَقَالَ "مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا. كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ". وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

সহজ তরজমা

৫৯৮১. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... আলী ইব্‌নে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : ... হে আল্লাহ! তাদের গৃহ ও কবরকে আগুনে ভর্তি করে দিন। কেননা তারা আমাদের 'সালাতুল উস্তা' থেকে বিরত রেখেছে। এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। আর 'সালাতুল উস্তা' হল আসর নামায।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬ এবং পূর্বে ৪১০, ৫৯০ ও ৬৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮ 'খন্দক যুদ্ধ' দেখুন।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

৩৪২৮. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের জন্য দুয়া

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ. فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ. فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ".

সহজ তরজমা

৫৯৮২. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইব্‌নে আমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, দাওস গোত্র নাফরমানি করেছে ও অবাধ্য হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তাই আপনি তাদের প্রতি বদদুয়া করুন। সাহাবিগণ ধারণা করলেন, তিনি তাদের প্রতি বদদুয়া করবেন। কিন্তু তিনি তাদের জন্য দুয়া করলেন : ... হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়েত করুন এবং তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে নিয়ে আসুন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬ এবং পূর্বে ৪১১ ও ৬৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪৬৮ কিতাবুল মাগাযি দেখুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ!

৩৪২৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুয়া 'হে আল্লাহ! আমার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন'

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিংবা দাসত্ব বা বিনয় প্রকাশার্থে এ দুয়া করেছিলেন। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে, সকল নবী-রাসূল আ. নিষ্পাপ ছিলেন। সুতরাং নবীকুল সর্দার আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে? তৃতীয়ত এর দ্বারা নবুওয়াতের শানের খেলাফ বিষয়াবলিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَحَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

সহজ তরজমা

৫৯৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দুয়া করতেন : হে আল্লাহ! আপনি মাফ করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার সকল কাজের বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি, ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন, যেসব গুনাহ আমি আগে পরে করেছি। আপনিই আগে বাড়ান, আপনিই পশ্চাতে ফেলেন এবং আপনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

উবাইদুল্লাহ ইবনে মুয়ায রহ. বলেন : আমাকে আমার পিতা মুয়ায—শু'বা—আবু ইসহাক—আবু বুরদাহ ইবনে আবু মুসা তার পিতা সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৬-৯৪৭, সামনে ৯৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي بُرْدَةَ، أَحْسِبُهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَ وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي".

সহজ তরজমা

৫৯৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসান্না রহ. ... আবু মুসা আশ্‌য়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুয়া করতেন : হে আল্লাহ! আপনি মাফ করে দিন আমার ভুলত্রুটিজনিত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং যা আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার হাসি-তামাশামূলক গুনাহ, আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ এবং ইচ্ছাকৃত গুনাহ আর এসব গুনাহ যে আমার মধ্যে রয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৭ ও পূর্বে ৯৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ সনদে আবু ইসহাকের শায়খ দুজন। তাঁরা হলেন আবু বকর ও বুরদা রহ.। আর তাঁরা উভয়েই আবু মূসা আশয়ারি রাযি.-এর সন্তান ছিলেন। তাঁরা আপন পিতা হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। কাজেই কোনো কোনো বর্ণনায় বিনা সন্দেহে উল্লেখ আছে। যেমন, আল্লামা আইনি রহ. বলেন : عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبي موسى الأشعري. ولم يشك فيه। (উমদাতুল কারি-২৩/২১)

بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৩৪৩০. অনুচ্ছেদ : জুমার দিনে দুয়া কবুলের সময় দুয়া করা

ইতোপূর্বে كِتَابُ الْجُمُعَةِ তে بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ গত হয়েছে। দুয়া কবুল হওয়ার সেই মাহেন্দ্র সময় কোন্‌টি? এ ব্যাপারে জানতে নাসরুল বারি-৪/১৩৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ". وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

সহজ তরজমা

৫৯৮৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেন, জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি সে মুহূর্তটিতে কোনো মুসলমান দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণের জন্য দুয়া করে, তবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন। তিনি এ হাদিস বর্ণনার সময় আপন হাত দিয়ে ইশারা করেন। [এতে] আমরা বুঝলাম, তিনি মুহূর্তটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৭, পূর্বে ১২৮ ও ৬৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا

৩৪৩১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'ইহুদিদের ব্যাপারে আমাদের বদদুয়া কবুল হবে; কিন্তু আমাদের প্রতি তাদের বদদুয়া কবুল হবে না

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ، أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ. قَالَ "وَعَلَيْكُمْ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ". قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ "أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ. فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ. وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ".

সহজ তরজমা

৫৯৮৬. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। একবার একদল ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সালাম দিতে গিয়ে বলল, 'আসসামু আলাইকা'। তিনি বললেন, 'ওয়াআলাইকুম'! কিন্তু আয়েশা রাযি. বললেন : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ (তামাদের উপর ধ্বংস নাযিল হোক, আল্লাহ তোমাদের উপর লানত করুন এবং তোমাদের উপর গজব নাযিল করুন)! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা, তুমি থামো! তুমি নম্র ব্যবহার করো আর তুমি কঠোরতা পরিহার করো। আয়েশা রাযি. বললেন : তারা কি বলেছে আপনি কি শুনেন নি? তিনি বললেন, আমি যা বললাম, তা কি তুমি শুননি? আমি তো তাদের কথাটা তাদের উপরই ফিরিয়ে দিলাম। সুতরাং তাদের উপর আমার বদদুয়া কবুল হয়ে যাবে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাদের বদদুয়া কবুল হবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৭ ও পূর্বে ৯৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّأْمِينِ

৩৪৩২. অনুচ্ছেদ : আমীন বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

সহজ তরজমা

৫৯৮৭. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কারি 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও আমিন বলবে। কারণ, এ সময় ফিরিশতাগণ আমিন বলে থাকেন। সুতরাং যার আমিন বলা ফিরিশতাদের আমিন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৭, পূর্বে ১০৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/১৭৬ ও আবুদ দাউদ-১/১৩৫।

✪ প্রামাণ্য ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৪৫৩ দেখুন।

بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ

৩৪৩৩. অনুচ্ছেদ : লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ -এর (যিকির করার) ফযিলত

(التَّهْلِيلِ অর্থ, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলা। এক হাদিসে রয়েছে, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ. وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ. حَتّٰى يُمْسِيَ. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ".

সহজ তরজমা

৫৯৮৮. আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশ বার পড়বে : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ... كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, হামদ তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।) সে একশত গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ করবে, তার জন্য একশটি নেকি লিখা হবে, তার একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে আর সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য রক্ষাকবচ পরিণত হবে। এমনকি তার চেয়ে বেশি ফযিলতপূর্ণ আমল আর কারো হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চেয়েও বেশি করবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৭ এবং পূর্বে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ. فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ دَاوُدَ. عَنْ عَامِرٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ. وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلَالٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَوْلَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو.

সহজ তরজমা

৫৯৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ... আমর ইবনে মায়মূন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ কালেমাগুলো) দশবার পড়বে, সে ওই ব্যক্তির সমান হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি ইসমাঈল আ.-এর বংশ থেকে একটা গোলাম আযাদ করে দিয়েছে। আবু আইয়ূব আনসারি রাযি. থেকেও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদিসটি তার কাছেও বলেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

✪ ইমাম বুখারি রহ. এখানে হাদিসটি বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। এতে ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হল, আবু ইসহাক আলী থেকে উমর ইবনে আবু যায়েদের বর্ণনাটিকে অন্যদের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া। (কাস্তাল্লানী)

بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

৩৪৩৪. অনুচ্ছেদ : সুবহানাল্লাহ পড়ার ফযিলত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ سُمَيٍّ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ. وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

সহজ তরজমা

৫৯৯০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ বলবে, তার গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড় তিরমিযি الدَّعْوَات অধ্যায়ে, নাসায়ি عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ তে ও ইবনে মাজাহ ثَوَابُ التَّسْبِيحِ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. عَنْ عُمَارَةَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ. ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ. حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ"

সহজ তরজমা

৫৯৯১. যুহাইর ইবনে হারব রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি বাক্য এমন যে, মুখে তার উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারি আর আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়— سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৮, সামনে ৯৮৮, ১১২৮ পৃষ্ঠায় اَلتَّوْحِيْدُ অধ্যায়ে এবং মুসলিম الدَّعْوَات অধ্যায়ে, তিরমিযি الدَّعْوَات অধ্যায়ে, নাসায়ি عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ কিতাবে, ইবনে মাজাহ ثَوَابُ التَّسْبِيْحِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ হাদিস সম্পর্কে দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা كِتَابُ التَّوْحِيْد-এর শেষ হাদিসে আসবে ইনশাআল্লাহ।

بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৪৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার যিকির-এর ফযিলত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسٰى ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ"

৫৯৯২. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে আর যে ব্যক্তি যিকির করে না, তাদের দুজনের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের মতো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির করে, যিকিরের ফজিলতে সে ব্যক্তি যেন জীবিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ. يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ. وَيُكَبِّرُونَكَ. وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً. وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا. وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ

لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا. وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا. وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ. قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْهَا. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا. وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ". رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৫৯৯৩. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর একদল ফিরিশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন— তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন (অথচ এ সম্পর্কে তিনিই ফিরিশতাদের চেয়ে বেশি জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন : হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরো বেশি আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

বর্ণনাকারী বলেন : আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফিরিশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দিবে, আপনার কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত, তখন তাদের কি হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত ও একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফিরিশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তারা এমন উপবিষ্টকারী যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না। এ হাদীসটি হযরত শু'বা হযরত আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন নি, বরং আবু হুরায়রা রাযি. এর বাণী বর্ণনা করেছেন। হযরত সুহাইল এ হাদীসটি নিজ পিতা আবু সালেহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : 'যিকির'-এর মধ্যে নামায, কুরআন তেলাওয়াত, হাদিস অধ্যয়ন, ইলমেদীন শিক্ষাদান ও আলেমদের মুনাযারা ইত্যাদি সবই শামিল। (উমদাতুল কারী)

بَابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

৩৪৩৬. অনুচ্ছেদ : 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ. قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَقَبَةٍ. أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ قَالَ "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا". ثُمَّ قَالَ "يَا أَبَا مُوسَى. أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ" قُلْتُ بَلَى قَالَ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"

৫৯৯৪. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল আবুল হাসান রহ. ... আবু মূসা আল আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গিরিপথ দিয়ে বা বর্ণনাকারী বলেন, একটি চূড়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এর উপরে উঠে জোরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলল। আবু মূসা বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তো কোনো বধির কিংবা কোনো অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। এরপর তিনি বললেন : হে আবু মূসা, অথবা বলনে, হে আব্দুল্লাহ! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বলে দিব না? আমি বললাম, হাঁ। বলে দিন। তিনি বললেন : 'লা হাওলা ওয়া-লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৮-৮৪৯, পূর্বে ৪২০, ৬০৫, ৯৪৪ ও সামনে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ: لِلَّهِ مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

৩৪৩৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার এক কম একশ নাম রয়েছে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رِوَايَةً قَالَ: لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا. مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا. لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَنْ أَحْصَاهَا مَنْ حَفِظَهَا.

৫৯৯৫. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিরান্নবই নাম; এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাযত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তায়ালা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন। ইমাম বুখারি রহ. বলেন, 'মান আহসাহা' অর্থ যে হিফাযত করল।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৮-৯৪৯, পূর্বে ৩৮২, সামনে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি ২/১১৩৮, নাসায়ি ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৬/৬০৮ দেখুন।

بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

৩৪৩৮. অনুচ্ছেদ : সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসিহত করা

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا أَلاَ تَجْلِسُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ، وَإِلاَّ جِئْتُ أَنَا. فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ. كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

৫৯৯৬. উমর ইবনে হাফস রহ. ... শাকিক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর (ওয়ায শোনার) জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া রাযি. এসে পড়লেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি বসবেন না? তিনি বললেন, না, বরং আমি ভিতরে প্রবেশ করব এবং আপনাদের কাছে আপনাদের সঙ্গীকে নিয়ে আসব। নতুবা আমি ফিরে এসে বসব। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে উপস্থিতির কথা অবহিত ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নিকট বেরিয়ে আসতে আমাকে এটাই বাধা দিচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ায-নসিহত করতে আমাদের অবকাশ দিতেন। যাতে আমাদের বিরক্তির কারণ না হয়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ. كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৯, পূর্বে كِتَابُ الْعِلْمِ এ-১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

(১) এ হাদিসটির কেবল শেষাংশ كِتَابُ الْعِلْمِ-এ গত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-১/৩৯৪ পৃষ্ঠায় ৫৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(২) এ হাদিসে ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া দ্বারা সেই অপবিত্র নিন্দনীয় ইয়াযিদ উদ্দেশ্য নয় বরং এ ইয়াযিদ ছিলেন তাবিয়ি, বিশ্বস্ত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর অন্যতম শিষ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرِّقَاقِ

অধ্যায় : কোমল হওয়া

الرِّقَاقُ · رِقَاقٌ শব্দটির راء বর্ণে যের ও দুই قاف-সহ এবং উভয় قاف এর মাঝখানে الف। এটি رَقِيْقٌ-এর বহুবচন। (কাস্তাল্লানী)। رَقِيْقٌ ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার অন্তর দয়াশীল, নরম। رَقِيْقُ الْقَلْبِ অর্থ : নরম অন্তর, কোমলপ্রাণ, দয়াশীল অন্তর। যেমন, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি.-এর সম্পর্কে বলেন, إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ অর্থাৎ আবু বকর রাযি.-এর অন্তর তো খুবই নরম।

(বুখারি-১/৯৩-৯৪)

বুখারি শরিফের কোনো কোনো সংস্করণে رِقَاقٌ-এর স্থানে رَقَائِقُ রয়েছে। আর رَقَائِقُ শব্দটি رَقِيْقَةٌ-এর বহুবচন। তবে উভয়টার অর্থ একই।

بَابٌ : لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

৩৪৩৯. অনুচ্ছেদ : আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

ভারতীয় সংস্করণে بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ বাক্য রয়েছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

বুখারি শরিফের সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল কারি' এবং আরেক শরাহ 'ইরশাদুস্ সারি'তে শিরোনাম আছে,

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ وَأَنْ: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

সুস্থতা ও অবসরতা সংক্রান্ত যেসব হাদিস রয়েছে এবং আখেরাতের জীবন ব্যতীত কোনো জীবন নেই অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন কি কোনো জীবন হতে পারে। এখানে তো সদাসর্বদা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও চিন্তা-পেরেশানী উদ্বিগ্ন করে রাখে। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ভয় ও পতনের শঙ্কা ছাঁয়ার মতো লেগেই থাকে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।' (সূরা আনকাবুত-৬৪)

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ" . قَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ . عَنْ أَبِيهِ . سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

সহজ তরজমা

৫৯৯৭. মাক্কী ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি নিয়ামত আছে, যে দুটোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—সুস্থতা ও অবসর। আব্বাস আম্বরি রহ. ... সাঈদ ইব্‌নে আবু হিন্দ রহ. থেকে ইব্‌নে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ، فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ".

সহজ তরজমা

৫৯৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ্! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার আর মুজাহিরদের কল্যাণ দান করুন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। বাহ্যিকভাবে শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদিসের মিল নেই। কিন্তু উমদাতুল কারিসহ অন্যান্য গ্রন্থের শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৯, পূর্বে ৩৯৭, ৩৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-৭/৭৪৭ দেখুন।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ: "اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ". تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৫৯৯৯. আহমদ ইব্‌নে মিকদাম রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুলাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খনন করছিলেন আর আমরা মাটি সরাচ্ছিলাম। আর তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন : আয় আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার আর মুহাজিরদেরকে মাফ করে দিন। [ভারতীয় সংস্করণে وَيَمُرُّ بِنَا-এর স্থলে وَبَصُرَ بِنَا (দেখছিলেন) শব্দ রয়েছে।]

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৫৩৫ ও পূর্বে ৫৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ

৩৪৪০. অনুচ্ছেদ : আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

مَثَلُ الدُّنْيَا : বাক্যটি مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْهِ মিলে মুবতাদা আর তার খবর উহ্য তথা كَمَثَلِ لَا شَيْءَ।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : اِعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ، وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ. (الحديد : ٢٠)

'তোমরা জেনে রাখো! পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজা-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ভিন্ন আর কিছু নয়। এর উপমা হল এমন, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ শ্যামর ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, আনন্দিত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কী? (সূরা হাদিদ-২০)

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। যেমন : প্রথম জীবন খেলাধুলায় মগ্ন থাকে। এরপর ক্রীড়া-কৌতুক, এরপর ফ্যাশন তথা ভালবাসা শুরু হয়। নিজেকে কিভাবে ভালো লাগবে, সেভাবে উপস্থাপন শুরু করে। এরপর যশ-খ্যাতি অর্জনে মনোযোগী হয়ে পড়ে। এরপর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, সন্তান-সন্ততির জন্য সম্পদ সঞ্চয় ও তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যাবস্থাপনা করে যায়। যাতে পরবর্তীসময়ে সন্তান-সন্ততিগণ আরামপ্রিয় জীবন গড়তে পারে। কিন্তু দুনিয়ার এতসব উপকরণ সবই বৃথা-মরীচিকা ও ধ্বংসশীল। কিন্তু আখেরাতের জবীন সম্পূর্ণই এর বিপরীত। কেননা পরকালীন জীবন এক মহৎ ও চিরস্থায়ী জীবন। কাজেই জ্ঞানীদের জন্য অসীম-সসীম, নশ্বর-অবিনশ্বর ও শেষ-অশেষ ইত্যকার বিষয়গুলোর উপর চিন্তা করাই যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلٍ ﷺ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"

সহজ তরজমা

৬০০০. আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসলামা রহ. ... সাহ্ল ইব্নে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, জান্নাতের মধ্যে একটা চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর রাস্তায় সকালের এক মুহূর্ত অথবা বিকালের এক মুহূর্ত দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। অর্থাৎ জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। সুতরাং আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত অস্তিত্বহীন বস্তুর মতোই। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৯, পূর্বে ৩৯২, ৪০৫ ও ৪৬০-৪৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

৩৪৪১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'দুনিয়ায় তুমি একজন মুসাফির অথবা পথিকের মতো থাক'

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو الْمُنْذِرِ الطُّفَاوِيُّ. عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ. قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ. أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

সহজ তরজমা

৬০০১. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমার উভয় কাধ ধরে বললেন : তুমি এ দুনিয়ায় একজন মুসাফির বা পথিকের মতো থাক। আর ইবনে উমর রাযি. বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না আর ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নিও।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الأَمَلِ وَطُولِهِ

৩৪৪২. অনুচ্ছেদ : আশা ও তার দৈর্ঘ্য

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ} [آل عمران : ١٨٥] وَقَوْلِهِ : {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا. وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [الحجر : ٣] وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : «ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً. وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ» {بِمُزَحْزِحِهِ} [البقرة :] : «بِمُبَاعِدِهِ».

মহান আল্লাহর বাণী– যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফল হল আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান-১৮৫) এদের ছেড়ে দাও!- খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা এদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই তারা বুঝবে। (সূরা হিজর-৩)

হযরত আলী রাযি. বলেন, এ দুনিয়া পিছনের দিকে যাচ্ছে আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। এ দুটির প্রত্যেকটির রয়েছে সন্তানাদি। সুতরাং তোমরা আখিরাতের প্রতি আসক্ত হও; দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ, আজ আমলের সময়; হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব, আমল নেই।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى. عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ مُنْذِرٍ. عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ . ﷺ. قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا. وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ. وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ. مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ : "هٰذَا الإِنْسَانُ. وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ. أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ. وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ. وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا. وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا".

সহজ তরজমা

৬০০২. সাদাকা ইবন ফাযল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চতুর্ভূজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যা ভূজ অতিক্রম করে গেল। তারপর দুপাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন। বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর এ চতুর্ভূজটা হল তার আয়ু, যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে অতিক্রান্ত রেখাটি হল তার আশা। বাকি এ ছোট রেখাগুলো বাধা-বিপত্তি। যদি সে এর একটা এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে দংশন করে। আর অন্যটাও যদি এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটিতে মানুষের আশা-বাসনার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ি رِقَاق অধ্যায়ে, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ الزهد অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ : "هٰذَا الأَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ".

সহজ তরজমা

৬০০৩. মুসলিম ইবন ইবরাহিম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে, হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি মানুষের আশা ও মৃত্যুর উদাহরণ পেশ করার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ। অর্থাৎ মানুষ মরে যায়। কিন্তু তার আশা-কামনা-বাসনা থেকে যায়। মানুষের অনেক আশাই অপূর্ণই থেকে যায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ি رقاق অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত উভয় হাদিসের মর্ম এক ও অভিন্ন অর্থাৎ মানুষ মরে যায়; কিন্তু তার আশাগুলো অপূর্ণই থেকে যায়।

بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً. فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

৩৪৪৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছে গেল, আল্লাহ তায়ালা তার বয়সের ওজর পেশ করার সুযোগ রাখেননি

لِقَوْلِهِ: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. [فاطر : ٣٧] : «يَعْنِي الشَّيْبَ»

আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত, অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল ...। (সূরা ফাতির-৩৭)

ব্যাখ্যা :

وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ «يَعْنِي الشَّيْبَ» : النَّذِيرُ কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, আবু যার রাযি. الشَّيْبَ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। আর এটা আব্বাস রাযি. ও আরো অনেকের থেকে বর্ণিত। আর সূদ্দী রহ. ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্য। এটাই হযরত কাতাদাহ থেকে সহিহ হিসাবে বর্ণিত। তখন এটা বয়স ও নবী রাসূলদের ব্যাপারে তাদের বিপক্ষে দলিল হবে। (কাস্তালানি)

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, يَعْنِي الشَّيْبَ এ কথাটি শুধু হযরত আবু যার রাযি.-এর কেরাত ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনায় নেই। (উমদাতুল কারী) বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের মধ্যে শুধু উমদাতুল কারীতে يَعْنِي الشَّيْبَ কথাটি রয়েছে। কিন্তু কিরমানি, ফাতহুল বারি, ইরশাদুস সারিতে এ কথাটি উল্লেখ নেই। আরেক উক্তিমতে نذير দ্বারা পবিত্র কুরআন উদ্দেশ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ. عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : "أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً". تَابَعَهُ أَبُو حَازِمٍ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ.

সহজ তরজমা

৬০০৪. আব্দুস্ সালাম ইব্‌নে মুতাহ্‌হার রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন তার ওজর-আপত্তি করার সুযোগ রাখেন নি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﷺ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ". قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ.

সহজ তরজমা

৬০০৫. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। (১) দুনিয়ার মহব্বত। (২) উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লাইছ রহ. ... সাঈদ ও আবু সালামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الزكوة অধ্যায়ে ও নাসায়ি رقائق অধ্যায়ে রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ". رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ.

সহজ তরজমা

৬০০৬. মুসলিম ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দুটি জিনিসও বৃদ্ধি পায়—ধন-সম্পদের মহব্বত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা। শুবা রহ. কাতাদা রহ. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে الزكوة অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ. فِيهِ سَعْدٌ

৩৪৪৪. অনুচ্ছেদ : যে আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয়

এ বিষয়ে হযরত সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে।

অর্থাৎ লৌকিকতা উদ্দেশ্য না হওয়া বরং নিরেট আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া। এ অনুচ্ছেদে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. বর্ণিত হাদিস দেখুন। বুখারি كتاب الجنائز পৃষ্ঠায় ও كتاب الدعوات পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ﷺ، وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ. قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

সহজ তরজমা

৬০০৭. মুয়ায ইব্‌নে আসাদ রহ. ... মাহমুদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা তার স্মরণে আছে। আর তিনি বলেন, তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথাও তার স্মরণে আছে। তিনি বলেন, ইতবান ইব্‌নে মালিক আনসারিকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে আমার এখানে এলেন। বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামাতের দিন হাজির হবে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০, পূর্বে ১৭, ৩১, ৯৪০ পৃষ্ঠায় আর ইতবানের হাদিসটি صَلٰوةُ النَّبِيِّ فِيْ بَيْتِهِ অধ্যায়ের ৬০, ৯২, ৯৫, ১১৬, ১৫৮, ৫৭২, ৮১৩ এবং সামনে ১০২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ. إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ".

সহজ তরজমা

৬০০৮. কুতাইবা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করেন, আমার কাছে তার জন্যে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান নেই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ثُمَّ احْتَسَبَهُ বাক্যে। কেননা এর অর্থ হল, প্রিয় বস্তু হারিয়ে যাওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তায়াল পক্ষ থেকে সওয়াবের প্রত্যাশা করা। আর এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। এটা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা হয়ে থাকে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দান করবেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

৩৪৪৫. অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ﵁. أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ ﵁ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ. فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ "أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ. وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ". قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا

مَا يَسُرُّكُمْ. فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ"

সহজ তরজমা

৬০০৯. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আমর ইব্‌নে আওফ রাযি., তিনি বনী আমর ইব্‌নে লুওয়াই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধেও শরিক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবাইদা ইব্‌নে জাররাহ্‌কে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের উপর আলা ইব্‌নে হাযরামি রাযি.-কে আমির নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবাইদা রাযি. বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আসেন। আনসারগণ তার আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরিক হন। নামায শেষে তারা তার সামনে এলেন। তিনি তাঁদের দেখে হেসে বললেন : আমি মনে করি তোমরা আবু উবাইদা রাযি.-এর আগমনের এবং তিনি যে মাল নিয়ে এসেছেন সে সুসংবাদ শুনেছ। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন : তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা রেখো, যা তোমাদেরকে খুশি করবে। তবে আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের উপর দারিদ্রতার আশঙ্কা করছি না বরং আশঙ্কা করছি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যেমনি দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এরপর তোমরাও দুনিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়বে, যেমনি পূর্ববর্তী লোকেরা দুনিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তোমাদেরকে উদাসীন [পরকালবিমুখ] করে ফেলবে, যেমনি তাদেরকে উদাসীন [পরকালবিমুখ] করে দিয়েছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَنَافَسُوهَا الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫০-৯৫১, পূর্বে ৪৪৭ ও ৫৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا".

সহজ তরজমা

৫৬১০. কুতাইবা রহ. ... উকবা ইবনে আমির রাযি. থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং উহুদের শহিদানের উপর নামায আদায় করলেন, যেমনি তিনি মুর্দার উপর নামায আদায় করে থাকেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন : আমি তোমাদের অগ্রণী। আমি তোমাদের সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি আমার 'হাওজ'কে এখন দেখছি। আমাকে তো জমিনের ধনাগারের চাবিসমূহ বা জমিনের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। কসম আল্লাহর! আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদে আসক্ত হয়ে যাবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫১, পূর্বে ১৭৯, ৫০৮, ৫৭৮-৫৭৯, ৫৮৫ ও সামনে ৯৭৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ। তিন ইমামের মতে শহিদদের জন্য জানাযার নামায পড়া হবে না; কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা রহ., হাসান বসরি রহ. প্রমুখ ইমামের মতে শহিদদের জন্য জনাযার নামায পড়া হবে।

✪ এ মাসয়ালা সম্পর্কে দলিলসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২৬-১২৯ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ". قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ قَالَ "زَهْرَةُ الدُّنْيَا" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ "أَيْنَ السَّائِلُ" قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذٰلِكَ. قَالَ "لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ. إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ. وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ. إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ. أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ. فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ. ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ. وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ. مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ. فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ. كَانَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ"

সহজ তরজমা

৫৬১১. ইসমাঈল রহ. ... আবু সাঈদ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দিবেন, আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়েই সর্বাধিক আশঙ্কা করছি। জিজ্ঞাসা করা হল, জমিনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে বললেন, ভালো কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। যদ্দরুন আমরা ধারণা করলাম, এখন তার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তার কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবু সাঈদ রাযি. বলেন : যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভালো কেবলই ভালো বয়ে আনে। নিশ্চয় এ ধন-সম্পদ সবুজ-শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে যে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্যমুখী হয়ে জাবর কাটে, মলমূত্র ত্যাগ করে এবং আবার খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীও তদ্রূপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ওই ব্যক্তির মতো, যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় না।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে زَهْرَةُ الدُّنْيَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫১, পূর্বে ১২৫, ১৯৭ ও ৩৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ. قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَيْرُكُمْ قَرْنِي. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا "ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".

সহজ তরজমা

৫৬১২. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসায়ন রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার যুগের মধ্যে তোমাদের লোকেরাই সর্বোত্তম। এরপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। এরপর এদের পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি দুবার কি তিনবার বললেন—তা আমার স্মরণ নেই। তারপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা মানত করবে, তা পূরণ করবে না। প্রকাশিত হবে তাদের দৈহিক হৃষ্টপুষ্টতা।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। কেননা উপরিউক্ত কাজসমূহে লিপ্ত হওয়া দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তিই বুঝায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫১, পূর্বে ৩৬২ ও ৫১৫ এবং সামনে ৯৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ".

সহজ তরজমা

৫৬১৩. আবদান রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ হল আমার যুগের লোক। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যুগের লোক। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যুগের লোক। তারপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের কসমের পূর্বেই হবে। আর তাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের পূর্বেই হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫১-৯৫২, পূর্বে ৩৬২ ও ৫১৫ এবং সামনে ৯৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا ﷺ، وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ، إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ

সহজ তরজমা

৬০১৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মুসা রহ. ... কায়েস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব রাযি. সাতবার তার পেটে উত্তপ্ত লোহার দাগ নেওয়ার পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম। নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবার অনেকেই [দুনিয়ার মোহে পতিত না হয়ে] চলে গিয়েছেন। অথচ দুনিয়া তাঁদের আখিরাতের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। আর আমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছি, যার জন্য মাটি ছাড়া আর কোনো স্থান পাচ্ছি না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২, পূর্বে ৮৪৭ ও ৯৩৯ এবং সামনে ১০৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا ﷺ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا، لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ.

সহজ তরজমা

৬০১৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুছান্না রহ. ... কায়েস রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খাব্বাব রাযি.-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটা দেয়াল তৈরি করছিলেন। তখন তিনি বললেন : আমাদের যে সাথিরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, দুনিয়া তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা তাদের পর দুনিয়ার ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছি, যেগুলোর জন্য আমরা মাটি ছাড়া আর কোনো স্থান পাচ্ছি না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটি পূর্বের হাদিসেরই আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২, পূর্বে ৮৪৭, ৯৩৯ এবং সামনে ১০৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ ﷺ : قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِصَّةً.

সহজ তরজমা

৬০১৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে কাসির রহ. ... খাব্বাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হিজরত করেছিলাম। আর হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানের জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৬৪ দেখুন।

قَوْلُهُ: قِصَّةً : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. এর ব্যাখ্যায় (উমদাতুল কারি-২৩/৪২) বলেন : أَيْ قَصَّ الْحَدِيثَ رَاوِيهِ وَأَشَارَ بِهِ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ بِتَمَامِهِ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بن كثير بالسند الْمَذْكُور هُهُنَا: فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ. فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ... الخ (بخارى: بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) অর্থাৎ এরপর রাবী হিজরতের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদিনায় হিজরত সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে কাছির থেকে এ সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ...الخ-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } . (فاطر : ٦-٥) جَمْعُهُ : سُعُرٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: الْغَرُورُ : الشَّيْطَانُ

৩৪৪৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য ...

... সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারনা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামি হয়।' (সূরা ফাতির : ৫-৬)

ইমাম বুখারি বলেন, السَّعِيرِ-এর বহুবচন سُعُرٌ [সিন ও আইনে পেশ]। মুজাহিদ রহ. বলেন, الْغَرُورُ-এর মানে শয়তান।

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ ﷺ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِي هٰذَا الْمَجْلِسِ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لاَ تَغْتَرُّوا"

সহজ তরজমা

৬০১৭. সা'দ ইব্‌নে হাফস রহ. ... হুমরান ইব্‌নে আবান [উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযি.-এর আযাদকৃত দাস] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্‌নে আফফান রাযি.-এর কাছে অজুর পানি নিয়ে এলাম। তখন তিনি মাকায়িদে বসা ছিলেন। তিনি উত্তমরূপে অজু করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এস্থানেই দেখেছি, তিনি উত্তমরূপে অজু করলেন। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ অজুর মতো অজু করবে, এরপর মসজিদে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করে সেখানে বসবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : তোমরা ধোঁকায় পড়ো না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের لَا تَغْتَرُّوا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২ এবং পূর্বে ২৭, ২৮ ও ২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ وَيُقَالُ: اَلذِّهَابُ اَلْمَطَرُ

৩৪৪৭. অনুচ্ছেদ : নেককার লোকদের [কিয়ামতের সন্নিকটে দুনিয়া থেকে] বিদায় গ্রহণ প্রসঙ্গে

يُقَالُ الذِّهَابُ ذِهَابٌ শব্দটির ذال বর্ণে যের। অর্থ, বৃষ্টি। এটা শুধু সারাখ্‌সির বর্ণনায় রয়েছে। (উমদা ও ফাতহ)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، لاَ يُبَالِيهِمُ اللّٰهُ بَالَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ

সহজ তরজমা

৬০১৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে হাম্মাদ রহ. ... মিরদাস আসলামি রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নেককার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। আর থেকে যাবে নিকৃষ্টরা—যব অথবা খেজুরের মতো লোকজন। আল্লাহ্ তায়ালা এদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২, পূর্বে মাগাযিতে ৫৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

○ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৮/২৩৭ দেখুন।

بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ. [التغابن : ١٥]

৩৪৪৮. অনুচ্ছেদ : সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি [তোমাদের জন্য] পরীক্ষা। (সূরা তাগাবুন-১৫)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ. عَنْ أَبِي حَصِينٍ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ. إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ. وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ".

সহজ তরজমা

৬০১৯. ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর (শাল), পশমী কাপড়ের (চাদর) দাসরা ধ্বংস হোক। যাদের এসব দেওয়া হলে সন্তুষ্ট থাকে আর দেওয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২, পূর্বে জিহাদে ৪০৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে মাজাহ যুহদে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ. "لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا. وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ. وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ".

সহজ তরজমা

৬০২০. আবু আসিম রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দুটি উপত্যকাপূর্ণ ধন-সম্পদ থাকে, তবু সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া লোভী আদম সন্তানের পেট ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করবেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উপমা দ্বারা পার্থিব লোভের নিন্দা জ্ঞাপনের প্রতি ইশারা করেছেন। আর পার্থিব মোহ একপ্রকার মসিবত-বিপদ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ. وَلاَ يَمْلأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ. وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «فَلاَ أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ». قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ. يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ

৬০২১. মুহাম্মদ রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আদম সন্তানের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে, তাহলে সে আরো ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। আদম সন্তানের লোভী চোখ মাটি ছাড়া আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তওবা করবে, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করবেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : কাজেই আমি জানি না, এটি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কি-না। তিনি বলেন, আমি ইবনে যুবাইরকে বলতে শুনেছি, তিনি এটি মিম্বরে বসে বর্ণনা করছিলেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি মুহাম্মদ ইবনে সালাম থেকে আরেকটি সনদ। যেমনটা সামনেই আসবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ. عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ. عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : "لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلأً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا. وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا. وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ"

সহজ তরজমা

৬০২২. আবু নুয়াঈম রহ. ... আব্বাস ইবনে সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইবনুয যুবাইর রাযি. কে মক্কায় মিম্বারের উপর তার খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : হে লোকেরা! রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই বলতেন : যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা মাল দেওয়া হয়। তথাপি সে এরকম দ্বিতীয়টার জন্য লালায়িত হবে। আর তাকে এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেওয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। মানুষের পেট মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। কেননা হাদিসের মর্মার্থ হল, সে আমরণ লোভ করতে থাকবে। এমনকি তার মৃত্যু হয়ে যাবে। কেবল কবরের মাটি দ্বারাই ভরবে তার পেট। অর্থাৎ মৃত্যু ছাড়া দুনিয়া লোভীর লোভ-লালসা থামবে না এবং কবরের মাটি ছাড়া তার পেট পূর্ণ হবে না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২-৯৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ صَالِحٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ". وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ. عَنْ أُبَيٍّ. قَالَ كُنَّا نَرٰى هٰذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتّٰى نَزَلَتْ : {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.

সহজ তরজমা

৬০২. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন : যদি আদম সন্তানের স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্যে দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ছাড়া অন্য কিছুই ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন। অন্য এক সূত্রে আনাস রাযি. উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমাদের ধারণা ছিল যে, সম্ভবত এটা কুরআনেরই আয়াত। অবশেষে 'সুরায়ে তাকাসুর' নাযিল হল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৩ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযিতে যুহ্দ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

قوله: كُنَّا نَرٰى : এখানে نَرٰى শব্দের نون বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ, نَعْتَقِدُ আমরা বিশ্বাস করি। আর আবু যার রাযি.-এর বর্ণনায় نُرٰى শব্দটির نون বর্ণে পেশ আছে। অর্থ, نظن অর্থাৎ আমরা এ হাদিসটিকে কুরআনের অংশ মনে করি। অর্থাৎ لو ان لابن آدم واديا الخ এ আয়াতটি (আমরা নিশ্চিতভাবে জানি বা আমরা ধারণা করি যে, এ হাদিসটি কুরআনের অংশ) যখন সূরা তাকাসুর অবতীর্ণ হল, তখন এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। এ সূরায়ও ধন-সম্পর্কে প্রাচুর্যের লালসা ও অধিক পরিমাণে সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ. هٰذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ

৩৪৪৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– এ সম্পদ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: ١٤] قَالَ عُمَرُ: «اَللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ»

আর মহান আল্লাহর বাণী– মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। (সূরা আলে ইমরান-১৪)

হযরত উমর রাযি. বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য যেসব জিনিস চিত্তাকর্ষক করে দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা কেবলই আনন্দিত হই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমি এগুলোকে যথাযথ স্থানে খরচ করতে পারি।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "هٰذَا الْمَالُ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى".

সহজ তরজমা

৬০২৪. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হাকিম ইবনে হিযাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে মাল চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবারও চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন : এ ধন-সম্পদ—আর সুফিয়ান কখনো কখনো বর্ণনা করেছেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হাকিম! অবশ্যই এ মাল শ্যামল-সবুজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, তার জন্য এটাকে বরকতময় করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লোভ সহকারে নিবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না বরং সে ওই ব্যক্তির মতো, যে খায়; কিন্তু পেট ভরে না। আর (জেনে রেখো) উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২, পূর্বে ১৯৯, ৩৮৪, ৪৪৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

৩৪৫০. অনুচ্ছেদ : মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে

[অর্থাৎ মানুষ যেসব মাল মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তার সওয়াব পাবে।]

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ "فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ".

সহজ তরজমা

৬০২৫. উমর ইব্‌নে হাফ্‌স রহ. ... আব্দুল্লাহ্ রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সবাই তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় মনে করি। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয় মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর পিছনে যা ছেড়ে যাবে, তা ওয়ারিশের মাল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫২ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ি الوصايا অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ: اَلْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ

৩৪৫১. অনুচ্ছেদ : প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: ١٦]

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি দুনিয়ায়ই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিব আর তাতে তাদের কিছু মাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হল সেসব লোক, পরকালে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছে সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (সূরা হূদ : ১৫-১৬)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ، قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ "مَنْ هَذَا" قُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ "يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ" قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ "إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فِيهِ

يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا" قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي "اِجْلِسْ هَا هُنَا". قَالَ فَأَجْلَسَنِيْ فِيْ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي "اِجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ". قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّيْ فَأَطَالَ اللُّبْثَ. ثُمَّ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ "وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰى". قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتّٰى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِيْ جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ "ذٰلِكَ جِبْرِيلُ. عَلَيْهِ السَّلَامُ. عَرَضَ لِيْ فِيْ جَانِبِ الْحَرَّةِ. قَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ. قَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَالأَعْمَشُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، بِهٰذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، مُرْسَلٌ، لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ. وَقَالَ اضْرِبُوا عَلٰى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هٰذَا. إِذَا مَاتَ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

সহজ তরজমা

৬০২৬. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি একবার বের হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একাকী চলতে দেখলাম, তার সঙ্গে কোনো লোক ছিল না। আমি মনে করলাম, তার সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপছন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়ায় তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি পিছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি আবু যার। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার জন্যে উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন, ওহে আবু যার এসো। আমি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর তিনি বললেন : প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন সল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে, বামে, আগে ও পিছনে ব্যয় করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যতীত)। তারপর আমি আরো কিছুক্ষণ তার সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন : তুমি এখানে বসে থাক। (এ কথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটা খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। এমনকি তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। আপনি এ প্রস্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল আ.। তিনি এ কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মতদের সুসংবাদ দিবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে জিবরাঈল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন : হাঁ। আবার আমি বললাম, যদিও সে চুরি করে, আর যিনা করে? তিনি বললেন : হাঁ। যদি সে মদও পান করে। নযর রহ. ... আবু দারদা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দারদা থেকে আবু সালিহের বর্ণনা মুরসাল, যা সহিহ নয়। আমরা পরিচয়ের জন্য এনেছি। ইমাম বুখারি রহ. বলেন, তবে এ সুসংবাদ এ অবস্থায় দেওয়া হয়েছে, যদি সে তওবা করে আর মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইলাল্লাহ্' বলে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৪, পূর্বে ১৬৫, ৩২১, ৪৫৭, ৮৬৭, ৯২৭ ও সামনে ১১১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا

৩৪৫২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– 'আমার জন্য উহুদ পরিমাণ সোনা হোক, আমি তা কামনা করি না'

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ. قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ ﷺ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ "يَا أَبَا ذَرٍّ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا. تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ. إِلَّا شَيْئًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا". عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. ثُمَّ مَشَى فَقَالَ "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا. عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". ثُمَّ قَالَ لِي "مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ". ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ. فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي "لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ" فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ. فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ "وَهَلْ سَمِعْتَهُ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ". قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ".

সহজ তরজমা

৬০২৭. হাসান ইব্নুর রবি' রহ. ... যায়দ ইব্নে ওহাব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার রাযি. বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কংকরময় প্রান্তরে হেঁটে চলেছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে এল। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমার নিকট এ উহুদ পরিমাণ সোনা হোক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনার ও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডান দিকে, বাম দিকে ও পিছনের দিকে বিতরণ করে দিই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন : জেনে রেখো! প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামাতের দিন সল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যারা এভাবে এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করবে তারা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এ রকম লোক অতি অল্পই। তারপর আমাকে বললেন, তুমি এখানে থাক। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করো। এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন। এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনলাম। এতে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, হয়তো তিনি কোনো শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি তার কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হল, তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কোথাও যেয়ো না। তাই আমি সেদিকে আর গেলাম না। ইতোমধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটা শব্দ শুনে তো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। বাকি ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি জিজ্ঞসা করলেন, তুমি কি শব্দ শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, ইনি জিবরাঈল

আ.। তিনি আমার কাছে এসে বললেন : আপনার উম্মতের কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে শরিক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে। তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও চুরি করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৪, পূর্বে ১৬৫, ৩২১ ও ৪৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৩২ দেখুন।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْئًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ".

সহজ তরজমা

৬০২৮. আহমদ ইব্‌নে শাবীব রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার জন্য উহুদের সমতুল্য স্বর্ণ যদি হয় আর এর কিয়দাংশও তিনদিন অতীত হওয়ার পর আমার কাছে থাকবে না, তাতেই আমি খুশী হব। তবে যদি ঋণ পরিশোধের জন্য হয় (তা ব্যতিক্রম)।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৪, পূর্বে ৩২১ ও সামনে ১০৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

৩৪৫৩. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য

অর্থাৎ বাস্তবে সম্পদশালী তো হল ওই ব্যক্তি, যার অন্তর সম্পদশালী; প্রশস্ত, যার অন্তরে কোনো লোভ-লালসা নেই। তার নিকট যদিও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নেই, তবু সে ধনী। পক্ষান্তরে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হয়, কিন্তু অন্তরে লোভ-লালসা ও কার্পণ্য থাকে, তবে সে আসলে ধনী-সম্পদশালী নয়, একজন নেহাৎ মুখাপেক্ষী।

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : أَيَحْسِبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ... إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى... مِنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ [المؤمنون :] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «لَمْ يَعْمَلُوهَا، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا»

আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে যাচ্ছি। তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরিক করে না এবং যারা যা দান করার, তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদরে আরো কাজ রয়েছে, যা তারা করছে।' (সূরা মুমিনূন : ৫৫-৬৩)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাঁর তাফসিরে বলেন : এর মর্মার্থ হল, এখনো তারা সেই কাজগুলো সম্পাদন করে নি; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তারা সেগুলো সম্পাদন করবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ. وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ".

সহজ তরজমা

৬০২৯. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৪, পূর্বে ৩২১, সামনে ১০৭৩ এবং তিরমিযি যুহ্‌দ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ

৩৪৫৪. অনুচ্ছেদ : দরিদ্রতার ফযিলত

এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ওই সকল গরিবের ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যাদের ধন-সম্পদ কম হওয়া সত্ত্বেও তারা অল্পে তুষ্ট ও ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদের উপরই সন্তুষ্ট থাকে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ. أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ "مَا رَأْيُكَ فِي هٰذَا". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ. هٰذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ. وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا رَأْيُكَ فِي هٰذَا". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ. هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ. وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ. وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا".

সহজ তরজমা

৬০৩০. ইসমাঈল রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি তার কছে বসা একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি তো একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! তিনি এমন মর্যাদাবান যে, কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য। আর কারো জন্য সুপারিশ করলে তা গ্রহণযোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো এক গরিব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সে যদি কারো জন্য সুপারিশ করে, কবুলও হবে না। আর যদি সে কোনো কথা বলে, তবে তা শ্রবণযোগ্য হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ লোক দুনিয়া ভরা ওই (ধনী) ব্যক্তি থেকে উত্তম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের দ্বিতীয় অংশে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৪-৯৫৫ এবং পূর্বে ৭৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ মর্মার্থ হল, هَذَا الْفَقِيْرُ خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا الْغَنِيِّ। সুতরাং এর দ্বারা গরিবের সম্মান সুস্পষ্ট।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا ﷺ فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدِبُهَا.

সহজ তরজমা

৬০৩১. হুমাইদি রহ. ... আবু ওয়াহিল রহ. বর্ণনা করেন। একবার আমরা খাব্বাব রাযি.-এর শুশ্রূষায় গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মদিনায়) হিজরত করেছি। যার মর্যাদা আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর প্রতিদান দুনিয়াতে লাভ করার আগেই বিদায় নিয়েছেন। তন্মধ্যে একজন মুস্‌য়াব ইব্‌নে উমায়র রাযি.। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহিদ হন। তিনি শুধু একখানা চাদর রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন, তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর কিছু 'ইযখির' ঘাস বিছিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছেন, যাদের ফল পাকছে ও তারা তা সরবরাহ করছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.-এর ঘটনায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৫ এবং পূর্বে ১৭০, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৭৯, ৫৮৪, ৯৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসে হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর রাযি.-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আখেরাতে তার সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। অথচ এ মুসয়াব ইবনে উমাইর রাযি. মক্কায় থাকতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে দিনাতিপাত করেছেন; কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পর তিনি নেহাৎ দীন হীন জীবন যাপন করেছেন। (কাস্তলানি)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ". تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ. وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬০৩২. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম, অধিকাংশ জান্নাতি গরিব আর আমি জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম, অধিকাংশ জাহান্নামি স্ত্রীলোক।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৫, পূর্বে ৪৬০ ও ৭৮৩ এবং সামনে ৯৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ. وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ

সহজ তরজমা

৬০৩৩. আবু মা'মার রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমৃত্যু টেবিলের উপর খাবার খাননি এবং ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত মসৃন রুটি খেতে পাননি।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৫, পূর্বে ৮১১ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি-২/০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার জন্য নাসরুল বারি-১০/৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي. فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ. فَكِلْتُهُ. فَفَنِيَ

সহজ তরজমা

৬০৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আবু শাইবা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করেলেন যে, তখন কোনো প্রাণী খেতে পারে আমার তাকের উপর এমন কিছু ছিল না। তবে আমার তাতে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে (পরিমাপ ছাড়া) বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। একদিন মেপে নিলাম, যদ্দরুন তা শেষ হয়ে গেল।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা এ অবস্থা তাঁর দারিদ্র্যতা গ্রহণ ও দারিদ্র্যের মর্যাদাই প্রমাণ করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৫ ও পূর্বে ৫৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পূর্বে بيع বা বেচাকেনা সংক্রান্ত হাদিসে তো كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ বলা হয়েছে। আর এখানে فَكِلْتُهُ. فَفَنِيَ বলা হয়েছে। কাজেই এ দুই বর্ণনার মধ্যে বাহ্যত বিরোধ হয়ে গেল?

জবাব : এর জবাবে বলা হবে, বেচাকেনা সংক্রান্ত হাদিসে যে বলা হয়েছে, 'তোমরা খাদ্য-দ্রব্য পরিমাপ করো! এতে বরকত লাভ হবে'—এর মর্মার্থ হল, বেচাকেনার সময় মেপে নেওয়াই উত্তম। কেননা বেচাকেনার সম্পর্ক অন্যের সাথে। পক্ষান্তরে নিজ ঘরের খাদ্য-দ্রব্য পরিমাপ করার কোনো প্রয়োজন নেই বরং শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। বাকি আল্লাহ তায়ালার উপর তো তাওয়াক্কুল ও ভরসা করবে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

৩৪৫৫. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণের জীবন যাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন

حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، كَانَ يَقُولُ اَللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ، مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ "أَبَا هِرٍّ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "الْحَقْ". وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ "مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ". قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ. قَالَ "أَبَا هِرٍّ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي". قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ "يَا أَبَا هِرٍّ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "خُذْ فَأَعْطِهِمْ". قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ "أَبَا هِرٍّ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ". قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "اقْعُدْ فَاشْرَبْ". فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ. فَقَالَ "اشْرَبْ". فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ "اشْرَبْ". حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا. قَالَ "فَأَرِنِي". فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى، وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

সহজ তরজমা

৬০৩৫. আবু নুয়াঈম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. বলতেন : আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোনো সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবু বকর রাযি. যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে, যেন তিনি তাহলে আমাকে পরিতৃপ্ত করে কিছু খাওয়ান। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছু করলেন না। কিছুক্ষণ পর উমর রাযি. যাচ্ছিলেন। আমি তাকে কুরআনের একটা আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তখনো আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে, তিনি যেন আমাকে পরিতৃপ্ত করে

খাওয়ান। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোনো ব্যবস্থা করলেন না। তার পরক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণে কি অস্থিরতা বিরাজমান, আমার চেহারার অবস্থা থেকে তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাজির আছি। তিনি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চলো। এটা বলে তিনি চললেন। আমিও তার অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটা পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি বললেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ বা অমুক নারী হাদিয়া দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তুমি বললেন, তুমি সুফফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোনো পরিবার ছিল না এবং তাদের কোনো সম্পদ ছিল না এবং তাদের কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিল না। যখন কোনো সদকা আসত, তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং তা থেকে নিজেও কিছু রাখতেন। এতে তাদেরকে শরিক করতেন। এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা আসল। মনে মনে ভাবলাম, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হত। এটা পান করে আমি শরীরে কিছু শক্তি পেতাম। এরপর যখন তারা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন : আমিই যেন তা তাদেরকে দিই। আমার আর আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোনো উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম, আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও ও তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফেরত দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনকি আমি এরূপে দিতে দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছুলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হয়েছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম, আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এখন তো আমি আর তুমি আছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঠিক বলছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরো পান করো। আমি আরো পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমনকি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তার কসম! (আমার পেটে) আর পান করার মতো জায়গা আমি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তবে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আল-হামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে বাকিটা পান করলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা হাদিসখানায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের জীবন যাপনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৫-৯৫৬ এবং পূর্বে الأطعمة অধ্যায়ে ৮০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসের সনদের শুরুতে حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ. بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ বাক্য রয়েছে। এতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এর দ্বারা তো বাকি অর্ধাংশ সনদবিহীন হয়ে যায়। তা ছাড়া এখানে অর্ধাংশ দ্বারা শুরুর অর্ধাংশ উদ্দেশ্য নাকি শেষ অর্ধাংশ উদ্দেশ্য, অস্পষ্ট?

আল্লামা আইনি রহ. এর জবাবে বলেন : এখানে 'ইউসুফ ইবনে ঈসা আল মারুযি'র সনদে كِتَابُ الأطعمة-তে বর্ণিত হাদিসের উপর নির্ভর করা হয়েছে। সেটা এ হাদিসের অর্ধাংশের মতোই। কাজেই সম্ভবত ইমাম বুখারি

রহ. 'উল্লেখিত অর্ধাংশ আবু নুয়াইম-এর' দ্বারা ইচ্ছা করেছেন, যা তিনি সেখানে উল্লেখ করেননি। সুতরাং এতে পূর্ণটাই সনদবিশিষ্ট হয়ে গেল—তার একাংশ ইউসুফ ইবনে ঈসার সনদে; আর বাকি অংশ আবু নুয়াঈমের সনদে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا ﷺ، يَقُولُ إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلاَمِ، خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي.

সহজ তরজমা

৬০৩৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... কায়েস রাযি. বর্ণনা করেন, আমি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাযি.-কে বলতে শুনেছি যে, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহর পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমি দেখেছি, আমরা যুদ্ধ করছি; অথচ হুবলাহ গাছের পাতা ও বাবলা ছাড়া আমাদের খাবারের কিছুই ছিল না। কেউ কেউ ছাগলের মলের মতো পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুকনো। আর এখন বনূ আসাদ (গোত্র) ইসলামের বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছে! তবে তো আমি শঙ্কিত আর আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল!

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা এতে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. প্রমুখ সাহাবির দীনহীন জীবন যাপনের বর্ণনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫, পূর্বে ৫২৮ ও ৮১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حُبْلَة : শব্দটির حاء বর্ণে পেশ, باء বর্ণ সাকিন। অর্থ– বাবলা গাছের ফল, কাটাযুক্ত গাছের ফল।

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

সহজ তরজমা

৬০৩৭. উসমান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনায় আগমনের পর থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজন একাধারে তিনদিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। এমনকি তার ওফাত হয়ে যায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের দীনহীন জীবন যাপনের বর্ণনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬ ও পূর্বে ৮১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، هُوَ الأَزْرَقُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ، إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.

সহজ তরজমা

৬০৩৮. ইস্হাক ইব্নে ইবরাহিম ইব্নে আব্দুর রহমান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার একদিনে যখনই দু'বেলা আহার করেছেন, একবেলা শুধু খেজুর খেয়েছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ উভয় বেলার খাবার আগুনে রান্না করা এবং তরতাজা খাদ্য হত, এমন কখনো হয়নি। যেমনটি এক্ষুনি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ.

সহজ তরজমা

৬০৩৯. আহমদ ইব্নে আবু রাজা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিছানা চামড়ার তৈরি ছিল। আর তার ভিতরে ছিল খেজুরের আঁশ।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

সহজ তরজমা

৬০৪০. হুদবা ইব্নে খালিদ রহ. ... কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্নে মালিক রাযি.-এর কাছে এমন অবস্থায় যেতাম যে, তাঁর বাবুর্চি (মেহমান আপ্যায়নের জন্য) দণ্ডায়মান। আনাস রাযি. বলতেন, আপনারা খান। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের সময় পর্যন্ত একটা চাপাতি রুটিও চোখে দেখেছেন। এমনকি তিনি কখনো একটি ভুনা ছাগল নিজ চোখে দেখেন নি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬, পূর্বে ৮১১ ও ৮১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ

সহজ তরজমা

৬০৪১. মুহাম্মদ ইব্নে মুসান্না রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাস কেটে যেত, এর মধ্যে ঘরে (রান্নার জন্য) আগুন প্রজ্বলিত করতাম না। তখন শুধু খেজুর ও পানি চলত। অবশ্য যদি যৎসামান্য গোশত আমাদের নিকট চলে আসত (তাহলে চুলা জ্বলত)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ. فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ، فَيَسْقِينَاهُ.

সহজ তরজমা

৬০৪২. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ আল উয়াইসি রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া রাযি.-কে বললেন, বোনপুত্র! আমরা দু' মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রাসূলের ঘরসমূহে [রান্নার জন্য] আগুন জ্বালানো হত না। আমি বললাম, আপনাদের জীবন বাঁচাত কী? তিনি বললেন, কালো দুটি জিনিস—খেজুর ও পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিবেশী কতিপয় আনসার সাহাবির অনেকগুলো দুগ্ধবতী প্রাণী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা [হাদিয়াস্বরূপ] দিত। তখন আমরা তা পান করে নিতাম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬ ও পূর্বে ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَالَتِ الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ : এখানে প্রাধান্য দানের নীতি অনুসারে হযরত আয়েশা রাযি. 'খেজুর ও পানি' উভয়টিকে এক বিশেষণে অভিহিত করেছেন। আর দুটি জিনিস একত্রে তাদের প্রসিদ্ধ নামে ব্যক্ত করার প্রচলন আরবদের মধ্যে বেশ রয়েছে। যেমন, أَبَوَيْنِ পিতামাতা ও قَمَرَيْنِ চন্দ্র-সূর্য। অর্থাৎ আরবগণ এভাবে দুটি জিনিসের একটির বৈশিষ্ট্য অন্যটির উপর প্রয়োগ করে থাকেন। কাজেই স্পষ্টত পানি কালো নয়; খেজুর কালো। আর খেজুরের বৈশিষ্ট্যকে পানির উপর প্রয়োগ করে 'পানি ও খেজুর'কে একত্রে اَلْأَسْوَدَانِ বলে দেওয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا".

সহজ তরজমা

৬০৪৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুয়া করতেন : হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রার্থনা করা হয়েছে অর্থাৎ সম্পদের প্রাচুর্য ও ধনাঢ্যতার প্রয়োজন নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬-৯৫৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الزكوة ; তিরমিযি الزهد আর নাসায়ি الرَّقَائِق অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

৩৪৫৬. অনুচ্ছেদ : আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও নিয়মিত করা প্রসঙ্গে

[অর্থাৎ আমল যা-ই হোক, নিয়মিত ও মধ্যম পন্থায় করা মুস্তাহাব ।]

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ. قَالَ قُلْتُ فَأَيَّ حِينٍ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

সহজ তরজমা

৬০৪৪. অবদান রহ. ... মাসরুক রহ. বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কি ধরনের আমল সবচেয়ে প্রিয় ছিল? তিনি বলেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতে কোন্ সময় উঠতেন? তিনি বলেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৬ ও পূর্বে ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৩৯ দেখুন!

মোরগ ডাকে কখন : সাধারণত মাঝ রাতে। আর ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

সহজ তরজমা

৬০৪৫. কুতাইবা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে আমল আমলকারী নিয়মিত করে, সে আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ.-এর একটি ইফরাদ।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ". قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا".

সহজ তরজমা

৬০৪৬. আদম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কখনো তোমাদের কাউকে নিজের আমল নাজাত দিবে না। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি আমল

করো এবং নৈকট্য অর্জন করো। তোমরা সকালে, বিকালে ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাজ করো। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। আঁকড়ে ধরো মধ্যমপন্থাকে, অবশ্যই সফলকাম হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশ তথা اَلْقَصْدَ-এর সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭ ও পূর্বে ৮৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ হাদিস দ্বারা মু'তাযিলাদের অভিমত খণ্ড করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-১০/৫৪৮-৫৪৯ দেখুন।

একটি বিরোধ নিরসন

প্রশ্ন : কুরআন মাজিদে রয়েছে, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ—'এটা ওই জান্নাত যা তোমাদেরকে অধিকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা হল তোমাদের কর্মের বিনিময়।' (যুখরুফ-৭২)

তাছাড়া আরো রয়েছে, سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ—'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে।' (সূরা নাহল-৩২)

এ দুই আয়াত ও আলোচ্য হাদিসের মাঝে পরস্পর সুস্পষ্ট বিরোধ মনে হয়। এর সমাধান কি?

জবাব : এ প্রশ্নের সমাধান হল, মুমিনের আমলের প্রতিদান জান্নাত। কিন্তু আমল দ্বারা মাকবুল আমল উদ্দেশ্য। আর আমল কবুল হওয়া আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও রহমতের উপর নির্ভরশীল। অতএব আর কোনো প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ، وَإِنْ قَلَّ

সহজ তরজমা

৬০৪৭. আব্দুল আযিয ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যমপন্থায় নেক আমল করতে থাকো। আর জেনে রাখো! তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে নিবে না এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হল, যা নিয়মিত করা হয়—তা অল্পই হোক না কেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭, পূর্বে ২৬৪ পৃষ্ঠায়; মুসলিম ও নাসায়ি কিতাবুস সওমে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ "أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ". وَقَالَ "اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ".

সহজ তরজমা

৬০৪৮. মুহাম্মদ ইব্নে আরআরা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কী? তিনি বললেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়—যদিও তা অল্প হয়। তিনি আরো বললেন, তোমরা সাধ্যমতো আমল করে যাও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ قَالَتْ لاَ. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً. وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ

সহজ তরজমা

৬০৪৯. উসমান ইব্‌নে আবু শাইবা রহ. ... আলকামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল কেমন ছিল? তিনি কি কোনো আমলের জন্য কোনো দিন নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, না! তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তোমাদের কেউ কি সে সক্ষমতার অধিকারী?

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭ ও পূর্বে ২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৫৪৬ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا. وَأَبْشِرُوا. فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ" قَالُوا وَلاَ. أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "وَلاَ أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ". قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا". وَقَالَ مُجَاهِدٌ {قَوْلاً سَدِيدًا} وَسَدَادًا صِدْقًا.

সহজ তরজমা

৬০৫০. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সঠিকভাবে মধ্যম পন্থায় আমল করতে থাকো আর সুসংবাদ নাও! কিন্তু জেনে রেখো! কারো আমল তাকে জান্নাতে নিবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও নয়। তবে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ক্ষমা ও রহমতে ঢেকে রেখেছেন। এটাকে আমি ধারণা করছি, আবু নজর ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। আফফান রহ. ... আয়েশা রাযি., রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা সঠিকভাবে আমল করো আর সুসংবাদ নাও।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি ইতোপূর্বে মূসা ইবনে উকবা থেকে বর্ণিত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ : قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هٰذَا الْجِدَارِ. فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

সহজ তরজমা

৬০৫১. ইবরাহিম ইবনুল মুনযির রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। পরে মিম্বরে উঠে মসজিদের কিবলার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : যখন আমি তোমদের নিয়ে নামায আদায় করছিলাম, তখন এ প্রাচীরের সম্মুখে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হল। আমি আজকের মতো ভালো ও মন্দ আর কোনো দিন দেখিনি। এ শেষ কথাটি তিনি দুবার বললেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা আইনি রহ. বলেন, أن تكون الجنة المرغبة والنار المرهبة نصب عين المصلي ليكونا باعثين على مداومة العمل وإدمانه অর্থাৎ জান্নাতের নেয়ামত আর জাহান্নামের আজাবের দৃশ্য মুসল্লির চোখের সামনে থাকা তার সৎকর্মে অটল-অবিচল থাকার কারণ। অর্থাৎ মানুষ সর্বদা জান্নাত-জাহান্নামের ধ্যান-চিন্তা রাখবে। এ ধ্যান-চিন্তার কারণে নেককাজ ও সৎকর্মে নিয়মিত ও অটল-অবিচল থাকতে পারবে। (উমদা-২৩/৬৬)

আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন : এ হাদিসে মুসল্লিকে জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্য চোখের সামনে রাখার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যাতে এটা তাকে আজেবাজে চিন্তা, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও নশ্বর দুনিয়ার নশ্বর সামগ্রী থেকে চিন্তা থেকে মুক্ত রাখে। এটা তাকে সর্বদা আনুগত্যে ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এভাবেই শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া যায়। (কাস্তাল্লানি)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭ এবং পূর্বে ৪৯ সংক্ষেপে ও ১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ

৩৪৫৭. অনুচ্ছেদ : ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা

অর্থাৎ মুমিনের জন্য ভয় ও আশা দুটিই জরুরি। আল্লাহ তায়ালা [সূরা ইউসুফ-৮৭] ইরশাদ করেন, إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার রহমত হতে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না)। আর আল্লাহ তায়ালার ভয় তো ভিত্তি ও বুনিয়াদি জিনিস। আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي (তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো)। মুসলমানের জন্য ভয় ও আশা তেমনি জরুরি, যেমনি পাখির জন্য দুটি ডানা জরুরি। ডানা দুটি সুস্থ থাকলে তার উড়াও ঠিক থাকবে। আর দুটির একটিও অচল হয়ে গেলে পাখিটিও নিশ্চয় অচল হয়ে পড়বে।

وَقَالَ سُفْيَانُ : "مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ : لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ"

সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা রহ. বলেন, কুরআন মাজিদের কোনো আয়াত আমার কাছে এত বেশি কঠিন মনে হয়নি, এ আয়াত অপেক্ষা—'তোমরা কোনো পথেই নও, যাবৎ না তোমরা তাওরাত, ইনজিল ও যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন), তা-ও পুরোপুরি পালন কর।' (সূরা মায়িদা-৬৮)

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

জমহূর মুফাসসিরদের মতে উপরিউক্ত আয়াতে কারিমায় আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে আহলে কিতাবদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

এর সারমর্ম হল, হে আহলে কিতাব! তোমরা যাবৎ না কুরআন মাজিদের উপর ঈমান আনয়ন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সরল-সঠিক কোনো পথেই নও। কেননা খোদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে সর্বশেষ নবী ও আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ কিতাব কুরআন মাজিদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজিদকে অস্বীকার করাই তাওরাত ও ইঞ্জিলকে অস্বীকার আবশ্যক করে। কিন্তু হযরত সুফিয়ান রহ. মনে করেছেন, এ আয়াতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই তাওরাত-ইঞ্জিলের ইলম অর্জন ও তদনুযায়ী আমল করা তাঁর কঠিন মনে হয়েছে। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ".

সহজ তরজমা

৬০৫২. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা রহমত সৃষ্টির দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানব্বইটি তার কাছে রেখে দিয়েছেন আর একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে, তাহলে সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না। আর মুমিন যদি আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত শাস্তি সম্পর্কে জানে, তাহলে সে জাহান্নাম থেকে বে-পরওয়া হবে না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

হাদিসের মিল রয়েছে فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ الخ বাক্যে। অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিদ্যমান রহমত সম্পর্কে জানতে পারে, কখনো সে হতাশার শিকার হবে না। আর যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপ্ত আজাব সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে কখনো সে নির্ভীক ও বেপরওয়া হবে না। সুতরাং মানুষের উচিত ভয় ও আশার মাঝামাঝি অবিচল থাকা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৭-৯৫৮ এবং পূর্বে ৮৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল, أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ —'তারা আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা করে'। (সূরা বাকারা-২১৮) কিন্তু আশার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে না। তাহলে মুর্জিয়াদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। যারা বলে, ঈমানের সাথে কোনো পাপই ক্ষতিকর নয়। অনুরূপ ভয়ের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করবে না। তাহলে খারিজি ও মু'তাযিলাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। যারা বলে, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা ব্যতীত মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। মোটকথা, কোনো ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করবে না বরং ভয় ও আশা এ দুয়ের মাঝামাঝি থাকবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ [الإسراء ٥٧] —'তারা তার রহমতরে আশা করে এবং ভয় করে তার আজাব'। (উমদা)

بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ

৩৪৫৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত জিনিস থেকে বাঁচা

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر ١٠] وَقَالَ عُمَرُ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ»

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'নিশ্চয় যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত'। [সূরা যুমার-১০] হযরত উমর রাযি. বলেন, আমরা সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি ধৈর্য ধারণে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ. أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ﷺ. أَخْبَرَهُ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ "مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لاَ أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ. وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ"

সহজ তরজমা

৬০৫৩. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. বর্ণনা করেন। একবার আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যা চাইলেন, তিনি তা-ই দিলেন। এমনকি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তা শেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর দু'হাত দিয়ে দান করার পর সবকিছু শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : আমার কাছে যা কিছু মালামাল থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে নিজেকে মুখাপেক্ষিতামুক্ত রাখতে চায়, আল্লাহ্ তাকে তাই রাখেন আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে ব্যক্তি পরনির্ভর হতে চায় না, আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। সবর অপেক্ষা বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু তোমাদেরকে কখনো দেওয়া হবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৮ ও পূর্বে ১৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/১৩৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ. قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ﷺ. يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ. أَوْ تَنْتَفِخَ. قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ. فَيَقُولُ: "أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا".

সহজ তরজমা

৬০৫৪. খাল্লাদ ইব্‌নে ইয়াহ্‌ইয়া রহ. ... যিয়াদ ইব্‌নে ইলাকাহ্ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি.-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এত নামায আদায় করতেন যে, তার পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আমি কি অত্যধিক কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে ইবাদত-আনুগত্যে ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-আনুগত্যে নেহাৎ কষ্টেও ধৈর্য ধারণ করেছেন। এমনকি তার পবিত্র পদযুগল ফুলেও গিয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৮, পূর্বে ১৫২ ও ৭১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্ন ও উত্তরসহ উদ্দেশ্য জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৩৮ দেখুন!

بَابٌ : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

৩৪৫৯. অনুচ্ছেদ : 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ . «مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ»

বিশিষ্ট তাবিয়ি রবি' ইবনে খুছাইম রহ. বর্ণনা করেছেন, [সূরা তালাকের ৩নং আয়াত] الخ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ -এর মর্মার্থ হল, আল্লাহ তায়ালা সমস্যা-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ করে দিবেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"

সহজ তরজমা

৬০৫৫. ইসহাক রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা মানে না এবং নিজের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৮, পূর্বে ৪৮৪ আংশিক, ৮৫০, ৮৫৬, সামনে ৯৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

৩৪৬০. অনুচ্ছেদ : অনর্থক কথাবার্তা নিন্দনীয়

قِيلَ ও قَالَ : এ দুটি فعل ماضى -এর ছিগাহ। প্রথমটি فعل ماضى مجهول -এর আর দ্বিতীয়টি فعل ماضى معروف -এর।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ. مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؓ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ. وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. وَمَنْعٍ وَهَاتِ. وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ. وَوَأْدِ الْبَنَاتِ. وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬০৫৬. আলী ইবনে মুসলিম রহ. ... মুগিরা ইবনে শুবা রাযি. -এর কাতিব ওয়াররাদ রাযি. থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া রাযি. মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি.-কে লিখলেন, আপনি আমার কাছে একটা হাদিস লিখে পাঠান, যা

আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি. তার কাছে লিখে পাঠালেন, আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামায থেকে ফেরার সময় বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই এবং হাম্‌দ তারই। তিনি সবার উপর শক্তিমান। আর তিনি নিষেধ করতেন অনর্থক কথাবার্তা, অধিক সওয়াল, মালের অপচয়, উচিত জিনিস না দেওয়া, অনুচিতকে চাওয়া, মাতাপিতার অবাধ্যতা ও কন্যাদেরকে জীবিত কবরস্থ করা থেকে।' হুশাইম রহ. ... আব্দুল মালিক রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়ার্‌রাদ রাযি.-কে মুগিরা ... রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৮ এবং পূর্বে ১৯৯-২০০ ও ৩২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ

৩৪৬১. অনুচ্ছেদ : জিহ্বা সংযত রাখা

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق: ١٨]

'আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; নতুবা চুপ থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে'। (সূরা কাফ-১৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ".

সহজ তরজমা

৬০৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর আল-মুকাদ্দামি রহ. ...সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহবা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাজত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ বাক্যে। কেননা এর দ্বারা জবানের হেফাজত উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৮-৯৫৯, সামনে ১০০৫ পৃষ্ঠায় ও তিরমিযি যুহ্‌দ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : জবানের হেফাজত হল, শিরক ও কুফরি কথা মুখে উচ্চারণ না করা। এমনিভাবে মিথ্যা, গিবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। আর লজ্জাস্থানের হেফাজত হল, যিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা থেকে বেঁচে থাকা।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

৬০৫৮. আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; নয়তো নীরব থাকে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯, পূর্বে ৭৭৯, ৮৮৯ ও ৯০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ، قَالَ سَمِعَ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ، قَلْبِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ" قِيلَ مَا جَائِزَتُهُ قَالَ "يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَسْكُتْ".

সহজ তরজমা

৬০৫৯. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আবু শুরাইহ আল-খুযায়ি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে, মেহমানদারি তিন দিন তার সৌজন্যসহ। জিজ্ঞাসা করা হল, সৌজন্য কী? তিনি বললেন : একদিন ও একরাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯, পূর্বে ৮৮৯-৮৯০, ৯০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ".

সহজ তরজমা

৬০৬০. ইবরাহিম ইব্নে হামজা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না; যদ্দরুন সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন অতল গহ্বরে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের চেয়ে অধিক।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসটিতে জবানের হেফাজতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কেননা হাদিসের মর্মার্থ তা-ই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯, সামনে ৯৫৯ পৃষ্ঠায়; মুসলিম ও তিরমিযি কিতাবুয যুহ্‌দে এবং নাসায়ি কিতাবুর রিকাকে বর্ণিত হয়েছে।

قوله: بَيْنَ الْمَشْرِقِ : -এর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। (১) পূর্ব ও পশ্চিম। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। (২) আবার হতে পারে শীতের উদয়াচল ও উষ্ণাচল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ـ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ".

সহজ তরজমা

৬০৬১. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মুনীর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা উচ্চারণ করে অথচ তার কাছে সে কথার কোনো গুরুত্ব নেই [তাতে সে ভ্রুক্ষেপই করে না]; কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ্ তার মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে, যার কোনো গুরুত্ব তার কাছে নেই [অর্থাৎ এটাকে বড় কোনো গুনাহ মনে করে না]। অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯ এবং পূর্বে ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : সারকথা, মানুষের চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলা উচিত। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মুখে যা আসে, তা-ই বলে দেওয়া নাদান মূর্খ লোকদের কাজ।

بَابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

৩৪৬২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কাঁদার ফযিলত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ، رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".

সহজ তরজমা

৬০৬২. মুহাম্মদ ইব্নে বাশশার রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তায়ালা [কিয়ামতের দিন তার আরশের নিচে] ছায়া দিবেন। একপ্রকার লোক, যে আল্লাহর যিকির করে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত করল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯, পূর্বে ৯১, ১৯১, সামনে ১০০৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ৩৩১ ও তিরমিযি-২/৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ হাদিসটি এখানে সংক্ষিপ্ত; তবে বুখারির ৯১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রয়েছে। নাসরুল বারি-৩/২৮৪ দেখুন।

بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ

৩৪৬৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহকে ভয় করার ফযিলত

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِي فَذَرُّونِي، فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ، فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلاَّ مَخَافَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ".

সহজ তরজমা

৬০৬. উসমান ইব্‌নে আবু শায়বা রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার আমল সম্পর্কে তুচ্ছ ধারণা পোষণ করত। সে তার পরিবারের লোকদের বলল– যখন আমি মারা যাব, তখন তোমরা আমাকে নিয়ে (জ্বালিয়ে দিবে)। এরপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দিবে। তার পরিবারের লোকেরা সে অনুযায়ী কাজ করল। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা সে ভস্মগুলো একত্র করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি যা করলে, তা কেন করলে? সে বলল, একমাত্র আপনার ভীতিই আমাকে এতে বাধ্য করেছে। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯, পূর্বে ৫৯১ ও ৪৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : কতক বর্ণনায় আছে, লোকটি কাফন চোর ছিল। সে কবর থেকে কাফন চুরি করত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا. يَعْنِي أَعْطَاهُ قَالَ. فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ. قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا. فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ. وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوا. فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي. حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي. أَوْ قَالَ فَاسْهَكُونِي. ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا. فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا فَقَالَ اللهُ كُنْ. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ. ثُمَّ قَالَ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ. أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ. فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ". فَحَدَّثْتُ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ. أَوْ كَمَا حَدَّثَ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعْتُ عُقْبَةَ. سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬০৬৪. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ব অথবা তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। যখন সে মৃত্যুর সম্মুখীন হল, তখন সে তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করল— আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম। সে বলল, যে আল্লাহর কাছে কোনো সম্পদ সঞ্চয় রাখেনি, সে আল্লাহর কাছে হাজির হলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্বালিয়ে দিবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই ভস্ম করে ফেলবে। এরপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা তাতে উড়িয়ে দিবে। এভাবে সে তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল। রাবী বলেন, আমার প্রতিপালকের কসম! তারা যথাযথ তাই করল। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, অস্তিত্বে এসে যাও। সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তিরূপে দণ্ডায়মান হল। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! কিসে তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, আপনার ভীতি [রাবীর সন্দেহ] অথবা আপনার থেকে দূরত্ব। তখন তিনি এর বদলায় তাকে আল্লাহ দয়া করলেন [ক্ষমা করে দিলেন]। সুলাইমান তাইমি বা কাতাদা রহ. বলেন : আমি আবু উসমানকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি সালমানকে শুনেছি, তিনি এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ... আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দিবে। অথবা তিনি যেমনটি বর্ণনা করেছেন। মুয়ায রহ. ... উকবা রহ. বলেন : আমি আবু সাঈদ রাযি.-কে শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَخَافَتَكَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯, পূর্বে ৪৯৫, সামনে ১১১৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম তওবা অধ্যায়ে রয়েছে।

بَابُ الِانْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي

৩৪৬৪. অনুচ্ছেদ : গুনাহ [পাপাচার] থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَا النَّجَاءَ. فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ"

সহজ তরজমা

৬০৬৫. মুহাম্মদ ইবনুল আলা রহ. ... আবু মুসা আশয়ারী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ও আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল এমন ব্যক্তির মতো, যে তার গোত্রের কাছে এসে বলল, আমি স্ব-চক্ষে শত্রু সেনাদলকে দেখেছি ও আমি স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা সত্বর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করো। এরপর একদল তার কথায় সাড়া দিয়ে শেষ রজনীতে নিরাপদ গন্তব্যে পৌছে বেঁচে গেল। এদিকে আরেক দল তাকে মিথ্যারোপ করল। যদ্দরুন তাদেরকে ভোর বেলায় শত্রুসেনা এসে সমূলে নিপাত করে দিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ বর্ণিত হয়েছে।

মর্মার্থ হল– রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে কুফর, শিরক ও আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে বলেছেন, গুনাহগার, পাপী-অবাধ্যদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আল্লাহ তায়ালার শাস্তি ও জাহান্নাম। কাজেই নাফরমানি থেকে তওবা করে নিজের নিরাপত্তা বিধান করো! সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা মেনে নিল এবং কুফর-শিরক থেকে তওবা করে ইসলামে দীক্ষিত হল, সে মুক্তি পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মানল না, সে ধ্বংস হয়ে গেল। মরার সাথে সাথেই সে চিরস্থায়ী আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৫৯-৯৬০, সামনে ১০৮১ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম فَضَائِلُ النَّبِيِّ ﷺ অধ্যায়ে রয়েছে।

ব্যাখ্যা : اَلنَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (স্পষ্ট সতর্ককারী)। আরবে এটা একটি প্রবাদ বাক্য। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাস্তালানি রহ. লিখেন, কোনো দেশে শত্রুদল আক্রমণ করল। তারা সে দেশের এক ব্যক্তিকে বন্দি করে নিল। তার কাপড় খুলে উলঙ্গ করে দিল। লোকটি সে অবস্থায় উলঙ্গ পালিয়ে গিয়ে তার দেশবাসীকে শত্রুদল সম্পর্কে সংবাদ দিল, তোমরা অতি শীঘ্রই নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নাও। দেশবাসী তার সংবাদকে সত্যায়ন করল। কেননা সে নগ্ন-উলঙ্গ পালিয়ে এসেছিল। মানুষ জানত, সে নগ্ন-উলঙ্গ ঘুরার লোক নয়। এরপর থেকে আরবদের রীতি হয়ে গেল, কেউ কোনো ভয়ঙ্কর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ দিলে সে أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ বলত। যদিও সে কাপড় পরিহিত থাকত। এ রীতি অনুসরণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ কথাটা বলেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ কাপড় আবৃত ছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا".

সহজ তরজমা

৬০৬৬. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। এরপর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ওই সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগল। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য টানতে লাগল। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরল। তদ্রূপ আমি তোমাদের কোমরে ধরে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তোমরা তাতেই প্রবেশ করছ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসটিতে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে এমন গুনাহে লিপ্ত হতে বারণ করছেন, যেগুলো তাদেরকে জাহান্নাম দাখিল করবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ ও পূর্বে ৪৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ".

সহজ তরজমা

৬০৬৭. আবু নুয়াঈম রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [প্রকৃত] মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর [প্রকৃত] মুহাজির ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– হাত ও মুখ দ্বারা মুসলমানদেরক কষ্ট না দেওয়া মূলত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা যা থেকে বিষেধ করেছেন, তা বর্জন করাও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ এবং পূর্বে কিতাবুল ঈমানে ০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-১/২১৩ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

৩৪৬৫. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– 'আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে নিশ্চয় তোমরা কম হাসতে; কাঁদতে বেশি'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"

সহজ তরজমা

৬০৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে বুকায়র রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. বলতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হুবহু হাদিস।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ ও সামনে ৯৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، ﷺ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"

সহজ তরজমা

৬০৬৯. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের হুবুহ হাদিসের অংশ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০, পূর্বে ৬৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

৩৪৬৬. অনুচ্ছেদ : জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করা হয়েছে

অর্থাৎ জাহান্নামকে কুপ্রবৃত্তি জিনিসসমূহ দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মনের কুপ্রবৃত্তি—যেমন : যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়েছে, সে যেন জাহান্নামের পর্দা তুলে দিয়েছে আর এখনই সে জাহান্নামে পতিত হবে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ".

সহজ তরজমা

৬০৭০. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হাদিসেরই অংশ বিশেষ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : মনের কুপ্রবৃত্তির নিন্দার ক্ষেত্রে এ হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর جَوَامِعُ الْكَلِمِ এবং بَدِيْعُ بَلَاغَةٍ-এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ নফস কুপ্রবৃত্তির দিকেই ধাবিত হয়। এ হাদিসটি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দেয়; যদিও নফস তা অপছন্দ করে।

بَابٌ : اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ. وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ

৩৪৬৭. অনুচ্ছেদ : জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদ্রূপ

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ. وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ".

সহজ তরজমা

৬০৭১. মূসা ইব্‌নে মাসউদ রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি কাছাকাছি আর জাহান্নামও তদ্রূপ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি ও হাদিস হুবহু এক।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ : ﴿أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ﴾

সহজ তরজমা

৬০৭২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক সত্য কবিতা যা জনৈক কবি বলেছেন : 'তোমরা জেনে রেখো! আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু অনর্থক'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া যা কিছু রয়েছে, তন্মধ্যে যেসব জিনিস আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের সহায়ক নয়, তার সবই অনর্থক। এমন জিনিসে লিপ্ততা মূলত তাকে জান্নাত থেকে দূরেই সরাবে। যদিও জান্নাত মানুষের জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের সহায়ক, সেসব জিনিসে লিপ্ত থাকলে, সেগুলো তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরাবে বৈ কি, যদিও জাহান্নাম মানুষের জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০, পূর্বে ৪৪১ ও ৯০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে-৭/৭৮৬ দ্রষ্টব্য।

بَابٌ : لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

৩৪৬৮. অনুচ্ছেদ : মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তির দিকে তাকায় এবং নিজের চেয়ে উচ্চস্তরের ব্যক্তির দিকে না তাকায়

[অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে মানুষ যেন নিজের চেয়ে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে নিচু স্তরের ব্যক্তির দিকে তাকায়। উপরের স্তরের লোকের দিকে তাকাবে না। যাতে তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার শোকর জন্ম নেয়।]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ. فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ".

সহজ তরজমা

৬০৭. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশটি হাদিসেরই বাক্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

৩৪৬৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোনো ভালো বা মন্দ কাজের ইচ্ছা করল

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا جَعْدٌ أَبُو عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً".

সহজ তরজমা

৬০৭৪. আবু মা'মার রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (হাদিসে কুদসিস্বরূপ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা পুণ্য ও পাপসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ পুণ্য লিপিবদ্ধ করবেন। আর সে ইচ্ছা করল সৎকাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; এমনকি এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি সওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ পুণ্য লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ ও وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ঈমানে ও নাসায়ি রিকাকে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

৩৪৭০. অনুচ্ছেদ : ছগিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে

শব্দ বিশ্লেষণ

مُحَقَّرَاتِ : শব্দটি مُحَقَّرَةٌ-এর বহুবচন। وَهِيَ الذُّنُوبُ الَّتِي يَحْتَقِرُهَا فَاعِلُهَا অর্থাৎ গুনাহ তো সর্বাবস্থায়ই গুনাহ ও মন্দ কাজ। গুনাহকে কখনো সাধারণ ও তুচ্ছ মনে না করা উচিত। বান্দা তো জানে না, আল্লাহ তায়ালা হয়ত এ গুনাহের জন্যই তাকে পাকড়াও করবেন। যেমনি অঙ্গার-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র হলেও আগুন। এটুকুই হয়তো পুরো ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দিবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُوبِقَاتِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ

সহজ তরজমা

৬০৭৫. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এমন সব কাজ কর, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিসটি যেন আয়াতে কারিমা وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (সূরা নূর-১৫)-এরই ব্যাখ্যা। এটাই আল্লামা কিরমানি রহ.-এর অভিমত।

بَابٌ: اَلْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

৩৪৭১. অনুচ্ছেদ : আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল আর পরিণামের ব্যাপারে ভয় কর

শব্দ বিশ্লেষণ

خَوَاتِيم : শব্দটি خَاتِمَة-এর বহুবচন। অর্থাৎ এমন আমল, মৃত্যুর সময় মানুষের যে আমলের উপর পরিসমাপ্তি ঘটে। (কাস্তালানি) وَمَا يُخَافُ مِنْهَا; এবং পরিসমাপ্তিকে ভয় কর। এমন যাতে না হয়, জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনো মন্দ আমল সংঘটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ আসল চিন্তা হওয়া উচিত পরিসমাপ্তির। যাতে خَاتِمَة بِالْخَيْر তথা শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا" فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ. فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ. فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ. حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا".

সহজ তরজমা

৬০৭৬. আলী ইব্নে আইয়াশ রহ. ... সাহ্ল ইব্নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির চেয়ে ধনী ছিল। তিনি বললেন : কেউ যদি জাহান্নামি লোক দেখতে চায়, সে যেন এ লোকটিকে দেখে। সুতরাং এক ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে যেতে লাগল। সে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে আহত হয়ে গেল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল। সে নিজেরই তরবারির অগ্রভাগ বুকে লাগিয়ে উপুড় হয়ে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তরবারিটি তার বক্ষস্থল ভেদ করে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোনো বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জান্নাতি লোকের কাজ মনে করে; কিন্তু বাস্তবে সে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা মানুষের চোখে জাহান্নামিদের কাজ বলে মনে হয়। অথচ সে জান্নাতি লোকদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় মানুষের যাবতীয় আমল তার পরিণামের উপর নির্ভরশীল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬১, পূর্বে ৬০৬, মাগাযিতে ৬০৪, ৬০৫ এবং সামনে ৯৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৮/২৬২ কিতাবুল মাগাযি দেখুন।

بَابٌ: اَلْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ

৩৪৭২. অনুচ্ছেদ : নির্জনতা অসৎ সঙ্গী থেকে পরিত্রাণের উপায়

শব্দ বিশ্লেষণ

خُلَّاطِ : শব্দটির خاء বর্ণে পেশ, لام বর্ণে তাশ্‌দিদ। خَلِيطٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সাথি। সহচর। সঙ্গী। السوء শব্দটির سين বর্ণে যবর দিয়ে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ؓ، حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ: "رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ". تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬০৭৭. আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি যে নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং সে ব্যক্তি যে পর্বতের কোনো গুহায় তার রবের ইবাদত করতে থাকে ও মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়। যুবাইদি সুলাইমান রহ. ও নুমান রহ. যুহ্‌রি রহ. থেকে শুয়াইব রহ.-এর অনুসরণ করেছেন। মা'মার রহ. ... আবু সাঈদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস রহ. ইব্‌নে মুফাসির রহ. ও ইয়াহইয়া ইব্‌নে সাঈদ রহ. জনৈক সাহাবি কর্তক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অর্থাৎ আবুল ইয়ামানের হাদিসের অনুরূপ 'কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম' বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ. الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬১, পূর্বে ৩৯১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি শরিফে জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ : অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৭/০৩ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

সহজ তরজমা

৬০৭৮. আবু নুয়াঈম রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। সে তা নিয়ে পাহাড়ের উপত্যাকা ও বৃষ্টির ভূমির অনুসরণ করবে; সে তাঁর দীনকে নিয়ে ফিতনা থেকে বাঁচতে [তথায়] পালিয়ে যাবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬১, পূর্বে ০৭, ৪৬৬ ও ৫০৮ এবং সামনে ১০50 পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৫০-২৫১ দেখুন।

بَابُ رَفْعِ الأَمَانَةِ

৩৪৭৩. অনুচ্ছেদ : আমানতদারি উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ. فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ".

সহজ তরজমা

৬০৭৯. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমানত কিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি বললেন : যখন অযোগ্য লোক দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬১ ও পূর্বে ১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মানুষ যাকে বিশ্বস্ত-আমানতদার মনে করবে, সে অসাধু, খিয়ানতকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণিত হবে। তখন তোমরা কেয়ামত ও মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় করবে।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩৬৫-৩৬৬ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ رضي الله عنه. قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ. حَدَّثَنَا "أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ. ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ". وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ. كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ. فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا. وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ. فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ. فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ. وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ الإِسْلاَمُ. وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا".

সহজ তরজমা

৬০৮০. মুহাম্মদ ইব্‌নে কাছির রহ. ... হুযাইফা রাযি. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি; দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন : আমানত মানুষের অর্ন্তমূলে অবতীর্ণ হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নবীর সুন্নাহ্ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে। বলেছেন, লোকটি (ঈমানদার) একপর্যায়ে ঘুমাবে। এরপর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মতো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর তার চিহ্ন ফোস্কার মতো অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্নের ন্যায়, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না বুদ্ধিমান! কতই না বিচক্ষণ! কতই না বাহাদুর! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমান ঈমানও থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার উপর এমন এক যুগ গত হয়েছে, আমি তোমাদের কারো সাথে বেচাকেনা করতাম, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতাম না। কেননা সে মুসলমান হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দিবে। আর সে খ্রিষ্টান হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দিবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া বেচাকেনা করি না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬১-৯৬২, সামনে ১০৪৯, ১০৫০ ও ১০৮০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম কিতাবুল ঈমানে ৮২ পৃষ্ঠায় আর তিরমিযি ও ইবনে মাজাহে কিতাবুল ফিতানে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

الأَمَانَةُ : ঈমানদারি ও বিশ্বস্ততা অর্থাৎ সেই স্বভাবগত যোগ্যতা ও ঈমানদারি, যদ্দরুন মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত ফরজসমূহ ও আহকামে শরঈকে কবুল করে এবং হারাম ও নিসিদ্ধ কাজসমূহ হতে বেঁচে থাকে।

جَذر : শব্দটির জিমে যবর-যের দুটিই দেওয়া যায়। আর এরপর যাল বর্ণসহ অর্থাৎ جَذْرٌ। অর্থ– জড়, শিকার, মূল।

وَكْت : শব্দটির و, বর্ণে যবর, ك সাকিন। অর্থ– দাগ, চিহ্ন।

المَجْلُ : শব্দটির মিমে যবর, জিম সাকিন ও শেষে লাম। অর্থ : ফোস্কা, ফুস্কুড়ি। কাজ করতে করতে চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া ও ফোস্কা পড়ে যাওয়া।

فَنَفِطَ : শব্দটির নূনে যবর, ف, বর্ণে যের। অর্থাৎ ফুলে গেছে, ফোস্কা পড়ে গেছে।

مُنْتَبِرًا : অর্থাৎ مُرْتَفِعًا। অর্থ : স্ফীত হওয়া, ফুলে যাওয়া। এর মূলাক্ষার হল نبر (ن ب ر)। এ মূলাক্ষার থেকেই مِنْبَرٌ (মিম্বর) শব্দের উৎপত্তি। কেননা মিম্বর জমি থেকে উঁচু হয়ে থাকে।

مَا أَجْلَدَهُ : কত বড় বীর! এটি মূলত باب كَرُمَ-এর جَلَادَةٌ মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ, সাহসিকতা প্রদর্শন করা।

مَا أَظْرَفَهُ : কত মেধাবী ও চালাক! এটিও باب كَرُمَ-এর ظَرَافَةٌ মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ– প্রাণবন্ত হওয়া, চালাক-চতুর ও মেধাবী হওয়া।

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসের সারমর্ম হল, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তো আমানতদারি-বিশ্বস্ততার খুব জোর থাকবে বটেই; কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে এমন অবস্থা হয়ে যাবে যে, শেষ যুগে আমানত-বিশ্বস্ততা বিলীন হয়ে তদস্থলে খেয়ানত, অসাধুতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণতা ছড়িয়ে পড়বে।

النَّوْمَةُ : হাদিস শরিফে نَوْمٌ (ঘুম) দ্বারা প্রকৃত ঘুম কিংবা রূপকার্থে গাফলত-উদাসীনতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং

১। হাদিস শরিফে نَوْمٌ (ঘুম) দ্বারা প্রকৃত ঘুম উদ্দেশ্য নেওয়া হলে এর মর্মার্থ হবে, মানুষ যথারীতি রাতের বেলা শয়ন করবে; কিন্তু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের অন্তরগুলো আমানতশূন্য পাবে।
২। আর রূপকার্থে গাফলত-উদাসীনতা উদ্দেশ্য হলে মর্মার্থ হবে—মুসলমানগণ তাদের ঈমান, আমানত ও বিশ্বস্ততার দাবি সম্পর্কে উদাসীন-গাফেল হয়ে যাবে। বিধায় আমানতদারি ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে। পুরো সমাজের অবস্থা বরবাদ হয়ে যাবে। (নাসরুল মুনইম-১৭০ সূত্রে)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً".

সহজ তরজমা

৬০৮১. আবুল ইয়ামান রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন : নিশ্চয় মানুষ শত উটের মতো, যাদের মধ্য থেকে সওয়ারির উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, মানুষ তো হবে অনেক; কিন্তু তাদের বিশ্বস্ত-দীনদার হবে খুব কম। যেমনি শত উটের মধ্যে একটি মাত্র হবে বাহনযোগ্য। আর সে অবিশ্বস্তই দীন নষ্ট করবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

৩৪৭৪. অনুচ্ছেদ : লোকদেখানো ও শোনানো ইবাদত

শব্দ বিশ্লেষণ

الرِّيَاء শব্দের راء বর্ণে যের ও ياء তাশ্দিদ ছাড়া। এটি رُؤْيَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ, লৌকিতা অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগি করা। যাতে মানুষ তাকে পুণ্যবান, সৎকর্মশীল ও বুযুর্গ মনে করে।
السُّمْعَة : শব্দটির সিনে পেশ, মিম সাকিন। অর্থ, আমলের দ্বারা মানুষের প্রশংসা ও যশ-খ্যাতি চাওয়া।
الرِّيَاء ও السُّمْعَة-এর মধ্যে প্রার্থক্য হল, الرِّيَاء দর্শন ইন্দ্রিয় চক্ষুর সাথে আর السُّمْعَة শ্রবণ ইন্দ্রিয় কর্ণের সাথে সম্পৃক্ত। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا ؓ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ".

সহজ তরজমা

৬০৮২. মুসাদ্দাদ রহ. ও আবু নুয়াঈম রহ. ... সালামা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুনদুব রাযি. কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তিনি ব্যতীত আমি অন্য কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন' এরূপ বলতে শুনিনি। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক-

শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ্ তায়ালা এর বিনিময়ে লোক-শোনানো দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোকদেখানো ইবাদত করবে, আল্লাহ্ তায়ালা এর বিনিময়ে লোকদেখানো দিবেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬২ ও সামনে ১০৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিস শরিফ দ্বারা জানা গেল, যেসকল ইবাদত লৌকিকতা স্বরূপ করা হবে, তা সওয়াবের পরিবর্তে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা ইবাদতের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উদ্দেশ্য ও প্রশংসনীয়। তবে কিছু কিছু আমল প্রকাশ্যে করা জরুরি। যেমন, ফরজ নামাজের জামাত ইত্যাদি।

قوله: لم أسمع أحدا : সালামা ইবনে কুহাইল রহ.-এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তখন হযরত জুন্দুব রাযি. ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবি উপস্থিত ছিলেন না বরং নিজের শ্রবণ নাকচ করা উদ্দেশ্য। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা রাযি. এবং হযরত আবু হুজাইফা রাযি.-সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু হযরত সালামা তাঁদের থেকে এ হাদিস শ্রবণ করেন নি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

৩৪৭৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ "يَا مُعَاذُ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ "يَا مُعَاذُ". قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ". قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا". ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ". قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ". قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ".

সহজ তরজমা

৬০৮. হুদবাহ ইব্নে খালিদ রহ. ... মুয়ায ইব্নে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহযাত্রী হলাম। অথচ আমার ও তার মাঝে ব্যাবধান ছিল শুধু সওয়ারির গদির কাষ্ঠখণ্ড। তিনি বললেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা। তারপর আরো কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন : হে মুয়ায ইব্নে জাবাল! আমি আবারও বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক হল– সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এরপর আরো কিছুক্ষণ পথ চলার পরে আবার বললেন : হে মুয়ায ইব্নে জাবাল। আমি বললাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন : যদি বান্দা তা করে তখন আল্লাহর কাছে তার প্রাপ্য কী তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তখন আল্লাহর কাছে বান্দার হক তাদেরকে আজাব না দেওয়া।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ক্ষেত্রে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করার বর্ণনা রয়েছে। আর নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা সবচেয়ে বড় জিহাদ। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى অর্থাৎ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার নিজের পালনকর্তার সামনে দাণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং মনের কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত রাখে, অবশ্যই তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। (নাযিআত ৪০-৪১)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬২, পূর্বে ৪০০, ৮৮২, ৯২৭ এবং সামনে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّوَاضُعِ

৩৪৭৬. অনুচ্ছেদ : তাওয়াজু (বিনয়)

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَاضُعٌ : শব্দটি ضِعَةٌ [দোয়াদ বর্ণে যের] হতে নির্গত। অর্থ— বিনয়-নম্রতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা। অর্থাৎ উপযুক্ত সম্মান-মর্যাদা থেকে নিজেকে ছোট করা। যেমন : হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার জন্য বিনয়ী হবে, আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা উঁচু করে দিবেন।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ. ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ. وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ. فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا. فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ".

সহজ তরজমা

৬০৮৪. মালিক ইব্নে ইসমাঈল ও মুহাম্মদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'আযবা' নামে একটি উটনী ছিল। কোনো উট তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যেত না। একবার জনৈক বেদুঈন তার একটি উটে সওয়ার হয়ে আসল। সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলমানদের কাছে তা কঠোর মনে হল। তারা বলল, আযবাকে তো অতিক্রম করে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তায়ালার বিধান হল, দুনিয়ার কোনো জিনিসকে উত্থিত করলে তাকে পতিতও করেন ।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ বর্ণনায় অহংকারের নিন্দা এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের উৎসাহের দিকে ইঙ্গি রয়েছে। (উমদাতুল কারি ও কাস্তালানি)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬২ এবং পূর্বে জিহাদ অধ্যায়ে ৪০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "إِنَّ اللّٰهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ. يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ".

সহজ তরজমা

৬০৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে উসমান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য 'আমি যা তার উপর ফরয করেছি, তদপেক্ষা আমার নিকট প্রিয় কোনো আমল' দ্বারা লাভ করে না। এভাবে আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। অবশেষে আমি তাকে আমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিই—আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তবে আমি নিশ্চয় তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে আমি তাকে অবশ্যাই আশ্রয় দিই। আর আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম সঙ্কোচ বোধ করি না, যতটা সঙ্কোচ বোধ করি মুমিনের প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا বাক্যের আবশ্যিক অর্থে। কেননা এটা ওলিগণের সাথে শত্রুতা পোষণে ধমকি বুঝায়। এটা তাদের প্রতি হৃদ্যতা ও ভালবাসা আবশ্যিক করে। আর ওলিদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা প্রদর্শন চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ব্যতীত সম্ভব নয়। অথবা নফল আমালের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন আল্লাহ তায়ালার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়-নম্রতা ছাড়া সম্ভব নয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬২-৯৬৩ এবং পূর্বে ৪০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এটি হাদিসে কুদ্‌সি। আর হাদিসে কুদ্‌সি বলে ওই হাদিসকে, যাতে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে 'আল্লাহ বলেছেন' বলা হয়। যেমনি রয়েছে এ হাদিসে : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ...)। বিস্তারিত নাসরুল বারি-১ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২) এ হাদিসের সনদে আপত্তি আছে। এ হাদিসের কোনো কোনো রাবী বিতর্কিত। যেমন, খালেদ ইবনে মাখলাদ। তিনি খোদ ইমাম বুখারি রহ.-এর অন্যতম খাইখও। আবার তাঁর শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উসমানেরও শাইখ। হযরত খালেদ ইবনে মাখলাদের বিরুদ্ধে শিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগও আছে। তা ছাড়া এ সনদে আরেক রাবী আছেন 'শরিক ইবনে আব্দুল্লাহ'। তিনিও বিতর্কিত। বিস্তারিত জানতে চাইলে বুখারি শরিফের অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখুন!

قَوْلُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ : আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে ...।

প্রশ্ন : এ হাদিসের উপর আপত্তি আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত মতে আল্লাহ তায়ালা তো শরীর ও শরীরি হওয়া থেকে পবিত্র। সুতরাং এ হাদিসের মর্ম কি হবে?

জবাব : এ আপত্তির একাধিক জবাব দেওয়া হয়েছে। যথা,

১। হাদিসটি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালো জানেন। আমরা বান্দাগণ তো শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখি যে, এটি আল্লাহ তায়ালার বাণী এবং তা সত্য। আল্লাহ তায়ালার ওলিগণ নিষ্পাপ নন। কেননা নিষ্পাপ তো কেবল নবীগণ (আ.)। তাঁরা ব্যতীত আর কোনো মানুষ নিষ্পাপ নন। আর আল্লাহর ওলিদের থেকে যদি কখনো কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে তওবার ইলহাম করে দেন। ফলে তিনি তওবা করে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যান। যেমন : হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো)।

(২) উলামায়ে ইসলাম এ হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার সুস্পষ্ট মর্মার্থ হল, বান্দা যখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে ডুবে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হয়ে যায়, তখন সে নিজের কান-চোখসহ অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অনুগত করে ফেলে অর্থাৎ নিজের কান দ্বারা সে শুধু ওই কথাই শ্রবণ করে, যা মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। এমনিভাবে নিজের চোখ দ্বারা সেসব জিনিসই দেখে, যা দেখা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। এককথায় যেন খোদ বান্দা ও বান্দার অন্তর, মন, মস্তিষ্ক সবই আল্লাহর অনুগত-বাধ্যগত হয়ে যায়। কবি বলেন,

دونوں جانب سے اشارے ہو گئے + تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے.

پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے + اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے.

✪ আরো বিস্তারিত জানতে বুখারি শরিফের অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখুন!

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»

৩৪৭৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী— আমি ও কিয়ামত এ দুটি অঙ্গুলির মতো প্রেরিত

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ তায়ালার বাণী : 'আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের মতো বরং তদপেক্ষা সত্বর। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা নাহ্ল-৭৭)

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

অর্থাৎ এ তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলির মতো। যেমনি এ দু' আঙুল একটি আরেকটির একদম কাছাকাছি। আর কিয়ামতের বিষয়টি তো ব্যাস চোখের পলক পড়তে যতটুকু সময় বরং এর চেয়ে দ্রুত। কিয়ামতের বিষয় দ্বারা মৃতের মাঝে প্রাণ সঞ্চার হওয়া উদ্দেশ্য। আর এটা চোখের পলক পড়া অপেক্ষাও দ্রুত হওয়া জরুরি। কেননা পলক পড়া একটি গতি। আর গতি হয় কালীয়। অন্যদিকে জীবনদান সাময়িক। আর স্পষ্টত সাময়িক কালীয় থেকে বেশি দ্রুত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا. وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا.

সহজ তরজমা

৬০৮৬. সাঈদ ইব্নে আবু মারিয়াম রহ. ... সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম। এটা বলে তিনি আঙুল দুটিকে প্রসারিত করে ইশারা করেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩, পূর্বে ৭৩৫ ও ৭৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله. فَيَمُدُّ بِهِمَا : অর্থাৎ فَيَمْتَازَا عَنْ سَائِرِ الْأَصَابِعِ তথা সকল আঙুল থেকে পৃথক করলেন। অন্য বর্ণনায় فَيُمِدُّ بِهِمَا রয়েছে। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ".

সহজ তরজমা

৬০৮৭. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হুবহু হাদিসেরই অংশ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ". يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ. تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ.

সহজ তরজমা

৬০৮৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ও কিয়ামতের আবির্ভাব এ রকম। অর্থাৎ এ দু'টি আঙুলের মতো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ

৩৪৭৮. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি শিরোনাম বিহীন পূর্বের অনুচ্ছেদের শাখা বিশেষ। তবে আল্লামা কাশমিহিনির বর্ণনায় بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا বাক্য রয়েছে। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذٰلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا".

সহজ তরজমা

৬০৮৯. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে আর লোকজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সবাই ঈমান নিয়ে আসবে। এটাই সে সময় : [যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়াল বলেন,] সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, ইতোপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি বা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। কিয়ামত সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে, দু' ব্যক্তি (বেচাকেনার জন্য) পরস্পরের সামনে কাপড়

ছড়িয়ে রাখবে; কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমনকি তা ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় অবশ্যই কায়েম হবে যে, কোনো ব্যক্তি তার উটনীর দুধ দোহন করে ফিরে আসার পর সে তা পান করার অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, কোনো ব্যক্তি (তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে) চৌবাচ্চা তৈরি করবে। কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, কোনো ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে; কিন্তু সে তা খেতে পারবে না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা কাশমিহিনির বর্ণনা অনুযায়ী শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩ এবং সামনে সংক্ষেপে ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদিস শরিফের সারমর্ম হল– যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে, তখন সেই মহা নিদর্শন দেখে সকল মানুষ ঈমান নিয়ে আসবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত যারা কাফির ছিল, তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে যেসব গুনাহগার তওবা করবে, তাদের তওবা কবুল হবে না। আর কিয়ামত আকস্মিকভাবে চলে আসবে। মানুষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে আর কিয়ামত নেমে আসবে।

بَابٌ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

৩৪৭৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

[অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ .الخ সম্পর্কে।]

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسٍ. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ". قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ "لَيْسَ ذَاكَ. وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ". اِخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬০৯০. হাজ্জাজ রহ. ... উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ্ তায়ালাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে না, আল্লাহ্ তায়ালাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেন না। তখন আয়েশা রাযি. অথবা তাঁর অন্য কোনো সহধর্মিনী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পছন্দ করি না। তিনি বললেন : বিষয়টা এরূপ নয়। আসলে ব্যাপারটা হল, যখন মুমিন বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শুনানো হয়। তখন তার সামনের সুসংবাদের চেয়ে তার নিকট বেশি পছন্দনীয় কিছু থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পছন্দ করে আর আল্লাহ্ তায়ালাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আজাব ও শাস্তির

সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনের আজাবের সংবাদের চেয়ে তার কাছে অধিক অপছন্দনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং সে (এ সময়) আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা অপছন্দ করে আর আল্লাহ্ তায়ালাও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

আবূ দাউদ তিয়ালিসী এবং আমর ইবনে মারযুক রহ. এই হাদীসকে শুবা রহ. থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনে আবী আরুবা রহ. কাতাদা রহ. থেকে, তিনি যুরারা ইবনে আওফা রহ. থেকে তিনি সা'দ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে আর তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামটি হাদিসেরই অংশ বিশেষ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الدَّعْوَات অধ্যায়ে, তিরমিযি-১ الجَنَائِز অধ্যায়ে আর তিরমিযি-২ الزُّهْد অধ্যায়ে ও নাসায়ি الجَنَائِز অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ".

সহজ তরজমা

৬০৯১. মুহাম্মদ ইব্‌নে আলা রহ. ... আবু মুসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ্ তায়ালাও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে না, আল্লাহ্ তায়ালাও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ". فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى". قُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ. قَالَتْ. فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ. "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى".

সহজ তরজমা

৬০৯২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্থাবস্থায় প্রায়ই একথা বলতেন : কোনো নবীরই (জান) কবজ করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর জান্নাতের ঠিকানা না দেখানো হয় আর তাঁকে [জীবন-মৃত্যুর] অধিকার না দেওয়া হয়। সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসল, তখন তাঁর মাথা আমার রানের উপর ছিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বেহুঁশি থেকে সুস্থ হলে তিনি তাঁর চোখ উপরের দিকে তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى আল্লাহুম্মার রফিকাল আলা (হে আল্লাহ্! আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম)! আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, তখনই আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি এখন আর আমাদেরকে পছন্দ করবেন না। আর আমি বুঝতে পারলাম, এটাই হচ্ছে সেই হাদিসের মর্ম, যা ইতোপূর্বেই তিনি প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং এটাই ছিল তার শেষ কথা, যা তিনি বলেছেন : আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন জীবন-মৃত্যুর মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতকে ভালবেসে মৃত্যুকেই গ্রহণ করেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৩ -৯৬৪ এবং পূর্বে ৬৩৮, ৬৪১, ৬৬০ ও ৯৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

৩৪৮০. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুযন্ত্রণা

(سَكَرَاتٌ শব্দটি سَكْرَةٌ-এর বহুবচন।)

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو، ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ. أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، يَشُكُّ عُمَرُ. فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ. فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ". ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ "فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى". حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعُلْبَةُ مِنَ الْخَشَبِ وَالرَّكْوَةُ مِنَ الأَدَمِ.

সহজ তরজমা

৬০৯. মুহাম্মদ ইব্নে উবাইদ ইব্নে মায়মূন রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একটি পাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল (উমর সন্দেহ করতেন)। তিনি তাঁর উভয় হাত ওই পানির মধ্যে দাখিল করতেন। এরপর নিজ মুখমণ্ডলে উভয় হাত দ্বারা মাসাহ্ করতেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেন। আরো বলতেন, নিশ্চয় মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা আছে। এরপর দু'হাত তুলে দুয়া করতে লাগলেন। হে আল্লাহ্! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দরবারে পৌছিয়ে দিন। তখনই তার রূহ কবজ করা হল। আর হাত দুটি ঢলে পড়ল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪, পূর্বে ১২২, ১৮৬, ৪৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯ ও ৬৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ. فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: "إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ". قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْتَهُمْ.

সহজ তরজমা

৬০৯৪. সাদাকা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাযের গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করত কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন : যদি এ ব্যক্তি কিছু দিন বেঁচে থাকে, তবে তার বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন : এ কিয়ামতের অর্থ হল, তাদের মৃত্যু।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَوْتَهُمْ বাক্যে। কেননা প্রত্যেক মৃত্যুতেই যন্ত্রণা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া রহ. سَاعَتُكُمْ-এর তাফসির করেছেন مَوْتَهُمْ। হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া রহ. উক্ত মর্মার্থ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ হাদিস থেকে চয়ন করেছেন।

বলা বাহুল্য, কেয়ামতে কুবরা তথা মহা প্রলয়ের সময় ক্ষণ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাই এখানে কিয়ামতে সুগরা মৃত্যু উদ্দেশ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ "مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ "الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ".

সহজ তরজমা

৬০৯৫. ইসমাঈল রহ. ... কাতাদা ইব্‌নে রিব্‌য়ি আনসারি রাযি. বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তা দেখে বললেন : সে শান্তি প্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুস্তারিহ্ ও মুস্তারাহ মিন্‌হু অর্থ কি? তিনি বললেন : মুমিন বান্দা মৃত্যুর পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তি লাভ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : : হাদিসের মিল রয়েছে يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا বাক্যে। সবচেয়ে বড় মৃত্যুর কষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪ এবং সামনে এক্ষুনি ৯৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ব্যাখ্যা : শিরোনামের সাথে হাদিসের আরেকটি মিল হল, মৃত্যুকালে মৃত্যুযন্ত্রণা মুমিন ব্যক্তিরও হতে পারে। আবার কাফির-ফাসিক ব্যক্তিরও হতে পারে। সুতরাং মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে মিল সুস্পষ্ট। বাকি মুমিন মুত্তাকি লোকের মৃত্যুকালে যে মৃত্যুযন্ত্রণা হয়, তা তার মর্যাদা ও পুণ্য বৃদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে। আর ফাসিক মুমিনের মৃত্যুযন্ত্রণা হয় তার গুনাহ মাফের জন্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কাফির-ফাসিকের মৃত্যুতে আল্লাহর বান্দাদের শান্তি লাভ তো সুস্পষ্ট। কেননা এতে মানুষ তাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। আর শহর-নগরের শান্তি হল, ফাসিক ও জালেমের জুলুম-বাড়াবাড়ি ও অকল্যাণের কারণে দেশে মহামারী ও রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত, নেমে আসত দুর্ভিক্ষ, তাদের মৃত্যুতে এ অকল্যাণ দূর হয়ে গেল। এভাবে গাছ-গাছালি ও তরুলতার শান্তি হল, ফাসিক-জালেম লোকেরা তরুলতার সাথেও জুলুম করত। অন্যায়ভাবে পাথর ছুঁড়ে ফল পাড়ত। তা হতে তরুলতা মুক্তি পেল। প্রাণীদের শান্তি হল, ফাসিক-জালিমরা প্রাণীদের দ্বারা তাদরে শক্তির বাইরে কাজ করাত; অন্যায়ভাবে প্রহার করত। তাই এদের মৃত্যুতে প্রাণীরাও যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ، الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ".

সহজ তরজমা

৬০৯৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু কাতাদা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃতব্যক্তি হয়তো নিজে শান্তিপ্রাপ্ত অথবা মানুষ তার থেকে শান্তি লাভ করবে। মুমিন (দুনিয়ার কষ্ট-যাতনা থেকে) শান্তি লাভ করে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪ এবং পূর্বে এক্ষুনি ৯৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ".

সহজ তরজমা

৬০৯৭. হুমাইদি রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃতব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দুটি ফিরে আসে আর একটি তার সাথে থেকে যায়। (অনুসরণ করে) তার পরিবারবর্গ, তার ধন ও তার আমল তার অনুসরণ করে। এরপর তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَتْبَعُ الْمَيِّتَ বাক্যে। কেননা প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীই মৃত্যুর যন্ত্রণা স্বাদ আস্বাদন করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও তিরমিযিতে الزهد অধ্যায়ে আর নাসায়িতে الْجَنَائِز ও الرَّقَائِق অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

يَتْبَعُ : এর দ্বারা মৃতের সাথে পরিবার পরিজনের কবর পর্যন্ত যাওয়া তো সুস্পষ্ট। এভাবে মৃতের সাথে তার কর্মসমূহ যাওয়াও সুস্পষ্ট। বাস্তবতাও তাই। তবে মৃতের সাথে সম্পদ যাওয়া দ্বারা কি উদ্দেশ্য? মৃতের গোলাম চাকর উদ্দেশ্য। এরাও তার সাথে কবর পর্যন্ত যায়।

ومعنى بقاء عمله أنه إن كان صالحا يأتيه الخ : অর্থাৎ মানুষের আমলে সালিহা এক সুদর্শন চেহারা ও উত্তম পোশাকে ও উন্নত সুগন্ধি, সুঘ্রাণ মেখে তার কবরে আত্মপ্রকাশ করবে এবং বলবে, তোমার জন্য সুসংবাদ। তখন সে লোক বলবে, তুমি কে? জবাবে সে সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার আমলে সালিহা। পক্ষান্তরে কাফির বক্তিদের বদ- আমল কুৎসিত কদাকার ব্যক্তির অবয়বে আত্মপ্রকাশ করবে। বলবে, তোমার জন্য দুর্ভাগ্য আমি তোমার বদ আমল। (উমদাতুল কারি-২৩/৯৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ".

সহজ তরজমা

৬০৯৮. আবু নুমান রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যা তার কবরে জান্নাত বা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। আর বলা হয়, এটা হল তোমার ঠিকানা; তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِذَا مَاتَ বাক্যে। কেননা যে ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা আবশ্যক।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".

সহজ তরজমা

৬০৯৯. আলী ইব্‌নে জা'দ রহ. ... আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত- ব্যক্তিদেরকে গালি দিও না। কারণ, তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ফল পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে الأَمْوَاتَ বাক্যে। কেননা প্রত্যেক মৃত্যুতে মৃত্যুযন্ত্রণা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৪ এবং পূর্বে ১৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

১। সুস্পষ্টত মৃতব্যক্তিদেরকে মন্দ বলার মাঝে কোনো উপকারিতা নেই। এর দ্বারা ক্ষতি আবশ্যক। কেননা এর দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কষ্ট পায়। আর মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা নেহাৎ জরুরি।

২। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিসে ইরশাদ করেছেন, اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিদের সুন্দর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো আর মন্দ বিষয়গুলো আলোচনা করা থেকে বিরত থেকো। (তিরমিযি-১/১২১)

সাতাইশতম পারা

بَابُ نَفْخِ الصُّوْرِ

৩৪৮১. অনুচ্ছেদ : শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া প্রসঙ্গে

قَالَ مُجَاهِدٌ: الصُّوْرُ كَهَيْئَةِ الْبُوْقِ، زَجْرَةٌ: صَيْحَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّاقُوْرِ: الصُّوْرِ، الرَّاجِفَةُ: النَّفْخَةُ الأُوْلَى، وَالرَّادِفَةُ: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ.

মুজাহিদ রহ. বলেন : صُوْر হল শিঙ্গার মতো, যাতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে। زَجْرَةٌ অর্থ صَيْحَةٌ (নিনাদ/ ধমকি)। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : نَاقُوْر শিঙ্গা, رَاجِفَةٌ 'প্রথম ফুৎকার' আর رَادِفَةٌ দ্বিতীয় ফুৎকার।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

اَلصُّوْرُ : শব্দটির সোয়াদে পেশ, ওয়াও সাকিন দিয়ে। এটি صُوْرَةٌ-এর বহুবচন নয়। যেমনটি কেউ কেউ মনে করেছেন। বিশুদ্ধ মতে صُوْرٌ শব্দটি ইসমে জিন্‌স। কেননা আয়াতে কারিমা ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى (সূরা যুমার-৬৮)-এর মধ্যে فِيْهِ-এর যমিরটি واحد مذكر غائب। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, صُوْرٌ শব্দটি বহুবচন নয়। কিন্তু যে صُوْرٌ শব্দটিকে

صُوْرَةٌ-এর বহুবচন বলা হয়, তার অর্থ—মৃতদেহে রূহ ফুঁকে দেওয়া/ প্রাণ সঞ্চার করা উদ্দেশ্য। অথচ বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে, صُوْرٌ-এর অর্থ, শিঙ্গা। যেমন : আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়িসহ বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : اَلصُّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ (سنن أبي داود ٢٣٦/٤) অর্থাৎ صُوْرٌ হল শিঙ্গা, যাতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে।

قَالَ مُجَاهِدٌ : মুজাহিদ রহ. বলেন, صُوْرٌ بُوْقٌ অর্থাৎ صُوْر হল শিঙ্গার মতো, যাতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে। মুজাহিদ রহ. বলেন : সূরা নাযিয়ায় (১৩নং আয়াতে) ইরশাদ হয়েছে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ। এতে زَجْرَةٌ অর্থ صَيْحَةٌ (নিনাদ/ ধমকি)। অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় একটি বিকট চিৎকার শোনা যাবে। যার ফলে সকল মুরদা জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। যেমনিভাবে প্রথম ফুৎকারের দ্বারা সকল মানুষ মরে যাবে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : সূরা মুদ্দাচ্ছিরে [৮নং আয়াতে] ইরশাদ হয়েছে, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ। এতে نَاقُوْر দ্বারা صُوْر উদ্দেশ্য অর্থাৎ যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর সূরা নাযিয়ায় যে (৬-৭নং আয়াতে) ইরশাদ হয়েছে, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ। এখানে رَاجِفَةٌ দ্বারা প্রথম ফুৎকার আর رَادِفَةٌ দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। (উমদাতুল কারি-২৩/৯৮)

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. وَالأَعْرَجِ. أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اِسْتَبَّ رَجُلَانِ. رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسٰى عَلَى الْعَالَمِينَ. قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ. فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ. فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسٰى. فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ. فَإِذَا مُوسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ. فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسٰى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي. أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ".

সহজ তরজমা

৬১০০. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করল। একজন মুসলমান, অপরজন ইহুদি। মুসলমান বলল : শপথ ওই মহান সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ কে জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাবী বলেন, এতে মুসলমান রাগান্বিত হয়ে গেল এবং ইহুদির মুখমণ্ডলে একটি চপেটাঘাত করে বসল। এরপর ইহুদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে তার মাঝে ও মুসলমানের মাঝে যা ঘটেছিল, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসা আ.-এর উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেঁহুশ হয়ে যাবে। আর আমিই হব সেই ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম হুঁশে আসবে। হুঁশ হয়েই আমি দেখতে পাব, মূসা আ. আরশে আযিমের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না, মূসা আ. কি সেই লোক যিনি বেহুঁশ হবেন আর আমার পূর্বেই প্রকৃতিস্থ হয়ে যাবেন? নাকি তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা বেহুঁশ হয়ে যাওয়া থেকে স্বতন্ত্র রেখেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৫, পূর্বে ৩২৫, ৪৮৪, ৪৮৫ এবং সামনে ১১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য :

قَوْلُهُ: فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : 'কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে'। যেমন, কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ [الزمر: ٦٨] অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আসমান-জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (সূরা যুমার-৬৮)

এ আয়াতে কারিমায় إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ দ্বারা কারা কে উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন : ১. হযরত মূসা আ.। ২. হযরত জিবরাঈল আ., মিকাঈল আ., ইসরাফিল আ. এবং মালাকুল মওত আজরাঈল আ.। ৩. নবি-রাসূল ও শহিদগণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মোটকথা, এ ব্যতিক্রম হবে ওই প্রথম ফুৎকারের সময়। এরপর হয়তো তাঁদের উপরও ফানা বিরাজ হবে। তাঁরাও একসময় বিলীন হয়ে যাবেন। আর আল্লাহ ঘোষণা করবেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [غافر ١٦] অর্থাৎ আজকের রাজত্ব কার? একমাত্র মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর। (সূরা মুমিন-১০)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ". رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬১০১. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামত হবে, তখন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। আর আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে হুঁশ হয়ে দাঁড়াবে। আর আমি দেখতে পাব যে, মূসা আ. আরশে আযিম ধরে আছেন। বস্তুত আমি জানি না, তিনি বেহুঁশদের অন্তর্ভুক্ত কি-না? এ হাদিস আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ। এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ: يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪৮২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ [কিয়ামতের দিন] জমিনকে মুঠিতে নিয়ে নিবেন

এ তা'লিকটি হযরত নাফী রহ. ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ"

সহজ তরজমা

৬১০২. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামতের দিন) জমিনকে আপন মুষ্টিতে আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন : আমিই বাদশা, কোথায় দুনিয়ার বাদশারা?

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের প্রথম অংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৫, পূর্বে ৭১১ এবং সামনে ১০৯৮ ও ১১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের ব্যাখ্যা : এখানে একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা,

(১) জমিনকে মুষ্টিতে নেওয়া ও আকাশকে ভাঁজ করার দ্বারা কজা ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ তায়ালা তাঁর শান অনুযায়ী এগুলো করবেন।

(৩) এসব মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুতাশাবিহাতের পিছনে পড়া নিষিদ্ধ। আমাদের জন্য শুধু ঈমান ও বিশ্বাস রাখা জরুরি যে, এর মর্মার্থ যা-ই হোক তা সত্য। মৌলিকত্ব পর্যন্ত পৌঁছানো বান্দার ক্ষমতার বাইরে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ خَالِدٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً. يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ. كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ. نُزُلًا لأَهْلِ الْجَنَّةِ". فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ "بَلَى". قَالَ تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا. ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ. قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

সহজ তরজমা

৬১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন একটি রুটি হয়ে যাবে—আর আল্লাহ্ তায়ালা তাকে স্বহস্তে তুলে নিবেন, যেমনি তোমাদের কেউ সফরের সময় তার রুটি হাতে তুলে নেয়—জান্নাতিদের মেহমানদারিস্বরূপ। ইত্যবসরে একজন ইহুদি আসল এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বরকত দান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতিদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, (সেদিন) সমস্ত ভূ-মণ্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন ও হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন : তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রুটির) তরকারি সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন, তাদের তরকারি হবে বালাম ও নুন। সাহাবাগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন, ষাঁড় ও মাছ। এদের কলিজার গুরদা দ্বারা সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন জমিনকে ভাঁজ করে নিবেন। ফলে তা রুটির মতো হয়ে যাবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে তওবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نُزُلًا : শব্দটির نون ও زاء বর্ণে পেশ। অর্থ, মেহমানির খাবার। মেহমানের সামনে প্রথম পরিবেশিত খাবার। আমাদের সামাজিকতা অনুযায়ী এটাকে নাস্তাও বলা যায়। আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের উপযুক্ত লোকদের সামনে তা পরিবেশন করবেন। যাতে তাদের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব না হয়।

بَالَامٌ : শব্দটির باء বর্ণে যবর, ميم বর্ণ তাশ্‌দিদ ছাড়া। এ بَالَامٌ শব্দটি ইবরানি ভাষার শব্দ। কেননা এটি আরবি শব্দ হলে সাহাবাদের এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসার দরকার হত না। بَالَامٌ-এর আরবি হল, ثَوْرٌ (ষাঁড়/ বলদ)।

نُوْنٌ : এ শব্দটি আরবি। অর্থ, মাছ।

زَائِدَةٌ : মাছের কলিজায় পৃথক একটি অংশ থাকে। এটা খুবই সুস্বাদু হয়। সেটাকে زَائِدَةٌ বলা হয়।

نَوَاجِذُهٗ : শব্দটি নূন, জিম ও যাল দ্বারা গঠিত। এটি نَاجِذٌ-এর বহুবচন। অর্থ : পেষণদণ্ড, মাঁড়ির দাঁত। আবার কখনো اَنْيَابٌ [কর্তন দাঁত/ সামনের দাঁত]-কেও শামিল করে। যেমন كتاب الصوم এ রয়েছে যে حتى بدت انيابه আল্লামা আইনি রহ. নিক্ষেপ যে এদুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা نَوَاجِذُ শব্দটি اَنْيَابٌ ও اَضْرَاسٌ (কর্তন দাঁত ও মাঁড়ির দাঁত) উভয়ের উপর প্রয়োগ হয়। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, نَوَاجِذُ শব্দটি نَاجِذَةٌ-এর বহুবচন। ফাতহুল বারি ও কাস্তালানিতে রয়েছে, نَوَاجِذُ শব্দটি نَاجِذٌ-এর বহুবচন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ . قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ﷺ . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ". قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدٍ.

সহজ তরজমা

৬১০৪. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারিয়াম রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল ভূমির উপর একত্র করা হবে, সাদা গমের রুটি যেমনি স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহ্‌ল বা অন্য কেউ বলেন, তার মাঝে কারো কোনো কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না অর্থাৎ কোনো ঘর-বাড়ি, পাহাড় বা টিলা কিছুই থাকবে না; সম্পূর্ণ সমতল ভূমি হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা কিরমানি রহ.-এর ভাষ্যমতে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, পূর্বের হাদিসে উল্লেখিত خُبْزَةٌ শব্দটির সাথে এখানে قُرْصَةٌ-এর মিল রয়েছে। আর জমিনকে قُرْصَةٌ-এর মতো করে দেওয়াও একধরনের ভাঁজ করা। আমি বলি, এনে আপত্তি আছে। (উমদাতুল কারী)

বলা বাহুল্য, আল্লামা আইনি রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বটে; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে শিরোনামের সাথে হাদিসের কোনো মিল তিনি বর্ণনা করেন নি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে তওবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : كَيْفَ الْحَشْرُ

৩৪৮৩. অনুচ্ছেদ : হাশরের অবস্থা

[اَلْحَشْرُ অর্থ, একত্র করা। সমবেত করা। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি কিভাবে হাশর হবে, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে।]

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

হাশরের ব্যাখ্যা : হাশর হল চারটি। দুটি দুনিয়ায়; দুটি আখেরাতে। দনিয়ার দুটি হাশরের মধ্যে একটির আলোচনা সূরা হাশরের ২নং আয়াতে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, هُوَ الَّذِيْ أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. অর্থাৎ তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছেন। আরো বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৮/৭২ দেখুন।

আর দুনিয়ার দ্বিতীয় হাশরটি সংঘটিত হবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে। অর্থাৎ একটি আগুন আসবে এবং সবাইকে হাঁকিয়ে শামে একত্র করবে।

বাকি আখেরাতের হাশর দুটি হল : (১) মৃতদের কবর থেকে জীবিত হয়ে হাশরে সমবেত হওয়া। (২) হাশরের মাঠ থেকে জান্নাত বা জাহান্নামে গিয়ে সমবেত হওয়া।

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا".

সহজ তরজমা

৬১০৫. মুয়াল্লা ইব্‌নে আসাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে শামের দিকে] মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দুজন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহিত। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে, আগুন তাদেরকে একত্র করে নিবে। যেখানে তারা থামবে, আগুনও তাদের সাথে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে, আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে, আগুনও তাদের সাথে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে, আগুনও তাদের সাথে সন্ধ্যা করবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৫-৯৬৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا. قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ : "أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

সহজ তরজমা

৬১০৬. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! অধোবদন অবস্থায় কাফিরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে? তিনি বললেন : দুনিয়াতে যে মহান সত্তা (মানুষকে) দু' পায়ের উপর হাঁটাতে পারেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন অধোবদন করে হাঁটাতে সক্ষম নন? তখন কাতাদা রাযি. বললেন, আমাদের রবের ইজ্জতের কসম! হাঁ, অবশ্যই পারেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৬, পূর্বে كِتَابُ التَّفْسِيْرِ ، باب قوله تعالى : اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ إِلٰى جَهَنَّمَ (সূরা ফুরকান) ৭০১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে তওবা অধ্যায়ে ও নাসায়িতে তাফসির অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ. سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلًا". قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬১০৭. আলী রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে মিলিত হবে। সুফিয়ান বলেন, এ হাদিসকে সেসব হাদিসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, যা ইব্‌নে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিজে শুনেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার উল্লেখিত গুণাবলির সাথে সাক্ষাৎ হওয়া।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৬ এবং পূর্বে ৪৭৩, ৪৯০, ৬৬৫ ও ৬৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ "إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا".

সহজ তরজমা

৬১০৮. কুতাইবা ইব্নে সাঈদ রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর তায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৬ এবং পূর্বে ৪৭৩ আংশিক, ৪৯০, ৬৬৫, ৬৯৩ ও ৯৬৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

قوله مُلَاقُو اللهِ **:** বাক্যটি মূলত مُلَاقُوْنَ اللهِ ছিল। এখানে ইজাফতের কারণে নূন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} الآيَةَ. وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ. وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي. فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي. فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ {الْحَكِيمُ} قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ".

সহজ তরজমা

৬১০৯. মুহাম্মদ ইব্নে বাশ্শার রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, নিশ্চয় তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : ... 'যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব'। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহিম আ.-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মত থেকে কিছু লোককে আনা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বামওয়ালাদের (বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, নিশ্চয় তুমি জান না তোমার পরে এরা কি করেছে! তখন আমি আরয করব, যেমনি নেককার বান্দা আরয করেছে : ... 'যতদিন আমি ছিলাম, আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম ...'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এরপর জবাব দেওয়া হবে। এরা সর্বদাই [দীন থেকে] পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপরে ছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

ব্যাখ্যা : مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ-এর দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যথা :

১। এর দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য হতে পারে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফত আমলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীসময়ে হযরত আবু বকর রাযি. তাদেরকে হত্যা করেন। আর তারা কুফুর অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।

২। আবার এর দ্বারা মুনাফিকও উদ্দেশ্য হতে পারে।

৩। তা ছাড়া সেসব মুসলমানও উদ্দেশ্য হতে পারে, যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে ও মনে করে ঠিক; কিন্তু আবার তারা বিভিন্ন কুপ্রথা ও বিদয়াতেও লিপ্ত। যেমন, মহররম মাসে তাজিয়া মিছিল বের করা, কবরের উপর সম্মানের সাজ্দা করা, কবরের উপর চাদর বিছানো ইত্যাদির মতো গর্হিত কর্মকাণ্ডকে পুণ্যের কাজ ও ইবাদত মনে করে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ঘৃণ্য বিদয়াতগুলো কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; পরিত্যাজ্য। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকেরাও এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا". قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالَ: "الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ".

সহজ তরজমা

৬১১০. কায়স ইব্নে হাফস রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায়। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন : এরূপ ইচ্ছা করার চেয়েও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা [অর্থাৎ নিজের প্রাণের চিন্তায় সতরের কোনো খেয়ালই কারো থাকবে না]।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে صِفَةُ الْحَشْرِ অধ্যায়ে, নাসায়িতে الْجَنَائِزُ ও التَّفْسِيْرُ অধ্যায়ে আর ইবনে মাজাহে الزُّهْدُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ "تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ".

সহজ তরজমা

৬১১১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা কোনো এক তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা জান্নাতিদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি আবার বললেন : তোমরা জান্নাতিদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শপথ ওই মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর জান। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা জান্নাতিদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে, জান্নাতে কেবল মুসলমানগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এমন, যেমনি কালো ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম, অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ার উপর কালো পশম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সঙ্গে হাদিসের মিল হল, জান্নাতিদের অর্ধেক লোক এ উম্মতের মধ্য থেকে হওয়া তো কেবল হাশর কায়েমের পরেই হতে পারে। এটা ইস্তিছনার পন্থায় প্রমাণিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৬, সামনে ৯৮৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে ঈমান অধ্যায়ে, তিরমিযিতে صِفَةُ الْجَنَّةِ অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহে যুহ্দ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنِي أَخِي. عَنْ سُلَيْمَانَ. عَنْ ثَوْرٍ. عَنْ أَبِي الْغَيْثِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ. فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هٰذَا أَبُوكُمْ آدَمُ. فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ. فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ "إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ".

সহজ তরজমা

৬১১২. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম আ.-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর বংশধরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ওনি হলেন তোমাদের পিতা আদম আ.। জবাবে তারা বলবে, হাজির! হাজির! মোরা তব খিদমতে হাজির! এরপর তাকে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার জাহান্নামি বংশধরকে বের কর। তখন আদম আ. বলবেন, প্রভু হে! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, প্রতি একশ থেকে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতি একশত থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে, তখন আর আমাদের মাঝে বাকি থাকবে কি? তিনি ﷺ বললেন : নিশ্চয় অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কালো ষাঁড়ের গায়ের শুভ্র পশমের মতো।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসের ভাষ্য কিয়ামত দিবসে হাশরের পরেই সংঘঠিত হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. [الحج : ١]

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ. [النجم : ٥٧] . اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. [القمر : ١]

৩৪৮৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার

আল্লাহর বাণী– কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। (সূরা নাজম-৫৭);

আল্লাহর বাণী– কিয়ামত আসন্ন। (সূরা কমার-১)

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الْأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "يَقُولُ اللّٰهُ يَا آدَمُ. فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سَكْرٰى وَمَا هُمْ بِسَكْرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ". فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّنَا الرَّجُلُ قَالَ "أَبْشِرُوا. فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ. ثُمَّ قَالَ. وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قَالَ

فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ".

সহজ তরজমা

৬১১. ইউসুফ ইব্‌নে মূসা রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাজির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, জাহান্নামিদের বের কর। আদম আ. আরয করবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামি বের করব? আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। বস্তুত এটা হবে সে-সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) ... আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতালপ্রায় যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (সূরা হজ-১) এটা সাহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন : তোমরা এ মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, ইয়াজূয-মাজূয থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন : শপথ ওই মহান সত্তার, যার হাতের মুঠোয় আমার জান। আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতিদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদু লিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন : শপথ ওই মহান সত্তার, যার হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে, তোমরা জান্নাতিদের অর্ধেক হয়ে যাবে। অন্য সব উম্মতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কালো ষাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ, অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাদার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَشِيبُ الصَّغِيرُ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৭, পূর্বে ৪৭২-৪৭৩ ও ৬৯৩ এবং সামনে ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

৩৪৮৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে?'

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. [البقرة: ١٦٦] قَالَ: «الْوُصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ-এর মর্মার্থ হল, সেদিন দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। [অর্থাৎ দুনিয়াতে পারস্পরিক বন্ধন-সম্পর্ক রয়েছে, সেদিন সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনো অনুসারী কিংবা অনুসৃত থাকবে না। সকলেই নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকবে।]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: "يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ"

সহজ তরজমা

৬১১৪. ইসমাঈল ইব্‌নে আবান রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তায়ালার বাণী يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ-এর তাফসিরে বলেন : তাদের প্রত্যেকেই দণ্ডায়মান হবে নিজের ঘামে তার অর্ধ কান পর্যন্ত ডুবন্ত অবস্থায়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৭, পূর্বে ৭৩৬ এবং মুসলিম-২/৩৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কিয়ামত দিবসে মানুষ যখন হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন কিছু মানুষ আজাবের ভয়ে ও সূর্যের তাপে নিজের ঘামের মধ্যে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।

قوله: فِيْ رَشْحِهِ : رَشْح শব্দটির রা-বর্ণে যবর, শিন সাকিন। অর্থ, ঘাম।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ".

সহজ তরজমা

৬১১৫. আব্দুল আযিয ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম সত্তর হাত জমিনে ছড়িয়ে যাবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি উপরিউক্ত হাদিসে ইবনে ওমর রাযি.-এর পরে আনা হয়েছে। কেননা এতে পূর্বের হাদিসের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আর এতটুকু মিলই যথেষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৪৮৬. অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ

وَهِيَ الحَاقَّةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقَّ الأُمُورِ. اَلْحَقَّةُ وَالحَاقَّةُ وَاحِدٌ. وَالْقَارِعَةُ. وَالْغَاشِيَةُ. وَالصَّاخَّةُ. وَالتَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ.

আর এ কিয়ামতই اَلْحَاقَّةُ। কেননা সে-দিন বিনিময় পাওয়া যাবে এবং সমস্ত প্রমাণিত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবে। اَلْحَقَّةُ ও اَلْحَاقَّةُ-এর অর্থ একই। তদ্রূপ اَلصَّاخَّةُ. اَلْغَاشِيَةُ. اَلْقَارِعَةُ ও اَلتَّغَابُنُ কিয়ামতই। اَلتَّغَابُنُ অর্থ, জান্নাতিগণ জাহান্নামিদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

অর্থাৎ কিয়ামতের আরেক নাম اَلْحَاقَّةُ। আর اَلْحَاقَّةُ শব্দটি حَقٌّ থেকে ইসমে ফায়েলের واحد مؤنث-এর ছিগাহ। অর্থ, সত্য। প্রমাণিত। সাব্যস্ত। উদ্দেশ্য হল, কিয়ামত। কেননা সে-দিন সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বিষয় বাস্তবায়িত হবে। اَلْحَاقَّةُ ও اَلْحَقَّةُ উভয়টির অর্থ এক তথা প্রতিষ্ঠিত সত্য কিয়ামত। এমনিভাবে اَلصَّاخَّةُ. اَلْغَاشِيَةُ. اَلْقَارِعَةُ ও اَلتَّغَابُنُ —এগুলো কিয়ামতকেই বলা হয়। এ শব্দগুলো কুরআন মাজিদে এসেছে। কিয়ামতকে এসব শব্দে নামকরণের কারণ নিম্নরূপ :

اَلْقَارِعَةُ : কেননা কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য অন্তর-আত্মা কাঁপিয়ে দিবে।

اَلْغَاشِيَةُ : কেননা কিয়ামতের ভয়াবহতা সবকিছুর উপর ছেয়ে যাবে।

اَلصَّاخَّةُ : এটাও কিয়ামতের নাম। কেননা صَاخَّةٌ বলা হয় এমন বিভৎস হৈ চৈ ও চিৎকারকে, যা কানগুলো বধির করে দিবে। কোনো কিছুই শুনতে পাবে না। তবে জীবিত হওয়ার জন্য যে আওয়াজ দেওয়া হবে, সেটা এর বাইরে।

اَلتَّغَابُنُ : কেননা জান্নাতিগণ জাহান্নামিদের স্থানগুলো দখল করে নিবে, যে স্থানগুলো তারা মুমিন হলে পেত। আল্লামা আইনি রহ. লিখেন : غَبَنَ শব্দটি فعل ماضى-এর ছিগাহ। أهل الجنة তার ফায়েল। أهل النار যবর দিয়ে তার মাফউল। অর্থাৎ أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء। (উমদাতুল কারি-২৩/১১২)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ"

সহজ তরজমা

৬১১৬. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ্ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, কিয়ামত দিবসে হত্যার ফয়সালা করা হবে কিসাস হিসেবেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৭, সামনে ১০১৪ পৃষ্ঠায় الديات অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম الحدود অধ্যায়ে, তিরমিযি الديات অধ্যায়ে, নাসায়ি المحاربة অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ الديات অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে মারফুভাবে বর্ণিত আছে, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ। সুতরাং উক্ত হাদিস এবং অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদিসের মাঝে পরস্পর বিরোধ সুস্পষ্ট। এর সমাধান কি?

জবাব : এর সমাধান হল, হুককুল ইবাদ তথা বান্দার হকের মধ্যে সর্বপ্রথম রক্তের হিসাব নেওয়া হবে আর হুককুল্লাহর বা আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন রইল না।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ".

সহজ তরজমা

৬১১৭. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করেছে, সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়া, তার ভাইয়ের জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোনো দীনার ও দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে, তবে তার (মজলুম) ভাইয়ের গোনাহ্ এনে তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ الخ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৭, পূর্বে ৩৩১ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى

قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا"

সহজ তরজমা

৬১১৮. সাল্‌ত ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে খালাস পাওয়ার পর একটি পুলের উপর তাদের আটকানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে তারা একে অপরের উপর যে জুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। শপথ ওই মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জান! প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানকে চেনার তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে অধিক চিনবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَيُقَصُّ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৭ এবং পূর্বে ৩৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, অত্যাচার হুককুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হবে না বরং তার থেকে বদলা নেওয়া হবে। এখন এ বদলা হয়তো অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর নেক-পুণ্য দিয়ে বা মজলুম- অত্যাচারিত ব্যক্তির গুনাহ-অন্যায় ওই জালেম-অত্যাচারীর কাঁধে তুলে দিয়ে দেওয়া হবে। [মজলুম ক্ষমা করে দিলে সেটা ভিন্ন কথা।]

بَابٌ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

৩৪৮৭. অনুচ্ছেদ : যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আজাব দেওয়া হবে

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قَالَ "ذَلِكِ الْعَرْضُ

সহজ তরজমা

৬১১৯. উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে মূসা রহ. ... আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে, তাকে আজাব দেওয়া হবে। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্ তায়ালা কি এরূপ বলেননি, অচিরেই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, তা তো হবে শুধু পেশ করা মাত্র।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের প্রথম অংশে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-১/৪৬৩ দেখুন।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬১২০. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। ইব্‌নে জুরাইজ, মুহাম্মদ ইব্‌নে সুলাইম, আইয়ূব ও সালিহ্ ইব্‌নে রুস্তম, ইব্‌নে আবু মুলাইকা আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উক্তরূপ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ. وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ.

সহজ তরজমা

৬১২১. ইসহাক ইব্নে মানসূর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যারই হিসাব গ্রহণ করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। [আয়েশা রাযি. বলেন,] আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তায়ালা কি বলেননি, যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তা পেশ করা বৈ কিছুই নয়। আর কিয়ামতের দিন আমাদের মাঝে যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে, তাকে নিঃসন্দেহে আজাব দেওয়া হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৮, পূর্বে ২১, ৭৩৬, ৭৩৬ ও ৯৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. ﷺ. أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : "يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ".

সহজ তরজমা

৬১২২. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ও মুহাম্মদ ইব্নে মা'মার রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : কিয়ামতের দিন কাফিরকে হাজির করা হবে আর তখন তাকে বলা হবে, তোমার যদি পৃথিবী ভরা স্বর্ণ থাকত, তাহলে কি তার বিনিময়ে তুমি আজাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে, হাঁ! চাইতাম। এরপর তাকে বলা হবে, তোমার কাছে তো এর চেয়ে সহজতর বস্তুটি (তৌহিদ) চাওয়া হয়েছিল।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এতেও একপ্রকার হিসাবের আলোচনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৮, পূর্বে ৪৬৯ এবং সামনে ৯৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ. حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ. قَالَ حَدَّثَنِي خَيْثَمَةُ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ. ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ. ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ". قَالَ الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي

عَمْرٌو، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اتَّقُوا النَّارَ" ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ. ثُمَّ قَالَ "اتَّقُوا النَّارَ" ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ"

সহজ তরজমা

৬১২৩. উমর ইব্‌নে হাফ্স রহ. ... আদী ইব্‌নে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ্ তায়ালা কথা বলবেন। আর সেদিন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। এরপর বান্দা নজর করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় তার সামনের দিকে নজর ফেরাবে। তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করে।

আ'মাশ রহ. ... আদী ইব্‌নে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। এরপর তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন ও সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম, তিনি বুঝি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন। এরপর আবার বললেন : তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো। আর যে তা-ও না পায়, তবে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ গ্রহণ করবে)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে উপরিউক্ত হাদিসের মতো অর্থাৎ এতে একপ্রকার হিসাবের উল্লেখ আছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৮ ও পূর্বে ৯৬৮ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

৩৪৮৮. অনুচ্ছেদ : [উম্মতে মুহাম্মদিয়ার] সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ. قَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ. لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ. قُلْتُ وَلِمَ. قَالَ كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ". فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ". ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ".

সহজ তরজমা

৬১২৪. ইমরান ইব্‌নে মায়সারাহ্ ও আসীদ ইব্‌নে যায়িদ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ববর্তী উম্মতদের আমার সমীপে পেশ করা হয়। কোনো নবী তাঁর অনেক উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোনো নবী কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত। কোনো নবীর সঙ্গে পাঁচজন আবার কোনো নবী একা একা যাচ্ছেন। নজর করলাম, হঠাৎ দেখি

অনেক বড় একটি দল। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! ওরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। তবে আপনি উর্ধ্বলোকে নজর করুন! আমি নযর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। তিনি বলবেন, ওরা আপনার উম্মত। আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক। তাদের কোনো হিসাব হবে না, তাদের কোনো আজাবও হবে না। আমি বললাম, তা কেন? তিনি বললেন : তারা কোনো দাগ লাগাত না, ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হত না ও কুযাত্রা মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রভুর উপরই ভরসা করত। তখন উক্কাশা ইব্‌নে মিহসান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমার জন্য দুয়া করুন! আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাকে তাঁদের অর্ন্তভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ্! তুমি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দুয়া করুন! আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁদের অন্তভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : উক্কাশা তো দুয়ার ব্যাপারে তোমার অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৮, পূর্বে ৪৮৪, ৮৫০ ও ৯৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা তাবিজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁক, ঔষধ ও চিকিৎসা হারাম হওয়ার উপর দলিল পেশ করা নেহাৎ মূর্খতা। কেননা খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে চিকিৎসা ও অসুস্থ ব্যক্তির উপর দম করা প্রমাণিত। তবে তাক্‌দিরের উপর বিশ্বাস জরুরি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا. تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ". ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ "سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".

সহজ তরজমা

৬১২৫. মুয়ায ইব্‌নে আসাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল থাকবে। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, এতদ্বশ্রবণে উক্কাশা ইব্‌নে মিহ্‌সান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দুয়া করুন, আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুয়া করলেন : হে আল্লাহ্! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর নিকট দুয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অর্ন্তভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উক্কাশা তো উক্ত দুয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৮-৯৬৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম কিতাবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ. شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا. مُتَمَاسِكِينَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ. وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ".

সহজ তরজমা

৬১২৬. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... সাহ্ল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী (আবু হাযিম)-এর কোনো এক সংখ্যায় সন্দেহ রয়েছে। তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল থাকবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯, পূর্বে ৪৬০ এবং সামনে ৯৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، خُلُودٌ".

সহজ তরজমা

৬১২৭. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতিগণ জান্নতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর তাদের মধ্যে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! (এখানে) কোনো মৃত্যু নেই। হে জান্নাতের অধিবাসীরা! (এখানে) কোনো মৃত্যু নেই। এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসে মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের আলোচনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯, সামনের অনুচ্ছেদে ৯৬৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম صِفَةُ النَّارِ অধ্যায়ে রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ، وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ".

সহজ তরজমা

৬১২৮. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে, এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোনো মৃত্যু নেই। জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামিরা! এ হচ্ছে চিরিন্তন জীবন (এখানে) কোনো মৃত্যু নেই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

৩৪৮৯. অনুচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ ﷺ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ» {عَدْنٌ} [التوبة : ٧٢] : " خُلْدٌ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر : ٥٥] : فِي مَنْبِتِ صِدْقٍ

আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতিগণ সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে তা হল মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ গুর্দা। عَدْنٌ অর্থ, সর্বদা থাকা। عَدَنْتُ بِأَرْضٍ অর্থ, আমি অবস্থান করেছি। এরই থেকে الْمَعْدِنُ এসেছে। فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ যেখান থেকে সততা বের হয়। সততার উৎস। সততার খনি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

ব্যাখ্যা :

এ অনুচ্ছেদটি যেহেতু জান্নাতের গুণাবলি সম্পর্কে আর কুরআনে মাজিদে সূরা তওবায় জান্নাতের নাম جَنّٰتِ عَدْنٍ রয়েছে, তাই ইমাম বুখারি রহ. عَدْنٍ শব্দের তাফসির করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ".

সহজ তরজমা

৬১২৯. উসমান ইব্‌নে হায়সাম রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র আবার জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম এর অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরিব-দরিদ্র আর জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী স্ত্রীলোক হওয়া বস্তুত জান্নাত-জাহান্নামের একটি গুণ। হাদিসে যার উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯, পূর্বে ৪৬০, ৭৮৩, ৯৫৫ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি صِفَةُ الْجَهَنَّمِ ও নাসায়িতে عِشْرَةِ النِّسَاءِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ".

সহজ তরজমা

৬১৩০. মুসাদ্দাদ রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়িদ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, (এরপর দেখতে পেলাম,) তথায় যারা প্রবেশ করছে তারা অধিকাংশই নিঃস্ব। আর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। অবশ্য জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এরপর জাহান্নামের দরজায় গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। তখন দেখতে পেলাম, এখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বোক্ত হাদিসের মতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯, পূর্বে ৭৮২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম كِتَابُ الدَّعْوَاتِ ও নাসায়ি عِشْرَةِ النِّسَاءِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : এ হাদিসে اَلْمَسَاكِيْنَ শব্দ আর পূর্বের হাদিসে اَلْفُقَرَاءُ শব্দ এসেছে? এ দুটির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কি?

জবাব : আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, اَلْفُقَرَاءُ ও اَلْمَسَاكِيْنَ শব্দ দুটি একটি আরেকটির স্থানে প্রয়োগ হয়। সুতরাং আর প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন : আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে যাওয়ার সময় তো এখনো আসেনি। তবে ماضى [অতীতকালীন] শব্দ দ্বারা কেন ব্যক্ত করা হয়েছে?

জবাব : আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে ماضى [অতীত] حال [বর্তমান] ও مستقبل [ভবিষ্যৎ] সবগুলো সময়-কাল একসাথে বর্তমান ও একরকম। বিধায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী ﷺ-কে এসব ঘটনা এমনভাবে দেখিয়েছেন বা বর্ণনা করেছেন, যেন তিনি এক্ষুনি দেখছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ. وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ. جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. ثُمَّ يُذْبَحُ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ. يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ".

সহজ তরজমা

৬১৩১. মুয়ায ইবনে আসাদ রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে আর জাহান্নামিগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে জবাই করে দেওয়া হবে। আর একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, হে জান্নাতিগণ! (আর) কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামিগণ! (এখন আর কোনো) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতিগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামিদের বিষণ্নতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, জান্নাতিদের আনন্দ-খুশি দিনদিন বৃদ্ধি আর জাহান্নামিদের চিন্তা-পেরেশানি ও কষ্ট-বৃদ্ধি হওয়া বস্তুত জান্নাত-জাহান্নামের দুটি অবস্থা। কেননা এ দু অবস্থা জান্নাত ও জাহান্নামেই অর্জিত হবে। এ যেন محل বলে حال উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯, পূর্বে ৯৬৯ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম صِفَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাশরের ময়দানে যখন সকলের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন জান্নাতিগণ জান্নাতে ও জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তা ছাড়া জাহান্নামিদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাদের ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে যাওয়া ধার্য ছিল। এরপর মৃত্যুকে ভেড়ার রূপ দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে জবাই করে দেওয়া হবে। আর সেটা জান্নাত ও জাহান্নামের সকল অধিবাসী দেখতে পাবে। তবে ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে কে জবাই করবেন? এ ব্যাপারে একটি অভিমত হল, হযরত জিব্রাঈল আ. করবেন। আরেকটি অভিমত হল, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. জবাই করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا".

সহজ তরজমা

৬১৩২. মুয়ায ইব্‌নে আসাদ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতিগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতিগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাজির, আমরা আপনার সমীপে হাজির। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা আপনার মাখ্‌লুকাতের মধ্যে থেকে কাউকে দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব? তারা বলবে, প্রভু হে! এর চেয়েও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমাদের উপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৬৯-৬৭০, সামনে কিতাবুত্ তাওহিদে ১১২১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও তিরমিযি صِفَةُ الْجَنَّةِ অধ্যায়ে ও নাসায়ি النُّعُوتُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﷺ. يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ. فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي. فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ. وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: "وَيْحَكِ. أَوَهَبِلْتِ. أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ. وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ".

সহজ তরজমা

৬১৩৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে হারিসা রাযি. শহিদ হলেন। আর তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতি হয়; আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেলে! জান্নাত কি একটা না-কি? জান্নাত তো অনেক। আর হারিসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মাঝে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০, পূর্বে ৩৯৪, মাগাযিতে ৫৬৭ এবং সামনে ৯৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى. أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ". وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ

سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ. لَا يَقْطَعُهَا". قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ. فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ. مَا يَقْطَعُهَا".

সহজ তরজমা

৬১৩৪. মুয়াজ ইব্‌নে আসাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিনদিনের ভ্রমণের সমান হবে।

ইস্‌হাক ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... সাহ্‌ল ইব্‌নে সা'দ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবু বৃক্ষের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। রাবী আবু হাযিম বলেন, আমি এ হাদিসটি নুমান ইব্‌নে আবু আইয়াশ রহ.-এর সমীপে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু সাঈদ খুদরি রাযি. আমার কাছে এ মর্মে হাদিস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : নিশ্চয় জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবু তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০, পূর্বে ৪৬১, ৯৭০, ৪৬০ ও ৯৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : مُضَمَّرَ এর তাফ্‌সির পূর্বেও গত হয়েছে। অর্থাৎ সেই ঘোড়া, যাকে কিছুদিন খুব বেশি পানাহার করিয়ে মোটা-তাজা করা হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে খাদ্য কমিয়ে আনা হয়। আর এ পদ্ধতি দ্বারা ঘোড়া অধিক দ্রুতগামী হয়ে থাকে। পূর্বে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুজাম্মার ঘোড়ার জন্য ঘোড়া দৌড়ের সীমানা সাত মাইল হত আর অন্যান্য সাধারণ ঘোড়ার জন্য সীমানা হত এক মাইল।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ. لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ. مُتَمَاسِكُونَ. آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ. وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ".

সহজ তরজমা

৬১৩৫. কুতাইবা রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবু হাযিম জানেন না যে, নবী দুটি সংখ্যার মাঝে কোন্‌টি বলেছেন। (তিনি আরো বলেন,) তারা একে অপরের হাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমার রাতের মতো উজ্জ্বল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে পূর্বের কতক হাদিসের অনুরূপ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০, পূর্বে ৪৬০ ও ৯৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلٍ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ". قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ. فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ: "كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ".

সহজ তরজমা

৬১৩৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... সাহল রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতিরা জান্নাতের মধ্যে তাদের কামরাসমূহ দেখাতে পাবে, যেমনি আকশের মাঝে তোমরা তারকাসমূহ দেখতে পাও।

হাদিসের এক রাবী আব্দুল আযিয বলেন, আমার পিতা বলেছেন : আমি এ হাদিসটি নুমান ইব্‌নে আবু আইয়াশাকে বলেছি। এরপর তিনি বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আবু সাঈদ রাযি. কে আমি এ হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। এতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'যেমনি অস্তগামী তারকাকে আকাশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তোমরা দেখে থাক'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي عِمْرَانَ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي".

সহজ তরজমা

৬১৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আজাব প্রাপ্ত লোককে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত কিছু আছে তার তুল্য কোনো সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে নিজকে (আজাব থেকে) মুক্ত করতে? সে বলবে, হাঁ। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আমি তোমার থেকে এর চেয়ে সহজতর বস্তুর প্রত্যাশা করেছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে বর্তমান ছিলে। আর তা হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এরপর তুমি তা অস্বীকার করলে আর আমার সাথে শরিক স্থির করলে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল হল, জাহান্নামের অধিবাসীদের বিবেচনায় এ হাদিসে জাহান্নামের গুণ বর্ণিত হয়েছে। কেননা محل উল্লেখ করে حال উদ্দেশ্য নেওয়া যায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০ এবং পূর্বে ৪৬৯ ও ৯৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ عَمْرٍو. عَنْ جَابِرٍ ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ". قُلْتُ مَا الثَّعَارِيرُ قَالَ الضَّغَابِيسُ. وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ". قَالَ نَعَمْ.

সহজ তরজমা

৬১৩৮. আবু নু'মান রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, যেন তারা ছায়ারির। (রাবী জাবির বলেন,) আমি বললাম : ছায়ারির কি? তিনি বললেন : ছায়ারির মানে যাগাবিস (শৃগালের বাচ্চাসমূহ)। বের হওয়ার সময় তাদের মুখ থাকবে ভাঙা (দাঁত পড়া)। (হাদিসের এক রাবী হাম্মাদ বলেন,) আমি আবু মুহাম্মদ আমর ইব্‌নে দীনারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি. কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি--তিনি বলেছেন, শাফায়াতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি বললেন, হাঁ!

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে উপরিউক্ত হাদিসের মতো অর্থাৎ এতেও محل বলে حال উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে الايمان অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

الثَّعَارِيْر শব্দটির ثاء বর্ণে যবর, এরপর আইন, আলিফ ও দুটি রা এবং দুই 'রা'-এর মাঝে সাকিনযুক্ত ইয়া। এটি ثُعْرُوْرٌ এর (ثاء বর্ণে পেশ)-এর বহুবচন। যেমন عُصْفُوْر। অর্থ : ছোট ছোট কাঁকড়ি। দ্রুত উদগমনের ক্ষেত্রে উপমা দেওয়া হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, ثَعَارِيْر হল একপ্রকার তরকারি, যা সাধারণত শুভ্র হয়ে থাকে। মর্ম হল, এ গুনাহগার প্রথমে জাহান্নামে পুড়ে পুড়ে ভস্ম কয়লার মতো কালো হয়ে যাবে। এরপর যখন সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে আর তাকে مَاءُ الْحَيَاةِ তথা প্রাণসঞ্জীবনী পানিতে গোসল করানো হবে, তখন সে ثَعَارِيْر-এর মতো অতি দ্রুত সাদা হয়ে উঠবে।

এর হাদিস দ্বারা মুর্জিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতাদর্শীদের অভিমতকে খণ্ডন করা হয়েছে। যারা বলে থাকে, মুমিন ব্যক্তিরা গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে না। এমনিভাবে খারিজি ও মুতাযিলাদের অভিমতও খণ্ডন করা হয়েছে। যারা বলে, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে; কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

✪ বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ জানার জন্য নাসরুল বারি-১ كتاب الايمان দেখুন।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ".

সহজ তরজমা

৬১৩৯. হুদ্‌বা ইব্‌নে খালিদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আজাবে চর্ম বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতিগণ তাদেরকে জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশের একটি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, তখন জান্নাতিগণ তাদেরকে জাহান্নামি বলে আখ্যা দিবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسٰى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ"إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. أَوْ قَالَ. حَمِيَّةِ السَّيْلِ". وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً".

সহজ তরজমা

৬১৪০. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যার অন্ত করণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে বের করো। কয়লার মতো হয়ে তারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসবে। এরপর নহরে হায়াত (প্রাণসঞ্জীবনী প্রস্রবণ)-এর মাঝে তাদেরকে অবগাহন করানো হবে। এতে তারা এমন সজীব হয়ে উঠবে, যেমনি নদী তীরে জমা আবর্জনায় সজীব উদ্ভিত গজিয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন : তোমরা কি দেখ নি বীজকাটা উদ্ভিদ কি সুন্দর হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশের পর কয়লা হয়ে যাবে। আর এটা জাহান্নামের একটি গুণ বা অবস্থা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭০-৯৭১, পূর্বে ০৮, ৬৫৯, ৭৩১ এবং সামনে ১১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبَّة : শব্দটির حاء বর্ণে যবর দিয়ে حَبَّة আর حاء বর্ণে যের দিয়ে حِبَّة। এ দুটির পার্থক্য সবিস্তারে গত হয়েছে। তা জানতে নাসরুল বারি-১/২৫৮ দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ".

সহজ তরজমা

৬১৪১. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... নু'মান ইব্‌নে বাশির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির সবচেয়ে হাল্কা আজাব হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে অঙ্গার, তাতে তার মগজ উথ্‌লাতে থাকবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসে جَمْرَةٌ দ্বারা জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭১ এবং সামনে বিস্তারিতভাবে ৯৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, সে ব্যক্তি হলো আবু তালেব।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ".

সহজ তরজমা

৬১৪২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে রাজা রহ. ... নু'মান ইব্‌নে বাশির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির সবচে' হালকা আজাব হবে, যার দু'পায়ের নিচে রাখা হবে দুটি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার। এতে তার মগজ টগবগ করতে থাকবে, যেমনি ডেগ বা কলসি টগবগ করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭১ ও পূর্বে এই ৯৭১ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসে جَمْرَتَانِ শব্দ রয়েছে। আর এটাই সুস্পষ্ট। কেননা এটি قَدَمَيْنِ-এর মুনাসিব। আর পূর্বোক্ত হাদিসে جَمْرَةٌ রয়েছে। বস্তুত সেখানে واحد-কেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: "اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ".

সহজ তরজমা

৬১৪. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... আদী ইব্‌নে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) জাহান্নামের আলোচনা করলেন। এরপর তিনি তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং এর থেকে আশ্রয় চাইলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমরা জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেকে রক্ষা করো এক টুকরা খেজুরের বিনেময়ে হলেও। আর যে তা-ও পারবে না, সে যেন ভালো কথার বিনিময়ে হলেও আত্মরক্ষা করে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَتَعَوَّذَ مِنْهَا বাক্যে। আর এটাও জাহান্নামের একটি বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭১, পূর্বে ১৯০, ৮৯০ ও ৯৩৮ এবং সামনে ১১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ".

সহজ তরজমা

৬১৪৪. ইবরাহিম ইব্‌নে হামযা রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যখন তার কাছে তাঁর চাচা আবু তালিব সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল, তখন তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন সম্ভবত আমার শাফায়াত তাকে উপকৃত করবে। তখন তাকে জাহান্নামের সাধারণ আগুনে রাখা হবে, যা টাখ্‌নু পর্যন্ত পৌছুবে, এতে তার মগজ ফুটতে থাকবে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ বাক্যে। কেননা এটিও জাহান্নামের সিফাত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭১, পূর্বে ৫৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﵁. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ. وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ. ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا. فَيَأْتُونَهُ. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي. فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ. سَلْ تُعْطَهْ. وَقُلْ يُسْمَعْ. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا. ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ. وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ". وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

সহজ তরজমা

৬১৪৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফায়াত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম আ. -এর কাছে এসে বলবে, আপনি ওই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ তায়াল নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রূহ্ ফুঁকেছেন। ফিরিশতাদের হুকুম করেছেন আর তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর তিনি বলবেন, তোমরা নূহ আ.-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম রাসূলুল্লাহ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইবরাহিমের কাছে চলে যাও, যাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। এরপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমারা মূসা আ.-এর কাছে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন : তোমরা ঈসা আ.-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার পালনকর্তার কাছে অনুমতি চাইব। [আমার অনুমতি লাভ হবে।] সুতরাং আমি যখনই তাকে দেখব, সাজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। এরপর আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছে হয় আমাকে সাজ্দায় থাকতে দিবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, আপনার মাথা তুলুন! প্রার্থনা করুন, তা দেওয়া হবে। বলুন, শোনা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলে আপন পালনকর্তার এমন হাম্দ-প্রশংসা বর্ণনা করব, যা তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। তখন আমার জন্য একটা সময় বেঁধে দেওয়া হবে। সুতরাং আমি মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। এরপর পুনরায় আমি পালনকর্তার সমীপে আসব এবং তেমনিভাবে সাজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। তৃতীয় বা চতুর্থবার [রাবীর সন্দেহ] আমি আরয করব, হে পালনকর্তা। এখন তো জাহান্নামে কেবল সেসব

লোক রয়ে গেছে, যাদেরকে কুরআন মাজিদ বিরত রেখেছে [তথা কাফির-মুশরিক, যাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে]। হযরত কাতাদা রহ. مَنْ حَبَسَهُ-এর তাফসিরে বলতেন, যাদের জন্য চিরকাল জাহান্নামে থাকা অবধারিত হয়ে গেছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ বাক্যে। কেননা এটা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশের একটি প্রক্রিয়া।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭১, পূর্বে ৬৪২ তাফসিরে এবং সামনে ১১০১-১১০২, ১১০৮ ও ১১১৮-১১১৯ পৃষ্ঠায়; তাছাড়া মুসলিমে الايمان অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ-এর ব্যাখ্যা

১। হযরত আদম আ. সম্পর্কে وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ বলার দ্বারা তাঁর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলা।

২। হযরত নূহ আ.-এর ব্যাপারে وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ বলার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর অজ্ঞাত বিষয়ে প্রার্থনা উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনি না জেনে প্রার্থনা করেছিলেন : رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي الخ। (সূরা হূদ-৪৫)

৩। হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আ.-এর ব্যাপারে وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ বলা দ্বারা তাঁর তিনটি মিথ্যা উদ্দেশ্য। যথা,

এক. إِنِّي سَقِيمٌ। (সূরা সাফফাত-৮৯) তাঁর গোত্রের লোকেরা মেলার দিনে তাকে মূর্তিপূজার উৎসবে যোগদানের আহবান জানালে তিনি তাদের বলেছিলেন, আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

দুই. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ। (সূরা আম্বিয়া-৬৩) তিনি সুযোগে কুড়াল দিয়ে তাঁর পৌত্তলিক জাতির মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন। আর কুড়ালটি রেখে দেন বড় মূর্তির ঘারে। পরে তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বরং এদের বড়টি মূর্তিগুলো ভেঙেছে। এখানে তিনি মূলত মূর্তিগুলোর অক্ষমতাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

তিন. তিনি আপন স্ত্রী হাজেরা আ.-কে জালেম বাদশার সামনে বোন বলে পরিচয় দিতে বলেছিলেন।

তাঁর এ কথাগুলো মূলত তাওরিয়া/ দ্ব্যর্থবোধক ছিল; কিন্তু বাহ্যিকভাবে মিথ্যা ছিল। এজন্য হযরত ইবরাহিম আ. আল্লাহ তায়ালাকে ভয় পেয়েছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৪। হযরত মূসা আ. সম্পর্কে فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ বলার কারণ হল, তিনি এক কিবতিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন।

৫। হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে শুধু তিরমিযি শরিফে হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, فَيَأْتُونَ عِيسَى. فَيَقُولُ: إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللهِ. سنن الترمذى : ٥/٣٠٠ ، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ) অর্থাৎ সেদিন মানুষ সুপারিশের দরখাস্ত নিয়ে হযরত ঈসা আ.-এর নিকট এলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বলবেন, আল্লাহ ব্যতীত আমার উপাসনা করা হয়েছে ...।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য বুখারি শরিফের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখতে পারেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ".

সহজ তরজমা

৬১৪৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোককে মুহাম্মদ ﷺ-এর শাফায়াতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করা হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : সুপারিশের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত হাদিসের সাথে এটির মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭১-৯৭২ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি صِفَةُ النَّارِ অধ্যায়ে, আবু দাউদ সুন্নাহ অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ যুহ্দ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

قوله : فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : এখানে হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.-এর হাদিসে فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ. أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ ..الخ. [صحيح البخارى : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (القيامة:) ، ١١٢٧/٩] বাক্য রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ. أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ. أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ. أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْمٍ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي. فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ. وَإِلَّا سَوْفَ تَرٰى مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ لَهَا: "هَبِلْتِ. أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ. وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الأَعْلٰى". (وَقَالَ :غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ. لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا. وَلَنَصِيفُهَا. يَعْنِي الْخِمَارَ. خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

সহজ তরজমা

৬১৪৭. কুতাইবা রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধে হারিসা রাযি. অদৃশ্য তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলে তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার অন্তরে হারিসার স্নেহ-মমতা যে কত গভীর, তা তো আপনি জানেন। অতএব সে যদি জান্নাত লাভ করে, তবে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করব না। আর যদি ব্যতিক্রম হয়, তবে আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন আমি কি করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তো নির্বোধ। জান্নাত একটি, না-কি অনেক? আর সে তো সবচেয়ে উন্নতমানের জান্নাত ফিরদাউসে রয়েছে। তিনি আরো বললেন : এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম। জান্নাতের কোনো নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত ও সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর নাসিফ (ওড়না) দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর অনুচ্ছেদের শুরুতে হাদিসটি وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الأَعْلٰى পর্যন্ত গত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : হাদিসাংশ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ এবং وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ الخ-এর মাঝে সম্পর্ক কী?

জবাব : এর উদ্দেশ্য হল, غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ-এর সওয়াব দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যবর্তী সবকিছু থেকে উত্তম। কেননা غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ-এর সওয়াব জান্নাত। এভাবে জান্নাতের একজন নারীর ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছু হতে উত্তম। (কাস্তাল্লানী)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً"

সহজ তরজমা

৬১৪৮. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার জাহান্নামের ঠিকানাটা তাকে দেখানো হবে। যদি সে গুনাহ করত (তবে তাকে ওই ঠিকানা দেওয়া হত। কাজেই) যেন বেশি বেশি শোকর আদায় করে। আর যে কোনো লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাকে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হবে, যদি সে নেক কাজ করত! (তবে তাকে ওই ঠিকানা দেওয়া হত। সুতরাং) যেন তার আফসোস হয়।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের উভয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে। আর তা হল, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে দুটি ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য গুণ বিশেষ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : জান্নাত তো পুরস্কারের স্থান; শোকর আদায়ের স্থান নয়। সুতরাং জান্নাতিগণ জান্নাতে গিয়ে শোকর আদায় করার মর্ম কী?

জবাব : এ শোকর আদায় আদিষ্ট হিসেবে করবে না বরং স্বাদ অনুভবের জন্য করবে অথবা আনন্দ-প্রফুল্লতা বৃদ্ধির জন্য করবে। আর এটাকেই আবশ্যিক অর্থে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা কোনো জিনিসে সন্তুষ্ট ব্যক্তি তজ্জন্য মানুষ কাজে-কর্মে শোকরিয়া জ্ঞাপন করে।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, এ জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হবে কবরে সুওয়াল-জওয়াবের পর। এ হাদিস দ্বারা আরেকটি মাসয়ালা উৎসারিত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুটি ঠিকানা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি জান্নাতে; দ্বিতীয়টি জাহান্নামে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ : "لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ".

সহজ তরজমা

৬১৪৯. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফায়াত দ্বারা কোন্ লোকটি? তখন তিনি বললেন : হে আবু হুরাইরা! আমি ধারণা করেছিলাম, তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ, হাদিসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক আগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ওই ব্যক্তি হবে, যে খালেস অন্তর থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এ হাদিসটি উপর্যুক্ত হযরত আনাস রাযি.-এর হাদিসের (৬১৪৭) পরে আনাই অধিক সমীচিন ছিল। এটা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। (উমদাতুল কারি)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭২ এবং পূর্বে কিতাবুল ইল্‌মে ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

এখানে শাফায়াত দ্বারা ওই শাফায়াত উদ্দেশ্য যা রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামিদের সংবাদ শুনে উম্মতি উম্মতি বলবেন। এরপর যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৫৫ দেখুন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رضي الله عنه ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّي، أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

সহজ তরজমা

৬১৫০. উসমান ইব্‌নে আবু শাইবা রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও! জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে। বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও! জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য ও তার দশ গুণ। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রুপ বা ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন,) আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। আর বলা হচ্ছিল, এটা জান্নাতিদের নিম্নতম মর্যাদা।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে জাহান্নাম থেকে বের হওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ করার উল্লখ রয়েছে। আর এটা জান্নাত-জাহান্নামের একটি গুণ। যেমনটি আমরা পিছনে একাধিক শিরোনামে উল্লেখ করেছি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭২, সামনে কিতাবুত্ তাওহিদে ১১১৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الايمان অধ্যায়ে, তিরমিযি صِفَةُ جَهَنَّمَ অধ্যায় এবং ইবনে মাজাহ যুহ্‌দ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

وَكَانَ يُقَالُ : আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, وَكَانَ يُقَالُ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً অংশটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা নয় বরং এটা সাহাবা থেকে কিংবা তাঁদের মতো অন্যান্য আহলে ইলম থেকে বর্ণিত রাবীর কথা। (কিরমানি)

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এটিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরই কথা। এটা ইমাম মুসলিম রহ.-এর নিকট আবু সাঈদ রাযি.-এর প্রথম হাদিসে প্রমাণিত। (ফাতহুল বারি)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ.

সহজ তরজমা

৬১৫১. মুসাদ্দাদ রহ. ... আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবু তালিবকে কিছু উপকার করতে পেরেছেন?

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের বাকি অংশটুকুর মধ্যে মিল রয়েছে। কেননা এখানে হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। পূর্ণ হাদিসটি বুখারি শরিফ কিতাবুল আদাবে ৯১৭ দেখুন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭২, পূর্বে ৫৪৮ ও ৯১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কিতাবুল আদাবে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জবাবও বিদ্যমান রয়েছে।

بَابٌ اَلصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

৩৪৯০. অনুচ্ছেদ : সিরাত হল জাহান্নামের পুল

(اَلصِّرَاطُ শব্দটি এখানে মুবতাদা। আর جَسْرُ جَهَنَّمَ তার খবর।)

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلصِّرَاطُ : (সিরাত) এটা একটি পুল। জাহান্নামের উপরে নির্মিত। এ পুলের নিচেই রয়েছে জাহান্নাম। এ পুল দিয়েই মুসলমানগণ জান্নাতে যাবে। আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ...الخ অর্থাৎ পুলটি চুলের চেয়ে সরু আর তরবারির চেয়ে শাণিত। (মুসলিম-১/১০৩; শেষ লাইন)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَخْبَرَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أُنَاسٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ "هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ". قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ". قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ

جَهَنَّمَ " . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ . وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ . أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ . غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ . فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ . مِنْهُمُ الْمُوبَقُ . بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ . ثُمَّ يَنْجُو . حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ . وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ . مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ . فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ . وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ . فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا . فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ . فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ . وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا . فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ . فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ . فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ . ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ . وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ . فَلَا يَزَالُ يَدْعُو . فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ . فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ . فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ . فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ . ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ . ثُمَّ يَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ . وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ . فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ . فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا . فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا . فَيَتَمَنَّى . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا . فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا . قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ . لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ "هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ" . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ" . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ "مِثْلُهُ مَعَهُ" .

সহজ তরজমা

৬১৫২. আবুল ইয়ামান ও মাহমূদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন : সূর্যের নিচে যখন কোনো মেঘ থাকে না, তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বলল : না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে, তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বলল– না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমরা নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালাকে ওইরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষকে একত্র করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদত করেছিলে সে তার সাথে চলে যাও। সুতরাং সূর্যপূজারীরা সূর্যের সাথে, চন্দ্রপূজারীরা চন্দ্রের সাথে ও মূর্তিপূজারীরা মূর্তির সাথে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহ্ তায়ালাকে যে আকৃতিতে জানত, তার ব্যতিক্রম আকৃতিতে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের কাছে হাজির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা তোমার

থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব। আমাদের প্রভু যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নিব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহ্ তায়ালাকে জানত, সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে হাজির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, হাঁ! আপনি আমাদের প্রভু। তখন তারা আল্লাহ্ তায়ালার অনুসরণ করবে। এরপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দুয়া হবে 'অর্থাৎ হে আল্লাহ্! রক্ষা কর, রক্ষা কর।' সেই পুলের মাঝে সা'দান নামক (একপ্রকার তিক্ত কাঁটাদার গাছ) গাছের কাঁটার মতো কাটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলবেন : এ কাঁটাগুলি সা'দানের কাঁটার মতোই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের আমল অনুসারে ছিনিয়ে নিবে। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এমন হবে যে, তারা তাদের আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতিপয় লোক এমন হবে যে, তাদের আমল হবে সরিষা তুল্য নগণ্য। তবু তারা নাজাত পাবে। এমনকি আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের বিচারকার্য সম্পাদন করবেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বের করার জন্য ফিরিশতাদের আদেশ করবেন। সাজ্দার চিহ্ন থেকে ফিরিশতারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা বনী আদমের ওই সাজ্দার স্থানগুলিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং ফিরিশ্তারা তাদেরকে এমতাবস্থায় বের করবে যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মতো। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেওয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল হায়াত' প্রাণসঞ্জীবনী পানি। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা আবর্জনায় যেরূপ উদ্ভিদ জন্মায়, পরে এগুলো যেরূপ সজীব হয়, তারাও সেরূপ সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর জলন্ত অংগার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন : আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দিই, তবে কি তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা করবে? লোকটি বলবে, না! আল্লাহ্, তোমার ইজ্জতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। সুতরাং তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজাটার নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান! তুমি কতই না গাদ্দার? সে এরূপ প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, সম্ভবত আমি যদি এটি তোমাকে দিয়ে দিই, তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে প্রার্থনা করবে। লোকটি বলবে– না, তোমার ইজ্জতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে এ ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। সে যখন জান্নাতের মধ্যস্থিত নিয়ামতগুলি দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তুমি কি বলনি, তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতই না গাদ্দার। লোকটি বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টজীবের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা কর না। এভাবে সে প্রার্থনা করতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তায়ালা হেসে ফেলবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দিবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে : তোমার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চাও। সে (বিভিন্ন) আরযু করবে। এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন : এগুলি তোমার এবং এর সমপরিমাণও। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, ওই লোকটি হচ্ছে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী।

রাবী আতা ইবনে ইয়াযিদ রহ. বলেন, এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর সাথে হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি.-ও বসা ছিলেন। তিনি তাঁর [তথা আবু হুরাইরা রাযি.-এর] হাদিসে কোনো পরিবর্তন/ আপত্তি করেননি। এমনকি তিনি যখন هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তখন আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ (এটি তোমার এবং এর দশ গুণ) বলেছেন। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি وَمِثْلُهُ مَعَهُ (এগুলি তোমার এবং এর সমপরিমাণও) স্মরণে রেখেছি।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ বাক্যে। جِسْرُ অর্থ صِرَاطٌ (পুল)।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭২-৯৭৩, পূর্বে ১১১-১১২, সামনে ১১০৬ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম-১/১০০-১০১ কিতাবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-১/০৭ দেখুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحَوْضِ

হাউজ অধ্যায়

আমাদের ভারতীয় সংস্করণে এরূপই আছে। তদ্রূপ শরহে কিরমানিতেও এ শিরোনামই রয়েছে। কিন্তু উমদাতুল কারি, ফাতহুল বারি, ইরশাদুস সারি প্রভৃতি শরাহগুলোতে بَابٌ শব্দটি তানবিনসহ بَابٌ عَلَى الْحَوْضِ বাক্য রয়েছে।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

حَوْضٌ : এর আভিধানিক অর্থ, الَّذِىْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ الْمَاءُ অর্থাৎ যেখানে পানি জমা রাখা হয়। গর্ত। গহবর। আমাদের সমাজে حَوْضٌ বলা হয় ওই পুকুর/ চৌবাচ্চাকে, যাকে পানি জমা করে রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়। حَوْضٌ-এর বহুবচন حِيَاضٌ ও اَحْوَاضٌ আসে।

এখানে হাদিসসমূহে حَوْضٌ দ্বারা ওই বিশেষ حَوْضٌ (হাউজে কাউছার) উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিব হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে দান করেছেন। এ হাউজে কাউছার জান্নাতের দরজায় অবস্থিত। এ হাউজ থেকে ঈমানদারগণ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হবে। হাউজে কাউছার সম্পর্কে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অর্থগতভাবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে। হাউজে কাউছারের প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব। এটা বর্তমানে প্রস্তুত রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, হাউজে কাউছার অস্বীকারকারীরা পথভ্রষ্ট ও বেদীন। (উমদাতুল কারী)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.

৩৪৯১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [আনসারিদের উদ্দেশ্যে] বলেছেন : তোমরা হাউজের কাছে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করতে থাকবে। (হাদিসটি কিতাবুল মাগাযিতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৮/৩৯৯ দেখুন!)

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

এ কাউসার কী? এ বিষয়ে একাধিক উক্তি রয়েছে। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, এটা হাউজে কাউসার। জান্নাতের একটি নহর। এটাই প্রসিদ্ধ এবং প্রবীণ ও পরবর্তী সকল আলেমের নিকট সুবিদিত। আবার কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা তাঁর সন্তান উদ্দেশ্য। কেননা সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'নিঃসন্তান' বলে তিরস্কারকারীদের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান হিসেবে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "اَنَا فَرَطُكُمْ. عَلَى الْحَوْضِ".

সহজ তরজমা

৬১৫৩. ইয়াহইয়া ইব্‌নে হাম্মাদ রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউজের কাছে পৌঁছুব।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৩ এবং সামনে ১০৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ". تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬১৫৪. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউজের কাছে গিয়ে পৌছুব। আর (সেসময়) তোমাদের কতিপয় লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে পৃথক করে নেওয়া হবে। তখন আমি আরয করব, প্রভু হে! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কি কীর্তি করেছে, তা তো তুমি জান না। আসিম আবু ওয়াইল থেকে তার অনুসরণ করেছেন এবং হুসাইন সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৩-৯৭৪, সামনে ফিতানে ১০৪৫ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম فَضَائِلُ النَّبِيِّ ﷺ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস দ্বারা বিদয়াতের জঘন্যতা ও ভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট। তাদেরকে হাউজে কাউছার থেকে বঞ্চিত করা হবে। তা ছাড়া إِنَّكَ لَا تَدْرِي দ্বারা مَا كَانَ ও مَا يَكُونُ-এর দাবিদারদের মূর্খতার পর্দা ফাঁস হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ"

সহজ তরজমা

৬১৫৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের সামনে আমার হাউজের দূরত্ব হবে এতটুকু, যতটুকু দূরত্ব জারবা ও আযরুহ্ নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَمَامَكُمْ حَوْضٌ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الْفَضَائِلُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَرْبَاءَ : শব্দটির জিমে যবর, রা-সাকিন, এরপর بَاء।

أَذْرُحَ : শব্দটির হামযায় যবর, যাল সাকিন, রা-এ পেশ, শেষে حَاء।

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, 'জারবা ও আযরুহ' দুটি স্থানের নাম। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, এ দুটি স্থানের মাঝে তিন রাতের দূরত্ব। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এক ঘণ্টার দূরত্ব। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এ দুটির মাঝে ইয়ামানের আয়লা ও সানার মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, মদিনা ও সানার মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব রয়েছে। আর হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর বর্ণনায় রয়েছে, আয়লা থেকে আদন মধ্যকার দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব রয়েছে। (কাস্তালানি)

বস্তুত এসব উক্তি তিনি মানুষকে বুঝানোর জন্য করেছেন। তিনি যেসব স্থান চিনতেন সবগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রকৃত দৈর্ঘ ও প্রশস্ত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং হাউজের প্রশস্ততা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হাউজটি অনেক দীর্ঘ ও চওড়া হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ. وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

সহজ তরজমা

৬১৫৬. আমর ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কাউসার হচ্ছে 'আল খায়রুল কাসির' বা অধিক কল্যাণ, যা আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করেছেন। রাবী আবু বিশর বলেন, আমি সাঈদকে বললাম : লোকেরা তো মনে করে সেটা জান্নাতের একটা ঝর্ণা। তখন সাঈদ বললেন : এটা ওই ঝর্ণা, যা জান্নাতের মাঝে রয়েছে। তাতে আছে এমন কল্যাণ, যা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে প্রদান করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ বাক্যে। কেননা এর দ্বারা হাউজ উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় এবং পূর্বে তাফসির অধ্যায়ে ৭৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৭৮১ দেখুন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ. مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ. وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ. مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

সহজ তরজমা

৬১৫৭. সাঈদ ইবনে আবু মারইয়াম রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার হাউজ এক মাসের দূরত্বের সমান হবে। তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা। তার সুঘ্রাণ হবে মিশক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (কোনো কোনো বর্ণনায় أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ তথা 'মধুর চেয়ে মিষ্টি' অতিরিক্ত আছে।) তার পানপাত্রগুলো হবে [সংখ্যায়] আকাশের তারকার মতো। একবার যে এ হাউজ থেকে পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণিত হবে না।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৪৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে الْحَوْض অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

كِيزَانُهُ : শব্দটি كُوزٌ-এর বহুবচন। এর আরেক বহুবচন أَكْوَازٌ ও আসে। আর كُوزٌ অর্থ, ছোট পানপাত্র। পেয়ালা। একে كَنُجُومِ السَّمَاءِ এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে সংখ্যাধিক্য ও গণনার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ অসংখ্য ও অগণিত পেয়ালা হবে। حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ। ইমাম মুসলিম রহ. এ সূত্রে এখানে وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ বাক্য অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ চার কোণা সমান হবে। এর দৈর্ঘ-প্রস্থ সমান সমান হবে। প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ বেশি হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. عَنْ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ. وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ).

সহজ তরজমা

৬১৫৮. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউজের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সানা নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম فَضَائِلُ النَّبِيِّ ﷺ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيْلَةَ : শব্দটির হামযায় যবর, ইয়া সাকিন, লামে যবর, এরপর هاء। একটি শহরের নাম। (কাস্তালানি)

صَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ : صَنْعَاءَ শব্দটির সোয়াদে ও আইনে যবর, এ দুটির মাঝে নূন সাকিন ও মদসহ। এটা ইয়ামেনের রাজধানী সানা।

أَبَارِيق : শব্দটি إِبْرِيقٌ-এর বহুবচন। অর্থ, লোটা। বদনা। পেয়ালা। পানপাত্র।

এ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে ইমাম যুহ্‌রি ইবনে শিহাব রহ.-এর শ্রবণ প্রমাণিত। যারা তাঁর سَمَاعٌ (শ্রবণ)-কে অস্বীকার করেন, এ হাদিস দ্বারা তাদের উপর রদ করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ. فَإِذَا طِينُهُ. أَوْ طِيبُهُ. مِسْكٌ أَذْفَرُ". شَكَّ هُدْبَةُ.

সহজ তরজমা

৬১৫৯. আবুল ওয়ালিদ ও হুদবা ইব্‌নে খালিদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, ইত্যবসরে এক ঝর্ণার কাছে এলে দেখি, তার দু' পাশে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বললেন : এটা ওই কাউসার, যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশকের সুগন্ধি। হুদবা রহ. সন্দেহ করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে هَذَا الْكَوْثَرُ الخ বাক্যে। (অর্থাৎ হাউজে কাউছার।)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো বর্ণনায় تُرَابُهُ مِسْكٌ বাক্য রয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, طِينُهُ অগ্রগণ্য। যেমন : আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, لَمْ يَشُكَّ أَبُو الْوَلِيدِ أَنَّهُ بِالنُّونِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ অর্থাৎ শব্দটি নূন যোগে হওয়ার বিষয়ে আবুল ওয়ালিদ সন্দেহ করেন নি। আর এটিই নির্ভরযোগ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ. حَتَّى عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي. فَأَقُولُ أَصْحَابِي. فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".

সহজ তরজমা

৬১৬০. মুসলিম ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার সামনে আমার উম্মতের কতিপয় লোক হাউজের কাছে আসবে। তাদেরকে আমি চিনে নিব। আমার সামনে থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মত। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা নতুন নতুন কি কি করেছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে الْحَوْضَ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الْمَنَاقِبُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ অর্থাৎ কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া হাউজে কাউসার হতে পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হওয়াকে আবশ্যক করে। (উমদাতুল কারি)

আল্লামা কাস্তালানি রহ.-ও হুবহু তা-ই লিখেছেন : مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحِرْمَانِ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الْحَوْضِ। এর দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, বঞ্চিত হবে বিদয়াতিরা—যারা অনেক নতুন অবিষ্কৃত জিনিসকে দীন মনে করে নিয়েছে। যেমন : কবরে ফুল দেওয়া, চাদর চড়ানো, তাযিয়া মিছিল বের করা, এভাবে মিলাদ মাহফিলে দরূদ পড়ার জন্য কিয়ামকে আবশ্যিক মনে করা ইত্যাদি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার বিদয়াত ও পাপাচার থেকে রক্ষা করুন। আমিন!

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ». قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا: "فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا: بُعْدًا. يُقَالُ: {سَحِيقٌ} [الحج: ٣١] : بَعِيدٌ. سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَبَطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّئُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي. فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى".

সহজ তরজমা

৬১৬১. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের পূর্বে হাউজের নিকট পৌছুব। যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, সে তা হতে পানি পান করবে। আর যে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। কতিপয় এমন লোকও আমার নিকট আসবে, আমি তাদের চিনব আর তারাও আমাকে চিনবে। এরপর আমার ও তাদের মধ্যে অন্তরায় তৈরি করে [আমার সামনে থেকে তাদের সরিয়ে] দেওয়া হবে।

আবু হাজিম রহ. বলেন : আমি যখন এ হাদিসটি বর্ণনা করছিলাম, তখন আমার থেকে হাদিসটি নুমান ইবনে আবু আইয়াশ শুনেছেন। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এভাবেই হযরত সাহল রাযি. থেকে শ্রবণ করেছেন? তখন আমি বললাম, হাঁ। এরপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে এ হাদিস শ্রবণ করেছি। আর তিনি এ হাদিসে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন : [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেবেন,] আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে– তুমি জান না, তোমার পরে এরা [দীনের নামে] নতুন কি আবিষ্কার করেছে? কাজেই আমি বলব, দূর হও! দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে (দীন) বিকৃত করে ফেলেছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, سُحْقًا অর্থ بُعْدًا [তথা দূর হওয়া]। বলা হয়, سَحِيقٌ অর্থ بَعِيدٌ। (যেমন, সূরা হজ-৩১ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج] أي في مكان بعيد।) سَحَقَهُ ও أَسْحَقَهُ (তথা মুজাররদ ও মাযিদ ফিহ্ উভয়টি)-এর অর্থ, أَبْعَدَهُ (তাকে দূর করল)।

আহমদ ইব্‌নে শাবিব ইব্‌নে সাঈদ হাবাতি রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মত থেকে একদল লোক কিয়ামতের দিন আমার সমনে (হাউজে কাউসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউজ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে, এ ব্যাপারে নিশ্চয় তোমার জানা নেই। নিশ্চয় এরা দীন থেকে পশ্চাতে ফিরে গিয়েছিল।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ﷺ. أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّئُونَ عَنْهُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي. فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى". وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُجْلَوْنَ. وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلَّئُونَ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬১৬২. আহমদ ইব্‌নে সালিহ্ রহ. ... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব রহ. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাউজে কাউসারে উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেওয়া হবে। তখন আমি বলব হে রব! এরা আমার উম্মত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দীন থেকে পশ্চাতে ফিরে গিয়েছিল।

শুয়াইব রহ. যুহ্‌রি রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে فَيُجْلَوْنَ বর্ণিত। উকায়ল فَيُحَلَّئُونَ বলেছেন। যুবাইদি রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله : إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى : এর দ্বারা জানা গেল, হাদিস শরিফে উল্লেখিত লোকগুলো দ্বারা সেসব দুর্ভাগা লোক উদ্দেশ্য, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ. حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ. فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللهِ. قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ. قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللهِ. قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.

সহজ তরজমা

৬১৬. ইবরাহিম ইবনুল মুনযির রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একসময় আমি (হাশরের ময়দানে) দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ দেখতে পাব, একটি দল। এমনকি আমি যখন তাদের চিনে ফেলব, একটি লোক (ফিরিশতা) আমার ও তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসবেন। তিনি বলবেন, আপনি আসুন! আমি বলব, কোথায়? তিনি বলবেন, আল্লাহর কসম জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কী? (তাদরেকে নিয়ে চলুন!) তিনি বলবেন, নিশ্চয় এরা আপনার ইন্তেকালের পর দীন থেকে পশ্চাতে সরে গিয়েছিল। এরপর হঠাৎ আরেকটি দল দেখতে পাব। আমি তাদেরকে চিনে ফেলব। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে একলোক বেরিয়ে আসবেন। তিনি বলবেন, আসুন! আমি বলব, কোথায়? তিনি বলবেন, আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? তিনি বলবেন, নিশ্চয় এরা আপনার ইন্তেকালের পর দীন থেকে পশ্চাতে ফিরে গিয়েছিল। আমি মনে করি না যে, এদের কিছু লোক নাজাত পাবে; তবে রাখাল ছাড়া উটের মতো অতি অল্প [লোকই নাজাত পাবে]।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ বাক্যে। এর দ্বারা أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ : অর্থাৎ হাউজে কাউছারের পাড়ে দাঁড়াব। যেমনটি অনুবাদে উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় قَائِمٌ-এর স্থলে نَائِمٌ শব্দ রয়েছে। এক্ষেত্রে মর্মার্থ হবে, আমি স্বপ্নে দেখেছি। কিয়ামতের দিন তা ঘটবে।

قوله: خَرَجَ رَجُلٌ .. الخ : এর দ্বারা সে সকল ফিরিশতা উদ্দেশ্য, যারা ওইসব অপরাধীকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত। এ ফিরিশতাগণ তখন মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন।

قوله: هَلُمَّ : শব্দটি امر حاضر-এর অর্থে ব্যবহৃত اسم فعل। অর্থ, تَعَالَوْا (এসো!)। শব্দটি একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর এটা সেসব লোকের অভিধান মতে, যারা هلمّا هلمّوا هلمّي বলেন না বরং দ্বিবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রে هَلُمَّ-ই ব্যবহার করেন।

قوله: هَمَلِ النَّعَمِ : এখানে هَمَل শব্দটির هاء ও ميم বর্ণে যবর দিয়ে। এর একবচন هَامِلٌ। হারানো উট। রাখাল বিহীন বিচরণকারী উট। মর্মার্থ হল, সে দল থেকে খুব অল্প সংখ্যক লোকই মুক্তি পাবে। এতে বুঝা গেল, সে দলে কাফির ও গোনাহগার মুসলমান উভয় শ্রেণির লোকই থাকবে। তন্মধ্যে শুধু মুসলমানগণ মুক্তি পাবে আর কাফিরগণ চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي".

সহজ তরজমা

৬১৬৪. ইবরাহিম ইব্‌নুল মুনযির রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহ হতে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজের উপরে অবস্থিত।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫, পূর্বে ১৫৯ ও ২৫৩, সামনে ১০৯০ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম-১/৪৪৬ রয়েছে।

قَوْلُهُ بَيْنَ بَيْتِي : এখানে بَيْتٌ দ্বারা হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘর উদ্দেশ্য, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওজা মুবারক বর্তমান। যেমন : এক হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ... الخ. (رواه مصنف ابن أبي شيبة: ٦/٣٠٣، بَابُ مَا أَعْطَى اللهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ، وأحمد في مسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: ١٨/١٠٤، والبزار في مسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ٢/١٤٩، والمعجم الأوسط عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ١/١٩٢ وغيرهم.)

✪ আরো ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩৯০ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا ﵁، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَنَا فَرَطُكُمْ، عَلَى الْحَوْضِ".

সহজ তরজমা

৬১৬৫. আবদান রহ. ... জুনদব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আমি তোমাদের আগে হাউজের নিকট পৌছুব।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফে فَضَائِلُ النَّبِيِّ ﷺ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا".

সহজ তরজমা

৬১৬৬. আমর ইবনে খালিদ রহ. ... উকবা ইবনে আমির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বের হলেন এবং উহুদ যুদ্ধে শহিদদের প্রতি নামাযে জানাযার অনুরূপ নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি মিম্বরে

ফিরে এসে বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য হাউজের ধারে আগে পৌছুব। নিশ্চয় আমি তোমাদের (কার্যাবলির) সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এ মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় আমাকে বিশ্বভাণ্ডারের কুঞ্জি প্রদান করা হয়েছে। অথবা (বলেছেন,) বিশ্বের কুঞ্জি। আল্লাহর কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫, পূর্বে ১৭৯, ৫০৮, ৫৭৮ মাগাযিতে ও ৯৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১২৬-১২৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: "كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ". وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَوْلَهُ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الأَوَانِي قَالَ لاَ. قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ.

সহজ তরজমা

৬১৬৭. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হারিসা ইব্‌নে ওহ্‌ব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আর তিনি হাউজে কাউসারের আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন : হাউজে কাউসার মদিনা ও সানা নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতো। ইব্‌নে আবু আদী রহ. ... হারিসা রাযি. (কিঞ্চিত) অধিক বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে 'হাউজে কাউসারের দূরত্ব মদিনা ও সানার দূরত্ব তূল্য' কথাটুকু শুনেছেন। তখন মুস্তাওরিদ তাঁকে বললেন–আওয়ানি যে বলেছেন, তা কি তুমি শুননি? তিনি বললেন, না! মুস্ত াওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির মতো পরিলক্ষিত হবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম فَضَائِلُ النَّبِيِّ ﷺ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ". فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا. {أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ} تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِبِ.

সহজ তরজমা

৬১৬৮. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি হাউজের পাড়ে থাকব। তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে, আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে?

আল্লাহর কসম! এরা দীন থেকে সর্বদা পশ্চাদমুখী হয়ে ছিল। তখন ইবনে আবু মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ্! দীন থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা বা দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আবু আব্দুল্লাহ বুখারি রহ. বলেন, عَلٰى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ (সূরা মুমিনূন-৬৬)-এর অর্থ, 'তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে'।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

আল্লামা কাস্তালানি রহ. লিখেছেন, আমাদের আলেমগণ বলেন : যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে বা দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, যাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট নন এবং তার অনুমতিও দেননি, তাহলে সে হাউজ থেকে বঞ্চিত হবে ও বিতাড়িত হবে। (কাস্তালানি)

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫ এবং সামনে ১০৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাক্‌দির অধ্যায়

اَلْقَدَر : শব্দটির দালে যবর দিয়ে (قَدَرٌ) ও সাকিন করে (قَدْرٌ) উভয়টি জায়েয। তবে যবর দিয়েই অগ্রগণ্য। কাজেই হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন : وَالْقَدَرُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْمُهْمَلَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر] অর্থাৎ হাফেজ আসকালানি রহ. দাল সাকিনের উক্তি বর্ণনাই করেন নি। (ফাত্হুল বারি-১১/৪৭৭)

قَدَر ও تَقْدِيْر-এর আভিধানিক অর্থ

কদর ও তাক্‌দির শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ– অনুমান। পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার হুকুম। যেমন, কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে : قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق] অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ ধার্য করে দিয়েছেন। (সূরা তালাক-৩)

তাক্‌দিরের মাসয়ালা

শরিয়তের পরিভাষায় قَدَر ও تَقْدِيْر অর্থ, লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ চিরন্তন ফায়সালা। তাক্‌দিরের উপর ঈমান রাখা ফরজ এবং ঈমানের অঙ্গ। অর্থাৎ প্রত্যেক ভালো-মন্দ ও ছোট-বড় দুনিয়ায় যা কিছু সংঘটিত হয়, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ। তিনি সবকিছু লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। তাক্‌দিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। নবীযুগ থেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত তাক্‌দিরের মাসয়ালা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত পোষণ করা হয় নি। এ কাদরিয়া ফেরকারও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে এ ফেরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তাক্‌দির অস্বীকারের ভ্রান্ত মতবাদ চালু হয়। সেসময় বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., ওয়াছেলা ইবনে আসকা রাযি. প্রমুখ যত সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন, তাঁরা সর্বশক্তি ব্যয়ে এ কুপ্রথা প্রতিরোধ করেছেন। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সেসব বিদয়াতির প্রতি।

قَدَرٌ ও تَقْدِيْرٌ-এর পার্থক্য

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন : আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন,

اَلْمُرَادُ بِالْقَدَرِ حُكْمُ اللّٰهِ وَقَالُوْا أَيِ الْعُلَمَاءُ اَلْقَضَاءُ هُوَ الْحُكْمُ الْكُلِّيُّ الْإِجْمَالِيُّ فِي الْأَزَلِ وَالْقَدَرُ جُزْئِيَّاتُ ذٰلِكَ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيْلُهُ

অর্থাৎ قَدَرٌ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার বিধান ও হুকুম উদ্দেশ্য। আর অন্যান্য আলেমগণ বলেন, قَضَاءٌ হল মৌলিক/পূর্ণাঙ্গ হুকুম আর قَدَرٌ হল তার শাখা। (ফাতহুল বারি-১১/৪০৬; কিরমানি-২৩/৯২)

তাক্‌দির হল আল্লাহ তায়ালার রহস্যভেদের একটি রহস্য। আল্লাহ তায়ালা এটা কোনো নবী বা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাকেও জানান নি। (ফাতহুল বারি) তাই এর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করা জায়েয নেই। কিতাবুত তাওহিদে আরো বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ।

এ ফিৎনার সূচনা ইরাক থেকে হয়। এ ফিৎনার গোড়াপত্তন করে ইহুদি বংশোদ্ভূদ এক ব্যক্তি। তার নাম ছিল সোসান বা সিসুবিয়া। এরপর তার থেকে শিক্ষা নিয়েছে মাবাদ জুহানি। বসরার মুষ্টিমেয় কিছু লোক তার মতার্দশ গ্রহণ করে বসে। এর বিস্তারিত বিবরণ মুসলিম-১/২৭ রয়েছে। আর তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নাসরুল মুন্‌ইম-৮৮ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

সারকথা, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার ও হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান যখন মদিনায় এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-কে কাদরিয়া ফেরকা তথা তাক্‌দিরকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. স্পষ্ট অসন্তুষ্টি ও অসম্পৃক্ততা প্রকাশ করলেন। শপথ করে বললেন, তাদের কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে আর সে তা আল্লাহর পথে সদকা করে দেয়, তবে আল্লাহ কবুল করবেন না; যতক্ষণ না সে তাক্‌দিরের উপর ঈমান না আনবে ও বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ কাদরিয়া ফেরকা সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ: إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ . وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ".

অর্থাৎ কাদরিয়া এ উম্মতের অগ্নিপূজক। এরা অসুস্থ হলে এদের সেবা করবে না। আর মারা গেলে এদের জানাযায়ও অংশগ্রহণ করবে না। (আবু দাউদ-২/৬৪৪, بَابٌ فِي الْقَدَرِ)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . أَنْبَأَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ . قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ . ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ . وَأَجَلِهِ . وَشَقِيٌّ . أَوْ سَعِيدٌ . فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلَ . يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ . حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ . فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ . فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ . فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ . فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ . فَيَدْخُلُهَا" . قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعٌ .

সহজ তরজমা

৬১৬৯. আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইব্‌নে আব্দুল মালিক রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র বিন্দুরূপে জমা থাকে। তারপর তদ্রূপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং তারপর তদ্রূপ চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড আকারে থাকে। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তাকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য—এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ অথবা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি জাহান্নামিদের আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে। তখনই তার উপর তাক্‌দির প্রাধান্য বিস্তার করে। অমনি সে জান্নাতিদের আমল শুরু করে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার কোনো ব্যক্তি জান্নাতিদের আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক-দুই গজের দূরত্ব থাকে। এমন সময় তাক্‌দির তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অমনি সে জাহান্নামিদের আমল শুরু করে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবু আব্দুল্লাহ্ [বুখারি রহ.] বলেন, আদম রহ. তার বর্ণনায় শুধু একগজ বলেছেন।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৫-৯৭৬, পূর্বে ৪৫৬, ৪৬৯ পৃষ্ঠায় এবং সামনে ১১১০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ. أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ. أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ".

সহজ তরজমা

৬১৭০. সুলাইমান ইব্‌নে হারব্ রহ. ...... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তায়ালা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফিরিশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি বীর্য। হে প্রভু! এটি রক্তপিণ্ড। হে প্রভু! এটি মাংসপিণ্ড। আল্লাহ্ তায়ালা যখন তার সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফিরিশতা বলে, হে প্রভু! এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগা হবে, নাকি ভাগ্যবান? তার জীবিকা কি পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কি হবে? তখন (আল্লাহ্ তায়ালা যা নির্দেশ দেন) তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় অনুরূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬, পূর্বে ৪৬ ও ৪৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابٌ : جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

৩৪৯২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার ইলম (তাকদির) অনুযায়ী কলম শুকিয়ে গিয়েছে

وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ. [الجَاثِيَةُ : ٢٣] وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَهَا سَابِقُونَ. [الْمُؤْمِنُونَ : ٦١] : سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ.

আল্লাহর বাণী– আল্লাহ জানেন বিধায় তাকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : যার সম্মুখীন তুমি হবে (তোমার যা ঘটবে) তা লিপিবদ্ধ করার পর কলম শুকিয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : لَهَا سَابِقُونَ অর্থ, তাদের উপর সৌভাগ্য প্রবল হয়ে গেছে [অর্থাৎ পূর্বেই তার ভাগ্যে লিখা হয়ে গেছে]।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ জানেন বিধায় তাকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা জাসিয়া-২৩) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ইলম ছিল। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, তার যোগ্যতা খারাপ। সে সরল পথচ্যুত হয়ে এদিক-ওদিক উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে পারে। অথবা মর্মার্থ হবে, সেই হতভাগা জ্ঞান থাকা এবং জানা-বুঝা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ . يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ . قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ "نَعَمْ" . قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ "كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ" .

সহজ তরজমা

৬১৭১. আদম রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামিদের থেকে জান্নাতিদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন : হাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তি ওই আমলই করে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬ এবং সামনে সংক্ষেপে ১১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, কে জান্নাতি আর কে জাহান্নামি। এরপর সে তদানুযায়ীই আমল করে।

بَابٌ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

৩৪৯৩. অনুচ্ছেদ : 'আল্লাহ ভালোভাবে জানেন, মানুষ কাল কী আমল করবে'?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : "اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ" .

সহজ তরজমা

৬১৭২. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুশরিকদের [মৃত নাবালক] সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন, তারা (জীবিত থাকলে বড় হয়ে) কী আমল করত (সুতরাং তিনি তদানুযায়ী তাদের ফায়সালা করবেন)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬ ও পূর্বে ১৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম কদরে, আবু দাউদ সুন্নাহে ও নাসায়ি জানাইযে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : বিভিন্ন হাদিস দ্বারা জানা যায়, মুশরিকদের নাবালক সন্তানদের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন, এরা বেঁচে থাকলে বড় হয়ে মুসলমান হত কি-না? সুতরাং ইমাম আহমদ রহ. ও ইসহাক রহ. প্রমুখ নীরবতা অবলম্বনের কথাই বলেন। কেননা তাক্‌দির আল্লাহ তায়ালার একটি রহস্যাভেদ। কার ভাগ্যে কী লিখা আছে—জান্নাত না-কি জাহান্নাম, তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। অন্য কেউ জানে না; কোনো নবি-রাসূল, ওলি-বুযুর্গ ও আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণও নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

সহজ তরজমা

৬১৭৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালক) সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : আল্লাহ্ তায়ালা সম্যক অবগত, তারা (জীবিত থাকলে বড় হয়ে) কী আমল করত (সুতরাং তিনি তদানুযায়ী তাদের ফায়সালা করবেন)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬ এবং পূর্বে ১৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اَللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

সহজ তরজমা

৬১৭৪. ইসহাক ইব্নে ইবরাহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবজাতকই স্বভাবধর্মের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু (পরবর্তীসময়ে) তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বানিয়ে দেয়। যেমনি চতুষ্পদ প্রাণীর বাচ্চা (সুস্থ সঠিক) জন্মগ্রহণ করে। তোমরা কি তাতে কানকাটা [ক্রটিযুক্ত] পাও? এমনকি তোমরা তার কান কেটে দাও। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নাবালক অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করে, তার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন, এরা বড় হয়ে কী আমল করত?

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬ এবং পূর্বে ১৮১, ১৮৫ ও ৭০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই নাসরুল বারি-৫/৪৮ দেখবেন। কেননা মুশরিকদের সন্তান সংক্রান্ত এ মাসয়ালাটি অত্যন্ত জটিল ও মতবিরোধপূর্ণ। এ বিষয়ে ইমামদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

بَابٌ: وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. [الْأَحْزَابُ: ٣٨]

أَيْ هٰذَا بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ أَمْرُ ... الخ

৩৪৯৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার হুকুম তাকদির অনুযায়ী চূড়ান্ত

[অর্থাৎ পূর্ব হতেই চূড়ান্ত। ভাগ্যে লিখা রয়েছে, তা প্রতিফলিত হবেই। এ থেকে বাঁচার কোনো অবকাশ নেই।]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

সহজ তরজমা

৬১৭৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো নারী নিজে বিয়ে করার জন্য যেন তার বোনের (অপর নারীর) তালাক না চায়। কেননা তার জন্য (তাক্দিরে) যা নির্ধারিত আছে, তা-ই সে পাবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (أَىْ مِنَ الرِّزْقِ) বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬ এবং পূর্বে ২৮৭, ৩৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا : মাসয়ালাটির দুটি রূপরেখা পেশ করা হয়। যথা,

১। কোনো নারী কোনো পুরুষকে গিয়ে বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও! তাহলে আমি তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব। এটা সুস্পষ্টত নাজেয়য ও হারাম।

২। কোনো কোনো আলেম এর রূপরেখা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির দুজন স্ত্রী রয়েছে। তাদের একজন স্বামীকে গিয়ে বলল, ওকে তথা তোমার ওই স্ত্রী আমার সতীনকে তালাক দিয়ে দাও! এ পন্থাও নাজায়েয এবং হারাম।

উল্লেখ্য, প্রথম রূপরেখাটিই অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ ﷺ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهَا : "لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، كُلٌّ بِأَجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ".

সহজ তরজমা

৬১৭৬. মালিক ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়িদ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সা'দ ইব্‌নে উবাদা, উবাই ইব্‌নে কাব ও মুয়ায ইব্‌নে জাবালও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোনো এক কন্যার প্রেরিত একজন লোক খবর নিয়ে এলেন যে, তার পুত্র সন্তান মরণাপন্ন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটাকে বলে পাঠালেন : আল্লাহর জন্যই, যা তিনি গ্রহণ করেন। আল্লাহর জন্যই, যা তিনি দান করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং (সন্তান হারানোকে) পুণ্য মনে করে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে كُلٌّ بِأَجَلٍ (مِنَ الْأَمْرِ الْمُقَدَّرِ) বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬, পূর্বে ১৭১, ৮৪৪ পৃষ্ঠায় এবং সামনে ৯৮৪-৯৮৫, ১০৯৭ ও ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ، كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ".

সহজ তরজমা

৬১৭৭. হিব্বান ইব্‌নে মূসা রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আনসার গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো বাঁদীদের সাথে মিলিত হই অথচ মালকে মুহাব্বত করি। সুতরাং 'আযল' করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি এ কাজ কর? তোমাদের জন্য এটা করা আর না করা উভয়ই সমান। কেননা যে কোনো জীবন যা পয়দা হওয়াকে আল্লাহ্ তায়ালা লিখে দিয়েছেন, তা পয়দা হবেই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৬-৯৭৭, পূর্বে ২৯৭, ৩৪৫, ৫৯৩, ৭৮৪ ও সামনে ১১০১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

قوله: إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ... كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ : অর্থাৎ আমরা যদি বাঁদীর সাথে আযল না করি, তাহলে বাঁদী উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ আমাদের মালের প্রতি মহব্বত আছে। আমরা তাকে বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে চাই। কিন্তু উম্মে ওয়ালাদ হয়ে গেলে তাকে বিক্রয় করতে পারব না। এজন্য আমরা বাঁদীর সাথে আযল করতে চাই। যাতে বাঁদীর গর্ভ সঞ্চার না হয়। সুতরাং এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

ব্যাখ্যা : আযলের বিধান ইতোপূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৮/১৯৯ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ، قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّىْءَ قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.

সহজ তরজমা

৬১৭৮. মূসা ইব্‌নে মাসউদ রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন। তাতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, এমন কোনো কথাই বাদ দেননি। এগুলো স্মরণে রাখা যার সৌভাগ্য, সে স্মরণে রেখেছে আর যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গিয়েছে। আমি ভুল যাওয়া কোনো কিছু যখন দেখতে পাই, তখন তা তেমনি চিনে নিতে পারি, যেমনি কোনো ব্যক্তি হারানো লোককে দেখলে পরে তাকে চিনতে পারে।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا বাক্যে। অর্থাৎ বিশ্বজগতের চূড়ান্ত বিষয়াবলি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদে الفتن অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

قوله: فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ : বাক্যটির আরেকটি মর্ম হতে পারে 'খুতবায় কিছু কথা এমন ছিল, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এরপর যখন সেগুলো প্রকাশিত হল, তখন আমি সে খুতবার মর্মার্থ বুঝতে পারি অর্থাৎ তখন আমার ওই কথা স্মরণ হয়ে যেত। যেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখে চিনে ফেলা যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَتَّكِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ لاَ اعْمَلُوا! فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. الآيَةَ.

সহজ তরজমা

৬১৭৯. আবদান রহ. ... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি, যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন : তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের

মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তবে কি আমরা (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন : না, বরং আমল করে যাও! কেননা প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ (যার জন্য তাকে সৃষ্টি) করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেলেন, فَأَمَّا مَنْ... الخ।

সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে أَلَا نَتَّكِلُ الخ। বাক্যে। কেননা এর মর্ম হল– আল্লাহ তায়ালা অনাদি কালে যা চূড়ান্ত করে রেখেছেন, আমরা কি তার উপর নির্ভর করে কর্ম-কৌশল ছেড়ে দিব?

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৭, পূর্বে ১৮২, ৭৩৭ ও ৭৩৮ পৃষ্ঠায় এবং সামনে ১১২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

قوله : قَالَ لَا اِعْمَلُوا!! : অর্থাৎ তোমরা আমল ছেড়ে দিও না বরং আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব হিসাবে তার আদেশগুলো মান্য করো। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦] অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত-৫৬)

قوله : فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ : مُيَسَّرٌ শব্দটির সিনে যবর ও তাশদিদ দিয়ে। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন : শু'বা পূর্বের বর্ণনায় আ'মাশ থেকে একসূত্রে একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, في سورة الليل لما خلق له ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى।

بَابٌ : اَلْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

৩৪৯৫. অনুচ্ছেদ : আমলের ভালো-মন্দ পরিণতির উপর নির্ভরশীল

أَيْ: هٰذَا بَابٌ يذكر فِيهِ الْعَمَلُ بِالخواتيم أَيْ: بالعواقب. وَهُوَ جمع خَاتِمَة يَعْنِي:

الِاعْتِبَارُ لِحَالِ الشَّخْصِ عِنْدَ الْمَوْتِ قبل المعاينة لملائكة الْعَذَاب.

এখানে بَابٌ শব্দটি তানবিনসহ। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদ সমস্ত আমাল শেষ অবস্থা তথা মৃত্যুর সময়ের অবস্থা ধর্তব্য হওয়ার বর্ণনা সম্পর্কে। خَوَاتِيمُ শব্দটি خَاتِمَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ, পরিসমাপ্তি। যবনিকা। পরিণতি।

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ: هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ. فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ. فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

সহজ তরজমা

৬১৮০. হিব্বান ইবনে মূসা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গীগণের মাঝ থেকে ইসলামের দাবি করছিল, এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন : এ লোকটি জাহান্নামি। যখন যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি প্রবল বেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। এতে সে প্রচুর ক্ষত-বিক্ষত হল। তবু সে অটল রইল। সাহাবিগণের মাঝ থেকে একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামি হবে বলে আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন সে তো প্রবল বেগে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং তাতে সে প্রচুর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তিনি বললেন : সাবধান, সে জাহান্নামি! এতে কতিপয় মুসলমানের মনে সন্দেহের ভাব হল। আর লোকটি ওই অবস্থায় ছিল। হঠাৎ করে সে জখমের যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল আর অমনিই সে নিজ হাতটি তীরের থলের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং একটি তীর বের করে আপন বক্ষে বিঁধিয়ে দিল। এতৎদৃষ্টে কয়েকজন মুসলমান রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তায়ালা আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন। অমুক ব্যক্তি তো আত্মহত্যা করেছে। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে বিলাল, উঠে দাঁড়াও! ঘোষণা দাও, জান্নাতে একমাত্র মুমিনগণই প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা গুণাহগার বান্দাকে দিয়েও এ দীনের সাহায্য করে থাকেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসে উল্লেখিত লোকটির আমলের সমাপ্তি মন্দ আমলের মাধ্যমে। আর সমস্ত আমল (এর প্রতিদান) শেষ পরিণতির উপরেই নির্ভরশীল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৭, পূর্বে ৪৩০ পৃষ্ঠায় এবং সামনে ৬০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন হয়, আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে হারাম। কিন্তু হারাম কাজে লিপ্ততাই জাহান্নামি হওয়া আবশ্যক করে না? এ প্রশ্নের জবাব জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২৭২ দেখুন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا". فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ. فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ "وَمَا ذَاكَ". قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ". وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ".

সহজ তরজমা

৬১৮১. সাঈদ ইব্নে আবু মারইয়াম রহ. ... সাহল ইব্নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমনকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে নজর করে বললেন : যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামিকে দেখতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তির দিকে দেখে। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একলোক ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করল। সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সাথে মুকাবিলা করছিল। এমনকি সে [একপর্যায়ে] আহত হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। সুতরাং সে তার তরবারির তীক্ষ্ণ দিকটি তার বুকের মাঝে দাবিয়ে দিল। এমনকি দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারি বক্ষ ভেদ করল। (এতৎদৃষ্টে) লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন : 'যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামিকে দেখতে ইচ্ছা করে, সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়'; অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক তীব্র আক্রমণকারী ছিল। কাজেই আমার ধারণা ছিল, এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না।

যখন সে আঘাত প্রাপ্ত হল, তখন সে তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে বললেন : নিশ্চয় কোনো বান্দা জাহান্নামিদের আমল করে, মূলত সে জান্নাতি। আর কোনো বান্দা জান্নাতি লোকের আমল করে, মূলত সে জাহান্নামি। নিশ্চয় আমলের ভালোমন্দ নির্ভর করে তার পরিণামের ওপর।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৮ এবং পূর্বে ৪০৬, ৬০৪, ৬০৫ ও ৯৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

৩৪৯৬. অনুচ্ছেদ : বান্দার মান্নতকে তাক্‌দিরের উপর অর্পণ করা প্রসঙ্গে

[অর্থাৎ মানত মানার দ্বারা তাক্‌দিরের লিখন পরিবর্তন হয় না বরং নিঃসন্দেহে তাক্‌দিরের লিখনই প্রতিফলিত হবে।]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ قَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

সহজ তরজমা

৬১৮২. আবু নুয়াঈম রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মানত কোনো জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধু কৃপণের মাল খরচ হয়।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, মান্নত বান্দাকে তাক্‌দির পর্যন্ত পৌছায়। কিন্তু মান্নত তাক্‌দিরের কোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারে না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৮ ও সামনে ৯৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ি নযরে ও ইবনে মাজাহ কাফ্‌ফারায় উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : মুসলিম শরিফের বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা মানত করো না। কেননা মান্নত তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে না। তাহলে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় কেন?

জবাব : মান্নত তখনই নিষিদ্ধ হবে, যখন 'মানত দ্বারা তাক্‌দির পরিবর্তন হবে' বিশ্বাসে মানত করবে। কোনো কোনো মূর্খ এমনটি ভেবেই মানত করে থাকে। পক্ষান্তরে যখন এ বিশ্বাসে মানত করা হবে যে, লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। মানত শুধু একটি ওসিলা ও মাধ্যম মাত্র। এমন মানত মাকরূহ ও নিষিদ্ধ নয় বরং উদ্দেশ্য হাসিলের পর এরূপ মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ. وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ. أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

৬১৮২. বিশর ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানত মানব সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাক্‌দিরে নির্ধারণ নেই। তবে তাক্‌দির তাকে মানতের দিকে ধাবিত করে। আর আমি তার জন্য মানত তাক্‌দিরে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। এর দ্বারা আমি কৃপণের কাছ থেকে কিছু (মাল) বের করে নিই।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَلٰكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ (اِلَى النَّذْرِ) বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এর দ্বারা জানা গেল, তাক্দিরে চূড়ান্ত ফায়সালা মানত দ্বারা পরিবর্তন হয় না। তবে মানতও তার তাক্দিরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাক্দির তাকে তার মানতের দিকে ধাবিত করে। যাতে তার কৃপণতা সামান্য হলেও দূর হয়।

بَابُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

৩৪৯৭. অনুচ্ছেদ : লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ প্রসঙ্গে

بَابُ শব্দটি এখানে তান্বিন ছাড়া। কেননা এটি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ-এর দিকে ইযাফত হয়েছে। আর ফাতহুল বারিতে শব্দটি তান্বিনসহ রয়েছে। لَا حَوْلَ অর্থ, আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা-আশ্রয় ব্যতীত বান্দার পক্ষে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর لَا قُوَّةَ অর্থ, আল্লাহ তায়ালার তাওফিক-সাহায্য ব্যতীত ইবাদত-আনুগত্যের শক্তি নেই। (উমদা)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسٰى ﷺ. قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَعْلُو شَرَفًا، وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ، إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ. قَالَ. فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا". ثُمَّ قَالَ "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".

সহজ তরজমা

৬১৮৪. মুহাম্মদ ইব্নে মুকাতিল আবুল হাসান রহ. ... আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা যখনই কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, কোনো উঁচুতে থাকতাম এবং কোনো উপত্যকা অতিক্রম করতাম, তখনই উচ্চঃস্বরে তাক্বির (আল্লাহ্ আকবর) বলতাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন : হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম করো। তোমরা কোনো বধির বা কোনো অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। তোমরা তো ডাকছ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী এক সত্তাকে। এরপর তিনি বললেন : হে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে কায়স! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিব না ? যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম [তা হচ্ছে] : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৭৮, পূর্বে ৪২০, ৬০৫, ৯৪৪, ৯৬৮ পৃষ্ঠায় ও সামনে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২৭৩ দেখুন।

بَابٌ اَلْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

৩৪৯৮. অনুচ্ছেদ : নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করেন

[এখানে بَابٌ শব্দটি তানবিনসহ। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اَلْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ সম্পর্কে।]

عَاصِمٌ [يُونُس: ٢٧] مَانِعٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: سَدًّا [الكَهْف: ٩٤] عَنِ الحَقِّ.

يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلاَلَةِ. دَسَّاهَا [الشَّمْس: ١٠] أَغْوَاهَا.

عَاصِمٌ অর্থ مَانِعٌ (বারণকারী/ রক্ষাকারী।) মুজাহিদ রহ. বলেন : سَدًّا অর্থ, عَنِ الحَقِّ يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلاَلَةِ (সে পথভ্রষ্টতায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে)। دَسَّاهَا অর্থ, أَغْوَاهَا (সে তাকে গোমরাহ-কলুষিত করল)।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

عَاصِمٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা হূদের ৪৩নং আয়াতের দিকে। যথা, لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ অর্থাৎ আজকের দিনে আল্লাহ তায়ালার হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই।

سَدًّا : এর দ্বারা সূরা ইয়াসিনের ৯নং আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ الخ অর্থাৎ আমি তাদের সামনে ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি। সত্য মানার ক্ষেত্রে আমি তাদের উপর অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছি; তারা ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত; উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে।

دَسَّاهَا : এর দ্বারা সূরা শাম্‌সের ১০নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যথা, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا অর্থাৎ যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ".

সহজ তরজমা

৬১৮৫. আবদান রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যাকেই খলিফা বানানো হয়, তার জন্য দুটি গুপ্তচর থাকে। একটা তাকে সৎকর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করে। আরেকটা তাকে মন্দ কর্মের আদেশ করে ও এর প্রতি তাকে প্ররোচিত করে। আর নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা রক্ষা করেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৮, সামনে আহকাম অধ্যায়ে ১০৬৮ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে।

بِطَانَةٌ : এর আভিধানিক অর্থ, কাপড়ের ভিতরাংশ। তবে এখানে বিশেষ পরামর্শদাতা আত্মিক শক্তি উদ্দেশ্য।

بَابٌ : وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

৩৪৯৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত। (সূরা আম্বিয়া-৯৫)

أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. [هود : ٣٦]. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. [نوح : ٢٧]، وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (وَحِرْمٌ) بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ.

আল্লাহর বাণী– যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার জাতির অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না! (সূরা হূদ-৩৬) আল্লাহর বাণী– তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ-২৭) মানসুর ইবনে নুমান রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত আছে, হাবশি ভাষায় حِرْمٌ অর্থ وَجَبَ (অবধারিত/ জরুরি হওয়া)।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

এ অনুচ্ছেদের শিরোনামটি দু'ভাবে বর্ণিত আছে। যথা, (১) الخ بَابٌ : وَحَرَامٌ অর্থাৎ هَذَا بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَحَرَامٌ الخ। যেমনটি রয়েছে উপরে লিখা হয়েছে। (২) আর আবু যারের বর্ণনায় রয়েছে, بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ الخ। এটা আবু বকর, হামযা ও কিসাঈ এর কেরাত। উল্লেখ্য, এতে দুটি কেরাত প্রসিদ্ধ। সুতরাং হিজায, বসরা ও শামবাসী حاء বর্ণে যবর দিয়ে حَرَامٌ পড়েন। আর কুফাবাসী حاء বর্ণে যের ও راء সাকিন করে حِرْمٌ পড়েন। এক্ষেত্রে অনুবাদ হবে, চূড়ান্ত হয়ে গেছে ওই জনপদের ওপর আমি যাকে ধ্বংস করেছি, নিঃসন্দেহে তারা আর কখনো ফিরে আসবে না।

حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ، وَيُكَذِّبُهُ". وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৬১৮৬. মাহমূদ ইব্নে গায়লান রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ছোট গুনাহ্ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার চেয়ে যথাযথ উপমা আমি দেখি না। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,) আল্লাহ্ তায়ালা আদম সন্তানের উপর যিনার কোনো না কোনো হিস্‌সা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যাই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধের প্রতি) নযর করা এবং জিহবার যিনা হল (যিনা সম্পর্কে) বলা। সে তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে, লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শাবাবা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, যেনা ও তার উপকরণ বান্দার তাক্দিরে লিখিত রয়েছে। তা কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

৩৫০০. অনুচ্ছেদ : (আল্লাহ তায়ালার বাণী) 'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ'। (সূরা বনি ইসরাঈল-৬০)

এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الخ (البخارى بَابُ الْمِعْرَاجِ، بَابٌ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) অর্থাৎ এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অলৌকিক চাক্ষুষ দর্শন, স্বপ্নযোগের দর্শন নয়।

আর চাক্ষুষ দর্শন ও স্বপ্নযোগে দর্শনের মাঝে মিল হল, অভ্যাস বহির্ভূত/ অস্বাভাবিক অলৌকিক ও বিস্ময়কর বিষয়ও একান্ত দর্শনকারী ব্যতীত অন্য কেউ দেখে না। যেমনিভাবে স্বপ্নও একমাত্র স্বপ্নদ্রষ্টাই দেখতে পায়; অন্য কেউ দেখে না, এজন্য বিস্ময়কর চাক্ষুষ দর্শনকেও অনেক সময় رُؤْيَا বা 'স্বপ্ন' নামে ব্যক্ত করা হয়। এর প্রমাণ فِتْنَةً শব্দ। কারণ, এ বিস্ময়কর ঘটনাটি ছিল চরম পরীক্ষা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গমন এবং সেখান থেকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে সকাল হওয়ার পূর্বে ফিরে আসার ঘটনা বর্ণনা করার পর সেসব নওমুসলিম, যাদের অন্তরে এখনো ঈমান বদ্ধমূল হয় নি, তারা মিরাজের এ ঘটনাকে অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনাই বর্ণনা করেছিলেন। অন্যথায় নওমুসলিমরা কাফির হয়ে যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না। কেননা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ও কাশফ ইত্যাদি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়ত লাভের সূচনালগ্ন থেকেই ছিল। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগের মিরাজের দাবি করতেন, তবে এটি মানুষের কাছে বিস্ময়কর মনে হত না। আর এ মিরাজ নওমুসলিমদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণও হত না।

✪ মিরাজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে অনেক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো দেখুন। সংক্ষেপে জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৩৫১ দেখুন।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ : وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ.

সহজ তরজমা

৬১৮৭. হুমাইদি রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তা হচ্ছে চোখের দেখা। যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রজনীতে তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, কুরআন মাজিদে উল্লেখিত الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ দ্বারা 'যাক্কুম বৃক্ষ' উদ্দেশ্য।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা আইনি রহ. বলেন, আল্লামা ইবনুত তীন বলেছেন : এ হাদিসটি 'কিতাবুল কাদর'-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হল, الإشارة إلى أن الله تعالى قدر للمشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের তাক্‌দিরে লিখে দিয়েছেন, তারা মিরাজের ঘটনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে।

(উমদাতুল কারি-২৩/১৫৮)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারি ৯৭৮-৯৭৯, পূর্বে ৫৫০ ও তাফসিরে ৬৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৩৬৬ দেখুন।

بَابٌ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللهِ

৩৫০১. অনুচ্ছেদ : আদম আ. ও মূসা আ. আল্লাহ তায়ালার সামনে বাদানুবাদ করেন

অর্থাৎ এখানে بَابٌ শব্দটি তান্‌বিনসহ। এখানে تَحَاجَّ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। تَحَاجَّ শব্দটির তা, বর্ণে যবর ও جيم বর্ণে তাশ্‌দিদ দিয়ে। تَحَاجَّ শব্দটি মূলত تَحَاجَجَ ছিল। এরপর প্রথম জিমকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আদম আ. ও হযরত মূসা আ.-এর মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছিল আল্লাহ তায়ালার নিকটে। আর এখানে নিকট দ্বারা বিশেষ ও সম্মানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়। বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً. فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى" ثَلَاثًا. قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৬১৮৮. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম ও মূসা আ. (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মূসা আ. বলেন, হে আদম! আপনি তো আমাদের পিতা। আমাদেরকে আপনি বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম আ. মূসা আ.-কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ্ তায়ালা নিজ কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন ও আপনার জন্য নিজ হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমনি একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদম আ. এ বিতর্কে মূসা আ.-এর উপর জয়ী হলেন। উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার বলেছেন। সুফিয়ানও ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯, পূর্বে ৪৮৪, ৬৯২ ও ৬৯৩ এবং সামনে ১১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ হযরত মূসা আ.-এর সঙ্গে হযরত আদম আ.-এর সাথে বাদানুবাদ কোথায় হয়েছিল? এ বিষয়ে বিস্ত ারিত জানতে নাসরুল বারি-৯/৪১৮ দেখুন।

بَابٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ

৩৫০২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই

(এখানে بَابٌ শব্দটি তানবিনসহ।)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اُكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ. فَأَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ ؓ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا. ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ

সহজ তরজমা

৬১৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌নে সিনান রহ. ... মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুয়াবিয়া রাযি. মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি.-এর নিকট চিঠি লিখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর যা পাঠ করতেন এ বিষয়ে তুমি যা শুনেছ আমার কাছে লিখে পাঠাও। তখন মুগিরা রাযি. আমাকে তা লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাযের পরে বলতে শুনেছি : ... 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, অংশীদার বিহীন। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা রদকারী কেউ নেই। আর তুমি যা রদ কর তার কোনো দানকারীও নেই। তুমি ব্যতীত প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাও কোনো ফল বয়ে আনবে না।'

ইব্‌নে জুরাইজ রহ. আব্‌দা থেকে বর্ণনা করেন, ওয়াররাদ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন। এরপর আমি মুয়াবিয়া রাযি.-এর নিকট গিয়েছি। তখন আমি তাঁকে শুনেছি, তিনি মানুষকে এ দুয়া পড়তে হুকুম দিচ্ছেন।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯ এবং পূর্বে ১১৬-১১৭, ৯৩৭ ও ৯৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৭ দেখুন।

بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

৩৫০৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের গহ্বর ও কুপরিণতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়

এবং আল্লাহর বাণী– বলুন! আমি আশ্রয় চাই ঊষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। (সূরা নাস)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ".

সহজ তরজমা

৬১৯০. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমারা ভয়াবহ বিপদ, দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর, কুপরিণতি ও শত্রুর আনন্দ প্রকাশ থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। [سُوءِ الْقَضَاءِ : মন্দ তাক্‌দির, কুপরিণতি।]

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯ এবং পূর্বে ৯৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

৩৫০৪. অনুচ্ছেদ : (আল্লাহ তায়ালা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. [الأنفال: ٢٤]

'জেনে রেখো! আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান'। (সূরা আনফাল-২৪)

এ প্রতিবন্ধকতা দুই পদ্ধতিতে হতে পারে। যথা,

১। মুমিনের অন্তরে আনুগত্যের বরকতে কুফুর ও অবাধ্যতাকে স্থান দেন না।

২। কাফিরের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার বিরোধিতা, অবাধ্যতা ও অকল্যাণের কারণে ঈমান-আনুগত্যকে স্থান দেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও যাহহাক রহ. থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা 'কাফির ব্যক্তি ও আনুগত্যের মাঝে' আর 'মুমিন ব্যক্তি ও অবাধ্যতার মাঝে' অন্তরায় হন।

আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান ও সফলতা দান করেছেন, সেই ভাগ্যবান আর আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, সেই হতভাগা। সকল মানুষের অন্তর আল্লাহ তায়ালারই হাতে ও নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই মানুষের অন্তর পরিবর্তন করেন। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ (لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ).

সহজ তরজমা

৬১৯১. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল আবুল হাসান রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় এরূপ শপথ করতেন : না! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহর) শপথ।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ বাক্যে। অর্থ হল আল্লাহ তায়ালা বান্দার অন্তরকে 'ঈমানের আলো থেকে কুফুরের দিকে এবং কুফরের কালিমা থেকে ঈমানের আলোর দিকে' পরিবর্তন করেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯, সামনে ৯৮১ ও ১০৯৯ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযিতে ঈমান অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ كَثِيرًا : كَثِيرًا শব্দটি উহ্য মাসদারের সিফাত হিসাবে মানসুব/ যবরযুক্ত হবে। উহ্য ইবারত হবে يَحْلِفُ حَلْفًا كَثِيرًا।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ "خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا". قَالَ الدُّخُّ قَالَ "اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ" قَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ "دَعْهُ، إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ"

সহজ তরজমা

৬১৯২. আলী ইব্‌নে হাফ্‌স ও বিশর ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্‌নে সাইয়াদকে একবার বললেন : আমি (একটি কথা আমার অন্তকরণে) তোমার জন্য গোপন রেখেছি। সে বলল, তা হচ্ছে, 'দুখ্'। (রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মনে মনে সূরা দুখানের ১০নং আয়াত فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ-এর কল্পনা করেছিলেন। ইবনে সাইয়াদের কথা শুনে) তিনি বললেন : চুপ কর, তুমি তো তোমার তাক্‌দিরকে কখনো অতিক্রম করতে পারবে না। এতদ্বশ্রবণে উমর রাযি. বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তার মুণ্ডপাত করে দিই। তিনি বললেন : রাখো ওকে, ও যদি তাই হয় তবে তুমি তার উপর (এ কাজে) সক্ষম হবে না। আর যদি তা না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার জন্য কোনো কল্যাণ নেই।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقُهُ বাক্যে। (উমদাতুল কারী) অর্থাৎ সে দাজ্জাল হয়ে থাকলে তো তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত ফায়সালা হল, দাজ্জাল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বের হবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে। তুমি এ তাক্‌দিরের বিপরীত করতে পারবে না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯ এবং পূর্বে ১৮০, ৪২৯ ও ৯১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/২৪ দেখুন!

بَابٌ: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا. (التَّوْبَة: ٥١)

৩৫০৫. অনুচ্ছেদ : বলুন! আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছুই হবে না

قَضَى قَالَ مُجَاهِدٌ: بِفَاتِنِينَ [الصافات: ١٦٢]: "بِمُضِلِّينَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ. قَدَّرَ فَهَدَى. [الأعلى: ٣] وَ ص: ١٢٧]: «قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا»

كَتَبَ অর্থ قَضَى (নির্দিষ্ট করেছেন)। মুজাহিদ রহ. বলেছেন, فَاتِنِينَ অর্থ, পথভ্রষ্টকারী। (অর্থাৎ তোমরা সকলে মিলেও কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। পথভ্রষ্ট সে-ই হতে পারে, যার ললাটলিপিতে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামি লিখে দিয়েছেন।) قَدَّرَ فَهَدَى—সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। এ থেকেই আসে هَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا তথা জন্তুকে চারণভূমির পথ দেখাল।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ: "كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ".

সহজ তরজমা

৬১৯. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম আল-হানযালি রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে আল্লাহর এক আজাব। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছা, তার উপরই প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা এটা মুসলমানের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন [এতে মারা গেলে সে শহিদের সওয়াব পাবে]। যে বান্দা এমন কোনো শহরে থাকে, যেখানে প্লেগ-মহামারী দেখা

দিয়েছে এবং সে সেখানেই অবস্থান করে, শহরটি থেকে বের না হয়, ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের আশায় এবং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য যা ভাগ্যে লিখেছেন তা ব্যতীত কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে সে শহিদের সমান সওয়াব লাভ করবে।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯ এবং পূর্বে ৪৯৪ ও ৮৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৫৫৩ দেখুন।

بَابٌ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ. لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

৩৫০৬. অনুচ্ছেদ : 'আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না'। (সূরা আ'রাফ-৪৩)

'আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে নিশ্চয় আমি মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (সূরা যুমার-৫৭)

[এখানে بَابٌ শব্দটি তান্‌বিনসহ। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্করণে ইযাফতের সাথে هٰذَا بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : الخ রয়েছে।]

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা ইমাম বুখারি রহ. মুতাযিলা ও কাদরিয়াদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। কেননা এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, হেদায়েত ও গোমরাহি-পথভ্রষ্টতা দুটিই আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَهُوَ يَقُولُ: "وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا. وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا. فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا. وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا. وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا. إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا".

সহজ তরজমা

৬১৯৪. আবু নুমান রহ. ... বারা ইব্‌নে আযিব রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন আর বলেছেন : আল্লাহর কসম! তিনি যদি আমাদেরকে হেদায়েত না করতেন, তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না, রোযা পালন করতাম না আর নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং (প্রভু হে) আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন আর শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। তারাই আমাদের উপর ফিতনা (যুদ্ধ) চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, আমরা তা চাইনি।

সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا বাক্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ৯৭৯-৯৮০, পূর্বে ৩৯৮, ৪২৫ ও মাগাযি ৫৮৯ এবং সামনে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮, গাযওয়ায়ে খন্দক দেখুন।

সমাপ্ত